অগ্নিমান্দ্য।—আহারান্তে প্রস্তরের ন্যায় চাপ বা ভারবোধ; মুহুর্মুহুঃ তিক্ত বা কটু উদ্গার; বিবমিষা বা পিত্তমিশ্রিত বমন, পাকাশয় হইতে অংসফলক পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে বা কাসিবার সময় পাকাশয়ে বেদনা, মলরোধ, তীব্র শিরঃপীড়া, উদ্ধত ও কোপন স্বভাব,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধি উপযোগী।

অতিসার।—শীতল পানীয় দ্রব্য অথবা সহসা উত্তাপ হইতে শীতল বাতাসে গমন জন্য গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। আমেরিকায় কলারা ইনফ্যাণ্টম (শিশুদিগের বিসূচিকা) রোগে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয়।

শূল।—অন্ত্রের পূর্ণতা ও স্ফীততা সহযোগে পার্শ্বদেশে বা অন্ত্রে সূচীবেধবৎ তীব্র বেদনা ও কোপনতা লক্ষণ বিশিষ্ট অনুগ্র শূলরোগে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থেয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।—শীত, শিরোবেদনা, যকৃদ্দেশে বেদনা, অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, বৃহৎ শুষ্ক ও কঠিন মল; আমবাতিক প্রকৃতি। এই সকল লক্ষণ থাকিলে তরুণ ও প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধে এই ঔষধি প্রযোজ্য। গর্ভাবস্থায় অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধেও ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থেয়। মস্তকে রক্তাবেগ ও কোপনতা লক্ষণযুক্ত গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠবদ্ধে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে। নক্স ভমিকা জ্ঞাপক কোষ্ঠবদ্ধে বারংবার বিফল মল প্রবৃত্তি থাকে কিন্তু ব্রাইয়োনিয়ায় উহা থাকে না। শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে স্থূল ও কঠিন মল নিঃসরণে কষ্ট হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতের বিবর্দ্ধন ও কাঠিন্য, তৎসহ সূচীবেধবৎ জ্বালাকর বেদনা, এই বেদনা চাপিলে বৃদ্ধি পায় এবং উহার সহিত মলপ্রবৃত্তিহীন কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে। মার্ক সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিলে যকৃৎবিবর্দ্ধনে এতদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার দর্শে। দক্ষিণস্কন্ধে বেদনা, ও শিরোঘূর্ণন, দক্ষিণ পার্শ্বে অপ্রখর বেদনা ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ত্বক বা চক্ষু লক্ষণাপন্ন যকৃতের রক্ত-সঞ্চয় রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। যকৃতের ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন পরিপাকক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

শোথ।—সন্ধির শোথ; ঘর্ম্মরোধ বা পীড়কা লোপযুক্ত শোথ, অথবা কাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র ইত্যাদি বক্ষোলক্ষণ, কিম্বা যকৃত-পীড়া ও কোষ্ঠরোধ প্রভৃতি লক্ষণ সম্পন্ন শোথ; গর্ভাবস্থায় মূত্রবিকার ব্যতীত পদ্দিশোথ রোগে এইঔষধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড বা মূত্রপিণ্ডের রোগজনিত শোথে ইহা উপযোগী নহে। চর্ম্ম-শোথেই কেবল ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থেয়।

রজোলোপ।—অদৃষ্টরজস্কা স্ত্রীদিগের রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা বা মুখ হইতে রক্তপাত হইলে ও তৎসহ কঠিন শুষ্ককাস, বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ ও মলরোধ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া সেবনে রজঃপ্রকাশ হয়।

রজস্তম্ভ।—শিরোঘূর্ণন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, পার্শ্বে ও বক্ষে সূচীবিদ্ধ বোধ, শুষ্ককাস, কোষ্ঠবদ্ধ, পাকাশয়ে বেদনা, কোপনতা ইত্যাদি লক্ষণাপন্ন রজঃস্তম্ভে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে কাসের সহিত রক্ত পতিত হইলেও ইহা উপযোগী।

রজোনিবৃত্তি।—রজোনিবৃত্তির পর ফুসফুস বা বক্ষে রক্তসঞ্চয়, পাকাশয়ে প্রস্তরাবস্থানের ন্যায় অনুভব, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অঙ্গগ্রহ ও কটিবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ব্রাইয়োনিয়া দ্বারা উপকার দর্শে।

স্তনস্ফোটক (থুনকা)।—অধিক পরিমাণে স্তন্যসংগ্রহ, স্তনের কাঠিন্য, গুরুত্ব, উত্তাপ ও বেদনা লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী। যদি প্রথম স্তন্য জন্মিবার পর, স্তন্যদানকালে সন্দিলাগিয়া, অথবা সহসা শিশুকে স্তন্যত্যাগ করাইলে স্তন স্ফীত, স্পর্শাসহ, গ্রন্থিল ও বেদনা বিশিষ্ট হইয়া উঠে তবে অবিলম্বে এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে প্রদাহ দূরীকৃত হয় ও স্ফোটক জন্মেনা। স্তনে বিসর্পবৎ, বা উজ্জ্বল আরক্তিমা দৃষ্ট হইলে ব্রাইয়োনিয়া সহযোগে ২ ঘন্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে বেলেডোনা, ও জ্বর লক্ষণ থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থেয়।

দাহিকা।—ডাঃ জার বলেন যে কার্ব্বঙ্কলের পূয শোষণ বা দ্রুত পরিপক্ক করণে ব্রাইয়োনিয়া অতিশয় ফলপ্রদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মাতৃকা-প্রদাহ।—যুবকদিগের তরুণ, মাতৃকাপ্রদাহ (মেনিঞ্জা-

ইটিস), ও বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদকপেশীর প্রদাহ (ডায়েফ্রামাইটিস) রোগেও ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু এরাকনাইটিস রোগে এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শে না। **অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ।**—সর্দ্দিজনিত অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহে একোনাইটের পরে ব্রাইয়োনিয়া বিলক্ষণ উপকারী। সূতিকাবস্থায়ও এই রোগে ইহার ব্যবহার আছে। **সাইনোভাইটিস।**—কি বাত জন্য কি অন্য প্রকারে অর্থাৎ শীত বা আঘাত বশতঃ এই রোগ জন্মিলে ব্রাইয়োনিয়া ফলপ্রদ। **চক্ষুরোগ।**—আইরাইটিস, কুরয়ডাইটিস, স্ক্লিরাইটিস, স্ক্লেরো ডার্মা প্রভৃতি চক্ষুরোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

বিশেষ প্রকৃতি।—যে সকল ব্যক্তির পেশীতন্তু সুদৃঢ়, মুখমণ্ডল মলিন, স্বভাব কোপন ও ধাতু পিত্তপ্রধান তাহাদের রোগে ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ উপযোগী। শীতভোগ, শুষ্কবায়ু ও তীব্রবায়ু বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে এবং যে সকল পীড়ার লক্ষণ সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় তাহাতে এই ঔষধি ব্যবহেয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অতিশয় অপ্রফুল্লতা ও বিরক্তচিত্ততা (এগার, এইল, বোরাক্স, ক্যামো, নক্স); অনর্থক উৎকণ্ঠা; ভয় ও বিরক্তি (একন)। * অতিশয় ক্রোধপ্রবণতা, সকল বিষয়েই ক্রোধ জন্মে, (* ক্যাম, হিপার, কালী কা, লাইক।—নক্স দ্রষ্টব্য। মন সুখী, প্রফুল্ল, ক্রোক, লেকে, প্লাটি)। রাত্রিতে প্রলাপ; নিজকার্য্যের বিষয় প্রলাপ। * শয্যা হইতে পলায়নের ও বাড়ীতে যাইবার চেষ্টা, (বেল দ্রষ্টব্য) কোন দ্রব্যাদির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে আবার তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা, (ক্যাম দ্রষ্টব্য)।

মস্তক।—উত্থান করিলে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও মূর্চ্ছা, (একন, পালস) * কপালে পূর্ণতা অনুভব, বোধ হয় যেন কপালের অভ্যন্তর হইতে সমস্ত বস্তু চাপিয়া বাহির হইবে, (*একন, * বেল, মার্ক, রস।—মস্তকে শূন্যতা অনুভব, * ক্যাস্ক, * ককি, ইগ্নে, ওপি।—মস্তিষ্কে পিণ্ডবৎ অনুভব, কোনি।—মস্তকের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সজীববৎ অনুভব, পেট, সিল)।

শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে (* এম-কা * বেল, মার্ক, পলস) সঞ্চালনে, শির অবনত করিলে বা চক্ষু উন্মীলনে বৃদ্ধি পায় এরূপ শিরঃপীড়া, চাপদিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয়, (বেল, নকস, পলস) মলিন রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল ও শরীরের শীতলতা সহকারে মস্তকের উত্তাপ, (বেল দ্রষ্টব্য) + প্রাতঃকালে জাগরিত হইবামাত্র নহে, কিন্তু প্রথম চক্ষু মেলিবামাত্র শিরঃপীড়া। * মস্তক-পৃষ্ঠে চাপক বেদনা, এই বেদনায় গ্রীবা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে বেদনার উপশম জন্মে।

নাসিকা।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে * বারংবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (বেল, হেম, পলস) মস্তকের শুষ্ক প্রতিশ্যায়, (দিবসে তরল, রাত্রে শুষ্ক প্রতিশ্যায়, * নকস) নাসিকার স্ফীততা, ও উহা স্পর্শ করিলে বেদনা (এল, মার্ক)। *নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (এক, বেল), বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থান কালে (এগার, এম্ব, ক্যাল্ক, সিঙ্ক)।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর সুতীব্র জ্বালা ও অশ্রুস্রাব (আস)। দক্ষিণ চক্ষুর উপরের পাতার স্ফীততা (এপিস, কালী-কা)। বাম অক্ষিগোলকে চাপক বেদনা, একবার আইসে আবার যায় এবং অক্ষি গোলক সঞ্চালনে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে (স্পিজি), বেদনা বশতঃ চক্ষু যেন ছোট ও অক্ষিগহ্বরে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব হয়।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ স্ফীত বা উত্তপ্ত ও আরক্ত মুখমণ্ডল, (বেল দ্রষ্টব্য)। মলিন রক্তবর্ণ স্ফীত মুখমণ্ডল, হাইয়স, ওপি)। * উপরের ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত, আরক্ত ও উত্তপ্ত।

মুখ-মধ্য।—*শুষ্ক নীরস ও বিদারিত ওষ্ঠ, (শুষ্ক, নীরস ও কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ, একন, আর্স, *হাইয়স, মার্ক) মুখ, জিহ্বা ও গলার অতিশয় শুষ্কতা (একন, * আর্স, * বেল) জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ, (লাইক দ্রষ্টব্য) মুখে উষ্ণ বস্তু ধারণ করিলে বৃদ্ধি পায় এপ্রকার দন্তবেদনা, (ক্যাল্ক কা, মার্ক, পলস। শীতল জল সংস্পর্শে উপশমিত বোধ হয় এরূপ দন্ত বেদনা, *ব্রাই, কফি, পলস) দন্ত দীর্ঘ বোধ হয়। * ব্যথিত পার্শ্বে শয়ন করিলে হ্রাস ও অব্যথিত পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায় এরূপ দন্ত-বেদনা।

গল মধ্য।—গলাধঃকরণে কষ্ট ও স্বরভঙ্গ সহকারে গলাবেদনা। গিলিবার সময় আঠার ন্যায় অনুভব, গলায় যেন কাষ্ঠখণ্ড বাহিয়াছে এরূপ অনুভব, আর্জ্জনা, + হিপার, নাইট-এসি।—গলার অভ্যন্তরে যেন অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত গোলা রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, কাইটো) গলায় আকুঞ্চন অনুভব, আর্স, * বেল, * হাইয়স, * নক্স)। অতিশয় গল-শোষ (ব্যাপ্ট, বেল)। গিলিবার সময় গলায় সূচীবেধ (ক্যাল্ক, বেল, হিপা)। গলার পৃষ্ঠদেশ স্ফীত অনুভূত হয় (সিনা)। মুখ স্বাদশূন্য; মিষ্টস্বাদ (মার্ক); অতিশয় তিক্তস্বাদ (আর্স, কলোসি, সিঙ্ক, নক্স, পলস, নলক)। * বারংবার জলপান করিলে মুখের তিক্তস্বাদ ও বমনপ্রবৃত্তি উপশমিত হয়।

আমাশয়।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা, ঘন ঘন আহার করা আবশ্যক করে। (আইয়োড, লাইক, ফির)। স্বাদাভাব, (এনেক, হিপার, লাইক, ন্যাট-মিউ)। * সকল প্রকার আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের তিক্ত আস্বাদ, (অধিকন্তু কলো, পলস।—অম্ল আস্বাদ, * চায়না, লাইক, নক্স।—মিষ্ট আস্বাদ, মিউর এসি, সুইন। গলিত (পচা) আস্বাদ, অধিকন্তু আর্স, মার্ক, নক্স)। অতিশয় পিপাসা (বেল, রস); অনেকক্ষণ পরে অধিক পরিমাণে জলপান (গডো). (ঘন ঘন অল্প পরিমাণে জলপান, * আর্স, চায়না) * আহারের অব্যবহিত পরে বমন, (আর্স, নক্স, পলস) পিত্ত ও জল বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) আহারান্তে পাকাশয়ে অতিশয় চাপ অনুভব, (আর্স, মার্ক, নক্স, সিপি) + পাকাশয়ে স্পর্শ ও চাপ সহ্য হয় না, (আর্স, লাইক, *মার্ক, * নক্স) আহারান্তে হিক্কা (হাইয়স, ইগ্নে)। আহারান্তে তিক্ত উদ্গার (সিঙ্ক, নক্স।

উদর।—দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম পঞ্জরাস্থির নীচে আকৃষ্টবৎ বেদনা বা ক্ষণস্থায়ী সূচীবেধ (এক, চেলি, সিঙ্ক, মার্ক)। উদরের স্ফীততা ও বেদনা, (এলো, কলোস, লাইকো)। * দুর্গন্ধি অপান নিঃসরণ (এলো)। নিম্ন উদরে বেদনা, বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে। মোচড়ান বা চিমটিকাটার ন্যায় পেট বেদনা, কর্ত্তন বা খননবৎ বেদনা, অতিসারে বেদনার উপশম।

যকৃৎ।—যকৃৎ প্রদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা ও জ্বালা, যকৃতের স্ফীততা। * যকৃতে সূচীবেধবৎ বেদনা, চাপিলে, কাসিলে বা দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়, (* মার্ক, * নক্স।—কালী-বা দ্রষ্টব্য)।

মল ও মলদ্বার।—* কোষ্ঠবোধ ; শুষ্ক, কঠিন, (ক্যাল্ক) দগ্ধবৎ (সলফ) মল। অতিশয় বৃহদাকৃতি মল, (ক্যাল্ক-কা, কালী-কা, * নক্স-ভ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কৃষ্ণবর্ণ গোলার ন্যায় মল, চেল ; * ওপি, প্লম্ব) * গ্রীষ্মকালের অতিসার, অথবা উত্তপ্ত শরীরে শীতল পানীয় গ্রহণ বশতঃ অতিসার (ডলক দ্রষ্টব্য)—কপিশবর্ণ, পাতলা, বিষ্ঠাসংযুক্ত বা পাতলা রক্তময় মল ; প্রাতঃকালে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা। * মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা (আর্স, ক্যান্থ)।

মূত্র।—মলিন (আর্স এণ্ট টা), উত্তপ্ত, রক্তবর্ণ, কপিশ (কষ্ট) ও স্বল্প মূত্র। মূত্রমার্গে জ্বালা (ক্যান্থ দ্রষ্টব্য) প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রমার্গে কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা।

জননেন্দ্রিয়।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অধিক পরিমাণে মলিন রক্তবর্ণ রজঃস্রাব, সঞ্চলনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, (ক্রোক, * স্যাবে) * ঋতু-কালে জঙ্ঘায় ছিন্নকর বেদনা, (* ক্যাম) দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে ডিম্বাশয়ে সূচী-বেধবৎ বেদনা। * প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাবরোধ ও তৎসহকারে বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, (তৎসহ জরায়ুতে জ্বালা ও পূর্ণতা অনুভব, গলস) * স্তনের প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য, স্তন উত্তপ্ত, ব্যথিত, কিন্তু অধিক আরক্ত নহে (* ফাইটো)। স্তনের ব্রণ-শোথ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে। * ভুক্তদ্রব্য বমন সহবর্ত্তী কাস, এই কাস পানাহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, (পানাহারে উপশমিত হয় এপ্রকার কাস, স্পঞ্জ।—শীতল জলপানে উপশমিত হয় কষ্ট, * কুপ।—ভুক্ত দ্রব্য বমন বিশিষ্ট কাস * ডিজি, * ফির, ড্রস, * রস) রাত্রিতে শয়ন করিলে কাস, কাসিতে কাসিতে রোগীকে একেবারে দণ্ডায়মান হইতে হয়, (দুই হস্তে মস্তক ধরিতে হয়, * নিকল।—বক্ষঃস্থল ধরিতে হয়, ন্যাট-সল) * বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ ও আঠাবৎ লৌহের মরিচার বর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট

কাস, (* ফস, রস, স্ট্যাফ।—রক্তময় নিষ্ঠিবন, বেল, মার্ক) বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা বশতঃ দ্রুত, ব্যাকুলিত, ও আয়াস সাধ্য নিশ্বাস; সঞ্চলনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, (একন, বেল।—ফুসফুসে সূচীবেধসহ ফুসফুস-প্রদাহ, (দক্ষিণ পার্শ্বের,) বেল মার্ক।—বাম পার্শ্বের, *ফস, রস) সন্নিপাত অবস্থাপন্ন ফুসফুস প্রদাহ। স্বরযন্ত্রে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা (নয়), বারংবার কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা শিথিল হয়। (কালী বা)। * শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে আসিলে কাসের উদ্রেক (ন্যাট-কা ভিরেট অ্যা)। শুষ্ক কাস, বোধ হয় যেন পাকাশয় হইতে উত্থিত হইতেছে, (সিপি), তৎসহ বুক্কাস্থির নিম্নে ভল্লাঘাৎবৎ বেদনা। বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ প্রদেশে চাপক বেদনা। দ্রুত ও প্রবল হৃৎস্পন্দন। পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী (একন)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পশ্চাৎগ্রীবার বেদনা বিশিষ্ট অনম্যতা, (বেল দ্রষ্টব্য) স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্বালা, (শীতলতা, এম-মি) কটিদেশে সূচী-বেধবৎ বেদনা। পৃষ্ঠ হইতে বক্ষঃস্থলের মধ্যদিয়া স্থান পরিবর্ত্তন শীল সূচী-বেধ। কটিদেশে ভর দিয়া শয়ন করিলে উহাতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা (অ্যাগ, আর্স)। কটিবেদনা বশতঃ হাটিতে বা ঘুরিতে কষ্ট হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সন্ধির উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ, আমবাতিক স্ফীততা, তৎসহকারে বাহুর উপরিভাগে সূচীবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা, সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, (একন, বেল।—সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি, কোন, লাইক, + রস, সিপি)। পদের উত্তপ্ত প্রাদাহিক স্ফীততা, (আর্ণ, বক, + পলস।) সমস্ত অঙ্গে ক্লান্তি ও গৌরব, দুর্ব্বলতা, আড়ষ্টতা। সঞ্চালনে অস্থিবন্ধে মচকান বা মোচড়ান সদৃশ বেদনা (একন, ক্যাম্ফ, ইউপে, রস)। * জানু সন্ধির বেদনাবিশিষ্ট আড়ষ্টতা।

দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি (আর্স, ফস, সিকে), নিদ্রাতে উহা বৃদ্ধি পায়। শয্যায় উঠিয়া বসিলে বিবমিষা ও মূর্চ্ছা জন্মে (একন)। শরীরের প্রত্যেক বিন্দু স্থানে চাপ দিলে বেদনা। শরীরের নানা স্থানে আকৃষ্টবৎ আমবাতিক বেদনা (কলোসি, লিড, পলস)।

জ্বর।—পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত নাড়ী। মস্তকের আবিলতা, আরক্ত গণ্ডস্থল, এবং পিপাসা সহ শীত। বিষমজ্বর, শীতের প্রাবল্য, শীত ও দাহাবস্থায় বা সর্ব্বাবস্থায় পিপাসা, বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ সহ শুষ্ককাস, (শীতাবস্থার প্রারম্ভে ও শীতাবস্থায় বিরক্তিকর শুষ্ক কাস, রস) * ওষ্ঠ, হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতে শীতের আরম্ভ। রুক্ষ, জ্বালাকর উত্তাপ, প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক, বোধ হয় যেন শিরার অভ্যন্তরে রক্ত দগ্ধ হইতেছে, আর্স দ্রষ্টব্য। স্বরে ও রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় উপদাহ সহ সন্নিপাত জ্বর। সহজে উদ্রিক্ত প্রচুর ঘর্ম, * অম্ল, বা তৈলাক্ত ঘর্ম।

চর্ম্ম।—চর্ম্মের পীতবর্ণ (পাণ্ডু) * নবপ্রসূতি ও তদীয় শিশুর গাত্রে পীড়কা, (একন, * কাম) বিসর্প, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানের (এপিস)। * হনুর অস্থির উপর পাণ্ডুর আরক্ত, স্ফীত, উত্তপ্ত স্থান। সমস্ত শরীরে রক্তবর্ণ উন্নত পীড়কা (বেল, রস)। স্কার্লেটিনা-জ্বরে পীড়কার বিলম্বে উৎপত্তি, অথবা সহসা বিলোপ বশতঃ শ্বাসযন্ত্রের বা মস্তিষ্ক ঝিল্লীর উপসর্গ, কিম্বা শোথ (এপিস, হেল)।

উপচয়।—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, সঞ্চালনে, উত্তাপে, উষ্ণ আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণে, আহারান্তে, এবং কাসিবার সময় বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল বায়ুতে, শীতল গৃহে, শীতল আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণে, বসিয়া থাকিলে, শয়ন করিলে, বিশেষতঃ বেদনান্বিত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম।

উপযোগিতা।—অগ্নির উত্তাপ ভোগবশতঃ পীড়া। শীতঋতুর পরে উষ্ণঋতুর সমাগমে সমুৎপন্ন পীড়া। পৈত্তিক, পাকাশয়িক ও সান্নিপাতিক জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।— আমবাত ও বাতশ্লেষ্মা রোগীদিগের পক্ষে উপযোগী। * সূচীবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম প্রাপ্তি। (বিশ্রামকালীন এবং বিশ্রামের পর প্রথম অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি কোন, লাইক, * রুস, সিপি, সলফ) * উঠিয়া বসিলে বিবমিষা ও মূর্চ্ছা। প্রদাহিত স্থলের পাণ্ডুবর্ণ আরক্ততা। (উজ্জ্বল আরক্ততা, একন,

* বেল) প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি; গ্রীষ্মকালে অঙ্গসঞ্চালন বা পরিশ্রম বশতঃ উদরাময়। সম্পূর্ণ স্থির থাকিলে, শয়ন করিলে, বিশেষতঃ পীড়াক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম প্রাপ্তি, (ক্যাল্‌কে-কা. ইগ্নে, * পলস)।— পীড়াক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, আর্স. হিপা, আইয়োড, নক্সম, সিল)।

ব্রোমিয়ম — ব্রোমাইন।

ব্রোমিয়ম বিশুদ্ধ রূঢ় পদার্থ। পরিস্রুত জল সহযোগে দ্রবাকারে ইহা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তদীয় দশমিক ও তদূর্দ্ধ ক্রম সুরাবীর্য্য সহকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার জলীয় দ্রবই প্রশস্ত। এলকোহল সহযোগে ব্রোমিয়ম শীঘ্র ব্রোমিক এসিড হইয়া উঠে।

ক্রিয়া।— শৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাস পথে ও স্বরযন্ত্রে ব্রোমিয়ম প্রবল উপদাহক স্বরূপ ক্রিয়া করে এবং তদ্দ্বারা তীব্র প্রদাহ জন্মিয়া কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হয় সুতরাং কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরঘ্ন ও ঝিল্লীক-প্রদাহ রোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে।

অধিকার।— স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রাদাহিক রোগ: স্বরযন্ত্র-প্রদাহ, স্বরঘ্ন, ঝিল্লীকপ্রদাহ। বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায় ও ফুসফুসপ্রদাহ। ঝিল্লীবিশিষ্ট বাধক বেদনা। গলগণ্ডাদি গ্রন্থি বিবর্দ্ধন।

আময়িক প্রয়োগ।— ব্রোমিয়মের বিষক্রিয়া বশতঃ কষ্টসাধ্য ও বেদনা সংযুক্ত নিশ্বাস, ফুসফুসে তীব্র সূচী-বেধ, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ চেষ্টায় কাস উৎপন্ন হয়, অতএব ডাঃ হেরিং এই ঔষধ ফুসফুস প্রদাহে, ও যক্ষ্মায় ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ কাফকা ক্রুপস নিউমোনিয়ায় আইয়োডিন বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী-সম্ভূত কাসে, স্বরভঙ্গ, এবং বুকাস্থির নিম্নে বেদনা ও জ্বালা লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরঘ্ন রোগে ব্রোমিয়ম অতিশয় ফলপ্রদ। এতদ্দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ মেহফার বলেন যে রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় অতিশয় অবসন্নতা লক্ষ

ইহা উপযোগী। ডাঃ কাফকা ব্রোমাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় দশমিক ক্রম জলায় করিয়া আঘ্রাণ করাইয়া একজন রোগীর উৎকট, ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরযন্ত্র রোগে অত্যন্ত উপকার দর্শাইয়া ছিলেন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে কাসিবার সময় বায়ু নলীতে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ক্রুপ ও স্বরযান্ত্রিক ডিপথিরিয়া রোগে ব্রোমিয়মের প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ হোযেটস বলেন যে ক্রুপ রোগে স্পঞ্জিয়ার পরে ব্রোমিয়ম বিশেষ উপযোগী। পারিস নগরের ডাঃ ওজেনাম বলেন যে ব্রোমাইনের সহস্রতম জলীয় দ্রব দ্বারা (সহস্রাংশ জল ও একাংশ ব্রোমাইন) এক ঘটিকার মধ্যে ডিফথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লী বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি ১৮৪৯ সালে ১৫০ জন ক্রুপস ডিফথিরিয়ার রোগী এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহাদের পাঁচজন ব্যতীত আর সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রতি ঘণ্টায় নবপ্রস্তুত তৃতীয় দশমিক ক্রমের জলীয় দ্রবের এক বা দুই বিন্দুমাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহা অপেক্ষা মৃদু বীর্য্যের দ্রব আঘ্রাণ করিতে দেন, এবং শিশুদিগকে চিনির জলে করিয়া ঔষধ খাওয়ান। সম্প্রতি তিনি ব্রোমিয়ম ও কালী ব্রোমেটম মিশ্রিত এক প্রকার প্রয়োগ রূপ সমধিক ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ মেহফার কেবল ব্রোমাইন ব্যবহার করিয়া কুড়িজন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। এই সকল রোগীর গল-মধ্যে বা স্বরযন্ত্রে কৃত্রিম ঝিল্লী ও অতিশয় অবসাদ ছিল। টেষ্টও এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি শততম জলীয় দ্রব এক হইতে তিন বিন্দু মাত্রায় এঞ্জিনোসা ডিফথিরিয়ায় এক ঘণ্টা অন্তর ও ক্রুপস ডিফথিরিয়ায় পনর মিনিট অন্তর ব্যবহার করিতে বিধি দেন। তিনি এই ঔষধ ব্যবহারকালীন দুগ্ধ পথ্য দিতে নিষেধ করেন; কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে দুগ্ধে ব্রোমাইনের ক্রিয়া বিনষ্ট করে। ডাঃ শলন প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ব্রোমাইন সেবনে গণ্ডমালা জনিত বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ডাঃ গরেন্সি এই ঔষধ জরায়ুর স্থায়ুত বাত-গুল্মে (ফাইব্রোমিট্রা) ব্যবহার করিতে বিধিদেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মানসিক পরিশ্রমের ইচ্ছা। মস্তক।—শিরঃপীড়া; সূর্য্যের উত্তাপে কপালে শুক চাপ, ছায়ায় গেলে উহার উপশম। দুগ্ধ পানের পর শিরঃপীড়া। চক্ষু।—অশ্রুগ্রন্থির স্ফীততা সহ দক্ষিণ চক্ষুর অশ্রুস্রাব। বামচক্ষে সূচীবেধ। কর্ণ।—বাম কর্ণমূলের কঠিন স্ফীততা, ও স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভব। আরক্ত জ্বরের পর বাম কর্ণমূলের পূযোৎপত্তি, ক্ষতের প্রান্ত মসৃণ, স্রাব জলবৎ ও অবদরণ-কর, স্ফীততা কঠিন। নাসিকা।—প্রবল প্রতিশ্যায, দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা ও ক্ষত, পরে বামনাসারন্ধ্রেরও সেইরূপ অবস্থা। * দীর্ঘকাল স্থায়ী ও দুর্দম্য, - নাসিকার নিম্নে ও নাসারন্ধ্রের প্রান্তে বিদাহী ক্ষত বিশিষ্ট (এইল, এরম, সেপা, মার্ক করো), ক্ষুৎসংযুক্ত, তরল প্রতিশ্যায় (ফেলস)। নাসিকার ক্ষত ও স্ফীততা, এবং তাহাতে চিপিটিকা, নাসিকা মুছিলে বেদনা ও রক্তস্রাব। (নাইট-এসি)। মুখমণ্ডল।—ধূসরাভ, মৃত্তিকাবৎ মুখাকৃতি। মুখমণ্ডলে লূতাতন্তু থাকার ন্যায় অনুভব। গলমধ্য।—গলায় অবদরণ। গলকোষ ও গলনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীততা। উদর।—উদরের বাতাধ্মান ও অতিশয় বায়ু নিঃসরণ। (এলো, আর্স, সিক্ষ)। মল ও মলদ্বার।—অত্যন্ত যাতনা বিশিষ্ট রক্তস্রাবশূন্য অর্শ, তৎসহ কৃষ্ণবর্ণ মল। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—অপত্য-পথ হইতে উচ্চরবে বায়ু নিঃসরণ। (লাইকো)। উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ ঋতু রক্ত, অবসন্নতা সহ শোণিত-ধারা নিঃসরণ, অথবা ঝিল্লীতন্তু নির্গমন। (সাইক্লে)। ঋতুর পূর্ব্বে বা ঋতু-কালে অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল সঙ্কোচক আক্ষেপ। শ্বাসযন্ত্র।—*স্বর-যন্ত্রে শীতলতানুভব, নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে শীত অনুভূত হয়। স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চন। স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে সূচীবেধ, তৎসহকারে লালা গিলিবার সময় আকুঞ্চন অনুভব। * স্বর যন্ত্রে অবদরণ, ও তজ্জন্য সন্ধ্যাকালে কাসের উদ্রেক। (কার্ব্বো-ভে)। স্বর-যন্ত্রে অথবা কণ্ঠনালীতে কণ্ডূয়ন বশতঃ কাসের উদ্রেক। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে সঙ্কোচন অনুভব, অথবা গল-গহ্বর

যেন কণ্ঠনালীতে চাপিত হইতেছে এ প্রকার অনুভব। * স্বর ভঙ্গ, স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারা যায় না, স্বর নাশ। * গলাধঃকরণে সহসা শ্বাস রোধের আক্রমণ সহ কাস, প্রশ্বাসের অতিশয় দ্রুততা। সময়ে সময়ে গভীর সরল নিশ্বাসের আবশ্যকতা। শ্বাস-কষ্ট, গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না। বায়ু পথ ধূম-পূর্ণবৎ অনুভব। (ব্যারাইটা)। দেহ।—সমস্ত লক্ষণ বিগত হইলেও অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অলসতা। বাহুর সম্মুখভাগের বরফের ন্যায় শীতলতা, অথবা কেবল হস্তের শীতলতা। নিদ্রা।—শ্বাস যন্ত্রের উপসর্গ সহকারে অবিরত জৃম্ভণ ও তন্দ্রালুতা। (এণ্ট টার্ট)। ত্বক।—লসীক গ্রন্থি, মুষ্ক, হনু-নিম্ন গ্রন্থি, কর্ণমূল ইত্যাদি গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। (ব্যারাইট, ক্যালক, কোন, আর্জ মার্ক, ব্রোম, ন্যাট-কার্ব)। বাহুতে ও স্কন্ধমূলে ফোটক। (সিলি)। উপচয়।—সায়াহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। বামপার্শ্ব সমধিক আক্রান্ত। উপশম।—সঞ্চালনে, বিচরণে, ও অশ্বারোহণে উপশম। উপযোগিতা।—লঘুকেশ ও নীলবর্ণ (কোন কোন স্থলে কৃষ্ণবর্ণ) চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষেই ভায়োলা বিশেষ উপযোগী।

ভায়োলা ওডোরেটা—সুইট ভায়োলেট।

এই গুল্ম ইউরোপ ও রুসিয়-আসিয়ায় জন্মে। সমগ্র সরস গুল্ম হইতে আরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য ও পেশীর শৈথিল্য সংযুক্ত অবসাদ বায়ু ও গুল্মবায়ু জনিত পীড়া, স্মৃতিক্ষীণতা, উপবেশন সময়ে শিরোঘূর্ণন সহকারে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, মস্তক ভারী বোধ হয় ও সম্মুখ দিকে অবনত হইয়া পড়ে বোধ হয় যেন পশ্চাৎ গ্রীবার পেশীতে শক্তি নাই। গীতবাদ্যে বিরক্তি। স্বরযন্ত্রের শিথিলতা বশতঃ স্বরভঙ্গ সহযোগে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শ্বাসযন্ত্রের রোগ, বক্ষঃস্থলে প্রস্তরাবস্থান অনুভব ও কষ্টকর প্রশ্বাস লক্ষণাপন্ন শ্বাস দ্রুততা (রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে বৃদ্ধি পায়।)

হৃৎপিণ্ডের আকুলতা ও স্পন্দন, আক্ষেপিক কাস ও শ্বাসকৃচ্ছ্র ; পিচ্ছিল, পরিষ্কৃত, বা রজ্জুবৎ নিষ্ঠীবন সহযোগে হুপশব্দক কাসের ন্যায় আবেশিক কাস, এই কাস রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে বৃদ্ধি পায় ; উদ্ভেদ বিলোপ জন্য কাস। ঊর্দ্ধশাখার, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের সন্ধিবাত, সন্ধিসকল আরক্ত, স্ফীত ও সঞ্চালনে ব্যথিত বোধ হয়। বালকদিগের বাতে এই ঔষধি দ্বারা কোন উপকার দর্শে না।

ভায়োলা ট্রিকোলার—হার্টস-ইজ—প্যানসি।

ভায়োলা ট্রিকোলার ভায়োলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ ইউরোপ ও রুসিয় আসিয়ার সর্ব্বত্র জন্মে। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং এই ক্রিয়া বশতঃ চর্ম্মদল ও পামা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—চর্ম্মরোগ, চর্ম্মদল, বিশেষতঃ শিশুদিগের পামারোগ (মিল ক্রষ্ট), জ্বালাকর কণ্ডূয়নযুক্ত, পীতবর্ণ রসস্রাবী ও কঠিন আবরণ বিশিষ্ট পীড়কা, শিরোদদ্রু।

আময়িক প্রয়োগ।—পামা।—ঘন আবরণ ও প্রচুর পরিমাণ তাঠাবৎ আস্রাব লক্ষণে এই ঔষধি ব্যবহৃত। শিশুদিগের পামারোগে ডাঃ হিউজ ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিরক্তচিত্ততা, অপ্রফুল্লতা ও আলাপে অপ্রবৃত্তি। মস্তক। —প্রধানতঃ কপালে ও শঙ্খদেশে চাপের ন্যায় শিরঃপীড়া। মস্তকে শল্ক ও উহাতে অসহ্য জ্বালা, প্রধানতঃ রাত্রিতে। কেশাবৃত করোটী ও মুখমণ্ডলের চর্ম্মদল। অল্পদিন স্তন্যত্যাগ করিয়াছে এরূপ শিশুদিগের পামা (গ্রাফ, মেজ, নাইট-এসি)। অধিক পরিমাণ গাঢ় পীতবর্ণ রসস্রাবী স্থূল আবরণযুক্ত পীড়কা, রসস্রাবে কেশ সংলগ্ন হইয়া থাকে (গ্রাফ, মেজ)। চক্ষু। —অক্ষিপুটের সঙ্কোচন ও অবরোধ। মুখমণ্ডল।—মুখ ও কপালে অগ্নি

থিলতা অনুভব। শিশুদিগের পামা (স্কার্জ্জা), উহাতে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, ও তৎসহ পীতবর্ণ আঠাবৎ পূযস্রাব। কপালে চর্ম্ম-রোগের পীড়কা। উদর।—উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্র-যন্ত্র।—বারংবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রস্রাব (এপিস, এপোসা, সিনা, ভার্ব্ব, ভেলে)। মূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (বেঞ্জ)। জননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল স্বপ্নসহ অনিচ্ছায় রেতঃস্রাব (ফস-এসি, সিক)। শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে সূচী-বেধ, নিশ্বাস প্রশ্বাসকালীন উহার বৃদ্ধি। পৃষ্ঠ।—চর্ম্মে কর্ত্তন ও কীট-চারণাবৎ অনুভব সহ স্কন্ধাস্থিতে অশিথিলতা। নিদ্রা।—অনিদ্রা; বার-বার জাগরণ। অশ্লীল স্বপ্ন।

ভিরেট্রম এল্বম—হোয়াইট হেলেবোর।

ভিরেট্রম এল্বম লিলিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ এই বৃক্ষ ইউরোপের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহার প্রধান মূল হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ভিরেট্রম মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অন্তস্তর দিয়া পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলে বিশেষ ক্রিয়া দর্শায়। ইহার ক্রিয়া বশতঃ রক্ত বিকৃত ও উহার উপাদান সকল পৃথগীভূত এবং সঙ্কলন-ক্রিয়া উপক্রত হইয়া উঠে। তন্নিবন্ধন পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডল স্তম্ভিত হইয়া বিসূচিকার ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, অবসন্নতা, পতনাবস্থা, অধিক পরিমাণে জলবৎ বমন ও বিরেচন, আক্ষেপিক উদরবেদনা, এবং প্রভূত শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিরেট্রমের ক্রিয়ায় অল্পপরিমাণে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহের উত্তেজনা জন্মে এবং তাহার ফলস্বরূপ প্রলাপ ও উন্মাদ উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা স্নায়ুশক্তির অবসন্নতা, এমন কি সম্যক বিনাশও জন্মিয়া থাকে।

ডাঃ হিউজ বলেন যে যে সকল রোগে প্রভূত অতিসার ও বমন প্রবণতা এবং তৎসহ অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, গাত্রের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্ম থাকে তাহাতেই এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে কপালে শীতল ঘর্ম্ম সহ অতিশয় দুর্ব্বলতা ভিরেট্রমের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ রড্ক

বলেন যে চর্ম্মের নীলিমা, মুখমণ্ডলের শীর্ণতা, দৌর্ব্বল্য, থল্লী (থালধরা) মূর্চ্ছা, লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ নাড়ী, শীতল জিহ্বা, শীতল নিশ্বাস, শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় পিপাসা সহযোগে সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, জলবৎ বা বিসূচিকার ন্যায় তণ্ডুলাম্বুবৎ বিরেচন বিশিষ্ট অতিসার—এবং হস্তপদের শীতলতা ও নীলাভতা সহকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিবমন, বা পীতজ্বর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বমন; এই ঔষধি প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

অধিকার।—অধিক পরিমাণে ভেদ ও বমন বিশিষ্ট সাংঘাতিক বিসূচিকা, বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসার, বিসূচিকা সহবর্ত্তী বা তদ্ব্যতীত উদর অথবা জঙ্ঘার পশ্চাৎ ভাগের আক্ষেপ (এই আক্ষেপে পেশী আকুষ্ট হইয়া গ্রন্থির আকার ধারণ করে), হুপশব্দক কাসের তৃতীয় অবস্থা, শীত প্রধান কম্পজ্বর। সিঙ্কোনা অপব্যবহার জনিত পুরাতন রোগ; ভয় বা বিরক্তির মন্দফল; তাম্র, ফল ও উদ্ভিদ সেবন জনিত উদর বেদনা; উন্মাদ; স্নায়ুশূল, আমবাত, টঙ্কার, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত; কোষ্ঠবদ্ধ, রক্তস্বল্পতা।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিসূচিকা।—এই রোগের সম্পূর্ণ প্রকাশিত অবস্থায় ভিরেট্রম ও আর্সেনিকম বিশেষ উপযোগী। যদি বমন ও বিরেচনের আধিক্য এবং অবসাদনের অল্পতা থাকে, অধিক পরিমাণে জল পান করিলেও কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয় তবে ভিরেট্রম ব্যবস্থেয়। স্বল্প ব্যাপক বা মৃদু বিসূচিকায়ই ইহা সুপ্রয়োজ্য। পূতিবাষ্প সম্ভূত, অবসাদ পূর্ণ সাংঘাতিক বিসূচিকায় আর্সেনিক ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (আর্স, দ্রষ্টব্য)। বিরেচনের পূর্ব্বে উদর বেদনা ভিরেট্রমের একটি বিশেষ লক্ষণ। ভিরেট্রম ব্যাপক উদর বেদনা সহকারে সচরাচর হিক্কা, এবং বক্ষঃস্থলে, ও পাকাশয়ে শ্বাসাবরোধ লক্ষণ থাকে। ভিরেট্রিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ পেশী-বিধানের আক্ষেপ জন্মে, এবং আক্ষেপ ক্রমে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। হৃৎপিণ্ড শূন্যগর্ভ পেশী বিশেষ। সুতরাং হৃৎপিণ্ডেও এই ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও স্পন্দন-মন্দতা জন্মে। অতএব শারীরিক পরিশ্রম ও পথ পর্য্যটনাদি জনিত শ্রান্তির পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা নিবন্ধন যে ভিরমি জন্মে তাহাতে ভিরেট্রম বিশেষ ফলপ্রদ।

জ্বর।—কেবল শীত; শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা, বমন ও উদরাময়, বা দুর্দ্দম্য কোষ্ঠরোধ লক্ষণাপন্ন বিষমজ্বর। উদরাময়, বমন, অবসন্নতা, শীতলতা; শীতলঘর্ম্ম প্রভৃতি বিশিষ্ট সন্নিপাত জ্বর। ভিরেট্রম ব্যাপক শীতলতা জ্বর রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

হুপশব্দক কাস।—বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, স্বরযন্ত্রের আকুঞ্চন, জ্বর, পিপাসা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীতলঘর্ম্ম, ঈষৎ নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, হৃৎপিণ্ডের নিকটে যন্ত্রণা, কাসের আতিশয্য সময়ে অনৈচ্ছিক মলমূত্রস্রাব ও আবেশান্তে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা বমন।

শ্বাস।—নাসিকা, কর্ণ ও পদের শীতলতা, শীতল ঘর্ম্ম ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণ বিশিষ্ট আক্ষেপিক শ্বাসরোগের সুতীব্র আক্রমণ।

অতিসার।—উদরাক্ষেপ সহকারে অনৈচ্ছিক জলবৎ অতিসার, ও অধিক পরিমাণে বমন ও বমনবেগ, শীতলতা ও ম্লানতা সহকারে রাত্রিকালীন অতিসার, বেগে মলনিঃসরণ, বমন ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন শরৎকালীন অতিসার। গ্রীষ্মকালীন অতিসার রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডাঃ হিউজ বলেন যে এতদপেক্ষা চায়না উপযোগী। তিনি শরৎকালীন অতিসারেও ভিরেট্রম সহকারে পর্য্যায়ক্রমে চায়না ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অন্ত্রশূল।—সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা সহ আক্ষেপিক শূল, রাত্রিকালে আধ্মানশূল, স্ফীততা ও উচ্চ আটোপ (পেটডাকা) সহ নিম্নোদরের সর্ব্বস্থানব্যাপ্ত শূল। আহারান্তে উদরবেদনা ও মুখপ্রসেক এবং তৎসহকারে মুখমণ্ডল ও হাতের শীতলতা লক্ষণাপন্ন শূলে ডাঃ বেইস এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন।

উন্মাদ।—মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্রের ক্রিয়াবিকার জনিত মানসিক রোগে অর্থাৎ বাজাবৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত উন্মাদ, কামোন্মাদ ও সূতিকোন্মাদ ইত্যাদি উন্মাদরোগেই কেবল এই ঔষধি উপযোগী। মানসিক যন্ত্রণা; তমোদৃষ্টি, নাড়ীলোপ,—উন্মাদ রোগে ভিরেট্রম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। ইহার দ্বাদশ ক্রম রোগীর পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দুর্ব্বলতা।—হৃৎপিণ্ডের ও সর্ব্বাঙ্গীন পেশীর দুর্ব্বলতায় ভিরেট্রম এলবম বলকর ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। কপালে শীতল ঘর্ম্ম, হস্তের নীলবর্ণ, পদের শীতলতা, ও হৃৎপিণ্ডের বিষমগতি লক্ষণাপন্ন অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতায় ডাঃ গরেন্সি ও বেইস এই ঔষধ অতিশয় উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—পীড়িত স্থানের তুষারবৎ শীতলতা সহ মুখমণ্ডল বা মস্তকের এক পার্শ্বের স্নায়ুশূল। শীতল ঘর্ম্ম সহ স্নায়বীয় সবমন শিরঃপীড়া। রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।—মূর্চ্ছাপ্রবণ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, এবং হস্তপদের নীলিমা ও শীতলতা সহযোগে সূত্রবৎ, পর্য্যায়শীল, বিষম নাড়ী লক্ষণাক্রান্ত ও অতিশয় মানসিক যন্ত্রণাযুক্ত হৃৎস্পন্দ ও হৃৎশূল। শ্বাসযন্ত্র।—মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ ও অতিশয় বমনবেগ সংযুক্ত, শ্বাসরোধক আক্ষেপিক কাস। বৃদ্ধদিগের পুরাতন বায়ুনলীভুজপ্রদাহ, ও আক্ষেপিক শ্বাসরোগ। পরিপাকযন্ত্র।—মুখমণ্ডল ও হস্তপদের শীতলতাসহ আহারান্তে যন্ত্রণা ও মুখপ্রসেক। অন্ত্রনালের ক্রিয়ালোপবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ (ওপ ক্রম) আক্ষেপিক হিক্কা।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শীতল হস্তপদ; শুষ্কবায়ু বা মস্তিষ্কাবেশ; বিবমিষা, বমন ও অতিসার,—এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট রজোরোগ। অতিসার সংযুক্ত বা অতিসার শূন্য পিত্তবমন বিশিষ্ট গর্ভাবস্থার দারুণ অম্লশূল (হাইড্রোসায়েনাসের পরে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে)।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—উন্মাদ সকলই কাটিয়া ফেলিতে প্রবৃত্তি, (কামড়াইতে, খুথু ফেলিতে, আঘাত করিতে ও ছিঁড়িয়া ফেলিতে প্রবৃত্তি, * বেল, ষ্ট্রামো)। কথা বলিতে সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি, (* বেল, ইগ্নে, নাইট-এসি, * ফস-এসি।—অবিরত কথা বলিতে প্রবৃত্তি, সিকিউ, ল্যাক, * ষ্ট্রামো)। * বিলাপ ও চিৎকার (সিকিউ), কোন কল্পিত দুর্ভাগ্য মনে করিয়া আক্ষেপ। অলাপ

ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ (আর্স, অরম); সারারাত্র প্রার্থনা করা ও অভিশাপ প্রদান এবং চিৎকার; কথা বলা। অন্যের দোষ সম্বন্ধে আলাপ অথবা নীরবতা; কিন্তু উত্তেজিত হইলে ভর্ৎসনা করা। আপনাকে অতিশয় দুর্ভাগা মনে হয়। বিমর্ষতা; নিরাশতা। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে যে প্রকার হয় তদ্রূপ উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা (ককু, ইগ্নে)।

মস্তক।—বিবমিষা ও বমন সহকারে শিরঃপীড়া, (আর্স, ইপি, কালী-ব্রো, ও নক্স।—পাকাশয়িক সবমন শিরঃপীড়া, * আইরিস, পলস। - নক্স ও দ্রষ্টব্য) * কপালে শীতল ঘর্ম্ম। মস্তিষ্কে জ্বালা, (ক্যাম্ফ, হেল) * মূর্দ্ধাদেশে শীতলতা, (ক্যাল্ক-কা, লরো; সিপি।—ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্বালা, গ্রাফ, ন্যাট মি, * সলফ) সমগ্র মস্তকের গুরুত্ব, (ক্যাল্ক-কা, ওপি, ফস এসি, রস।—লপ্যুস, হিপ, ষ্ট্রামো)। কপালে শীতল ঘর্ম্ম সহ শিরোঘূর্ণন (ওপি, টাবেক)। মস্তক অবনত করিবার সময় উহাতে রক্ত-সঞ্চয়। আবেশিক শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট বা ছিন্ন হইয়াছে (কফি, মিউর এসি)।

চক্ষু।—স্থির, সজল, অন্তঃপ্রবিষ্ট (বসা) চক্ষু (ওপি দ্রষ্টব্য) অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত, (অক্ষিপুটের অতিশয় গুরুত্ব ও চক্ষু বিকসিত রাখিতে অসমর্থতা, * জেল, রস, সিপি) দ্বিত্ব দৃষ্টি। রাত্র্যন্ধতা, (বেল) চক্ষু জ্যোতিঃশূন্য; নীল বা কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলে পরিবেষ্টিত (সিঙ্ক, কালী-আইয়োড, ফস, সিকে, সলফ)। * অক্ষিপুটের অতিশয় শুষ্কতা। কনীনিকা সঙ্কুচিত (হাইয়স, মার্ক কর, ফস, ফাইটো)।

নাসিকা।—নাসিকা অধিকতর সূক্ষ্মাগ্র হয়, ও দীর্ঘতর দেখায়, মুখমণ্ডল শীতল ও নিমগ্ন হইয়া পড়ে (আর্স, ক্যাম্ফ)। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (এক, ব্রাই, বেল, হেম, ইপি)।

মুখমণ্ডল।—*শীতল মুখমণ্ডল, সূক্ষ্মাগ্র নীলাভ নাসিকা। (পাংশু মৃতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মুখমণ্ডল, ও বিকৃত মুখাকৃতি, * আর্স, ক্যাম্ফ।—বিকৃত ও ঈষৎ নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ও অতিশয় বিকশিত মুখ, হাইয়োস) হনু স্তম্ভ, (বেল, * সিকিউ, হাইয়োস) গণ্ডস্থলের উত্তাপ ও জ্বালা। *মুখে, * বিশেষতঃ কপালে শীতল ঘর্ম্ম (সিনা)।

মুখমধ্য ।—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, (ষ্ট্রামো দ্রষ্টব্য) আরক্ত ও স্ফীত, অথবা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ (ওপি, ফস) ও বিদারিত জিহ্বা, (আর্স, মার্ক, লাইকো) শীতল ও শীর্ণ জিহ্বা, (কার্ব্বো, সিক, মিউর এ'স) জিহ্বা ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়, (কলো, * ভিরেট-ভি।—দগ্ধ ও অবশবৎ অনুভূত হয়, লরো।—ভাব বোধ হয় মিউর এসি, ন্যাট-মি, নক্স) * মুখ ও তালুর শুষ্কতা (এপিস, আর্স, নকস ম, পলস); * মুখপ্রসেকের ন্যায় অতিশয় লালাস্রাব। মুখে পেপারমিণ্টের ন্যায় তীব্র আস্বাদ।

গলমধ্য ।—গলার আক্ষেপিক আকুঞ্চন, (হাইয়োস দ্রষ্টব্য) * গলার মধ্যে কর্কশতা অনুভব। গলার অভ্যন্তরে জ্বালা, (আর্স, বেল, ল্যাক, ফস।—শীতলতা, কার্ব্বো, লরো)।

আমাশয় ।—* দুর্নিবার পিপাসা, (* একন, আর্স, জেট্র, ফস।—আর্স দ্রষ্টব্য) * প্রবল ক্ষুধা, অম্ল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবনের অতিশয় ইচ্ছা, (এণ্ট টা, সিঙ্ক, ফস-এসি), অথবা শীতল বা লবণাক্ত দ্রব্য আহারে প্রবৃত্তি। উষ্ণ দ্রব্যে অনিচ্ছা। (সরস শীতল দ্রব্যে ইচ্ছা, *ফস-এসি) প্রবল শূন্যোদ্গার (ইপি, ফস, মার্ক)। হিক্কা (সিক, হাইয়স, ইগে, সলফ-এসি)। অবিরত বিবমিষা, (* ইপি, ফস, এণ্ট টার্ট) * প্রবল ও অত্যন্ত বমন, ভুক্ত দ্রব্য বমন, অম্ল, তিক্ত, ফেনিল, শুভ্র বা পীতমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত ও রক্ত বমন, (* আর্স, হাইড্রো এসি, সিকে) অতিসার ও অতিশয় অবসন্নতা সহকারে বমন, (আর্স, জেট্রো, এণ্ট টার্ট) জল পানে অথবা সামান্য সঞ্চালনে বমনের পুনঃ প্রকাশ, (সামান্য সঞ্চালনে বমন প্রকাশ, সিঙ্ক) পাকাশয়ের বেদনাজনক স্ফীততা। পাকাশয়ে তরুণ বেদনা (এস, আর্স, ক্যাস্থ, আইরিস, ফস)।

উদর ।—নিম্নোদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা, (* কলো, কোন) * অন্ত্রে গ্রন্থিবদ্ধবৎ অনুভব, (প্রস্তর পেষিতবৎ অনুভব, * কলো) নিম্নোদরে অতিশয় শূন্যতা অনুভব। নিম্নোদরে তপ্ত অঙ্গার দ্বারা দগ্ধের ন্যায় জ্বালা, (* আর্স, ফস, সিকে)। মলত্যাগের পর উদর বেদনার উপশম (এলো, কলোন); * বেদনাকালীন শীতল ঘর্ম।

মল।—* সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতার ন্যায় কোষ্ঠবদ্ধ; অতিশয় বৃহৎ ও শক্ত মল, (এলম, কালী কা, নক্স) ঈষৎ হরিৎবর্ণ, বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট অতিসার। * প্রবল, প্রভূত, বেদনাবিশিষ্ট, অতিশয় ঘর্ম্ম সম্বলিত অতিসার। মলস্রাবের পূর্ব্বে নখাঘাতের ন্যায় তীব্র উদরবেদনা। মলত্যাগকালে কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ও বমন। * মলত্যাগের পরে নিম্নোদরে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব, (আর্স দ্রষ্টব্য).

মূত্র।—ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মূত্র, (আর্স, ম্যাগ-কা, কটা:—ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, কলচ, ন্যাট-মি। দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মূত্র, ফস এসি) বারংবার অল্প অল্প মলিন রক্তবর্ণ মূত্রস্রাব। মূত্রাঘাত (এক, বেল, ষ্ট্রামো), অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব (আর্স, বেল, হাইয়স, সিক)।

জননযন্ত্র।—(স্ত্রী)—*বমন ও বিরেচন, অথবা অবসন্নকর অতিসার ও শীতল ঘর্ম্ম সহকারে রজঃকৃচ্ছ্র। প্রলাপ সহযোগে স্তনদুগ্ধ বা প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব রোধ। সদ্য প্রসূতিদিগের কামোন্মাদ (সিক, প্লাট)।

শ্বাসযন্ত্র।—নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ও শ্বাসরোধ সহকারে আক্ষেপিক কাস (হাইয়স, ইপি) * কেবল দিবাভাগে গভীর শব্দবিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, দুশ্ছেদ্য, তিক্ত বা লবণাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, বোধ হয় যেন উদর হইতে কাস উঠিতেছে (কেবল রাত্রে নিষ্ঠীবন, কষ্ট, ষ্টাফ, এন্ট-টার্ট)। কাসিতে কাসিতে মূত্র ক্ষরণ, (কষ্ট, পলস) বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে, বিশেষতঃ কাসিবার সময়, সূচীবেধ, (বেল, ব্রাই, পলস)। * বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন ও দৃঢ়তা সহ প্রশ্বাস-কষ্ট (ফস)।

হৃৎপিণ্ড।—*ব্যাকুলতা সহ হৃৎস্পন্দ (একন, আর্স, স্পিজি, সলফ), দ্রুত ও শ্রুতমান প্রশ্বাস। দ্রুত; মন্দ; ক্ষীণ; বিষম, পর্য্যায়-শীল নাড়ী (কোন, ডিজি, ন্যাট-মি)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলতা ও মস্তক ধারণে অসমর্থতা (বিশেষতঃ হুপশব্দক কাস রোগে)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—*হস্তের তুষারবৎ শীতলতা। বাহুদ্বয়ে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব। জানুর কষ্টকর গুরুত্ব (নক্স, সলফ) * গুলফদেশে আক্ষেপ,

(সিপি দ্রষ্টব্য) * শীতলতা বশতঃ নখের নীলবর্ণ। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী। অঙ্গে ঝেঁজি লাগে (সিপি, সিলি, সলফ)।

দেহ।—সর্ব্বাঙ্গ কম্পন (কলচি)। * সহসা বলক্ষয়। *অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা (আর্স, ফিব,ফস, সিকে)। অতিশয় পুরাতন দুর্ব্বলতা। বর্ষাকালে বাতের বেদনা (রস); শয্যার উত্তাপে বেদনার বৃদ্ধি (মার্ক); বিচরণে উপশম প্রাপ্তি। অঙ্গসঞ্চালনসহ আক্ষেপ। প্রলাপ সহ বেদনার আক্রমণ, যাতনায় রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। শরীরের পেশীময় স্থানে চাপ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

জ্বর।—বিষমগতি, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও সূত্রবৎ নাড়ী; অনেক সময় একবারেই নাড়ী পাওয়া যায়না, (আর্স. ক্যান, কার্ব্বো-ভে) বিষম জ্বর; প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে শীত। সর্ব্বশরীরে শীত (ব্রাই, পলস)। কেবল বাহিরে শীত, (বাহিরে উত্তাপ, অন্তরে কম্প, ইগ্নে) প্রথমে প্রবল শীত, তৎপরে দাহ ও পিপাসা, অনন্তর ঘর্ম্ম। * সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ কপালে শীতল ঘর্ম্ম (ক্যাম্ফ)। শিরার অভ্যন্তর দিয়া শীতল রক্ত প্রবাহিত হয়, (উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়, আর্স, রস) * অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর, শীতল ঘর্ম্ম, তন্দ্রাদোষ; বমন ও জলবৎ অতিসার; ঈষৎ নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, কুঞ্চিত ত্বক, (হস্তকম্প ও হস্ত পদের শীতলতা জিঙ্ক)।

চর্ম্ম।—কুঞ্চিত চর্ম্ম, চাপ দিলে পর বলীবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নীলবর্ণ, বার্ত্তাকুবর্ণ, শীতল চর্ম্ম। কচ্ছুর ন্যায় শুষ্ক পীড়কা।

নিদ্রা।—অসাধারণ নিদ্রালুতা (এণ্ট টার্ট, এপিস, নক্স-ম)।

উপচয়।—পানান্তে, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগকালে; ও উত্থানে রোগের বৃদ্ধি।

উপশম।—উপবেশনে ও শয়নে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—*সহসা বলক্ষয়, (* একন, আর্স * ক্যাম্ফ) বা সামান্য শ্রমে মূর্চ্ছার আক্রমণ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাড়িৎ চালনার ন্যায়

অনুভব। হস্তের তালুকা ও পদতল অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হয এরূপ প্রবল আক্ষেপ। ভয়ের পর অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, (* জেল, ওপি) পানান্তে বৃদ্ধি; নিদ্রার পর বৃদ্ধি, এপিস, * ল্যাক, ওপি।—নিদ্রাতে উপশম, ক্রোটি, কস, সিল, ঘর্মান্তে উপশম, (মার্ক দ্রষ্টব্য)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় অবসাদক : পরম্পরাসম্বন্ধে রক্ত সঞ্চালন হ্রাসকর; বেদনা নিবারক, স্থানিক উগ্রতাসাধক। বিষমাত্রায় অত্যন্ত ভেদ বমন ও প্রবল অবসাদন উপস্থিত করে। পূর্বে ইহা অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগে ব্যবহৃত হইত; এক্ষণে কেবল আমবাত ও বাতরক্তে কখন কখন প্রযোজিত হইয়া থাকে। মাত্রা, ১—৫ গ্রেণ।

—*—

ভিরেট্রম ভিরিডি—গ্রীণ (আমেরিকান) হেলেবোর।

লিলিয়েসী জাতীয় এই বৃক্ষ ইউনাইটেড ষ্টেটসের পার্বত্য প্রদেশে জন্মে। সাধারণতঃ ইহাকে ইণ্ডিয়ান পোক উইড বলে। ঔষধার্থে ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশী স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে ভিরেট্রম ভিরিডির বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমূল, প্রতিক্ষিপ্ত গতিশক্তি জনক স্নায়ুমূল, ও সমগ্র রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের প্রগাঢ় পক্ষাঘাত জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রের, বিশেষতঃ ফুসফুস ও পাকাশয়াদি নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর শাসনাধীন যন্ত্রের তীব্র রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ উৎপন্ন হয়। বেলেডোনা ও অন্যান্য ঔষধ স্নায়ুমূলের উত্তেজনা জন্মাইয়া রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন করে, ভিরেট্রম ভিরিডি পক্ষাঘাত জন্মাইয়া রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন করে। বেলেডোনাদি হইতে ভিরেট্রমের ক্রিয়ার এই প্রভেদ। গতিশক্তিসাধকস্নায়ুতে প্রথমতঃ ভিরেট্রমের ক্রিয়া বশতঃ অবসাদ জন্মে, কিন্তু ইহার আক্ষেপ উৎপাদিকা শক্তিও আছে এবং তজ্জন্য তাণ্ডবরোগের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালনের উপর ভিরেট্রম ভিরিডির অতিশয় অবসাদকর ক্ষমতা।

উচ্চ ও সবল হৃৎস্পন্দ, দ্রুতনাড়ী ও অতিশয় মস্তবেগবিশিষ্ট প্রলাপ ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—তীব্র ধামনিক উত্তেজনা বিশিষ্ট কোটজ্বর ও অন্যান্য প্রকার জ্বর। উপদাহ ও প্রদাহ জনিত জ্বর। শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, তিমিরদৃষ্টি, বমনেচ্ছা, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন এবং স্থানিক প্রদাহ বিহীন সামান্য জ্বর; তন্দ্রা, শঙ্খদেশের শিরাস্পন্দন, কঠিন ও দ্রুতনাড়ী, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণ বিশিষ্ট শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর; শিরোলক্ষণ, প্রবল জ্বর ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য লক্ষণ সহকারে আরক্ত জ্বর ও অপরবিধ বিষাক্ত জ্বরের আক্রমণ অবস্থা :—এই সকল জ্বরে রক্তসঞ্চালনের আধিক্য ও পাকাশয়ের উপদাহ একোনাইটের অধিকার বহির্ভূত সুতরাং ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহারোপযোগী সান্নিপাতিক অবস্থার আশঙ্কা না থাকিলে, একোনাইটের পরিবর্ত্তে ভিরেট্রম ভিরিডি বিশেষ ফলপ্রদ। পেশী ও গতি-জননস্নায়ুর আক্ষেপ নিবারণে ইহার অতিশয় ক্ষমতা আছে। ডাঃ বার্ট বলেন যে এতদ্দ্বারা ষ্ট্রিকনাইন জনিত আক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, এবং পেশীগুলে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বিধায় তাণ্ডব রোগে ইহাদ্বারা আশ্চর্য্য উপকার জন্মে। মস্তিষ্কের আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহেও ইহা ফলপ্রদ। সুস্থশরীরে অতিমাত্রায় ভিরেট্রম ভিরিডি সেবন করিলে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা অনেকাংশে ভিরেট্রম এল্বমের ক্রিয়ার সমতুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে একোনাইটের সদৃশ। এই ঔষধ ফুসফুস প্রদাহ, ফুসফুস-বেষ্ট প্রদাহ; মস্তিষ্ক ভূমি, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠবংশ, ও পাকাশয়ের রক্তসঞ্চয়; সূতিকাক্ষেপ; সূতিকোন্মাদ, পক্ষাঘাত, আমবাত, হৃৎপিণ্ড প্রদাহ, হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ; পাকাশয় শূল প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়।

ভিরেট্রম ভিরিডি ও একোনাইটে প্রভেদ এই ;—

ভিরেট্রম ভিরিডি।	একোনাইট।
১। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলেই প্রধানতঃ এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক নার্ভ অর্থাৎ ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর ক্রিয়া লোপ হয় সুতরাং যে সকল যন্ত্রে ও বিধানতন্তুতে ঐ স্নায়ুর শাখা প্রশাখা সকল প্রসারিত হইয়াছে তাহাতে রক্ত-সঞ্চয় জন্মে। সমবেদন স্নায়ুতে কচিৎ ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।	১। গ্যাংগ্লিয়নিক অর্থাৎ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলই একোনাইটের ক্রিয়ার কেন্দ্র-স্থল, এই স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া একোনাইট হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা কৈশিকায় প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে তন্নিবন্ধন শরীরের কৈশিকাবিশিষ্ট সকল বিধানতন্তুতেই রক্ত-সঞ্চয় জন্মে।
২। এতদ্দ্বারা কেবল নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর অব্যবহিত ক্রিয়াধীন যন্ত্রের এবং মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ আরোগ্য হয়।	২। এতদ্দ্বারা শরীরের সমস্ত যন্ত্র ও বিধানতন্তুর রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ আরোগ্য হয়।
৩। যে সকল রোগের মূল মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল কেবল তাহাতেই ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহার্য্য।	৩। যে সকল রোগের মূল প্রধানতঃ সমবেদন স্নায়ু তাহাতেই একোনাইট উপযোগী।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা সংযুক্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। পাকাশয়িক উপসর্গ সমন্বিত প্রাদাহিক অবস্থা, বিবমিষা বিশিষ্ট কফজ্বর, তৃষ্ণা, বমনবেগ, বমন, পথ্য উদ্গীরণ, শিরোবেদনা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও অব

সন্নতা লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতিতে এই ঔষধি ব্যবহার্য্য। ডাঃ হেল মেনিঞ্জাইটিস রোগেও ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। সূতিকাজ্বরের প্রারম্ভাবস্থায়ও এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে পূর্ণ, কঠিন, উল্লম্ফনশীল নাড়ী, এবং জিহ্বার প্রান্তে পীতবর্ণ ও মধ্যে প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত লোহিত রেখা জ্বররোগে ইহা ব্যবহার করিবার লক্ষণ।

আমবাত।—শরীরের বামভাগের স্কন্ধ, গ্রীবা পৃষ্ঠ, প্রকোষ্ঠ, পার্শ্ব, বঙ্ক্ষণ, জানু ও জঙ্ঘার বাতরোগে জ্বর, শ্বেত মলাবৃত জিহ্বা, অস্থিরতা, সঞ্চালনে বর্দ্ধনশীল তীব্র বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ভিরেট-ভির ব্যবস্থেয়। বাতজ্বর ও অন্যান্য জ্বরে এই ঔষধ সেবনান্তে অধিক পরিমাণে স্বেদনিঃসরণ ও সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

ফুসফুস-প্রদাহ।—প্রদাহের প্রথমাবস্থায় রক্তসঞ্চয় দূরীকরণার্থে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে এই রোগে ভিরেট-ভির, ফস ফরাস সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে একোনাইট অপেক্ষা অধিক উপকার করে, কিন্তু নাড়ী স্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হইবামাত্র ইহা ব্যবহারে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

শিরঃপীড়া।—সর্ব্বাঙ্গীন রক্তাধিক্য, আমবাত, সুরাপান, দন্তোদ্গম অথবা আর্ত্তব রোধ প্রভৃতি কারণে মস্তকে রক্তসঞ্চয় হইয়া যে শিরঃপীড়া জন্মে তাহাতে ভিরেট্রুম ভিরিডি অত্যন্ত উপকারী ও অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শিরঃপীড়ায় নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে, যথা মস্তকে পূর্ণতা ও ভারবোধ, শিরাস্পন্দন, ও কখন কখন অচৈতন্য; কর্ণনাদ সহকারে অতিরিক্ত শব্দানুভাবকতা, দ্বিত্বদৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টি বা তিমিরদৃষ্টি কিম্বা অন্য কোন প্রকার দর্শনবিকার; বিবমিষা ও বমন, অঙ্গের অবশতা ও কণ্ডূয়ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা।

দুগ্ধজ্বর।—এই জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত, কম্প, বিশেষতঃ পাকাশয়ে শূন্যতা ও অবসন্নতা অনুভব লক্ষণ থাকিলে ভিরেট ভির ফলপ্রদ।

স্তনরোগ।—স্তনাগ্রে ক্ষত হইলে ৫ বিন্দু ভিরেট-ভির, ২ ড্রাম গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

চর্ম্মরোগ।—জলপূর্ণ উদ্ভেদবিশিষ্ট বিসর্প রোগে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হয়. ত্রিশ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া প্রদাহিত স্থানে অবিরত প্রয়োজিত হইয়া থাকে; এই রোগে ধমনির ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধি রসটক্স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে স্থানিক প্রদাহ বিকীর্ণ, এবং কচ্ছু, কটিবন্ধবৎ দদ্রু ও পুরাতন চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ অ্যালজেল বলেন যে ইহার একড্রাম উগ্র অরিষ্ট ছয় আউন্স পরিস্রুত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া পটি বাঁধিলে অন্ত্রের প্রদাহে বিশেষ উপকার দর্শে; ভিরেট্রমভিরিডির উগ্র অরিষ্ট দ্বারা প্রদাহিত কন্দর ও গ্রন্থি (বিউনিয়ন) সংস্পর্শ করিলে বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* বিবাদপ্রিয়তা ও প্রলাপ। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় জন্য উন্মাদ (বেল)।

মস্তক।—রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া, দন্ত উদ্ভেদ কালে ও সূতিকাবস্থায় আক্ষেপ ও তাণ্ডবরোগ। শিরোঘূর্ণন সহ শিরঃপীড়া। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে উপস্থিত হয় এপ্রকার শিরঃপীড়া (জাঙ্গ), মস্তক পূর্ণ ও ভারী বোধ হয়। মস্তকে তরুণ রক্ত-সঞ্চয় (একন, বেল)। বমন সহ মস্তকের সম্মুখভাগে তীব্র শিরঃপীড়া (আইরিস)।

চক্ষু।—প্রসারিত কনীনিকা (এইল, বেল, সিকিউ, ওপি, ষ্ট্রামো, জাঙ্গ)। উত্থানের বা বিচরণের চেষ্টা করিলে ঘোর দৃষ্টি। অস্থির দৃষ্টি।

মুখমণ্ডল।—* উদ্দীপ্ত (বেল, ব্যাপ্টি); পাণ্ডুর, শীতল, নীলাভ, শীতল ঘর্ম্মাবৃত (ভিরেট-এল্ব) মুখ। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন (এগার, সিকিউ, ইগ্নে, নক্স-ভ)।

মুখমধ্য।—* মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, মুখে গাঢ় শ্লেষ্মা। জিহ্বা দগ্ধবৎ অনুভূত হয় (কলোসি, আইরিস, প্লাট, স্যাঙ্গ, সলফ এসি)। পীতবর্ণ জিহ্বা ও * তাহার মধ্যভাগে রক্তবর্ণ রেখা।

গলমধ্য।—গলকোষ ও গলনলীতে জ্বালা, অবিরত গিলিবার

প্রবৃত্তি। গলনলীর আক্ষেপ ও তৎসহ ফেনিল ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মার উৎকাস বা অভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর স্পন্দজনন সূত্রের (ফিলেমেণ্টস্) পক্ষাঘাত বশতঃ ফুসফুসে প্রবল রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ও শ্বাসকৃচ্ছ্র লক্ষণ বিশিষ্ট শ্বাসরোগ; শ্বাসরোগের আবেশ সময়ে এই ঔষধি বিলক্ষণ উপশমজনক। কষ্টসাধ্য ও মন্দ-বেগবিশিষ্ট শ্বাস। বক্ষঃস্থলে যাতনা।

রক্তসঞ্চলন যন্ত্র।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত মূর্চ্ছা বা শ্বাসকৃচ্ছ্র সংযুক্ত হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের জ্বালাকর বেদনা। অতিশয় ধামনিক উত্তেজনা সহ হৃৎপিণ্ডের উচ্চ ও প্রবল স্পন্দন।

পরিপাক যন্ত্র।—পাকাশয়ের সাধারণ রোগ, বিশেষতঃ পাকাশয়ের উপদাহের আতিশয্য,—বিরেচন ভিন্ন বমন ও মুখ প্রসেক; (ভিরেট্রম এল্বম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। পিত্তবমনবিশিষ্ট পিত্তজ্বর, এবং সবলান্ত্রে ও মলদ্বারে স্নায়বীয় বেদনা সংযুক্ত অর্শ। প্রায় অবিরত হিক্কা (সিকিউ, হাইয়স, ইগ্নে)। শীতল ঘর্ম্মসহকারে প্রবল বিবমিষা ও বমন (ভিরেট-এল্ব, ট্যাবাক)। পাকাশয়ে বেদনা। বস্তিকোটরের ঊর্দ্ধদেশে বেদনা। নাভির দক্ষিণ দিকে বেদনা।

জনন-যন্ত্র।—রজোরোধ; সূতিকাজ্বর, জরায়ু-প্রদাহ, ও সূতিকোন্মাদ; অপতানক আক্ষেপ (হিষ্টিরিক্যাল কনভলসন)। মস্তিষ্কে তীব্র রক্ত-সঞ্চয় সহকারে রজোরোগ। (বেল)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা পৃষ্ঠ ও স্কন্ধে বেদনা। জঙ্ঘা ও হস্তপাদের অঙ্গুলীতে খল্লী। অঙ্গাদিতে তাড়িতের ন্যায় আঘাত অনুভব।

দেহ।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা, ও অঙ্গুলীর পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন। তাণ্ডব। পক্ষাঘাত। আক্ষেপ।

জ্বর।—বিবমিষা সহ শীত। সর্ব্বশরীরের শীতলতা; মুখে ও হাত পায় শীতল ঘর্ম্ম (আস, ক্যাম্ফ, ট্যাবাক, ভিরেট-এল্ব)। পূর্ণ, কঠিন,

ও দ্রুত নাড়ী সহ জ্বর (একন, বেল)। অতিশয় ঘর্ম্ম, ও অতিশয় অবসাদন অনুভব (ফস, ফস-এসি)।

উপচয়।—উত্থানে; বিচরণে; সায়াহ্নে, ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

উপযোগিতা।—রক্ত-প্রধান ধাতুতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। (বেল)।

বিশেষ প্রকৃতি।—এই ঔষধে উপকার দর্শিলে সত্বরই উপকার দর্শে। স্বেদ নিঃসরণে এবোনাইটের ন্যায় ইহারও উপকারিতা জ্ঞাত হওয়া যায়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় এবং ধামনিক অবসাদক। অতি মাত্রায়, বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয় কিন্তু ভেদ হয় না, নাড়ীর ক্ষীণতা ও গতিমান্দ্য জন্মে, শরীর শীতল, ঘর্ম্মাভিষিক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, সর্ব্ব শরীর ঝিন্ ঝিন করে, এবং শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টি ক্ষীণতা ও মূর্চ্ছাদি অবসাদনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাকাশয় প্রদাহ ভিন্ন অন্যান্য প্রদাহ রোগে, এবং উৎকট আমবাত ও বাতরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ১—২ গ্রেণ।

ভার্ব্বাসকম—থাপসস।

ভার্ব্বাসকম থাপসস স্ক্রফিউলেরি জাতীয় উদ্ভিদ। সরস অবস্থায় ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুতে ভার্ব্বাসকমের ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, ও একপ্রকার স্বরভঙ্গসংযুক্ত শুষ্ক কাস উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, প্রতিশ্যায়জনিত কাস, ও শয্যা-মূত্র রোগে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের স্নায়ুশূলে, এবং শ্বাস্‌কাসের ন্যায় স্বরভঙ্গ সংযুক্ত রাত্রিকালীন শুষ্ককাসে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ কোটার মূলার কুড়িবৎসর স্থায়ী কর্ণশিরঃশূলের একজন রোগীকে

এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। এই রোগীর বেদনার আতিশয্য সময়ে পীড়িত পার্শ্বের কর্ণে এক প্রকার অসহ্য আকর্ষণ ও কোন বস্তু দ্বারা যেন কর্ণ রুদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভূত হইত। ডাঃ কেটিন মুখমণ্ডলের শূলে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ জোসেট বলেন যে মধ্যে মধ্যে বেদনা, সামান্য সঞ্চালনে, দন্তে দন্তে সংলগ্ন করিলে অথবা জিহ্বা দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিলে বেদনার উত্তেজনা; মুখমণ্ডলের আরক্ততা, অম্ল উদ্গার এই রোগে ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ কসিং বলেন যে শয্যামূত্র রোগে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। তিনি যত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছেন সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ কসিং তৃতীয় ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—বাম গণ্ডে চাপদানে শিরোঘূর্ণনের আক্রমণ। প্রধানতঃ কপালে চাপক বেদনা। কপাল প্রান্ত যেন সোঙ্গা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে এপ্রকার অনুভব। মস্তিষ্কের বামার্দ্ধের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখ দিকে মন্দ মন্দ সূচীবেধ। **কর্ণ।**—বাম কর্ণের অবশতা। বাম কর্ণে ছিন্নবৎ, আকৃষ্টবৎ বেদনা। প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ কর্ণ যেন অবরুদ্ধ হইয়াছে এপ্রকার অনুভব। **মুখ-মণ্ডল।**—* গালের অস্থিতে প্রবল বেদনা, চাপ প্রদানে, অনাবৃত বায়ুতে, বা বায়ু-প্রবাহে এই বেদনার বৃদ্ধি। **মুখ-মধ্য।**—প্রাতে ও অপরাহ্নে স্বাদ-বৈলক্ষণ্য ব্যতীত জিহ্বা মূলের কপিশবর্ণ। **আমাশয়।**—শূন্য বা তিক্ত উদ্গার। ঘন ঘন হিক্কা। **উদর।**—নাভী-প্রদেশে প্রস্তরের ন্যায় ও বেদনাবিশিষ্ট প্রবল চাপ (পলস)। **মূত্র-যন্ত্র।**—বারংবার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব। (এপিস, এপোস, পলস)। রাত্রি-কালে অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব। (* কষ্ট, কুপ্র, গ্রাফ)। **শ্বাসযন্ত্র।**—উচ্চ স্বরে পড়িবার সময় স্বরভঙ্গ। (ফস)। স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ প্রতিশ্যায়। বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ। (ব্রাই, কালী-কা)। সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে স্বরভঙ্গ সংযুক্ত, গভীর, শুষ্ক কাস। (স্পঞ্জ)। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—হস্তে ও অঙ্গুলীতে সূচীবেধ। অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ

সময়ে দক্ষিণ উরুর পেশীতে খল্লীর ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ জানুর অভ্যন্তর দিয়া সহসা বেদনা। দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণ পদতলে খল্লীর ন্যায় চাপ, বিচরণে উহার নিবৃত্তি। দেহ।—শরীরের স্থানে স্থানে ছিদ্রকর, বা সূচী বেধবৎ বেদনা। (ব্রাই, কালী-কা)। অতিশয় আড়ামোড়াভাঙ্গা ও হাই-তোলা। আহারের পরে অতিশয় নিদ্রালুতা। সমগ্র শরীরের শীতলতা।

—•●•—

ভেলেরিয়ান—ভেলেরিয়ানা অফিসিনেলিস-হীল-অল।

ভেলেরিয়ানা ভেলেরিয়ানেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ ইউরোপের সকল স্থানেই জন্মে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে ভেলেরিয়ানার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ স্নায়ু-কেন্দ্রের অতিশয় উপদাহ উৎপন্ন হইয়া অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, বেদনা, ও আক্ষেপ জন্মে। এই সকল লক্ষণের প্রকৃতি উন্মাদবায়ু সদৃশ। সুতরাং উন্মাদবায়ু ও তৎসদৃশ অন্যান্য স্নায়বীয় রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—উন্মাদবায়ু ও উন্মাদবায়ু জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, তাণ্ডব ও অন্যান্য স্নায়বীয় রোগ। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতিশয় চৈতন্যাধিক্য, অবসাদ বায়ু, অস্থিরতা, অন্ধকারে ভয়; রোগী মনে করে যেন শূন্যমার্গে উড়িতেছে, সম্মুখ কপালের আকুঞ্চন ও স্তব্ধতা, সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামকালে ও অনাবৃত বায়ুতে উহা বৃদ্ধি পায়, এবং গৃহের অভ্যন্তরে ও অবস্থান পরিবর্ত্তনে উপশমিত হয়; পূতি অণ্ডবৎ আস্বাদ বিশিষ্ট তিক্ত জলোদ্গমযুক্ত উদ্গার ও শ্বাসরোধ সহ অসহ্যানক আক্ষেপ (হিষ্টিরিকেল স্প্যাজম), অতিশয় অস্থিরতা সহ অনিদ্রা, বিষম, দ্রুত, সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ নাড়ী, সহসা প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও কপালে। অক্ষিকোটরে পর্য্যায়ক্রমে চাপ ও বিদ্ধবৎ যাতনা, প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র মুখের বিরসতা। ভেলেরিয়ানের লক্ষণ প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান থাকিলে বৃদ্ধি পায়। বিচরণে উপশমিত হয়। ভেলেরিয়ান স্ত্রীলোকের পক্ষে, এবং দুই তিন মাস অন্তর উন্মাদবায়ুর আক্রমণে বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গুয়েন্সি

বলেন যে গলার অভ্যন্তরে সূত্র ঝুলিতেছে এ প্রকার অনুভব এই ঔষধি প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় উত্তেজক ও আক্ষেপ নিবারক। অতিমাত্রায়, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা, অস্থিরতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এবং স্নায়ু-কেন্দ্রে অতিশয় উপদাহ জন্মিয়া স্নায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত উত্তেজনা জন্মে: গুল্মবায়ু, অপস্মরাদি বিবিধ আক্ষেপজনক রোগে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণের মাত্রা, ১০—৩০ গ্রেণ।

মস্কস—মস্ক—মৃগনাভী।

কস্তূরীমৃগে এই সুগন্ধি পদার্থ পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মৃগনাভী স্নায়বীয় উত্তেজক। ইহার ক্রিয়া বশতঃ রক্ত-সঞ্চালন ও জননযন্ত্র উত্তেজিত হয়, এবং পূর্ণতা ও তন্দ্রালুতা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া জন্মে। হোমিওপ্যাথিতেও এই ক্রিয়ার জন্যই মৃগনাভী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত সম মতানুযায়ী ব্যবহার আছে কিনা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

অধিকার।—গুল্মবায়ুর আবেশ ও স্নায়বীয় হৃৎকম্প।

আময়িক প্রয়োগ।—গুল্মবায়ুর আবেশ ও তজ্জনিত মূর্চ্ছা সত্বর দূরীকরণে এই ঔষধ অতিশয় উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে সম্ভবতঃ এই আক্ষেপে মৃগনাভী সম মতানুসারে ক্রিয়া দর্শায়। কারণ এরূপ উল্লিখিত আছে যে মৃগনাভীর গন্ধে গুল্মবায়ুগ্রস্তাদিগের রোগের আবেশ উপস্থিত হয়। গুল্মবায়ুজনিত হিক্কা ও শ্বাস কাসেও ইহা ফলপ্রদ। স্নায়বীয় হৃৎকম্পে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বিধান সম্বন্ধীয় রোগ ব্যতীত কেবল কোন প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনায় উৎপাদিত হৃৎকম্পে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে পূর্ব্বোল্লিখিত রোগে গাত্র অতিশয় শীতল থাকিলে মস্ক বিশেষ উপযোগী হয়। ডাঃ হিউজ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রমের অরিষ্ট ব্যবহার করিতে বিধিদেন। তিনি বলেন যে এই ঔষধের বটিকা দ্বারা কোন ফল

দর্শেনা, কারণ বটিকায ইহার গন্ধ থাকেনা। তাঁহার বিশ্বাস যে গন্ধ না থাকিলে মৃগনাভীর সম্যক ক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

মারকিউরিয়াস—মারকিউরি—পারদ।

প্রস্তুতের প্রণালীভেদে পারদ নানা প্রকার,যথা—মারকিউরিয়াস-সলিউবিলিস বা ব্লাক-অকসাইড অভ-মারকিউরি, মারকিউরিয়াস ভিভাস, বা কুইক সিলভার, মারকিউরিয়াস করোসিভাস, বা করোসিভ সবিমেট অথবা বাইক্লোরাইড অভ মারকিউরি, মারকিউরিয়াস আইওডেটাস, কিম্বা বিন আইওডেটাস অর্থাৎ আইযোডাইড, বা বিন আইযোডাইড অভ মারকিউরি; এবং সিনেবেরিস বা রেড সলফিউরেট অভ মারকিউরি। এই সকল পারদের সাধারণ গুণে অতিশয় সাদৃশ্য থাকাতে সকল গুলিই এক মারকিউরিয়াস নামে বর্ণনা করা গেল, কিন্তু ইহাদের ক্রিয়ার প্রধান প্রধান প্রভেদ স্থল অবশেষে ও মধ্যে মধ্যে পরিচ্ছেদ বিশেষে প্রদর্শিত হইল। যে সকল পারদ দ্রবীভূত হযনা তাহার বিচূর্ণ এবং মারকিউরিয়াস করোসিভস প্রভৃতি পারক্লোরাইডের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চুম্বকের সহযোগে মারকিউরিয়াস ভিভাসের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—সমগ্র শরীর-যন্ত্রে মারকিউরিয়াস ভিভাসের প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দারা শরীরের সমস্ত যন্ত্র ও নির্ম্মাণ উপাদানের ক্রিয়া ও বিধান আক্রান্ত হয। পরিপোষণযন্ত্রেই পারদের প্রধান ক্রিযা দর্শে এবং তদ্দারা উহার ক্রিয়াবিকার ও বিধানাবিকার জন্মে, স্রাবণ ও শোষণ ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের স্বাভাবিক স্রাব অধিকতর অপ্রগাঢ় ও তরল এবং বিদাহী ও অবদরণজনক হইয়া উঠে। শ্লৈষ্মিক ও মাস্তক ঝিল্লী, গ্রন্থিমণ্ডল, সাস্তর বিধান বা প্যারেংকাইমা বিশিষ্ট যন্ত্র, তন্তু, অস্থি, এবং চর্ম্মেও মার্কিউরির বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। শরীরের এই সকল বিধানোপাদানে পারদদ্বারা প্রথমতঃ উত্তেজনা, স্ফীততা ও প্রদাহ, তৎপরে সত্বর প্রতিক্রিয়া, অনন্তর বিধান-বিকারের লক্ষণ-সূচক দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা জন্মে। বিধান বিধ্বংসী ক্ষত এবং তাহাতে পূয বৎ পূযবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয। এবং সময়ে সময়ে

আক্রান্ত বিধানের প্রকৃতি অনুসারে নূতন পদার্থেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপে পারদ সমগ্র শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও বিদ্যমান থাকিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। উপদংশবিষের ক্রিয়ার সহিত ইহার ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। বিরেচক স্বরূপ এক মাত্রা পারদ প্রয়োগ করিলে যকৃৎ ও অন্ত্রে, ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র পারদ প্রয়োগে রক্তে; এবং ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শরীরে পারদ প্রবিষ্ট করিলে স্নায়ুমণ্ডলে ইহার বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। যকৃতে ক্রিয়াবশতঃ যকৃতের রক্তসঞ্চয়, রক্তে ক্রিয়া নিবন্ধন রক্তের তরলতা, বিগলিত; ও তজ্জন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মাদির প্রদাহ, পূযোৎপত্তি, ক্ষত, ক্বাথ প্রভৃতি, এবং স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়াজনা কম্প, স্নায়ুশূল ও পক্ষাঘাতাদি জন্মে। **মারকিউরিয়াস বিনাইযোডেটস।**—আইয়োডাইডস অব মারকিউরি গ্রন্থিতে ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিশেষ ক্রিয়া করে। ইহার ক্রিয়া অন্যান্য পারদের ন্যায় কিন্তু ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে আইয়োডিনের ক্রিয়াও লক্ষিত হয়। বিনাইয়োডাইডে আইয়োডিনের এবং প্রটোআইয়োডাইডে মারকিউরির ক্রিয়ার সদৃশতার আধিক্য আছে। **মারকিউরিয়াস করোসিভস।**—ইহার সাধারণ ক্রিয়া অন্যান্য প্রকার পারদের অনুরূপ, কিন্তু তদ্ব্যতীত ইহার কয়েকটী বিশেষ ক্রিয়া আছে। এই পারদ অতিশয় দাহক ও উপদাহক বিষাক্ত পদার্থ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার প্রবল ক্রিয়া দর্শে ও সেই ক্রিয়াবশতঃ অতিশয় উগ্র প্রদাহ জন্মিয়া সত্বর উহা কোমল ও বিগলিত হইয়া উঠে। ইহার উপদাহকক্রিয়া মাস্তক ঝিল্লীতে বিশেষতঃ অন্ত্রবেষ্টেও প্রকাশ পায়। প্রদাহের বিগলিত হইবার সম্ভাবনাই ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

রাত্রে ও শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি পারদের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—রক্তস্বল্পর স্বল্পতা, কালিমা (একিমোসিস) ও রক্তস্রাবাদি শোণিত বিকার, মাস্তক, শ্লৈষ্মিক ও ত্বকের বিধানতন্তুর এবং গ্রন্থি ও ফুসফুসের উপদাহ, পারদজনিত কম্পন। দুর্গন্ধময় নিঃস্রব, মলিন মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ ও লাবণ্যহীনত্বক, শৈরিক রক্তস্রাব ও কালিমাপ্রবণ শরীর, সহকারে রক্তের অসুস্থ ও তরলতর অবস্থা; মানসিক দুর্ব্বলতা, কোপন,

স্ফোটক, কম্পন ও শীর্ণতা সহযোগে স্নায়ুমণ্ডলের বিকৃত অবস্থা; অস্থির বিধ্বংসন, বিধান-বিকার বা পূয়োৎপাদন প্রবণতা; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের ক্ষত প্রবণতা ও সাধারণ অসুস্থতা; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অস্বাভাবিক নিস্রব; অধিক-অম্ল, বা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম।

নিম্নলিখিত সাধারণ লক্ষণ সকল মারকিউরিয়াস জ্ঞাপক, যথা,—শীর্ণ, পাণ্ডুর, মলিন বা রুগ্ন আকৃতি; পৈত্তিক বা যকৃৎ পীড়া, দুর্গন্ধি নিশ্বাস; ক্ষুধামান্দ্য; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিশৃঙ্খলাপ্রবণতা, অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ বা ঋতু পরিবর্ত্তনাদি কারণে মস্তকের প্রতিশ্যায়, চক্ষুপ্রদাহ, গলা বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার; শীতলতা ও আর্দ্রতা সহ্য করিতে অক্ষমতা; বাহ্যভাব গ্রহণে অনুভবাধিক্য; দ্রুত, কোমল, পূর্ণ ও সহজে চাপনীয় নাড়ী এবং জ্বরের পূর্ব্বে অল্প অল্প শীত সহ মন্দ মন্দ জ্বর; সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি; পুরাতন স্বেদস্রাব, বিশেষতঃ রাত্রিকালে কিম্বা অল্পমাত্র পরিশ্রমে পিচ্ছিল ঘর্ম্মনিঃসরণ; অধিকন্তু ক্লান্তি, হস্তপদের শীতলতা, বিষণ্ণতা বা মানসিক শক্তির দুর্ব্বলতা, কোপনতা এবং অস্থিরতা।

যাহারা পূর্ব্বে অতিমাত্রায় ও অনেক দিন পর্য্যন্ত পারদ সেবন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধি প্রশস্ত নহে; সেই সকল রোগীদিগের পক্ষে হিপার সলফর, নাইট্রিক-এসিড অথবা অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শোথ।—পাণ্ডু, যকৃৎ রোগ অথবা সর্ব্বাঙ্গীন রক্তদুষ্টতা জনিত, এবং মলিনবর্ণ, পীত ও হরিতের আভাযুক্ত শীতল ত্বক, ক্ষীণ ও ঈষৎ দ্রুতনাড়ী, গাঢ় ও দুর্গন্ধি মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধ বা শুষ্ক মল ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট হস্তপদের শোথ বা উদরী।

আমবাত।—যাহারা পারদের কার্য্য করে তাহাদের নিম্নোক্ত প্রকার বাত আমে। তীব্রবেদনা, অথবা পেশিতবং অস্থিবেদনা এবং তৎসহ শীত ও জ্বর; স্থানিকবাত—পুরাতন অবস্থায়; অথবা যখন জ্বরকালে বাতাক্রান্ত অঙ্গ প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মাভিষিক্ত হইলেও রোগের উপশম বোধ হয় না; অধিক পরিমাণ অম্ল ঘর্ম্মবিশিষ্ট বাত, কিন্তু রোগলক্ষণ ঘর্ম্মনিঃসরণে উপশমিত

হয় না; বিকৃত ধাতু ব্যক্তিদিগের স্বল্পপ্রবল অস্থিবেষ্ট-প্রদাহ।

উন্মাদ।—স্নায়বীয় উগ্রতা; বিরক্তি, ক্ষণরাগিতা ও কোপনতা; অনিদ্রা; স্মৃতিহীনতা; প্রলাপ; উদাসীনতা। স্নায়বীয় কম্পন, বিরক্তি ও কোপনতা সংযুক্ত বিষাদ-বায়ু। পর্য্যায়ক্রমে লালাস্রাব ও উন্মাদ। একজন রোগীর লালাস্রাব অবরুদ্ধ হইলে উন্মাদ জন্মিত এবং লালাস্রাব পুনরায় প্রকাশিত হইলে উন্মাদ সারিয়া যাইত। মার্ক-সল ২ ক্রম ব্যবহারে তিন দিবসে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

শিরঃপীড়া।—মস্তকের চারিদিকে আকৃষ্টতা, চক্ষুর উপদাহ, নাসিকার উপরে ও হনুর অস্থিতে ভার বোধ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে তরলস্রাব নিঃসরণ এবং সর্দ্দি জনিত শিরঃপীড়ার ন্যায় শীত সহ শিরঃপীড়া, করোটিতে বেদনা, মস্তকোপরি বিদারণ অনুভব, কপালে বেদনা, উষ্ণ মুখমণ্ডল, শীতল হস্ত এবং সর্ব্বাঙ্গীন শীত সহকারে আমবাত জনিত শিরঃপীড়া; আরক্ত ও স্ফীত মুখমণ্ডল, অতিরিক্ত লালাস্রাব, পিত্তবমন ও মস্তকে পূর্ণতা লক্ষণযুক্ত পৈত্তিক শিরঃপীড়া।

অভিষ্যন্দ।—করোসিভ সব্লিমেট দ্বারা চক্ষু, নাসিকা, ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে। অতএব প্রথমতঃ জলস্রাব, অনন্তর উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নেত্রমল ও পূয ক্ষরণ; অক্ষিপুট সংযোগ; চক্ষে বেদনা, উত্তাপ ও বালুকাপতনবৎ যাতনা, চক্ষু সঞ্চালন বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি, অতিশয় কণ্ডূয়ন ও উপদাহ, —এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট অভিষ্যন্দ রোগে জ্বর না থাকিলে মার্ক উপযোগী। অপর, গণ্ডমালাজনিত অভিষ্যন্দ রোগের তরুণ ও উৎকট আক্রমণে প্রদাহ ও ক্ষত লক্ষণের প্রাবল্য, প্রভূত তীব্রস্রাব ও অতিশয় আলোকাসহ্যতা বিদ্যমান থাকিলে মার্ক করো ২দ ক্রম, রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। উপদংশ জনিত অভিষ্যন্দেও ইহা ব্যবহৃত হয়। উপদংশ জাত সকল প্রকার চক্ষু প্রদাহেই পারদ ব্যবস্থেয়। কিরেটাইটিস, স্ক্লিরাইটিস, আইরাইটিস, রেটিনাইটিস প্রভৃতি চক্ষুরোগে পাতলা, জ্বালাকর, তীব্র, প্রভূত স্রাব; রাত্রিতে ও উষ্ণতায়

বেদনার বৃদ্ধি; আলোকের জ্যোতিঃ অপেক্ষা উত্তাপে অধিক অসুখ অনুভব পারদের প্রযোগ-লক্ষণ।

প্রতিশ্যায়।—নাসিকায় জ্বল জ্বল বেদনা সহ অনবরত হাঁচি, গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব; একবার শীত, এক বার দাহ; অধিক পরিমাণে স্বেদ নিঃসরণ; শিরঃবেদনা; চক্ষু প্রদাহ; সন্ধ্যা কালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি লক্ষণে সচরাচর পারদ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ এই প্রকার তরল প্রতিশ্যায়ে পারদের পরিবর্ত্তে ইউফ্রেসিয়া ও কালী-বাইক্রমিকম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ বেইস বলেন যে সন্দিজনিত কাসে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা ও পূয মিশ্রিত নিষ্ঠীবন থাকিলে মার্ক-সল ৬ ক্রম ব্যবহারে সত্বর রোগ আরোগ্য হয়।

কাস।—পূযময় কিম্বা পূয ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত নিষ্ঠীবন সংযুক্ত প্রাচীন কাস, এই কাস রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়; গলকোষ হইতে বক্ষাস্থি পর্য্যন্ত জ্বালা ও বেদনা; স্বরভঙ্গ। প্রতিশ্যায়জনিত শিরঃপীড়া, উদরাময়, জ্বর, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম; রক্তবৎ জলবৎ, রক্তমিশ্রিত, মিষ্ট, লবণাক্ত বা পূতি নিষ্ঠীবন। কর্ম্মণ চিকিৎসকেরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বায়ুনলীভুজপ্রদাহে এই ঔষধির প্রশংসা করেন। ব্রাইটাস রোগের বায়ুনলীভুজপ্রদাহে ও উপদংশজ যক্ষ্মায় (প্রাচীন ফুসফুস-প্রদাহ) মার্ক করো উপকারী।

মুখক্ষত।—বালকদিগের মুখের উপক্ষতে মার্ক সুব্যবস্থেয় নহে। কিন্তু যুবকদিগের ক্ষত প্রবণ উপক্ষতে এই ঔষধ উপযোগী। মুখমধ্যের সামান্য বা উপদংশজ ক্ষতে পারদ বিশেষ হিতকারী। তবে ইহার পরে নাইট্রিক এসিড আবশ্যকীয়। শ্বাসে দুর্গন্ধ, বিন্দু বিন্দু লালাস্রাব ও অতিসারাদি লক্ষণে মুখক্ষতে ইহা ব্যবস্থেয়। শুভ্রবর্ণ স্ফোট উৎপন্ন হইবা মাত্র এই ঔষধি ব্যবহার করিলে প্রায়ই রোগ আরোগ্য হয়। বেদনাযুক্ত গভীর বা ক্ষত বিশিষ্ট মুখক্ষতে মার্ক-করো (৩x) বিশেষ উপকারী। বিগলিত মুখক্ষত (ক্যাঙ্ক্রম ওরিস) রোগে মারকিউরিয়াস অমোঘ; কিন্তু পারদ সেবন বশতঃ রোগ জন্মিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয় নহে।

দন্তশূল।—এই রোগে মার্ক বিশেষ উপকারী। কৃমিদন্ত জনিত দন্তশূলে ইহার তিন বা ৩০ ক্রমের বিচূর্ণ অতিশয় ফলপ্রদ। গণ্ডাস্থিতে বেধন

বিদারণ বা চর্ব্বণবৎ বেদনা, এই বেদনা আহারে ও রাত্রিতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি এবং শীতল জল প্রয়োগে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাম পায়। মুখমণ্ডলের সমগ্র পার্শ্বে বেদনা, এই বেদনা শঙ্খদেশ, গ্রন্থি ও কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। লালাস্রাব সহ দন্তবেদনা (পারদ জনিত নহে); রজনীতে শয়নাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মস্রাব হইলেও বেদনা উপশমিত হয় না। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্তশূলে মার্কিউরিয়স-ভিভাস তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক গ্রেণ মাত্রায় দন্ত-গহ্বরে ধারণ করিলে অতিশয় উপকার দর্শে। গর্ভাবস্থায় দন্তশূলেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। দন্ত-গহ্বরের অস্থি-বেষ্টের প্রদাহজনিত দন্ত বেদনায় দন্ত যেন দীর্ঘ ও কোমল হইয়াছে এপ্রকার অনুভব লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

দন্তপুপ্পুট।—অবিরত বেদনা, অতিশয় লালাস্রাব, দন্তমূলের স্ফীততা ও দপদপ। যাহাদের মধ্যে মধ্যে দন্তমূল স্ফীত হয় তাহাদের এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিষেধক স্বরূপ এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

জিহ্বাক্ষত।—এইরোগে মার্ক বিনিয়োড (২দ) সাধরণতঃ সর্ব্বো-ৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহ্বার তরুণ প্রদাহেও মার্ক ফলপ্রদ। জিহ্বায় গাঢ়, পীতবর্ণ, আদ্রলেপ ও মিষ্টাস্বাদ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

গলাবেদনা।—সর্দ্দিজনিত সামান্য গলাবেদনায় পারদের বিস্তর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গল প্রদাহে ক্ষত সম্ভাবনা থাকিলেই যে মার্ক ব্যব-স্থেয় এমন নহে। তরুণ গলাবেদনায় অতিশয় বেদনা ও উজ্জ্বল আরক্ততা লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহারে প্রদাহ অপনীত হইলে ক্ষত আপনা হইতেই সারিয়া যাইতে পারে। মার্ক জ্ঞাপক গলপ্রদাহ নিস্তেজ ও অনুগ্র, উহার স্ফীততা পাণ্ডুবর্ণ বা নীলের আভাযুক্ত লোহিত, এবং উহাতে সচরাচর ক্ষত থাকে। গলার সামান্য, গণ্ডমালাজনিত, বা উপদংশজ পুরাতন ক্ষতেও এই ঔষধ আরোগ্যকর। গলমধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, রাত্রিতে বৃদ্ধি ও কখন কখন লালাস্রাব ইহার প্রয়োগলক্ষণ।

অতিসার।—পিত্তমিশ্রিত বা রক্তময় মল, মলস্রাবের পূর্ব্বে উদর বেদনা ও তৎপরে কুন্থন। কর্দ্দমবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ মলেও ইহা ব্যবস্থেয়।

শিশুদিগের ও বালকদিগের অতিসারে দুর্গন্ধ, আঠাবৎ, নানাবর্ণের মল-লক্ষণে মার্কডলসিস ফলপ্রদ। কারণ সুস্থশরীরে ক্যালোমেল সেবনে এই প্রকার অতিসার জন্মে।

কোষ্ঠরোধ।—মলিনবর্ণ ত্বক ও মুখমণ্ডল, ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মল; অতিশয় লালাস্রাব। পৈত্তিক অতিসারের পর কপিশ বা হরিদ্বর্ণ, পিণ্ডাকার ও আমাবৃত্ত মলবিশিষ্ট কোষ্ঠরোধ রোগ।

গুহ্যভ্রংশ।—কণ্ডূয়ন, ঈষৎ পীতবর্ণ আমস্রাব ও উদরাময়, কঠিন, স্ফীত নির্গমন।

যকৃদ্রোগ।—রক্তসঞ্চয়।—পারদের মৃদুক্রিয়াবশতঃ যকৃতে রক্তসঞ্চয় ও পিত্তস্রাবের স্বল্পতা জন্মে সুতরাং যকৃতের নিশ্চেষ্টতা ও পিত্তস্রাবের অল্পতা সূচক পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, দুর্গন্ধি মল, ক্ষুধামান্দ্য, ও বিবমিষা লক্ষণে এবং যকৃতে রক্তসঞ্চয় জনিত দক্ষিণ কুক্ষিতে মৃদু বেদনায় এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ইহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, বা দ্বাদশ ক্রম ব্যবস্থেয়। প্রদাহ।—ডাক্তার আর্প বলেন যে যকৃৎ বিধানের তরুণপ্রদাহে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ক্যালোমেল বিশেষ ফলপ্রদ। বিবর্দ্ধন।—ক্রমাগত পারদের অনিষ্টকর প্রভাববশতঃ যকৃতে পুরাতন প্রদাহ, বিবর্দ্ধন, বা শীর্ণতা ও কাঠিন্য উৎপন্ন হয় অতএব যকৃতের অতীব্র চাপক বেদনা, এই বেদনা প্রযুক্ত রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না, চক্ষুর শুভ্রাংশের পীতাভা; ত্বকের বর্ণমালিন্য; কম্প, ও তৎপরে প্রচুর পরিমাণে পিচ্ছিল ঘর্ম, ক্ষুধামান্দ্য; মুখ বৈরস্য, শ্বেতবর্ণ মলনিঃসরণ সহ কোষ্ঠ কাঠিন্য; অথবা পৈত্তিক উদরাময় এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট সামান্য যকৃদ্রোগে মার্ক অতিশয় ফলপ্রদ। কিন্তু যাহারা অধিক পরিমাণে পারদ সেবন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে, বিশেষতঃ কর্দ্দমবর্ণ মল লক্ষণে হিপার ব্যবস্থেয়। বেদনা, চাপ স্পর্শদ্বেষ, অসুখজনক উত্তাপ, শ্বাসকষ্ট ও সাধারণ পিত্তলক্ষণ বিশিষ্ট যকৃতের পুরাতন রক্ত সঞ্চয়েও মার্ক উপযোগী।

পাণ্ডু।—কামলা রোগে মার্ক অত্যন্ত উপকারী, প্রায়ই এই ঔষধে সত্বর পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়। একোনাইট ব্যবহারের পর ইহা বিশেষ

উপযোগী। কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ মুত্র, কোমল ও ক্ষীণনাড়ী এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। শিশুদিগের সামান্য পাণ্ডুতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

লালাস্রাব।—পারদ সেবন ব্যতীত গর্ভাবস্থাদি অন্যবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন লালাস্রাবে পারদ উপকারী। ডাঃ মার্সী ও হণ্ট মারকিউরিয়স করোসিভসের দ্বিতীয় ক্রমের বিচূর্ণ দুই গ্রেণ এক পাইন্ট জলে মিশ্রিত করিয়া কবলরূপে ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

রক্তামাশয়।—রক্তময় মল, রক্তমিশ্রিত আম বা কেবল রক্তস্রাব; মলস্রাবের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ তৎপরে তীব্র বেদনা ও কুন্থন; মূত্ররোধ, অথবা অতিকষ্টে ও মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা সহকারে মূত্রনিঃসরণ, রোগীর শান্ত ও স্থিরভাব, এই সকল লক্ষণে রক্তামাশয়ে মার্ক ব্যবহেয়। আমরক্ত রোগে মারকিউরিয়স অত্যন্ত ফলোপধায়ক। ফলতঃ বেলেডোনা মস্তকের, ব্রাইয়োনিয়া ফুসফুসের, মারকিউরিয়স অন্ত্রের এবং ক্যান্থেরাইডিস মূত্রযন্ত্রের একোনাইট স্বরূপ। এই রোগে সচরাচর মার্ক-করো ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্রে মারকিউরিয়স করোসিভসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। অতএব প্রাচীন ক্ষত, অথবা রক্তামাশয় সহ বৃহৎ অন্ত্রের সামান্য প্রদাহে এই ঔষধ উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার ক্রমেই ফলপ্রদ।

প্রমেহ।—মূত্রমার্গের বহির্ম্মুখের প্রদাহ, তৎসহ কণ্ডূয়ন ও মূত্রত্যাগ কালে যন্ত্রণা। প্রথমে তরল ও জলবৎ, পরে গাঢ় ও পীতবর্ণ, অথবা রক্তময় আস্রাব, এবং শেষাবস্থায় কেবল মূত্রমার্গের ওষ্ঠদ্বয়সংযোজনউপযোগী অল্পমাত্র আস্রাব,—এই সকল লক্ষণে প্রমেহ রোগে মার্ক ব্যবহেয়। ডাঃ বার প্রমেহ রোগে প্রায় আদ্যন্ত মারকিউরি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ ইয়েলডাম প্রমেহের প্রথমাবস্থায় একোনাইট সহকারে পর্য্যায়ক্রমে মার্ক-করো ব্যবস্থা করেন।

লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। (ব্যালেনাইটীস)।—একোনাইট দ্বারা প্রদাহ লক্ষণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে মার্ক-সল (১ম) চূর্ণ স্থানিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ডাঃ ইয়েলডাম এই রোগে মার্ক-সল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন।

উপদংশ।—বসন্তবিষের ন্যায় উপদংশ বিষেও রক্তদুষ্ট হইয়া পূর্ব্বরূপ, বিকসিত ও পরিণাম এই তিন প্রকার অবস্থা জন্মে। পারদের বিষক্রিয়ার সহিত উপদংশের বিষক্রিয়ার পূর্ব্বরূপ ও পরিণাম অবস্থার কোন সাদৃশ্য নাই। কেবল দ্বিতীয় অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থার বিবিধ উপসর্গের সহিতই ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক উপদংশের কোন কোন অবস্থার ও উপসর্গেই পারদ সমমতানুযায়ী, সমগ্র উপদংশে নহে। লোহিত বিকার; মুখমধ্য ও গলমধ্যের রোগ; অস্থিবেষ্টের অপ্রবল প্রদাহ; কোন কোন প্রকার উদ্ভেদ; ও স্বরযন্ত্রপ্রদাহে পারদ উপকারী। অপর, ব্রণশোথ, ক্ষত, মুখক্ষত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কৌলিক উপদংশেও এই ঔষধ ফলপ্রদ; যখন স্থানিক ক্ষত (পারদ-দোষ ব্যতীত) প্রসারণশীল হইয়া উঠে, পীড়কা চর্ম্মদলের আকার ধারণ করে; অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা অস্থিতে ক্ষত জন্মে, তখনও পারদ অতিশয় উপযোগী। কোমল উপদংশেই পারদের প্রধান অধিকার। পারদ দ্বারা উপদংশ কিরূপে আরোগ্য হয়? ক্ষার যেমন অম্লবিষ বিনষ্ট করে, পারদ সেইরূপ উপদংশবিষ বিনষ্ট করে, অথবা পারদসেবনজনিত লালাস্রাব ও বিরেচনাদি সহকারে উপদংশবিষ শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া যায়, এই মত এক্ষণে অল্পলোকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। রিংগারপ্রমুখ এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরাও স্পষ্ট স্বীকার করেন যে পারদের বিষক্রিয়ার সহিত উপদংশের বিষক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ এই সাদৃশ্য বশতই পারদ উপদংশে উপকার করিয়া থাকে। বাস্তবিক হোমিওপ্যাথিমতে মার্কিসল উপদংশ রোগের একটি প্রধান ঔষধ। ডাঃ হেরিং বলেন যে মার্ক-সল দ্বারা উপদংশ আরোগ্য না হইলে কেবল একটী মাত্র ঔষধ ব্যবহার করিয়া উহা আরোগ্য করা যায় না। যে আদিম উপদংশক্ষতের প্রান্ত লোহিতবর্ণ, নিম্নভাগ শূকরের বসা বা পনিরের ন্যায়, যাহাতে বেদনা থাকে এবং যাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয় তাহাতেই এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। উপদংশের সহিত প্রমেহ, ব্রণ ও চর্ম্মরোগ বিদ্যমান থাকিলে এবং উপদংশ ক্ষত হইতে তরল পূয়স্রাব হইলে মার্ক-করো ব্যবহৃত হয়। বিগলিত উপদংশেও মার্ক-করো বিশেষ উপযোগী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—শীতাতপ অথবা দরিদ্রতাদি কারণে বিকৃত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের হস্ত, পদ বা সর্ব্বাঙ্গ কম্পন। সংস্রাবের পরবর্ত্তী গদগদ ভাষণ। স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতাবশতঃ উন্মাদ, মস্তিষ্কের কোমলতা, পক্ষাঘাত, তাণ্ডব ও মস্তিষ্কোদক রোগ। উপদংশ জাত পক্ষাঘাত। পাকাশয়ে স্পন্দন, অতিঘর্ম্ম, ও অপ্রফুল্লতা সহ অনিদ্রা। রক্ত।—গণ্ডমালা।—পারদদোষ-গ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের গণ্ডমালা জন্মে অতএব চক্ষু, কর্ণ, গ্রন্থি, অস্থি, ও চর্ম্মের গণ্ডমালাজনিত রোগে পারদ উপকারী। হাম।—সামান্য হামে জ্বরের জন্য একোনাইট এবং সর্দ্দি ও পীড়কার জন্য মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করিলে অন্য কোন ঔষধের বড় প্রয়োজন পড়ে না। প্রদাহ।—ক্রমে ক্রমে পারদ মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট করিলে প্রদাহ জন্মে অতএব প্রদাহে আশঙ্কিত পূযোৎপাদন প্রতিরোধ, ও প্রসারণশীল ক্ষত আরোগ্যার্থে পারদ ব্যবহৃত হয়। চক্ষু।—নেত্রমণ্ডলাবৃতী গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ ও স্ফীততা। কর্ণ।—কর্ণ প্রদাহ,—তীক্ষ্ণ বেদনা, দুর্গন্ধি পূযস্রাব, কিম্বা পূয ও রক্তস্রাব, এবং কর্ণনাদ, প্রতিশ্যায় জনিত কর্ণশূল ও আংশিক বধিরতা, কর্ণে শব্দ ও কর্ণকুহর হইতে শ্লেষ্মা ও পূযস্রাব, কর্ণমূলের স্ফীততা, ও চর্ব্বণ কষ্ট লক্ষণে মার্ক করো, এবং গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের পক্ষে মার্ক-আইয়োড বিশেষ ফলপ্রদ। কর্ণস্রাব,—গাঢ়, রক্তময়, দুর্গন্ধি স্রাব ও তৎসহ মুখমণ্ডল ও মস্তকের সেইদিকে বিদারণবৎ বেদনা এবং কর্ণমূলের স্ফীততা ও স্পর্শাদ্বেষ। রোমান্তি বা বসন্ত রোগের পরবর্ত্তী কর্ণস্রাব। মধ্য কর্ণের তরুণ ও পুরাতন পূযস্রাবে মার্ক-সল বিলক্ষণ উপযোগী। রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি ও প্রাতে হ্রাস এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ। একজন রোগীর হামের পর এই প্রকার কর্ণস্রাব রোগ জন্মিয়াছিল ও কর্ণে পলিপস (অর্ব্বুদ বিশেষ) জন্মিয়াছিল। মার্ক সল আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ করাতে চারি সপ্তাহে তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। নাসিকা।—নাসিকার প্রদাহ ও স্ফীততা, এই প্রদাহ বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষত ও পূয জন্মে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয নিঃসৃত হয়। নাসারন্ধ্রে পিপিটিকা (মামড়ি) উৎপত্তি। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মামিশ্রিত পূযস্রাব।

রক্ত ক্ষরণ ও নাসিকার অস্থিক্ষয় লক্ষণাপন্ন উপদংশজাত পূতিনস্য। শ্বাস-যন্ত্র।—ডাঃ হল বলেন যে স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের কণ্ডূয়নবিশিষ্ট কাসে মারকিউরিয়স-ভিভস ৩য় ক্রম সর্ব্বাপেক্ষা ফলোপধায়ক। পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহ ও পুরাতন যক্ষ্মা রোগের ঈদৃশ কাসেও ইহা অতিশয় উপকারী। গলশোষ সংযুক্ত স্বরভঙ্গ। পরিপাকযন্ত্র।—ঈষৎ জ্বর ও গ্রন্থির স্ফীততা সহকারে মুখ, জিহ্বা, তালুপার্শ্বগ্রন্থি এবং গলকোষের প্রদাহ ও ক্ষত। তালুমূলপ্রদাহে পূযোৎপত্তি প্রতিরোধ করিয়া পারদ উপকার করে। জিহ্বার স্ফীততা ও মৃদু প্রদাহ। শীতাদ (স্কর্ভি)। দন্তমূলের পাণ্ডুরতা ও রক্তস্রাব। সৃক্কণীবিদারণ। কর্ণমূলপ্রদাহ। আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী গ্রন্থির স্ফীততা। হনুনিম্ন-গ্রন্থি, জিহ্বা-নিম্নগ্রন্থি ও কর্ণমূলের প্রতিশ্যায়জাত স্ফীততা, কাঠিন্য বা পূযোৎপত্তি ও তৎসহকারে বেদনা, উত্তাপ এবং কচিৎ লালাস্রাব, কর্ণমূলের স্ফীততা। বাম কুক্ষিদেশে পূর্ণতা ও তৎসহ জ্বালাকর বেদনা এবং ক্লোমপ্রদেশে স্পর্শদ্বেষ। ক্লোমের স্বাভাবিক নিঃস্রবের আধিক্য, সুতরাং ফেনিল জলবৎ অতিসার কিম্বা ঈষৎ শুভ্র বা হরিদ্বর্ণ মল নিঃসরণ; বিকৃত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধময় অতিসার, বিশেষতঃ বালকদিগের এই অতিসারে গুহ্যদ্বারে ক্ষত জন্মে, উত্তাপ, উদরাধ্মান, শীত, শিরঃপীড়া, মুখবৈরস্য, লালাস্রাব ও দুর্ব্বলতাদি লক্ষণ সহকারে প্রতিশ্যায়জনিত জলবৎ অতিসার; হরিৎ, কপিশ, অথবা ক্ষতকর মল আধ্মান ও মৃদুবেদনা সংযুক্ত পৈত্তিক অতিসার; জলবৎ অতিসার, ও শীর্ণ হরিৎবর্ণ কিম্বা অলোড়িত অণ্ডকুসুমবৎ মল ও উদরাধ্মান সহ শিশুদিগের অতিসার। অর্শ ও রক্তামাশয়াদি বস্তুতঃ অন্ত্রাগ্র (সিকম), স্থূল বৃহদন্ত্র (কোলন), ও সরলান্ত্রের (রেক্টম) প্রদাহ, এবং তৎসংযোগে ক্ষত, এবং ত্রিক ও উরুদেশে বেদনা। শিশুদিগের হরিৎ দুগ্ধবমন। ঘন ঘন শ্বেতবর্ণ জলবৎ মলস্রাব, কুন্থন, পিপাসা ও বিবমিষা লক্ষণাপন্ন শিশুদিগের বিসূচিকারোগে মারকিউরিয়স-ডলসিস (৩য় ক্রম) দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। মলদ্বারে মন্থস্রাবী ক্ষত ও তীব্র বেদনা। শুভ্র অর্শ। পারদ প্রয়োগোপযোগী বিকৃত-ধাতু রোগীদিগের মূত্র ও মলের লক্ষণবৎ কৃমি। রসস্রাব (ট্রেন্সিউডেশন) যুক্ত অন্ত্রের

প্রদাহ। করোসিভ সব্লিমেট দ্বারা সচরাচরই অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ জন্মে, এজন্য এই রোগে মার্ক করো ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি ব্রাইয়োনিয়া অপেক্ষা ইহা অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হন। সন্নিপাত জ্বরের অন্ত্রক্ষতে ব্ল্যাকসলফাইড উপকারী। **মূত্র যন্ত্র।**—ত্বক্‌-পরিস্ফুটনহীন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (নন-ডিসকোয়ামেটিভনিফ্রাইটিস), অ্যাল্বুমি-নিক মূত্র (এল্বুমেনুরিয়া), গর্ভাবস্থার আগুলালিক বৃক্ক প্রদাহে ডাঃ লডলাম মার্ক-করো সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন। তরুণ প্রদাহ বা রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ মূত্ররোধ। **জননেন্দ্রিয়।**—লিঙ্গোদ্রেক সহকারে অণ্ডকোষের স্ফীততা; পুরুষাঙ্গের শীতলতা ও কুঞ্চিত অবস্থা সহ বিকৃত ধাতু ব্যক্তিদিগের শুক্রমেহ ও লালামেহ, প্রমেহরোগের পূর্ব্বরূপ, সপূয় বিদাহী শ্বেতপ্রদর; উত্তাপ ও বেদনাবিশিষ্ট যোনীভ্রংশ, পারদ সূচক ধাতু বিকৃতি অর্থাৎ সর্ব্বা-ঙ্গীন দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, শোথ, শীতলতা, পাণ্ডুবর্ণ, ও হ্রস্ব শ্বাস ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট রোগিণীদিগের রক্তের তরলতা বশতঃ অতিরিক্ত রজঃস্রাব; এই প্রকার রোগিণীদিগের স্তনক্ষত। স্তন্যদায়িনীদিগের স্তনপ্রদাহের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া তৎপরে হ্রাস পড়িলে হার্টমান পারদ ব্যবহারের বিধি দেন। **ত্বক।**—জল বা পূয পূর্ণ পীড়কা, হস্তবিদারী; নখকের অকষিরা; বিচর্চ্চিকা, রক্তবর্ণ পামা; গণ্ডমালা ও উপদংশজনিত পীড়কা ও ক্ষত; চর্ম্মদল, পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বে রাত্রিকালে গাত্রকণ্ডু। অধিক পরিমাণে গাঢ় ক্লেদস্রাবী বেদনাযুক্ত ব্রণশোথ। তাম্রবর্ণপীড়কা বিশিষ্ট, উপদংশজনিত বা তরুণ কুষ্ঠ। অনতি-দীর্ঘকালস্থায়ী লেপ্রা (মণ্ডলাকার বিচর্চ্চিকা) অর্থাৎ কুষ্ঠরোগে পারদ বিশেষ ফলপ্রদ। বসন্তের পূযোৎপাদন কালীন দ্বিতীয়বার জ্বর। আর্দ্র আর্দ্র, তীব্রগন্ধ, অধিক পরিমাণ, রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম পারদের একটী বিশেষ লক্ষণ; অতএব পদাদির এই প্রকার ঘর্ম্ম স্বয়ং রোগ স্বরূপ হইলে হার্টম্যান মার্ক-সল ব্যবহার করিতে বিধি দেন। জ্বর ও প্রদাহিত অবস্থায় ঘর্ম্মাভাব একোনাইট ও বেলেডোনা জ্ঞাপক, কিন্তু ঘর্ম্ম থাকিলে মার্কুরিয়াস ব্যবস্থেয়।

ভিন্ন২ প্রকার পারদের বিশেষ২ আময়িক প্রয়োগ।

মারকিউরিয়াস বিন আইয়োডেটস।— ক্ষতযুক্ত তালুমূল-প্রদাহ, গলগণ্ড; গ্রন্থির স্ফীততা, আরক্ত জ্বরকালে বা তৎপরে গ্রন্থির স্ফীততা, গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের পুরাতন বায়ু-নলী ভুজ প্রদাহ, নাসার্ব্বুদ (নাকড়া); পুরাতন প্রতিশ্যায। গৌণ উপদংশ।

মারকিউরিয়াস করোসিভস।— পারদ-বৈদ্যেরা লালাস্রাবার্থ করোসিভ সব্লিমেট ব্যবহার করেন না সুতরাং পারদের ঐ প্রকার বিষ-ক্রিয়ায় যে সকল অবস্থা জন্মে তদ্রূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিমতে মার্ক করো ব্যবহৃত হয় না। মার্ক সল বা মার্ক ভিভসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাশয়, বৃহদন্ত্র, শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ফুসফুস, বৃক্ক, বাহ্য মূত্র ও জননযন্ত্র, এবং অন্ত্রবেষ্টে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। অতএব চক্ষু প্রদাহ, পাকাশয় প্রদাহ; অন্ত্র প্রদাহ, রক্তামাশয়, যকৃদ্রোগ, অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ, মূত্ররোগ, প্রমেহ, মস্তকের চর্ম্মদল; উপদংশ জনিত কোন কোন প্রকার পীড়কা, গৌণ উপদংশ; পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়াস সায়েনেটস।— মুখমধ্যে ও গলমধ্যেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার বিষক্রিয়া দ্বারা ডিফথিরিয়ার ন্যায় লক্ষণ জন্মে। ডিফথিরিয়ায় অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার ক্রমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মারকিউরিয়াস অক্সিডেটস রুবার।— প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন উপদংশের উগ্রতর আকারে, মার্ক-সল বা মার্ক ভিভস দ্বারা উপকার না দর্শিলে এই পারদের প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

মারকিউরিয়াস-সলফিউরেটস-রুবার— সিনেবেরিস।— পুরাতন প্রমেহ, লালামেহ; উপদংশ ক্ষত, ও বঙ্ক্ষণ গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে উপকারী।

মারকিউরিয়াস সলিউবিলিস ও মারকিউরিয়াস ভিভস।— অনেকানেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎকগণ এই ঔষধি অভিন্নরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাদের ক্রিয়াও প্রায় একরূপ। কিন্তু হানিম্যান, কেবল

মার্কুরিয়াস সলিউবিলিসের গুণই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় অস্থিরতা। বুদ্ধিবিলোপের আশঙ্কা। সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য, (+ ফস-এসি) অবিরত কাতরোক্তি, (ল্যাক) সন্দিহানতা। অবিশ্বস্ততা। + স্মৃতিশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা। * দ্রুত-ভাষিতা, (অবিরত কথা বলিতে প্রবৃত্তি, সিকিউ, * ষ্ট্রামো) ক্ষিপ্ততা, অসঙ্গত আলাপ। * জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ধীরে ধীরে উত্তর দান। (কস, ফস এসি)।

মস্তক।—চিৎ হইয়া শয়নে ভ্রমি, চক্ষুর সম্মুখে দ্রব্যাদি কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, (শয়নকালে বা শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ভ্রমি, * কোনা।—শয্যায় উঠিয়া বসিলে ভ্রমি, কব,) শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক চাপিত হইতেছে (ন্যাট মি, পলস।—বোধ হয় যেন করোটী উন্মুক্ত হইয়াছে, কার্ব্বো-এ।—বোধ হয় যেন করোটী দ্বিখণ্ড হইয়া উন্মুক্ত হইবে, বেল, ব্রাই) শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন পূর্ণতা বশতঃ মস্তক বিদীর্ণ হইবে, (একন, বেল, ব্রাই, সলফ।—মস্তকে পূর্ণতা অনুভব, কক, * অকজ্যাল এসি, সিপি) * সমগ্র মস্তকে সূচীবেধ। বিকসিত ব্রহ্মরন্ধ্র, তৎসহকারে মুখমণ্ডলের মলিন বর্ণ ও অধঃরুদ্ধ দেশ বৃদ্ধ, (* ক্যাল্ক-কা, * সিপি, সলফ) * মস্তকের উপবিভাগে স্থলবেদনা যন্ত্রণাপ্রদ ও জ্বালাকর দুর্গন্ধি পীড়কা, (গ্রাফ, হিপার, লাইক) + স্পর্শ করিলে করোটীতে বেদনা। (সিঙ্ক, ন্যাট-মি, নাইট এসি)।

চক্ষু।—* গণ্ডমালা জনিত অভিষ্যন্দ; অক্ষিপুট স্ফীত ও উহার প্রান্তভাগে ক্ষত, (বেল, ক্যাল্ক, ফস) চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে ক্ষত, (ইউফ, ন্যাট মি, সলফ) শুক্র মণ্ডলের আরক্ততা সহকারে চক্ষু-প্রদাহ, (বেল, পলস, রস) * শুক্র মণ্ডলে পীড়কা। * কনীনিকায় ক্ষত, (আস ক্যাল্ক, * সিলি, * সলফ) চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দর্শন (কালি কা, সলফ) * আক্ষেপিক ভাবে চক্ষুর পাতার বোধ (হিপার)। * চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা দর্শন (কালী কা, ল্যাকে)। * আলোক ও অগ্নির তেজ চক্ষুতে সহ্য হয় না। (বেল, * সলফ)।

কর্ণ।—কর্ণে সূচীবেধবৎ বেদনা, (স্থান পরিবর্ত্তন শীল বেদনা,

পলস।—সূচীবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা, * ক্যাম, চিন।—কর্ণে স্পন্দন, হিপার, ক্স, * রস, সিলি।—হুলবেধ, বেল, নক্স ম।—চড় চড়, ব্যারাইট, কালী-কা, নাইট এসি) কর্ণে গুণ গুণ ও গর্জ্জন ধ্বনি, (কষ্ট, কোন, ক্রোক। ঘণ্টাধ্বনি—চায়না দ্রষ্টব্য) কর্ণ হইতে পূযস্রাব, (নাইট-এসি, * পলস সলফ) * রক্তমিশ্রিত পূয, (গ্রাফ, পেট, * বস।—রস দ্রষ্টব্য)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে ঈষৎ হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধি পূযস্রাব, (পলস, অরু) * নাসাস্থির স্ফীততা। * অতিশয় হাঁচি সহকারে মস্তকের তরল প্রতিশ্যায়, (ইউফে, জেল, কালী-কা।—তীব্র, বিদাহী স্রাববিশিষ্ট মস্তকের প্রতিশ্যায়, আর্স, * এরম, লাইক।—মস্তকের শুষ্ক প্রতিশ্যায়, নাইট-এসি, নক্স, সিপি।—রাত্রিতে শুষ্ক ও দিবসে তরল প্রতিশ্যায়, * নক্স) * নাসিকা হইতে নিদ্রাবস্থায়, কাসিতে কাসিতে রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলের পাণ্ডু, পীত বা মৃত্তিকাবস্থায় বর্ণ, (আর্স, পলস।—ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, আর্স, কার্ব্বো-ভে।—নাসিকায় পীতবর্ণ জীনের ন্যায় চিহ্ন, * সিপি) দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের মুখমণ্ডলে পীড়কা। * স্ফোটীর ক্ষত, (বেল, গ্রাফ) মুখমণ্ডলে উপদংশজনিত পূযপূর্ণ পীড়কা।

মুখ-মধ্য।—শুষ্ক, কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ স্পর্শ দ্বেষ বিশিষ্ট ওষ্ঠ। (* শুষ্ক ও বিদারিত ওষ্ঠ, অবিরত লেহন, আর্স) * দন্তমূলের ক্ষত, দন্ত হইতে দন্তমূলের বিচ্ছিন্নতা ও স্পর্শ করিলে রক্তস্রাব। অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিশ্বাস (নক্স ভ) * ওষ্ঠের অভ্যন্তরদিকে, গালে, দন্তমূলে, জিহ্বায় ও তালুতে ধূসর বর্ণ ক্ষত। (মুখের মধ্যে ও গলকোষে পূতিগন্ধ ক্ষত, * কালী কা নাইট-এসি, নক্স ভ) জিহ্বায় মলিন ও পীতবর্ণ লেপ। * শুষ্ক, কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, (* আর্স, ল্যাক।—লাইক দ্রষ্টব্য) জিহ্বা দগ্ধবৎ অনুভূত হয়, কলো, ভিরেট-ভি) * দুর্গন্ধি ও আঠাবৎ লালাবিশিষ্ট লালা স্রাবরোগ, (বেল, ল্যাক।—পারদ অপব্যবহার বশতঃ লালাস্রাব, হিপার, নাইট এসি, সলফ। * রক্তাক্ত লালা, (আর্স, হাইয়োস, * নক্স-ভ, রস)।

গল-মধ্য।—বাকরোধ ও স্বরলোপ, (* বেল, কোন, ল্যাক। প্রতিশ্যায় জনিত গলবেদনা, গিলিবার সময় সূচীবেধবৎ যাতনা, (হিপার

দ্রষ্টব্য) তরল দ্রব্য গিলিবার সময় নাকদিয়া বাহির হয়. (* বেল, ল্যাক) তীব্র হুলবেধবৎ বেদনা লক্ষণাপন্ন তালুমূলের ক্ষত, (* বেল, ল্যাক, নাইট-এসি । - গলের অভ্যন্তরে মলিন পূতি ক্ষত, * আর্স, ব্যাপ্ট) গলায় জ্বালা, বোধ হয় যেন উত্তপ্ত বাষ্প উপরের দিকে উঠিতেছে, কষ্ট ।—বোধ হয় যেন একটা গোলা উঠিতেছে, ক্যাল-ল্যাট ।—বোধ হয় যেন তপ্ত লৌহের গোলা গল কোষে স্থাপিত রহিয়াছে, ফাইটো) তালু-মূল প্রদাহ, (বেল দ্রষ্টব্য) * তালু মূলে পূযোৎপত্তি । * মুখের লালাপূর্ণতা সহ গল-শোষ ।

আমাশয় ।— * অত্যন্ত প্রবল পিপাসা । আহারের অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় ক্ষুধা, (সিকিউ, ফস, * ষ্টাফ ।—আহারান্তে শূন্যোদরতা অনুভব, গ্রাফ, আর্স —আহারান্তে অত্যন্ত পূর্ণতা অনুভব, চিন, * লাইক, * নক্স ম) বাতোদ্গার, অথবা কটু দুর্গন্ধ উদ্গার, (হিপার দ্রষ্টব্য) *মুখে তিক্ত, অম্ল, পচা, বা মিষ্ট আস্বাদ, (সমুদায় আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের তিক্ত আস্বাদ, * ব্রাই, কলো, পলস ।—আহারান্তে মুখে তিক্তস্বাদ, নাইট-এসি ।—অম্লস্বাদ, লাইক, নকস, পলস) *সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা, (চিন, *রস ।—ঘন ঘন তুষ্ট ক্ষুধা, লাইক, সলফ) অবিরত ক্ষুধা সহকারে পরিপাক শক্তির অতিশয় ক্ষীণতা । * আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে প্রস্তরের ন্যায় ভার বোধ হয়, (* আর্স, ব্রাই, * নকস-ভ) * পাকাশয় প্রদেশে স্পর্শাধিক্য, (ব্রাই, ল্যাক, নকস) ।

উদর ।— * যকৃৎ-প্রদাহ, যকৃৎ প্রদেশে হুলবেধ ও ধরিলে বেদনা, (বেল, ব্রাই, দ্রষ্টব্য) যকৃতের কাঠিন্য । * নিম্ন উদরে অস্ত্রাঘাত বা নখাঘাতের ন্যায় বেদনা ও তৎসহকারে শীত, (শীত সহবর্ত্তী বেদনা আর্স, বেল, সিপি, * পলস) * উপদংশ ও গণ্ডমালাজনিত ব্রধ্ন (বাঘী), নাইট-এসি, থুজা) ।

মল ও মলদ্বার ।—অতিসার, * মলিন হরিদ্বর্ণ, ফেণিল অথবা গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে শীত । মলত্যাগকালে ও মলত্যাগের পরে কুন্থন, (কুঙ্কুমের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ মল, অতিশয় মলপ্রবৃত্তি, ও কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা, * কলো) * রক্তমিশ্রিত আমস্রাব বিশিষ্ট রক্তা

খাশয়; (* ক্যাপ, ক্যাস্থ, কলো, * নকস) মলিন হরিৎবর্ণ আম; ধূসরবর্ণ আম, (শ্বেতবর্ণ, আঠাবৎ মল, ব্যাম, কলচ, সলফ) * আমস্রাব সহকারে শীত, বিবমিষা, উদর বেদনা এবং অতিশয় কুন্থন, (বেল দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতরার ন্যায় মল, (* আর্স, চিন, * ভিরেট।—শ্বেতবর্ণ মল ক্যালক, ডিজি, * ফস এসি।—শেহবৎ আমময় মল, * কলচ, হেল, * পডো)।

মূত্র-যন্ত্র।—মলিন রক্তবর্ণ মূত্র, শীঘ্র ঘোলা ও দুর্গন্ধি হয়, (গাঢ়, শুভ্র, আবিল মূত্র, কোন।—ফস-এসি দ্রষ্টব্য)* রক্ত মিশ্রিতের ন্যায় মলিন লোহিত বর্ণ মূত্র, (কাফির ন্যায় মলিন কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, নাট-মি, টেরেব) অম্ল-গন্ধ মূত্র, (অশ্বের মূত্রের ন্যায় উগ্র-গন্ধ মূত্র, * নাইট-এসি।—বিড়ালের মূত্রের ন্যায় মূত্র, ভায়োলা-ট্রি) * মূত্রমার্গে জ্বালা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, ক্যাপ, কষ্ট।—মূত্রত্যাগের পর জ্বালা, * ক্যান্থ, নাইট এসি) * গাঢ় ঈষৎ হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট প্রমেহ, (থুজা।—পূয়ময় স্রাব এগ-কা, ক্যাপ।—রক্তময় স্রাব ও মূত্রমার্গে ক্ষতবৎ অনুভব, ক্যান্থ।—ক্যান-স্যাট দ্রষ্টব্য) * মূত্র বা উপদংশ সহ প্রমেহ।

জনন-যন্ত্র।—(পুং)।—লিঙ্গমণি ও মেঢ্রত্বকের বেদনা বিশিষ্ট প্রদাহ ও স্ফীততা। * লিঙ্গমণি ও মেঢ্র-ত্বকে উপদংশ ক্ষত, (উপদংশ ক্ষতের গলিত আকৃতি ও উহা হইতে পাতলা দূষিত পূযস্রাব, * মার্ক করো। পুরাতন দুর্দম্য কঠিন উপদংশ ক্ষত, মাক, সিনে।—পারদ অপব্যবহারের পরবর্ত্তী পুরাতন উপদংশ, * কালী আইয়োড, নাইট এসি।—লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডের আচ্ছাদন-ত্বকে কুক্কুট শিখার ন্যায় মাংসাঙ্কুর, থুজা)। রতিশক্তির বিলোপ। অণ্ডকোষে শীতলতা অনুভব। (ক্যাপস, সলফ)।
(স্ত্রী)।—সর্ব্বদা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এরূপ শ্বেতপ্রদর, হরিতাভ স্রাব, কণ্ডূয়ন ও যন্ত্রণা। যোনী বা ভগের প্রদাহ। জননেন্দ্রিয় কণ্ডূয়ন। রজঃলোপ (পলস দ্রষ্টব্য) *প্রস্রংসিনী ও তৎসহকারে অতিশয় অবদরণ অনুভব, * সিপি, ষ্টান।—বলা, ক্যালক কা, বোরা, * নকস-ভ, সিপি)।

শ্বাসযন্ত্র।—* নাসাপথে স্রাবনিঃসরণ, শীত, স্বরভঙ্গ, গলাবাধা,

কাস ও অনাবৃত বায়ু সেবনে আশঙ্কা বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়। * শুষ্ক শ্রান্তিকর কাস, বক্ষঃস্থলে ও কটিদেশে বেদনা, (ক্যাম, * নকস-ভ, ফস।--নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট তরল কাস, ড্রোস, কালী-বা, * পলস) * হুপ্‌শব্দক কাস। উপরে উঠিতে বা বিচরণ সময়ে শ্বাস হ্রস্বতা, আর্স, ক্যালক কা) ফুসফুস-প্রদাহ। স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বক্ষে সূচীবেধ, (বামবক্ষে সূচীবেধ, ল্যাকে, লাইক) গলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত বক্ষঃ-জ্বালা, (কক।—বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভব, আর্স, সলফ)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কটিদেশে, বিশেষতঃ বসিবার সময়, ঘৃষ্টবৎ বেদনা, (স্পর্শ করিলে বেদনা, গ্রাফ) * গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীততা, ও তৎসহকারে হনু-বোধ (কষ্ট কালী-কা, সিলি)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—* স্কন্ধসন্ধি ও মণিবন্ধসন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা, এই বেদনা, রাত্রিতে ও সঞ্চালনে বিশেষ অনুভূত হয়। হস্তে কচ্ছুবৎ পীড়কা। * উরু ও জঙ্ঘাদেশে রাত্রিকালে শীতল ও নির্য্যাসবৎ ঘর্ম্ম, পায়ে ঘর্ম্ম, সলফ) বজ্রশূন। পদ ও জঙ্ঘার শোথজনিত স্ফীততা, (এপিস, আর্স, কলচ)। সর্ব্বাঙ্গ, + বিশেষতঃ হস্তপদের কম্প। * সমস্ত অঙ্গে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি অনুভব, অতিশয় গুরুত্ব অনুভব। * হস্তপদের শীতলতা।

দেহ।—+ অতিশয় ক্লান্তি ও অবসন্নতা। * কম্পন। * ঐচ্ছিক পেশী হনু, ও জিহ্বাদির অনৈচ্ছিক কম্পন। * রাত্রিতে অস্থি বেদনা। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারা যায় না (বিপরীত, ফস)। শ্বাস ও গাত্রের দুর্গন্ধি। সমুদায় যন্ত্রের উত্তেজনশীলতা ও অনুভবাধিক্য। (*সিঙ্ক, * কফি)। পূয় ব্যতীত বা তৎসহ গ্রন্থির স্ফীততা। (হিপার, গ্রাফ, নাইট্‌-এসি)।

নিদ্রা।—* দিবসে নিদ্রা যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা, (পলস, সলফ; বিশেষতঃ আহারান্তে, ব্রাই, নক্স, * ফস) রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত অনিদ্রা, (এমন কা।—রাত্রি তিনটার পর অনিদ্রা, ক্যাক বা * নক্স-ভ) অনিদ্রা সহকারে অতিশয় অস্থিরতা।

জ্বর।—দ্রুতনাড়ী, সময়ে সময়ে নাড়ীর মৃদুতা ও কম্পন। সন্ধ্যা-

কালে শীতাধিক্য, (বেল, * পলস) * অতিশয় পিপাসা বিশিষ্ট জ্বর, বিশেষতঃ রাত্রিকালে জ্বর। সন্নিপাতজ্বর। * তুর্ব্বলকর নৈশঘর্ম্ম, (চায়না, ফস, সিলি।—প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম, পলস, সলফ)

চর্ম্ম।—কণ্ডূয়নশীল পীড়কা, নখঘর্ষণে জ্বালা (ক্রোট-টি, রস, ষ্টাফ) * রক্তস্রাবী কচ্ছু, (সলফ দ্রষ্টব্য) কাঁচা আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষত ও পীড়কা। * উপদংশ জনিত ক্ষত ও দদ্রু, (পারদ জনিত ক্ষত ও অস্থি ক্ষত, অরম মে, নাইট এসি, সলফ) * জলপূর্ণ স্ফোটবৎ পীড়কা, এই সকল পীড়কা পীতবর্ণ ও পরিপক্ক হয়। * শূকরের বসার ন্যায় তল, ও কাঁচা মাংসের ন্যায় বিপর্য্যস্ত প্রান্ত বিশিষ্ট সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত।

উপচয়।—সায়াহ্নে, ও * রাত্রিতে, * শয্যার উত্তাপে, * ঘর্ম্মনিঃসরণ সময়ে; বর্ষাকালে, শীতল সন্ধ্যাবায়ুতে, উষ্ণ দিবস ও শীতল রাত্রি বিশিষ্ট শরৎকালে, ব্যায়ামকালে; ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

উপশম।—দিবাভাগে, ও বিশ্রাম সময়ে উপশম।

বিশেষ লক্ষণ।—* গ্রন্থিমণ্ডলের রোগ, (হিপার, আয়োডি, কার্ব্বো) পীড়িত স্থলের অতিশয় স্ফীততা ও তৎসহকারে অবদরণ অনুভব; * অধিক ঘর্ম্মস্রাব সহবর্ত্তী রোগ, কিন্তু ঘর্ম্মনিঃসরণে রোগের উপশম জন্মে না (ঘর্ম্মনিঃসরণে উপশম প্রাপ্তি, ভিরেট) রাত্রিকালে ও বর্ষাকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি (ডলক, রস)

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—সর্ব্বপ্রধান রসায়ন, ও বলকর। অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধের সহিত মিলিত হইয়া ইহা প্রায় সকল রোগেই ব্যবহৃত হয়।

*এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—সাধারণতঃ বিরেচক, পিত্তনিঃসারক লালনিঃসারক; পরিবর্ত্তক, শোষক, প্রদাহনাশক; অবসাদক। পারদ দোষে,—কম্প, পক্ষাঘাত, স্মৃতিক্ষীণতা, শিরোঘূর্ণন, সংন্যাস ও অপস্মারাদি নানা প্রকার রোগ জন্মে। শরীরের সকল যন্ত্রেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

পারদ দোষে সচরাচর যে সকল উপদ্রব জন্মে তাহাতে সাধারণতঃ এই

সকল ঔষধি ব্যবহৃত হয় যথা,—শ্বালাস্রাবে,—এসিড্‌-নাইট্রিক, এসিড্‌ সলফ, পুরাতন ক্ষত ও পীড়কায়,—হিপার সলফর; কম্পন, ও পক্ষাঘাতে,—নকস্‌-ভমিকা; অস্ত্ররোগে,—আর্সেনিক, আইয়োডিন; ধাতুবিকৃতি ও অস্থি রোগে,—অরম।

মিলিফোলিয়ম—ইয়ারো।

এই বৃক্ষ ইউরোপ ও সাইবেরিয়ায় জন্মে। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা লিখিয়াছেন যে এই বৃক্ষের পত্র নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় ইহা সেবন করিলে অন্যান্য যন্ত্র হইতেও রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা।

অধিকার।—শরীরের বিবিধ যন্ত্র, বিশেষতঃ নাসিকা, ফুসফুস, পাকাশয় হইতে শোণিতস্রাব।

আময়িকপ্রয়োগ।—ডাঃ হিউজ বলেন যে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাবে ও রক্তকাসে এই ঔষধ বিলক্ষণ উপকার দর্শে। তিনি প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার করেন। ডাঃ হেরিং রক্তমূত্র ও অন্যান্য প্রকার রক্তস্রাবে ইহার ফলবত্তা স্বীকার করেন। মিলিফোলিয়মের রক্তস্রাব হেমেমেলিসের ন্যায় বেগশূন্য ও শৈরিক নহে, এবং ইহাতে ইপিকাক অপেক্ষা কাস, বমনাদি নিঃসারণ চেষ্টা অল্প।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—রক্ত সঞ্চয়, কর্ণনাদ সহ পূর্ণতা, বোধ হয় যেন মস্তকে রক্ত উত্থিত হইয়াছে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা উপশমিত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **শ্বাস-যন্ত্র।**—রক্ত নিষ্ঠীবন সহ বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, ফেনিল, উজ্জ্বল লোহিত রক্ত নিষ্ঠীবন সংযুক্ত কাস। **পরিপাকযন্ত্র।**—রক্তবমন। উপজিহ্বার লম্বমানতা সহ তালুমূল ও গলদেশে ক্ষত; বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাকাশয়ের দাহ; পাকাশয়ে দংশন ও খননবৎ

যন্ত্রণা, বোধ হয় যেন ক্ষুধা জন্য হইতেছে। মুহুর্মুহুঃ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; উদরে কর্ত্তন ও কূজনবিশিষ্ট বেদনা, এবং তৎপরে অতিসার ও কুন্থন, রক্তাশয়; রক্তস্রাবী অর্শ। **জনন ও মূত্রযন্ত্র।**—মুহুর্মুহুঃ মূত্রবেগবিশিষ্ট রক্তমেহ, মূত্র-গ্রন্থিতে বেদনা সহকারে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব।

মেজেরিয়ম—ড্যাফনি মেজেরিয়ম।

টাইমেলেসী জাতীয় মেজেরিয়ম বৃক্ষ প্রায় সমগ্র ইউরোপ ও আসিয়িক রুসিয়ার পর্ব্বতারণ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুসুম উদ্গমের পূর্ব্বে বল্কল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুষ্ক বল্কলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, মূত্র ও জননযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, এবং অস্থিগণের মেজেরিয়মের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ তীব্র উপদাহ জন্মিয়া সেই উপদাহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে পরিণত হয়, ও চর্ম্মে একপ্রকার পীড়কা উৎপন্ন করে। অস্থি ও অস্থিবেষ্টে পারদ বা উপদংশ বিষের অনুরূপ মেজেরিয়মের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—উপদংশ, পারদ সেবন ও আমবাতজনিত অস্থি ও অস্থিবেষ্টের রোগ; অস্থিক্ষত, অস্থিবেষ্টজ দন্তশূল, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, কর্ণবেদনা। পামা, কৃমিজ বুদ্বুদ ও দারুণক, ত্বক্পীড়কা, কটিবন্ধবৎ দদ্রু; রক্তস্রাবী ক্ষত ইত্যাদি চর্ম্মরোগ। কর্ণপটহের স্থূলত্ব সংযোগে উৎসের বিলোপজনিত বাধির্য্য রোগ। প্রাচীন শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ।

আময়িক প্রয়োগ।—উপদংশ।—অস্থিপূতি, অস্থিক্ষত, অস্থিনাশ প্রভৃতি উপদংশজনিত অস্থিরোগ, বিশেষতঃ জঙ্ঘাস্থির রোগে রোগাক্রান্ত স্থানে অল্প অল্প বেদনা থাকিলে ও স্পর্শ করিলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধি ব্যবহার্য্য। **দন্তশূল।**—দন্তগহ্বরের অস্থিবেষ্টে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। দন্তবেদনা শঙ্খদেশ ও গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ও স্পর্শ দ্বারা বৃদ্ধি পাইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। **অস্থিবেদনা।**—করোটি, স্কন্ধ ও উরুদেশের অস্থিবেদনায় এবং বাতজনিত বা সামান্য অস্থি-বেষ্টের

প্রদাহে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। **চর্ম্ম-রোগ।**—কটিবন্ধবৎ দদ্রু রোগে ও তৎপরবর্ত্তে স্নায়ুশূলে ডাঃ বাব মেজেরিয়ম অতিশয় ফলপ্রদ মনে করেন। মেজেরিয়মের বিষক্রিয়া বশতঃ চর্ম্মে উপদাহ জন্মে। সুতরাং নানাপ্রকার গাত্রকণ্ডূ রোগে ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ কুপার কেশনাশ ও অতিশয় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট বুসিকা রোগে এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারে বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ ডনহাম নানাপ্রকার চর্ম্মদল, পারদ ও উপদংশের মিলিত ফল স্বরূপ অধঃশাখার ক্ষত প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে ইহার দ্বিশততম ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অবসাদ ও নিরাশা (ন্যাট-কা, নকস); বিলাপ প্রবৃত্তি (ন্যাট-মি, পলস, ইগ্নে, রস)। সামান্য বিষয়ে বিরক্তি ও রাগ (ব্রাই, ক্যামো)। স্মরণশক্তির ন্যূনতা। **মস্তক।**—মস্তকে মত্ততার ন্যায় অনুভব। মস্তকের অস্থিতে বেদনা, স্পর্শ করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। পরিশ্রমান্তে এবং অধিক কথা বলিলে শঙ্খদেশে ও মস্তকের পার্শ্বে বেদনা। প্রবল শিরঃপীড়া, * বিরক্তির পর সামান্য স্পর্শে মস্তকে বেদনা। নাসামূল হইতে কপাল পর্য্যন্ত বেদনা। * মস্তকে পুরু চর্ম্মের ন্যায় চিপিটিকা, উহার নিম্নে পূয হইয়া চুল সংযোজিত হয় (গ্রাফ)। উচ্চ, শুভ্র, খটিকার ন্যায় চিপিটিকা, তাহার নিম্নে দূষিত পূয জন্মিয়া পোকা উৎপাদন। মস্তকে খুসকি (কক্‌শিকা)। (ক্যান্থ)। **চক্ষু।**—চক্ষে প্রদাহ, ও শুষ্কতা অনুভব। চক্ষে কড় কড় সহ অশ্রুস্রাব (আর্স, ইউফ্রে, মার্ক-করো) চক্ষু মিট মিট করার প্রবৃত্তি (ক্রোক, ইউফ্রে)। চক্ষু বুজিয়া থাকার প্রবৃত্তি (কষ্টি, জেলস)। **কর্ণ।**—বোধ হয় যেন দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিয়া উহা প্রসারিত করিতেছে। **নাসিকা।**—পীতবর্ণ, পাতলা, সময়ে সময়ে রক্তাক্ত শ্লেষ্মাস্রাবী প্রতিশ্যায়, উপরের ওষ্ঠের জ্বালা ও বেদনা। নাসাশোষ ও ঘ্রাণশক্তির নাশ। তরল প্রতিশ্যায় ও বার বার হাঁচি। **মুখ-মণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে প্রবল ছিন্নকর বেদনা। দক্ষিণ গণ্ডের পেশীর স্পন্দন। ওষ্ঠের স্ফীততা, শুষ্কতা, বেদনা, ও জ্বালা। * স্থূল, রসস্রাবী পীড়কা সহ মুখমণ্ডলের প্রাদাহিক আরক্ততা। * শিশু অধি-

ত মুখমণ্ডলে নখঘর্ষণ করাতে উহা রক্তাবৃত হইয়া উঠে; এবং চিপিটিকা ছিন্ন করাতে ক্ষত কাঁচা হয় ও সেই স্থানে স্থূল, পূযপূর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। খবর্ধিত স্থলের বিদাহি স্রাব সংলগ্ন হইয়া অন্যান্য স্থানে অবদরণ জন্মে। **মুখ-মধ্য।**—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে বেদনা। (মার্ক)। হনুর অস্থি, ও শঙ্খ-দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত দন্ত-বেদনা। * দন্ত স্থূল-মুখ ও দীর্ঘ অনুভূত হয়। * আমাশয় পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত জিহ্বার ও মুখ-মধ্যের প্রবল জ্বালা। (আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যাপস)। **গল-মধ্য।**— * গলায়, গলগহ্বরে, গলনলীতে জ্বালা। (আর্স, ক্যাম্ফ, মার্ক-করো)। গলার মধ্যে শ্লেষ্মা পূর্ণতা অনুভব। গলগহ্বরে শুষ্কতা, * উত্তাপ ও অবদরণ (এরম, নক্স-ভ)। **আমাশয়।**— অতিশয় ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা। ঘন ঘন শূন্য ও স্বাদ শূন্য উদ্গার। গলায় বিবমিষা, তিক্ত বমন। আমাশয়ে জ্বালা। (* আর্স, ব্যাপ্ট, ক্যাম্ফ, ফোর, সলফ)। **উদর।**—প্লীহা প্রদেশে মৃদু বেদনা। উদর অন্ত্রকূজন বিশিষ্ট আধ্মান, অতিশয় দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ। (এলো, * ব্রাই, গ্রাফ) উদরে জ্বালা ও উত্তাপ। (* আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, ফস)। **মল ও-মলদ্বার।**—সরলান্ত্রে সূচী-বেধ। বিচরণে মলদ্বারে বেদনা, ও সরলান্ত্রে জ্বালা। মলদ্বার কণ্ডূয়ন। (আর্স, * সিনা, * ক্যামো, * সলফ) কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, নক্স, ওপি, সলফ)। কোমল, কপিশ, অম্ল, উচ্ছলিত, শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্কণ দানা বিশিষ্ট মল। **শ্বাসযন্ত্র।**—স্বরযন্ত্র কণ্ডূয়ন সহ কাস, এই কাস সন্ধ্যাকাল হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; প্রাতঃকালে সরলান্ত হরিদ্রাবর্ণ, কঠিন শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ভুপশব্দক কাস অম্ল বা পিত্ত বমন না হইলে কাস উপশমিত হয় না; বক্ষোগ্রহ, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা, দক্ষিণ ফুসফুসে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা সহকারে বক্ষঃস্থলে দাহ ও বেদনা। **মূত্র ও জননযন্ত্র।**—আবক্ত অধঃপতিতপদার্থযুক্ত, পরিষ্কার ও পাণ্ডুবর্ণ অতিরিক্ত মূত্রস্রাব; অণ্ডের স্ফীততা, লিঙ্গমুণ্ড-কণ্ডূয়ন; জননেন্দ্রিয়ের স্ফীততা; অধিককাল স্থায়ী ঘন ঘন রজঃস্রাব; অণ্ডলালবৎ, দাহক শ্বেতপ্রদর। **অস্থি।**—স্পর্শদ্বেষ সহ দীর্ঘাস্থির, বিশেষতঃ জঙ্ঘার অস্থির প্রদাহ ও স্ফীততা; রাত্রিতে, শীতলতায় ও বর্ষাকালে বেদনা বৃদ্ধি পায়, ব্যথিত স্থল

বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিলে উপশমিত বোধ হয় ; ঘৃষ্টবৎ বেদনা ; মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও কৃমিদন্ত, দংশন কালে বা চাপপ্রয়োগে বেদনা বৃদ্ধি পায় ; দন্ত লম্বমান বোধ হয়। ভগ্নাস্থির সুতীব্র বেদনা ; **ত্বক**।—সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, রাত্রিতে অনাবৃত হইলে অথবা শয্যার উষ্ণতায় উহা বৃদ্ধি পায় ; কণ্ডূয়ন নখঘর্ষণে বৃদ্ধি পায় ও জ্বালা করে ; *সর্ব্বাঙ্গে পীড়কা প্রকাশ ; ঈষৎ লোহিত তরল রক্তস্রাবী, মধুচক্রাকার চিপিটিকা (চামড়ি) যুক্ত পীড়কা ; *পীতবর্ণ স্থূল চিপিটিকাযুক্ত ক্ষত, আবরণের নিম্নে পূয জন্মে ; ক্ষতের চারিদিকে অগ্নিবর্ণ আরক্ততা ও রাত্রিকালে তাহাতে জ্বালাকর দপদপে বেদনা ; ক্ষতের চারিদিকে কণ্ডূয়নযুক্ত জলপূর্ণ পীড়কা ; *স্পর্শ করিলে সহজে রক্তস্রাব হয় এরূপ ক্ষত, এই সকল ক্ষত ও পীড়কা সাধারণতঃ করোটি, মুখমণ্ডল ও জঙ্ঘাদেশে সমুৎপন্ন হয়, মস্তকের কেশ ও ভ্রূযুগের রোম পতন। নাসারন্ধ্রে নাসিকার নিকটে ও ওষ্ঠদেশে মধুচক্রাকার চিপটিকা জন্মে এবং উহা কণ্ডূয়ন করিলে জ্বালা করে। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—স্কন্ধের ও গ্রীবার পেশীতে বেদনা। অঙ্গকম্প। (কক, কোন, জেলস, মার্ক)। দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা। অঙ্গুলীর অগ্রভাগের শক্তিহীনতা, কোন বস্তু ধরিতে পারা যায় না। উরুসন্ধি, জানুসন্ধি, ও উরু [illegible] জঙ্ঘার অস্থি, এবং পদের অস্থিতে বেদনা। **দেহ**।—শরীরের অতিশয় লঘুতা অনুভব। (এসেরম)। শরীরের নানাস্থানে সূচী-বেধ ; অবিরত শীতানুভব। (পলস)। শীতল বায়ু সহ্য হয় না। **নিদ্রা**।—দুর্নিবার নিদ্রালুতা। (এণ্টটার্ট, এপিস, নক্স-ম)। **জ্বর**।—সর্ব্বশরীরে অবিরত শীত। উষ্ণতার ইচ্ছা ব্যতীত শীতল অনাবৃত বায়ুতে যাইতে আশঙ্কাহীনতা, অতিশয় পিপাসা। প্রবল উত্তাপ বিশিষ্ট জ্বর। **উপচয়**।—সায়াহ্নে, রাত্রিতে ; স্পর্শে, সঞ্চলনে ; আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। **উপশম**।—অনাবৃত বায়ুতে বিচরণকালে ; উষ্ণীষধারণে ; অন্ধকার গৃহে উপশম। **উপযোগিতা**।—সাধারণতঃ শরীরের একপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে উপকার করে।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক, স্বেদজনক ও মূত্রকারক ; অতিমাত্রায় পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ জন্মে ; বাহ্যপ্রয়োগে স্থানিক

উত্তাপসাধক, অধিকক্ষণ রাখিলে ফোস্কা পড়ে। চর্ম্ম, মূত্রযন্ত্র, জননযন্ত্র ও শ্বাসপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, এবং অস্থি ও অস্থি-বেষ্টে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। আমবাত, উপদংশ ও চর্ম্মরোগে সার্জ্জা সহযোগে ব্যবহৃত হয়।

রস টক্সিকোডেনড্রণ—পয়জন ওক।

রসটক্সিকোডেণ্ড্রণ এনাকার্ডিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে; নদীতটে বা সজল প্রদেশেই ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়, অধিক দিন থাকিলে উহার গুণের মন্দতা জন্মে।

ক্রিয়া।—শারীরিক জীবন ধারণোপযোগী যন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসিকা-গ্রন্থি, ত্বক, পেশীর উপাদান ও সন্ধির উপাদানে রসটক্সের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ প্রথমে উপদাহ জন্মে সেই উপদাহ প্রদাহে পরিণত হইতে পারে। যদি প্রদাহে পরিণত না হয় তবে সমুৎসর্গ বা শোথাকারে মস্তস্রাব উৎপাদন করে। চর্ম্মই এই উপদাহ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এমন কি ইহার পত্র স্পর্শ করিলে বা উহার সমীপে গেলেও পীড়কা উৎপন্ন হয়। উপদাহের অল্পাধিক্য অনুসারে এই পীড়কা সামান্য আর ক্তিমা (ইরিথিমা) হইতে স্ফোটবিশিষ্ট বিসর্প সদৃশ হইয়া থাকে। রসটক্সের ক্রিয়াবশতঃ চর্ম্মে যে প্রকার গামার ন্যায় ও জলপূর্ণ স্ফোটের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সেই প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয়। চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অর্থাৎ শুক্লমণ্ডলেই ইহার প্রবল ক্রিয়া দর্শে, অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অল্লাধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। রসটক্সের মুখ্য ক্রিয়া বশতঃ যে উপদাহ প্রকাশ পায় মাস্ত তান্তব-বিধানে সেই উপদাহ সন্ধি ও পেশীর আমবাতবৎ প্রদাহে পরিণত হইয়া বিশিষ্টরূপে পেশীচ্ছদ, কণ্ডরা, স্নায়ুকোষ, বন্ধনী ও তান্তববিধান আক্রমণ করে। রসটক্সের ক্রিয়ানিবন্ধন শরীরের সমস্ত লসিকা-গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত ও প্রদাহিত হয় এবং সেলুলার টিস্ অর্থাৎ কোষময় বিধানে মস্ত ক্ষরিত হয় ও পোষণ ক্রিয়ার মন্দতা ও ক্ষীণতা জন্মে। শারীরিকজীবনধারণোপযোগীযন্ত্রে রসটক্সের গৌণক্রিয়া প্রকাশ পায়

এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলের অপ্রখরতা, ও মৃদুপ্রকৃতি টাইফস জ্বরের ন্যায় মস্তিষ্কের অবস্থা উৎপন্ন হয়।

বিশ্রামে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে উপশম এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—আমবাত জনিত রোগ; চর্ম্মরোগ, সন্ধি বা সন্ধির আবরণ ঝিল্লীর বাতকণ্টক; গৃধ্রসী; গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা এবং পূযোৎপত্তি; বিসর্প, শোথ; পক্ষাঘাত; সবিরাম, স্বল্পবিরাম ও সন্নিপাত জ্বর; প্রতিশ্যায়, উত্তপ্ত শরীরে বৃষ্টিতে ভিজিবার দরুণ অসুখ; মৃদু প্রতিশ্যায়জনিত পীড়া।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আমবাত।—রসটক্সের বিষক্রিয়ায় জানু, গুলফ ও হস্তপদে আমবাতবৎ বেদনা জন্মে কিন্তু ব্রাইয়োনিয়া বা পালসেটিলার বিষক্রিয়ার ন্যায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীততা জন্মে না, অতএব বাতরোগে রসটক্স বিলক্ষণ ব্যবহৃত হয়। অল্প প্রবল ও প্রাচীন বাত, কটিবাত, বাতজনিত গৃধ্রসী এবং অঙ্গের স্তব্ধতা ও পঙ্গুতা,—জলসিক্ত হওয়া প্রযুক্ত অথবা শরীরের উত্তেজিত বা ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় সর্দ্দি লাগিয়া এই সকল বাতরোগ উৎপন্ন হইলে রসটক্স দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। একোনাইট ও ব্রাইয়োনিয়া জ্ঞাপক বাত শুষ্ক শীতলতায় উৎপন্ন হয়। তন্তুময় বিধানে অর্থাৎ কণ্ডরা, স্নায়ুকোষ ও পেশীচ্ছদ ইত্যাদিতে প্রধানতঃ রসটক্সের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্নেহস্রাবী ঝিল্লীর বাতে এই ঔষধের অধিকার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সন্ধির স্নেহকোষের বাহিরের বন্ধনীর বাতে ইহা ফলপ্রদ। আমবাত জনিত রোগে ও বাতকণ্টকে নিম্নলিখিত বিশেষ লক্ষণে রসটক্স প্রযোজিত হয়, যথা—বিশ্রাম সময়ে, রাত্রিকালে শয্যার উত্তাপে এবং প্রাতঃকালে জাগরিত হইবামাত্র বেদনা বৃদ্ধি পায়, মৃদুসঞ্চালনে, পীড়াক্রান্ত অঙ্গ অবনত করিলে, ও শুষ্ক উত্তাপ প্রয়োগে উহা উপশমিত হয়। পৃষ্ঠ ও শাখার বাতজনিত পঙ্গুতা প্রায়ই এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। আমবাতজনিত প্রাচীন গৃধ্রসী রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। কটিবেদনা ও গৃধ্রসী সমবেত থাকিলে এই ঔষধ সমধিক উপ-

রোগী। ডাঃ জার বলেন যে রসটকস কটিবাতের অমোঘ ঔষধ। আমবাত-জনিত নিম্নাঙ্গের খঞ্জতায় রসটকস অতিশয় ফলপ্রদ। আমবাতিক জ্বরেও অতিশয় অস্থিরতা ও অবিরত অবস্থানপরিবর্ত্তনের ইচ্ছা লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। আমবাত জনিত রোগ ভিন্ন অন্যান্য কতিপয় রোগেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে রসটকস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক যে কোন ব্যাধিতে ঐ সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাঁহাতেই এই ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দক্ষিণাঙ্গেই প্রধানতঃ রসটকসের ক্রিয়া দর্শে।

রসটকস ও ব্রাইয়োনিয়ায় সংক্ষেপতঃ প্রভেদ এই :—রসটকস সূচক বেদনা বিশ্রামে, ব্রাইয়োনিয়া সূচক বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়। বিশ্রামের পর বাতাক্রান্ত অঙ্গ প্রথম সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু কিয়ৎকাল সঞ্চালন করিতে করিতে বেদনার উপশম প্রাপ্তি রসটকস-প্রয়োগ সূচক লক্ষণ। যতই অধিক সঞ্চালন করা যায় ততই বেদনা বৃদ্ধি পাইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং প্রথম হইতেই সঞ্চালনে উপশম হইলে রোডোডেণ্ড্রণ ব্যবস্থেয়।

পক্ষাঘাত।—আমবাত লক্ষণাপন্ন পক্ষাঘাত এবং তৎসহ সন্ধিস্থলে বাতকণ্টকবৎ বেদনা ও সময়ে সময়ে অবশতা অনুভব, শীতল প্রস্তরে উপবেশন, শীতল জলে দণ্ডায়মান প্রভৃতি কারণে যুবক ও বালকদিগের শৈত্যজাত নিম্ন অঙ্গের পক্ষাঘাত ও তৎসহযোগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে তীব্র বেদনা, উত্তানভাবে পতিত হওয়াতে পাদদেশের পক্ষাঘাত, সর্দ্দি জন্য চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে রসটকস উপকারী। আমরা দক্ষিণাঙ্গের এইরূপ তরুণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন যুবক রোগীকে রসটকস ৬ ক্রম ব্যবস্থা করাতে সাত দিবসে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

জ্বর।—রসটকসের বিষক্রিয়া বশতঃ অতিসার ও অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন এক প্রকার মৃদু স্নায়বীয় জ্বর উৎপন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বে সান্নিপাতিক লক্ষণ বিশিষ্ট জ্বরে রস বিস্তর ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণ উহার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ ব্যাপটিসিয়া প্রয়োজিত হইয়া থাকে; কিন্তু আরক্ত, সন্নিপাত অথবা অন্যান্য জ্বরে বাত লক্ষণ থাকিলে রসটকস দ্বারা অত্যন্ত উপকার দর্শে; অপিচ, জ্বরগ্রস্ত রোগী যখন পৃষ্ঠ ও অঙ্গ বেদনা উপশমার্থে ক্রমাগত অবস্থান পরিব

র্ষণ করিতে থাকে, তখন এই ঔষধি বিশেষ ফলোপধায়ক হয়। হৃদ-বিকার জ্বরেও অচৈতন্য বা অচৈতন্যবৎ নিদ্রালক্ষণ থাকিলে রস বা ওপিয়ম ব্যবহার্য্য। ডাঃ কাসপার বলেন যে উপদাহ বিশিষ্ট মৃদু সন্নিপাতেই এই ঔষধ উপযোগী। জিহ্বার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ চিহ্ন সন্নিপাতাবস্থায় রসটকসের প্রয়োগ লক্ষণ। শীতাবস্থায় কাস থাকিলে বিষমজ্বরেও ইহা ব্যবহার করিবার বিধি আছে। ওলাউঠার পরবর্ত্তী জ্বরে হানিমান ব্রাইওনিয়া সহকারে পর্য্যায়ক্রমে রসটকস ব্যবহার করিতে বলেন। পৌনঃপুনিক জ্বরে ও ডেঙ্গুজ্বরেও এই ঔষধ উপকারী।

বিসর্প।—অতিশয় অস্থিরতা সহ স্ফীততা, আরক্ততা ও ক্ষোস্কা (ফোস্কা) বিশিষ্ট বিসর্পরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

রক্তাতিসার।—নিস্তেজতা, রাত্রিতে অত্যাতিসারের মলস্রাব, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রায় অবিরত মলপ্রবৃত্তি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গেরেন্সি বলেন যে প্রত্যেকবার মলত্যাগ সময়ে বেদনা অঙ্গের নিম্নদিকে যথাক্রমে সঞ্চারিত হইলে বালকদিগের রক্তাতিসারে রসটকস প্রায়ই অমোঘ।

দদ্রু।—সামান্য দদ্রুরোগে রসটকস অতিশয় ফলপ্রদ; আবশ্যক হইলে ইহার পরে সল্ফার ব্যবস্থেয়।

পামা।—পীড়কার চতুর্দিকে রক্তবর্ণ মণ্ডল, অতিশয় কণ্ডুয়ন, রাত্রিতে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি, ও জ্বালা এই সকল লক্ষণ থাকিলে তরুণ পামারোগে রসটকস ব্যবহার্য্য। সামান্য পামারোগগ্রস্ত অধিকাংশ রোগীই এতদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করে। ডাঃ ভেজেস বলেন যে তিনি রসটক্স ব্যবহার করিয়া শতকরা ৭২ জন বালককে এই রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। যাহাদের এই ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই তাহারা পারদ, মার্ক সল, ও সল্ফার সেবনে রোগমুক্ত হইয়াছিল। পেম্ফিগস প্রভৃতি জলপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় চর্ম্মরোগেও রসটকস ফলপ্রদ। জ্বালাসহ কণ্ডুয়ন এই সকল রোগে রসটকস প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ শারীরিক প্রকৃতি,

অনুসারেই রসটক্সের বিষক্রিয়া জন্মে। এজন্য ডুক্রেসনয় বলেন যে যাহাদের শারীরিক প্রকৃতি রসটক্সের বিষক্রিয়ার উপযোগী নহে, ঔষধ স্বরূপ রসটক্স তাহাদের উপকার করে না। টেষ্ট বলেন যে চর্ম্মে রসটক্সের ক্রিয়া আর্ণিকার ন্যায় শরীরের বিধানতন্তুতে গভীররূপে প্রবিষ্ট হয় না, কিংবা লিডমের ন্যায় একদেশে নিবদ্ধ থাকে না, কিন্তু বিস্তীর্ণ স্থান আক্রমণ করে। গ্যবন্সি বলেন যে পীড়কার চারিদিকে প্রসারিত প্রান্তের বিরামালনা চর্ম্মরোগে রসটক্সের প্রয়োগ লক্ষণ।

বাতকণ্টক (মচকান)।—শুভ্র তন্তুময় বিধানে ক্রিয়া করে বলিয়া রসটক্স বাতকণ্টকে ব্যবহৃত হয়। জানদণ্ডাড় (সুপিরিফিশিয়াল), বা কণ্ডরার বাতকণ্টকে স্ফীততা ও অত্যন্ত বেদনা এবং সেই বেদনা বিশ্রামে বর্দ্ধিত ও শৈত্য প্রয়োগে উপশমিত হইলে রসটক্স ব্যবস্থেয়। উক্ত দ্রব্যাদি উদ্ভোলনে পূর্ব্বে বাতকণ্টক জন্মিলে ইহা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। রোগীর ত্বকের সহ্য করিবার শক্তি অনুসারে উগ্র বা মৃত্ত ধাবন ব্যবহার করা বিহিত। ডাঃ হিউজ বলেন যে রসটক্স অন্য এক বিশেষ উপচয় ও উপশম লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে বাতকণ্টকে রসটক্স আর্ণিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

গন্ডকাদি।—বাতজনিত অর্দ্ধ শিরঃশূল, বোধ হয় যেন করোটির অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক কম্পিত হইতেছে, এতৎসহ জ্বালাকর বেদনা এবং মস্তক ও মুখমণ্ডলের স্ফীততা। দক্ষ দাহকর বেদনা, অশ্রুস্রাব আলোকাসহ্যতা এবং অক্ষিপুটের স্ফীততা ও প্রদাহ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে পামা ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট গুরুতর রোগ গণ্ডমালাক্রমিত চক্ষু প্রদাহ। পূর্ব্ববর্ত্তী তারকামণ্ডল প্রদাহ। ডাঃ এলেন ও নর্টন চক্ষুর গভীরাংশের পূয়সংশ্লেষণশীল প্রদাহে এই ঔষধের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। চক্ষুর পাতার অতিশয় স্ফীততা তাঁহারা রসটক্সের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ মনে করেন। তাঁহারা প্রথমে উচ্চক্রম ব্যবহার করেন যাহাতে সত্বর উপকার না দর্শিলে নিম্নক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। **শ্বাস-যন্ত্র।**—বৃদ্ধদিগের বায়ুনলীভুজ প্রদাহের কাসের ন্যায় কাস, প্রথম রাত্রে বা অঙ্গসঞ্চালন সময়ে কাস উঠে ও

দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়, এবং উষ্ণপানীয়ে উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি পায়। **পরিপাকযন্ত্র।**— মুখ প্রসেক, মুখশোষ, দুষ্ট ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা এবং পাকাশয়ে চাপ ও স্ফীততা অনুভব লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্য। সান্নিপাতিক প্রকৃতির অতিসার, অথবা জ্বরের উপক্রমে বা প্রাবল্যাবস্থায় আঠাবৎ আম ও রক্তাদি মিশ্রিত অতিসার। **ত্বক।**—অতিশয় জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট অকর্ণিমা (ইরিথিমা) রোগে রসটক্স পরম উপকারী, শিরদেশ; পায়ের (বিশেষতঃ করতলের), গ্রন্থির অকর্ণিমা (ইরিথিমা নডোসম), এবং অগভীর বিস্তীর্ণ দগ্ধক্ষতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। সুকোমল ত্বক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রসটক্স গুল্ম স্পর্শ করিলে অতিশয় কণ্ডূয়ন ও জ্বালাকর অকর্ণিমা ও স্ফোটযুক্ত বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই রোগে সদৃশমতানুসারে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বাহ্যপ্রয়োগ।

বাতকণ্টক, এবং বন্ধনি (লিগামেণ্ট), ও কণ্ডরার (টেণ্ডন) উপঘাতে ইহাদিগের রসটক্সের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ ফলোপধায়ক, বিশেষতঃ, রসটক্স সূচক সন্ধিগত বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা এক প্রকার অমোঘ বলিয়া পরিগণিত। পদস্খলন, মোচড়ান অথবা মচকান প্রভৃতি যে সকল উপঘাত জন্মে তাহাতে এই রসটক্স বিশেষ প্রযোজ্য। দুষ্টব্রণে আর্ণিকা দ্বারা যে প্রকার উপকার দর্শে, বাতকণ্টকে রসটক্স ব্যবহারে সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। রসটক্সের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া অনবগাঢ় বিস্তীর্ণ দগ্ধক্ষত, নাড়ীদিগের প্রদাহ, প্রাচীন লিথাবিস্ফোটক ও কখন কখন চক্ষুপীড়া উপশমিত ও আরোগ্য হয়। চর্মরোগে কঠিন জ্বালা ও কণ্ডূয়ন রসটক্স প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

ব্যবস্থা।—পাঁচ ছটাক জলে ৩০ বিন্দু উগ্র আরিষ্ট বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবস্থেয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অস্থিরতা ও অবিরত অবস্থান পরিবর্তন, (* আর্স) সন্ধ্যার প্রাক্কালে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা। মৃত্যুভয় (* আর্স, ব্রাই, নক্স ভিকে।—

...দিন অন্বেষণ। * একন।—মৃত্যু কামনা * অর, ক্রিয়ো., সিল্ক) * বিলাপ প্রবৃত্তি, (বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে) ও নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা, ...লাইক। একাকী থাকিতে অনিচ্ছা, সিপি) আত্মহত্যার ইচ্ছা, (* অর, ...পার, * নক্স, পলস) জ্ঞানশূন্যতা সহকারে প্রলাপ।

মস্তক।—* শয্যা হইতে উঠিবার সময় মত্ততার ন্যায় শিরোঘূর্ণন, (...দ্রষ্টব্য) মস্তকে, বিশেষতঃ কপালে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব, (একন, * বেল ...ইট, * মার্ক) মস্তক অনবত করিবার সময় বোধ হয় যেন কপালে কোন ...ক বস্তু পতিত হইল, (ডিজি) বিচরণ সময়ে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক শিথিল ...য়াছে, (সিকিউ, মিউর-এসি, নক্স-ম) কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত * হূলবেধবৎ শিরঃপীড়া। মস্তকে স্রাবশীল পচ্যমান পীড়কা, এই সকল পীড়কায় গাঢ় ...পিটিকা জন্মে এবং অতিশয় দুর্গন্ধ ও কণ্ডূয়ন থাকে এবং এইগুলিতে কেশ ...য় হয়, কণ্ডূয়ন রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, (ক্যাল্ক-কা, গ্রাফ, লাইক, * ষ্টাফ। ...াতে কণ্ডূয়নের বৃদ্ধি ও নখ ঘর্ষণান্তে জ্বালা, ক্লিম, হিপার)।

চক্ষু।—* প্রাতঃকালে অক্ষিপুট সংযোজন বিশিষ্ট অক্ষিপুট প্রদাহ, (...ই, ডিজি, * রুস দ্রষ্টব্য) * চক্ষু ও চক্ষুর সমীপবর্ত্তী স্থানের বিসর্পের ...স্ফীতভা, (বেল দ্রষ্টব্য) তিমিররোগের পূর্ব্বরূপ। * পক্ষাঘাতের ন্যায় অক্ষি-পুটের গুরুতা ও অনম্যতা।

কর্ণ।—রাত্রিতে কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনাজনক স্পন্দন সহকারে কর্ণ... (পলস দ্রষ্টব্য) রক্তময় পূয নিঃসরণ ও তৎসহকারে শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা (...গ্রাফ, * মার্ক, পেট।—গাঢ়, পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধি পূযস্রাব, হিপার * কালী ...বা, * মার্ক, * পলস) * কর্ণমূল-প্রদাহ।

নাসিকা।—* রাত্রিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (* রুস দ্রষ্টব্য। নাসিকা হইতে হরিদ্বর্ণস্রাব নিঃসরণ, (গ্রাফ, কালী বা, মার্ক, পলস) বারংবার প্রবল আক্ষেপিক হাঁচি।

মুখমণ্ডল।—* জ্বালা ও হূলবেধ লক্ষণাপন্ন, পীতবর্ণ জলপূর্ণ স্ফোট বিশিষ্ট বিসর্প, (সিষ্ট, ইউফর।—কণ্টকভেদবৎ যাতনা সংযুক্ত, জলপূর্ণ স্ফোট বিশিষ্ট বিসর্প, হিপার —* আঠাবৎস্রাববিশিষ্ট জলপূর্ণ উদ্ভেদ, গ্রাফ।

—* জালাকর ও হুলবেধবৎ যাতনা বিশিষ্ট মস্তপূর্ণ স্ফীততা, এপিস
* মসৃণ, চিক্কণ, অনল্প স্ফীত, আরক্ত রেখা বিশিষ্ট বিসর্প, বেল) পি...
গাঢ় চিপিটিকা ও দুর্গন্ধি রক্তাক্তস্রাব বিশিষ্ট পামা, (লাইক, মার্ক, ...
চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, ও নিমগ্ন মুখমণ্ডলবিশিষ্ট কগ্ন মুখাকৃতি।
সূকণীতে ক্ষত। (এন্টক্রু, * গ্রাফ, লাইকো, সিলি)।

মুখমধ্য।—অতিশয় পিপাসা সহকারে মুখশোষ, (ন্যাট-মি, ব্রাইও, এসি।—পিপাসা ব্যতীত মুখশোষ, বেল, লাইক, নক্স-ম) * জিহ্বার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ ত্রিভুজাকার চিহ্ন। * শুষ্ক, আরক্ত ও বিদারিত জিহ্বা। (দগ্ধবৎ জিহ্বা, ব্যাপ্ট।—বেল দ্রষ্টব্য) বাহ্য উত্তাপে উপশমিত হয় এরূপ কার দন্তশূল। দন্তের শিথিলতা ও দীর্ঘতা অনুভব। (আর্স, * মার্ক, সিলি)। দুর্গন্ধি নিশ্বাস। (আর্ণ, ব্যর, হিপা, আইয়োড, ক্রিয়োজ, * মার্ক, * নাইট এসি, নক্স ভ)। মুখে পচা (মার্ক) ; তিক্ত (নকস ভ) ; ভুক্তদ্রব্যের (ব্রাই, কলো, * সিক্ক, * পলস, * সলফ) ; বিশেষতঃ রুটির (ষ্ট্যাফি) স্বাদ।

গলমধ্য।—গল শোষ অনুভব। (এপিস, * নকস-ম, * পলস)। * গলায় বেদনা, গিলিতে কষ্ট ও সূচীবেধ। * কর্ণমূল ও হনু-নিম্নগ্রন্থির কাঠিন্যতা ও স্ফীততা। (ব্যারা, ক্যাল্ক, আইয়োড)।

আমাশয়।—সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা, (চায়না, হিপার, * মার্ক, পলস)। —অতিশয় ক্ষুধা, ব্রাই, * নকস ভ, পেট্রো, * ভিরেট) খাদ্য দ্রব্য, বিশেষতঃ রুটি তিক্তবোধ হয়, (মার্ক দ্রষ্টব্য) আহার কালীন বমন। পাকাশয়ে প্রস্তরের চাপের ন্যায় চাপানুভব, (আর্স, ব্রাই, মার্ক, নকস-ভ) পাকাশয়ে প্রবল দপদপ, (নকস, *পলস)। * শীতল জলের অতিশয় পিপাসা (একন, * আর্স, * ব্রাই) ; * শীতল দুগ্ধ পানের ইচ্ছা ; তৎসহ মুখ ও গলশোষ ; অসম্পূর্ণ উদ্গার।

উদর।—উৎকণ্ঠা ও বক্ষঃস্থলে বিবমিষা সহ বাম কুক্ষিতে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্টবৎ বেদনা। কুক্ষিতে ও উদরে আঘাতিতবৎ বেদনা। আহারান্তে উদরের অতিশয় স্ফীততা। আহারান্তে উদরে বেদনা, মলত্যা-

গাত্রে উহার উপশম (কলোস)। শূলবেদনা, বেদনা বশতঃ অবনত হইয়া বিচরণ করিতে হয়। (এলো, নক্স, * কলোন, আইরিস, নক্স, ভিরেট্র) । রক্তকণ-গ্রন্থির স্ফীততা। (* ক্যাল্ক, ব্রিস, আইয়োড, নাইট্রিক এসিড)।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা লোহিত আম, (* ফ্যাস্ফ, গ্রাফ, সলফ। পাতলা পীতবর্ণ আমমিশ্রিত মল, * এপিস, ক্যাম) লেহবৎ আমময় মল কলচ, কালী-বা।—রক্তমিশ্রিত, লেহবৎ আমময় মল, এলো।—শ্বেতবর্ণ লেহবৎ আম, হেল) রক্তময় মল, (ক্যাপ, কলচ, কলো, কস) মলত্যাগের পূর্বে কর্তনবৎ উদরবেদনা।—মলত্যাগকালে কর্তনবৎ উদরবেদনা ও বিবমিষা। মলত্যাগের পর বেদনার বিরাম। বেদনাশূন্য ফেনিল মল। মলদ্বারে এক পার্শ্ব বিবর্দ্ধনের ন্যায় আকুঞ্চন অনুভব।

মূত্র।—বিন্দু বিন্দু রক্তময় মূত্রস্রাব বিশিষ্ট মূত্রনাশ, (ক্যান, নক্স) চুনাদের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র, (ক্যাপ, কলচ।—ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, * কস, পলস।—রক্তবর্ণ বালুকা কণার ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, * লাইকো) অবাধিত মূত্র, (পলস দ্রষ্টব্য)।

জননযন্ত্র।—(পুং)।—লিঙ্গ-মুণ্ড ও মেঢ্রত্বকের মলিন, লোহিত, বিসর্পবৎ স্ফীততা। অসহ্য কণ্ডূয়ন সহ অণ্ডকোষের স্থূলতা ও কঠিনতা। অবপাটিকা। পুরুষাঙ্গে এবং অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যস্থলে রসস্রাবী পীড়কা (ক্রোটন, গ্রাফ)। (স্ত্রী)।—* বারংবার বৃষ্টিতে ভিজাতে জরায়ুর ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, (সর্দ্দি লাগাতে জরায়ুর ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য * ডলক, মার্ক, পড়ো, * পলস) প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা সহকারে জরায়ু হইতে সংযত রক্তস্রাব, (বেল, ক্যাম, সিমিসি) * অল্প পরিমাণ ও দূষিত প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব, তৎসহকারে অপত্যপথের উর্দ্ধভাগে বেদনা ও মস্তকে বিদীর্ণবৎ অনুভব, (ব্রাই) * অতি পরিশ্রম বা উল্লম্ফন বশতঃ গর্ভপাত অথবা কন্দ, উত্তরজনিত গর্ভস্রাবাশঙ্কা, * একন, ক্রেল, ওপি)।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে রুক্ষতা অনুভব ও তজ্জন্য হ্রস্বকাস। * সর্দ্দি-

কালে * মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে হ্রস্ব; শুষ্ক, গল-কণ্ডূয়নশীল কাস। (দুই প্রহর রাত্রির পরে ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায় এপ্রকার শুষ্ক কাস, হাইয়স, নকস) ভয়ঙ্কর কাস, বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে বক্ষঃস্থল হইতে কিছু ছিড়িয়া আসিবে, (কণ্ঠনালীতে যেন কিছু ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে এরূপ [illegible] ভব, কালক কা) *শয্যার বাহিরে হাত রাখিলে কাস উদ্রিক্ত হয়, শরীরের কোন অংশ শীতল হইলে কাস উঠে, হিপার) বক্ষাস্থির নিম্নে কণ্ডূয়ন [illegible] কারে কাস উত্থিত হয়, (* রুমেকস, প্লাট) সন্ধ্যাকালে ভুক্তদ্রব্য [illegible] সহকারে কাস, (কার্ব্বো-ভে, ড্রোস, ফিব) বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ সহকারে কাস, (একন, *ব্রাই, কালী-কা, পলস।—চক্ষুর উপরে সূচীভেদ ও বিদীর্ণ-কর শিরঃপীড়া সহকারে কাস, ফস) বক্ষঃস্থলে ও বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে সূচীবেধ-বৎ যাতনা, স্থির হইয়া থাকিলে এই যাতনা বৃদ্ধি পায়, (স্থির হইয়া থাকিলে উপশম প্রাপ্ত হয়, * ব্রাই, পলস) হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও কম্পন অনুভব, (বেল, নাইট-এসি, নক্স ম, স্পিজি) স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রবল হৃৎস্পন্দ, (* এসপার, ফস, স্পিজি।—শয়ন করিলে হৃৎস্পন্দন, নক্স-ভ, নাইট এসি।—বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎস্পন্দ, * ব্যাক্ট, ন্যাট-কা, ন্যাট-মি)।

দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা, পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ও অসচ্ছন্দতা, বসিয়া থাকিলে ও বিশ্রামাবস্থায় উহা অধিক অনুভূত হয় (এগার) * অতিশয় অস্থিরতা ও অসচ্ছন্দতা; অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন; বিশেষতঃ রাত্রিকালে। বাহিরের শীতল বায়ু সহ্য হয় না। (অব, পেট, * রুমেকস, সিপি, সিলি)। শীতকালে ও উত্তর পূর্ব্ব দিকের বায়ু প্রবাহিত হইলে অসুখ করে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।— * কটিদেশে মুষ্টবৎ বেদনা, এই বেদনা কঠিন শয্যায় শয়নে ও সঞ্চালনে উপশমিত হয়, (বোভ, রুটা) * গলাধঃকরণ কালে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে বেদনা। পৃষ্ঠদেশে সঞ্চরণশীল শীতলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাহুর পঙ্গুতা সহকারে স্কন্ধে ছিন্নকর ও জ্বালাকর যাতনা। শীতলতা ও স্পর্শজ্ঞানহীনতা সহ বাহুর পক্ষাঘাত। সময়

অঙ্গুলী সন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা। সন্ধিস্থলে বাতকণ্টকবৎ বেদনা বিশিষ্ট রক্তাল্পশূণ। * আর্দ্র ঋতু, স্নান বা বাতকণ্টকজনিত আকর্ষণবৎ বা ছিন্নকর বেদনা বিশিষ্ট এবং স্ফীততা ও আরক্ততা সম্বলিত বা বর্জ্জিত বাত, (রোড, রুটা।)। * বাতকণ্টক বা গুরুবস্তু উত্তোলনাদি কারণে সন্ধিস্থলের স্ফীততা, অনম্যতা, বা পক্ষাঘাতবৎ অনুভব। * বিশ্রাম সময়ে অঙ্গে বাতজনিত আকৃষ্টতা, বা ছিন্নকর বেদনা। * করতলে ও হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগে কীট-চারণা বা কণ্টক-বেধ অনুভব। জঙ্ঘা ও পদের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও গুরুতা, তজ্জন্য বিচরণে অসমর্থতা। * বসিয়া থাকিলে জঙ্ঘায় অতিশয় ক্লান্তি, বিচরণে তাহার বিরাম। (আর্স)।

নিদ্রা।—* রাত্রিতে বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অনিদ্রা, (ব্রাই, গ্রাফ, ফস।—দুই প্রহর রাত্রির পরে অনিদ্রা, * আর্স, রোড।—লক্ষণ ভ (দ্রষ্টব্য) এবং তৎসহ অস্থিরতা।

জ্বর।—মৃদু ও বিষম গতি নাড়ী, (ডিজি, মার্ক, নিউর-এসি) শীত, বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণের সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে প্রকাশ, (আর্স, বেল, * পলস) * সন্নিপাতজ্বর,—জিহ্বা শুষ্ক ও কপিশ, দন্তে দন্ত-শর্করা; উদরাময়, অতিশয় দুর্ব্বলতা, নিম্নাঙ্গের শক্তিহীনতা উহা উপরের দিকে টানিয়া তোলা যায় না, দুই প্রহর রাত্রির পরে অতিশয় অস্থিরতা, উপশম প্রাপ্তির নিমিত্ত বারংবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন। বিষম জ্বর।—অপরাহ্ণ সাতটার সময় জ্বরের আক্রমণ, (হেউপ-পার, জেল) শীত, বোধ হয় যেন শীতল জল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎপরে দাহ ও অঙ্গ মর্দ্দ (ম্যাড়ামোড়া)। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘর্ম্ম।

ত্বক।—* জ্বালাকর ও কণ্ডূয়নশীল পীড়কা, যে স্থানে পীড়কা জন্মে সেই স্থানের স্ফীততা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণ স্ফোট, এই সকল স্ফোট একত্রিত হইয়া যায় ও উহা হইতে স্রাব নিঃসৃত হয়। (ত্বকের মসৃণ ও চিক্কণ আরক্ততা বিশিষ্ট বিসর্প, একন, * বেল) কণ্ডূয়ন অপেক্ষা জ্বালা অধিক, এবং রস ক্ষরিত হইয়া ফোস্কা উৎপন্ন হয় এরূপ বিসর্প, (ক্যান্থ, ক্রো-টিগ।—আঠার ন্যায় স্রাব বিশিষ্ট পীড়কা, গ্রাফ।—জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট পীড়কা,

ক্যাম্ফ, ডলক) দুগ্ধ বা জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট সংশ্লিষ্ট পীড়কা। পর্য্যায়ক্রমে দক্র এবং বক্ষোবেদনা ও রক্তাতিসার। (নখবর্ণের পর জ্বালা বিশিষ্ট কণ্ডূয়ন শীল দক্র, আর্স, * মার্ক, ষ্টাফ, থুজা) জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট শীতপিত্ত, (ডলক।—* জ্বালা ও হুলবেধ বিশিষ্ট শীতপিত্ত, এপিস, * আর্টি-ইউ) গ্রন্থির স্ফীততা।

উপচয়।—বিশ্রামকালে (এম কা, * রোড), মধ্যরাত্রির পরে; ঝড়ের পূর্ব্বে; আসন বা শয্যা হইতে উত্থানকালে; সঞ্চরণের প্রারম্ভে; ভিজিলে; বর্ষাকালে; উত্তর পূর্ব্বদিকের বাতাসে বৃদ্ধি।

উপশম।—অবিরত সঞ্চালনে, পীড়িত স্থান সঞ্চালনে; উষ্ণ, শুষ্ক ঋতুতে উপশম।

বিশেষ লক্ষণ।—* অস্থিতে ছুরিকা দ্বারা চাঁচার ন্যায় বেদনা, (কস-এসি) *রাত্রিতে, বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পর বেদনার বৃদ্ধি, (আর্স, বেল, ক্যাল্ক-কা, সলফ।—দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি; ফস, স্ট্যাবে) *বিশ্রাম কালীন ও বিশ্রামান্তে প্রথম অঙ্গ সঞ্চালন সময়ে বৃদ্ধি, (কোনি, লাইকো, সিপি, সলফ।—বিশ্রামে উপশম প্রাপ্তি, একন, * ব্রাই, মার্ক) ঋতু পরিবর্ত্তন ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি (* ডলক, রুটা) পীড়িত স্থান সঞ্চালনে ও প্রসারণে উপশম প্রাপ্তি, (উপরের দিকে সঙ্কোচনে উপশম, সিপি) উষ্ণতায় উপশম, (রোগীর গাত্র বরফের ন্যায় শীতল তথাপি আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, * ক্যাম্ফ, সিকে), অস্থিরতা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক; অতিমাত্রায়,—উগ্র মাদক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার মূলের রসে চর্ম্মে প্রদাহ জন্মে। বৃক্ষনিঃসৃত বাষ্পে কাহার কাহার ভয়ানক উপদাহ, স্ফীততা ও বেদনা উৎপন্ন হয়। জীবন যন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসিকাগ্রন্থি এবং পেশী ও সন্ধির বিধানতন্তুতে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে ইহা পক্ষাঘাতে ব্যবহৃত হইত, এক্ষণ ইহার পরিবর্ত্তে ষ্ট্রীকনিয়া প্রয়োজিত হয়।

রিউম — রুবার্ব — রেউটিনি।

রিউম পলিগনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা চিনতাতার ও তিব্বতাদি দেশে জন্মে। ইহার শুষ্ক মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যকৃত ও অন্ত্র-প্রণালীতেই রিউমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ পিত্ত-স্রাব বিবর্দ্ধন, ও অন্ত্রের পেশীর কার্য্য অধিকতা উত্তেজিত হয়, এবং প্রদাহ-লক্ষণহীন মলবিশিষ্ট বিরেচন হইতে থাকে। অত্যন্ত অম্লগন্ধি মলবিশিষ্ট অতিসার রিউমের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—বালক ও প্রসূতিদিগের অতিসারেই ইহা বিশেষ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—অম্ল-গন্ধ অতিসারে রিউম (দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠক্রম) বিশেষ উপযোগী। বালকদিগের এই প্রকার অতিসারে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। মলের অম্ল গন্ধ ও আহারে অপ্রবৃত্তি ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—শিশুর ক্রন্দন ও আগ্রহ সহকারে নানাবিধ বস্তু প্রার্থনা। **মস্তক।**—মৃদু শিরঃপীড়া। শিরঃ গৌরব। **মুখ-মণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম (ভিরেট); নাক ও মুখের চারিদিকেই অধিক। **আমাশয়।**—* নানা দ্রব্য আহারের ইচ্ছা, কিন্তু তাহা খাইতে পারা যায় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে। (ক্যামো, সিনা, ব্রাই)। উদর বেদনা সহ পাকস্থলী বা উদর হইতে উত্থিত বিবমিষা। অতিরিক্ত আহারের ন্যায় পাকস্থলীতে পূর্ণতা। (সিষ্ট, লাইকো, নক্স, পল্স)। **উদর।**—কর্ত্তনবৎ প্রবল উদর বেদনা, বেদনা বশতঃ রোগীকে অবনত হইয়া থাকিতে হয়। (এলো, কষ্ট, * কলো, আইরিস)। অতিশয় মল-প্রবৃত্তি সহ পেট কামড়ানি। **মল ও মলদ্বার।**—বারংবার অনর্থক মল-প্রবৃত্তি (কোন, হ্যাট-কা, নক্স); সঞ্চালনে ও বিচরণে উহার বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর বেদনা। (কলোস, মার্ক)। আহারান্তে মল-প্রবৃত্তি। * পাতলা, লেইবৎ অম্ল গন্ধি মল (আর্ণ, হিপার, * পডো, সলফ), মলত্যাগের পূর্ব্বে কুন্থন,

পরে উদরে আকুঞ্চক কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং মলত্যাগকালে কম্প। (বার্ক)। কপিশ, আম-মিশ্রিত, এবং পরে কুন্থন, ও মলদ্বারে অতিশয় জ্বালাবিশিষ্ট মল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সঞ্চালনে সমুদায় সন্ধিতে বেদনা। যে অঙ্গে ভর দিয়া শয়ন করা যায়, তাহাতে ঝোঁজি লাগে। উরুর শ্রান্তি। দেহ। —প্রতিদিন স্নান বা প্রক্ষালন করাইলেও শিশুর গাত্রে অম্ল গন্ধ। গাঢ় নিদ্রার পর জাগরিত হইলে যে প্রকার গাত্র-গৌরব জন্মে সেইরূপ গাত্রগৌরব। নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন, ও নিদ্রাবস্থায় কথা বলা। (একন*বস)। দুঃখ ও ব্যাকুলতাপূর্ণ স্পষ্ট স্বপ্ন। নিদ্রাকালে নাকডাকা। উপচয়।—অনাবৃত থাকিলে, ও শীতলতায় বৃদ্ধি। উপশম।—বস্ত্রাবৃত হইলে; ও উষ্ণতায় উপশম উপযোগিতা।—দন্তোদ্ভেদকালে বা স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

রুটা গ্রেভিয়োলেনস—গার্ডেণ-রু।

রুটা রুটেসিয়ি জাতীয় উদ্ভিদ। ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

ক্রিয়া।—অস্থি-বেষ্ট, অস্থি, সন্ধি, ও উপাস্থিতে রুটার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন আমবাত প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। চক্ষুতেও রুটার প্রায় এইরূপ ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে।

অধিকার।—অস্থি ও অস্থিবেষ্টের ঘৃষ্টব্রণ ও অন্যান্য উপঘাত; অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ; আমবাত; অতিচালনা বশতঃ চক্ষুর পীড়া।

আময়িকপ্রয়োগ।—আমবাত, মণিবন্ধ ও গুলফ সন্ধির বাত-কণ্টক; অস্থি, সন্ধি ও উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, এই বেদনা বিশ্রামকালে বৃদ্ধি পায়; টেণ্ডোএকিলিসে (গুলফ কণ্ডরায়) খঞ্জবৎ বেদনা; মণিবন্ধ ও গুলফ সন্ধির বাতেই ইহা বিশেষ উপযোগী। আব (গ্যাংগ্লিয়ন), গুগ্গুল (বিউনিয়ম); কুক্কুর দংশন। চক্ষু।—অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা সূচীকার্য্য বশতঃ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। পরিপাক যন্ত্র।—বেদনা ও চর্ব্বণবৎ যন্ত্রণা বিশিষ্ট পাকাশয়শূল; বমন ও উদর বেদনা সহ শিশুদিগের কৃমিশূল। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে মলত্যাগকালে বা তৎপূর্ব্বে সরলান্ত্র নির্গম সহ কোষ্ঠবদ্ধে

এই ঔষধ ফলপ্রদ। **জননেন্দ্রিয়।**—গুহ্যবায়ুর আক্ষেপ ও শিরোগক্ষণ সহ রক্তসাধিক্য। প্রসব সময়ে অভিঘাত জন্য অথবা অন্য কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের কোকিলচঞ্চু নামক অস্থির শূল।

বাহ্য প্রয়োগ।—দুষ্টব্রণে আর্ণিকা দ্বারা বিসর্পের আশঙ্কা জন্মিলে এবং পিচ্ছিত ব্রণ (কনটিউজন) শরীরের কোমলাংশে না হইয়া অস্থিতে হইলে আর্ণিকার পরিবর্ত্তে রূটা ধাবন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যাবস্থা।—অর্দ্ধপোয়া জলে ২০ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে স্পন্দকর বেদনা। সম্মুখ কপালে সূচীবেধ ও আকর্ষণবৎ বেদনা। শঙ্খাস্থি হইতে মস্তকের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত অস্থিবেষ্টে দুষ্টবৎ বেদনা। **চক্ষু।**—অপাঙ্গ ও নিম্ন অক্ষিপুট কণ্ডূয়ন; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। নিম্নের অক্ষিপুটে থল্লী, ও তৎপরে প্রচুর অশ্রুস্রাব। *চক্ষে জ্বালা ও বেদনা; সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য বা অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অথবা অন্য কোন প্রকারে চক্ষুর অতিব্যবহার বশতঃ দৃষ্টি-ক্ষীণতা, সন্ধ্যাকালে চক্ষু ব্যবহারে উহার বৃদ্ধি (ন্যাট-মি, সিপি, ফস)। **আমাশয়।**—বারংবার গন্ধশূন্য উদ্গার। আমাশয়ে জ্বালা ও চর্ব্বণ। **উদর।**—যকৃৎ প্রদেশে চাপন বা চর্ব্বণবৎ বেদনা। **শ্বাস-যন্ত্র।**—শ্বাস-রোধকর কাস, প্রায় দুই প্রহর রাত্রির সময় কাস বশতঃ জাগরণ। বুকাস্থিতে চাপ। বক্ষঃস্থলে চর্ব্বণবৎ বেদনা। **সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার।**—প্রস্রাব করিবার সময় সরলান্ত্রে ছিন্নকর সূচীবেধ। সরলান্ত্র নির্গমন সহ বারংবার বিফল মল-বেগ। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রাশয়ে চাপ, বোধহয় যেন মূত্রাশয় অবিরত মূত্র-পূর্ণ রহিয়াছে, তৎসহ অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ, বোধহয় যেন মূত্র ধারণ করিতে পারা যাইবেনা, অথচ অতি স্বল্প মাত্র মূত্র নিঃসৃত হয়। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবাপৃষ্ঠে ও স্কন্ধে বাত কণ্টক বা দুষ্টবৎ বেদনা। * আঘাতিতবৎ বেদনা, ও পৃষ্ঠবংশের খঞ্জতা। পৃষ্ঠে ও কোকিলচঞ্চু অস্থিতে দুষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠবংশের নিম্নদেশে শীতলতা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—অঙ্গে, সন্ধিতে ও অস্থিতে কেহ মারিলে

আঘাত করিলে অথবা পড়িয়া গেলে যে প্রকার বেদনা হয় সেই প্রকার বেদনা (আর্ণ)। বাতকণ্টক বা অস্থি-বিতান বশতঃ গুলফ-সন্ধির বেদনা। পদের অস্থিতে বেদনা। **নিদ্রা।**—দিবসে নিদ্রালুতা ও অঙ্গ-মর্দ্দ। রাত্রিতে বারংবার জাগরণ। বিশৃঙ্খল স্বপ্ন। **দেহ।**—বিচরণের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঘুষ্টবং অনুভূত হয় (আর্ণ); কটিদেশে বেদনা। শরীরের যে অংশে ভর দিয়া শয়ন করা যায় তাহাতেই ঘুষ্টবং বেদনা (আর্ণ, ব্যাপ্ট)। **চর্ম্ম।**—সর্ব্বশরীরে কণ্ডূয়ন (গ্রাফ, বস); চুলকাইলে উপশমিত হয় (সলফ)। **উপচয়।**—বিশ্রামকালে, বসিয়া থাকিলে, শীত ও আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। **উপশম।**—সঞ্চলনে উপশম প্রাপ্তি।

রুমেক্স ক্রিসপস—ইয়োলো ডক।

রুমেক্স পলিগোনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, নাসিকা-গ্রন্থি, ও চর্ম্মে রুমেক্সের ক্রিয়া দর্শে, কিন্তু স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা এক প্রকার প্রবল উপদাহ জন্মিয়া উক্ত যন্ত্র দ্বয়ের নিঃস্রবের হ্রাস ও বোধশক্তির আতিশয্য উৎপন্ন হয়। অথচ এই উপদাহ প্রদাহে পরিণত হয় না।

অধিকার।—স্বরযন্ত্র বা বায়ুনলী-ভুজের তরুণ প্রতিশ্যায, স্বর-যন্ত্র ও কণ্ঠনালীর উপদাহ জনিত কাস; অগ্নি-মান্দ্য, ও অতিসার রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—প্রাতঃকালীন অতিসারে এই ঔষধ ফলপ্রদ। কণ্ডূ বা কচ্ছু শীতল বায়ুতে বৰ্দ্ধিত ও উষ্ণতায় উপশমিত হইলে রুমেক্স ব্যবহৃত হয়, উষ্ণতায় বর্দ্ধিত হইলে সলফ বা মার্ক উপযোগী। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর কাসেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণ, স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় উপদাহিতা ও তজ্জন্য অবিরত, শ্রান্তি-

কর, স্বল্প নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রবল কাস, আলাপ, চাপ, ও শীতল বায়ু সেবনে কাসের বৃদ্ধি রুমেকস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। এতদ্দ্বারা কাস-রোগ আরোগ্য হইলে অতি সত্বরই আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার ৬—৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মৃদু শিরঃপীড়া ও কপালে অল্প অল্প ঘুষবৎ অনুভব। **নাসিকা।**—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, নাসারন্ধ্রে বেদনা জনক উপদাহ ও প্রবল হাঁচি। প্রবল হাঁচি সহ তরল প্রতিশ্যায় (এক সিপা, স্থাঙ্গ); সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। **মুখ-মধ্য।**—জিহ্বায় পীতবর্ণ লেপ। (* চেল, সিঙ্ক, আইয়োড, ফস)। **গল-মধ্য।**—গলায় অবদরণ অনুভব (এম কা, কার্ব্বো, কষ্ট, ফস পলস), ও গলার উপরিভাগে শ্লেষ্মা নিঃস্রব। **আমাশয়।**—উদরোর্দ্ধদেশে আহারের অল্পক্ষণ পরে গুরুত্ব। (নকস, পলস, ব্রাই)। চাপদিলে আমাশয়-গহ্বর, গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত পূর্ণতা অনুভব। আমাশয় গহ্বর হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত বেদনা। **মল।**—* প্রাতঃ কালীন অতিসার (* এলো, * পডো, * সলফ), * কপিশ জলবৎ মল (আর্স, কালী বা), মল ত্যাগের পূর্ব্বে বেগ ও উদর বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, নকস, ওপি, ফস, সলফ)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—স্বর-যন্ত্রে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা (কালী বা, নকস), অবিরত থক থক করিয়া কাসিবার প্রবৃত্তি, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার শান্তি জন্মে না। স্বরযন্ত্রে বেদনা (ফস)। স্বর ভঙ্গ (কার্ব্বো, কষ্ট, হিপার)। বায়ু যেন বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হয় না এপ্রকার অনুভব। * শুষ্ক, অবিরত, শ্রান্তিকর কাস (নকস), গল গহ্বরে কণ্ডূয়ন সহ কাসের উদ্রেক (হিপার, * ফস, স্থাঙ্গ, সিপি), * চাপে, আলাপে, বিশেষতঃ শীতল বায়ু নিশ্বসনে, এবং সায়াহ্নে, শয়নান্তে কাসের বৃদ্ধি। (কোন, ড্রোস, * হাইয়স, * মেজ, নকস * পলস)। * স্বরযন্ত্রে ও বুকাস্থির নিম্নে ক্ষত বা অবদরণ অনুভব। (* এস, * ফস, রস)। উভয় ফুসফুসের সম্মুখভাগে বেদনা। বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে, হৃৎপিণ্ডের নিকটে সূচী-বেধ, জ্বালা, বা শূলবেধবৎ বেদনা, গভীর শ্বাস গ্রহণে, ও রাত্রিতে

শয়নে বেদনার বৃদ্ধি; বাত। (ব্রাই, রস)। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—জঙ্ঘা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কায় আবৃত। **দেহ।**—অতিশয় আলস্য। সায়াহ্নে অস্থিরতা। অনাবৃত বায়ু-অসহ্যতা। (এম-কা, অর, কক, সিপি, সিলি, রস)। **চর্ম্ম।**—নানাস্থানে কণ্ডূয়ন (গ্রাফ, রস, সলফ), নিম্নাঙ্গে বস্ত্রপরিবর্ত্তন কালে কণ্ডূয়নের আধিক্য। কণ্টক বেধ, বা হুল-বেধবৎ কণ্ডূয়ন। স্ফোটবৎ পীড়কা। **উপচয়।**—সায়াহ্নে, শয়নে, শীতল বাতাসে, শীত ঋতুতে বৃদ্ধি।

রেণানকিউলাস বলবোসস—বলবস ক্রোফুট।

রেননকিউলেসী জাতীয় এই বৃক্ষ ইউরোপের প্রান্তরে জন্মে। কুসুমিত অবস্থায় সংগৃহীত হইয়া সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ইহার রস শরীরে লাগিলে চর্ম্মে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট প্রদাহ ও স্ফোটি উৎপন্ন হয় এবং সেবনে বক্ষঃস্থলে বেদনা জন্মে।

অধিকার।—বক্ষোপেশী-শূল (প্লুরোডিনিয়া), চর্ম্মে প্রদাহ, জ্বালা-কর কণ্ডূয়ন ও জলপূর্ণ পীড়কা।

আময়িক প্রয়োগ।—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উপদাহ এবং আমবাত সম্ভূত স্নায়বীয় বেদনাবিশিষ্ট ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ, বক্ষোপেশীশূল, মস্তক্ষরণযুক্ত ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ; বক্ষোশোথ, গৃধ্রসী, পর্শুকা মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুশূল, ত্বকোপরে কটিবন্ধবৎ দদ্রুব উৎপত্তি। স্নায়ুশূলজনিত বেদনা প্রধানতঃ পৃষ্ঠবংশে ও স্নায়ুতে বিদ্যমান থাকে, তথা হইতে বক্ষোপ্রাচীরে প্রসারিত হইয়া বাম পার্শ্বে উপস্থিত হয় এবং বাম অংশফলকাস্থির অন্তরপ্রান্ত ও নিম্নকোণে নিবদ্ধ থাকিয়া সমগ্র বক্ষঃস্থলে বিচরণ করে; এই বেদনা সূচীবেধবৎ বোধ হয় এবং সঞ্চলনে, নিশ্বাস গ্রহণে ও স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাতঃ-কালে ইহার বিশেষ উপচয় হয়। যদি এক্টিয়া রেসিমোসার ন্যায় স্নায়বীয় বা জরায়ু লক্ষণ না থাকে এবং আর্ণিকার লক্ষণ অপেক্ষা বেদনার তীব্রতা থাকে তবে আমবাতিক, পৈশিক, কি স্নায়বীয় সকল প্রকার প্লুরোডিনিয়া রোগেই ডাঃ হিউজ রেণানকিউলাস দিতে বলেন। পরিষ্কার জলপূর্ণ বৃহ-

থাকার উদ্ভেদ, হস্ত ও অঙ্গুলীতে দদ্রু জনিত পীড়কা, শীতস্ফোট প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মার্ক উইক কটিবন্ধবৎ দদ্রু রোগে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

পরিপাকযন্ত্র।—মুখে শুষ্কলালা, ও ধাতব আস্বাদ। অপরাহ্ণে পিপাসার বৃদ্ধি। বার বার উদ্গার। আক্ষেপিক হিক্কা (হাইয়স, ইগ্নে)। অপরাহ্ণে বিবমিষা, কখন কখন তৎসহ শিরঃপীড়া। আমাশয় গহ্বরে চাপ (আর্স, ব্রাই, পলস), ও জ্বালা অনুভব। * কুক্ষিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। * যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ, ও তজ্জন্য শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা, এবং দক্ষিণ স্কন্ধের উপরিভাগে চাপ ও সূচীবেধ (ব্রাই)। উদরের বাম পার্শ্বে সূচিবেধ। শ্বাসযন্ত্র।—* হ্রস্ব ও আয়াসিত শ্বাস, তৎসহ বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও সূচীবেধ। * বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ সঞ্চালনে, অবনত হইলে ও নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি পায় (ব্রাই)। ত্বকের নিম্নে ক্ষতের ন্যায় বক্ষঃস্থলে বাতের বেদনা। * বক্ষঃস্থল অস্বচ্ছন্দ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয় (আর্ণ); এবং স্পর্শে ও সঞ্চলনে উহা বৃদ্ধি পায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অতিশয় গাত্রগৌরব ও আলস্য। সর্ব্বশরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পেশীতে আমবাতের বেদনা। চর্ম্ম।—অগ্নি দগ্ধের ন্যায় ফোস্কা (ক্যান্থ)। * মলিন নীলবর্ণ, আমবাতিক বা স্নায়বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, স্তবকে স্তবকে ফোস্কা, উহাতে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। উপচয়। বাতাতপের পরিবর্ত্তনে (রস), প্রাতে, সন্ধ্যাকালে, স্পর্শে, সঞ্চালনে; অবস্থানপরিবর্ত্তনে, ও মদিরাপানে বৃদ্ধি।

---*---

রোডোডেণ্ড্রণ ক্রাইসান্থম—সাইবিরিয়ান রোজ।

রোডোডেণ্ড্রণ ইরিকেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার শুষ্ক পত্র ও কুসুম-কলিকা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—রোডোডেণ্ড্রণের ক্রিয়াবশতঃ পৈশিক ও তান্তব বিধানে সন্ধিবাত ও আমবাতের ন্যায় অবস্থা জন্মে, এবং অণ্ডকোষ ও উপকোষে প্রদাহ, স্ফীততা ও কঠিনতা উৎপন্ন হয়। শীত, ও ঝড়বৃষ্টি কালে, এবং ঝটিকার

সময় ও তৎপূর্ব্বে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—সন্ধিবাত ও আমবাতজনিত রোগ; অণ্ড-প্রদাহ; মুষ্ক বৃদ্ধি; অণ্ডের কঠিনতা।

আময়িক প্রয়োগ।—বাত ও বাত-রক্ত রোগে এই ঔষধ বিস্তর প্রয়োজিত হয়। গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলের পেশীর বাতে এবং হস্ত-পদের বাতজনিত স্নায়ু-শূলে ইহা বিশেষ উপকারজনক। বিশ্রামে ও ঝড় বৃষ্টির আগমনে বেদনার বৃদ্ধি রোডোডেণ্ড্রণের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। মুখমণ্ডলের আমবাতিক বেদনায় আহারকালে ও আহারান্তে বেদনা উপশমিত হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। মুষ্ক-প্রদাহ ও মুষ্ক-বৃদ্ধি প্রভৃতি অণ্ডের পুরাতন রোগ সচরাচর এই ঔষধে আরোগ্য হয়। ডাঃ এলেন বলেন যে ধূমদর্শী (গ্লকোমা) রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায়, বৃষ্টির পূর্ব্বে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে এতদ্দ্বারা উপকার জন্মে। রোডোডেণ্ড্রণ ও রসটক্সে প্রভেদ এই:—রোডোডেণ্ড্রণ জ্বালাপক বেদনায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা যায় না এবং সঞ্চালন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম বোধ হয়। রসটক্স জ্বালাপক বেদনা প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অবিরত সঞ্চালন করিতে করিতে হ্রাস পড়ে। রোডোডেণ্ড্রণের বেদনা রাত্রিতে, কিন্তু প্রধানতঃ প্রাতঃকালের প্রাক্কালে বৃদ্ধি পায়। রসটক্সের বেদনা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। রসটক্স শীতকালের বাতে, রোডোডেণ্ড্রণ গ্রীষ্মকালের বাতে উপযোগী। রসটক্স প্রয়োগসূচক লক্ষণ বৃষ্টির পরে, রোডোডেণ্ড্রণ প্রয়োগসূচক লক্ষণ বৃষ্টির পূর্ব্বে বর্দ্ধিত হয়। বাত ও অন্যান্য রোগে ইহার ১২ হইতে ৩০ ক্রম; আমবাতিক মুখমণ্ডলের শূলে ১ম ও ২য় ক্রম ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—কপালে ও শঙ্খদেশে বেদনা। বাম শঙ্খদেশে ছিন্নকর বেদনা চক্ষু।—চক্ষে শুষ্কতা ও জ্বালা অনুভব, প্রখর দিবালোকে, এবং এক দৃষ্টি বশতঃ উহার বৃদ্ধি। কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে প্রবল বেদনা, এই বেদনা প্রাতে আরম্ভ হয় ও সারাদিন থাকে। নাসিকা।—বাম নাসারন্ধ্রের, কখন বা

দক্ষিণ নাসা রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, অনাবৃত বায়ুতে উহার উপশম। **মুখ-মধ্য**।—* দন্তশূল, আকৃষ্টবৎ, বা ছিন্নবৎ বেদনা, ঝড় বৃষ্টিকালে বা ঝড়ের পূর্ব্বে উহার বৃদ্ধি। (বস)। **গলমধ্য**।—গলায় অবদরণ বা নখ-ঘর্ষণ অনুভব, বোধ হয় যেন গলার অভ্যন্তর শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। **মল**।—ধীরে ধীরে বিনির্গত কোমল মল, এবং তৎসহ অতিশয় বেগ। (কার্ব্বো-ভে, সিপি)। **পুং-জননেন্দ্রিয়**।—মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। * উপরের দিকে আকৃষ্ট, স্ফীত, ও বেদনা বিশিষ্ট অণ্ডকোষ। (ক্লিম)। * অণ্ডকোষে, বিশেষতঃ উপকোষে স্পর্শে অতিশয় বেদনা। * অণ্ডকোষে সংঘাতবৎ বেদনা (আর্জ, স্পঞ্জ), ও তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে আকৃষ্টতা। * অণ্ডের, বিশেষতঃ বাম অণ্ডের কঠিনতা ও স্ফীততা, এবং তাহাতে প্রবল আকৃষ্টবৎ বেদনা, ও সেই বেদনার উদর হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রসারণ। দক্ষিণ অণ্ডে সূচী বেধবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ কণ্ডূয়ন ও উহাতে অধিক ঘর্ম্ম। (সিলি, সল্ফ)। **শ্বাসযন্ত্র**।—বক্ষঃস্থলে যাতনা ও গলার বদ্ধতা সহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাস। দ্রুতবেগে বেড়াইবার সময় বক্ষঃস্থল হইতে বামকুক্ষি পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী মৃদু-বেদনা। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—প্রত্যূষে শয্যায়, অথবা উঠিবার পর গ্রীবাস্তম্ভ সহ আমবাতের বেদনা। কটিদেশে মৃষ্টবৎ বেদনা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—সমস্ত অঙ্গে আকৃষ্টবৎ ছিন্নকর আমবাতিক বেদনা। (একন, কলোস, লেডম, পলস)। সন্ধিতে মচকানের ন্যায় অনুভব। প্রকোষ্ঠের ও জঙ্ঘার অস্থিবেষ্টে ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ বেদনা। **উপচয়**।—প্রাতে; * বিশ্রামকালে; ঝটিকার পূর্ব্বে; শীতঋতুতে বৃদ্ধি।

লরোসিরেসস — চেরি লরেল।

প্রূনস লরোসিরেসস রোজেসী জাতীয় উদ্ভিদ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহার পরিস্রুত জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্কে ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছে লরোসিরেসসের ক্রিয়া

মর্শে। ইহার ক্রিয়া বস্তুতঃ হাইড্রোসায়েনিক এসিডের বিষক্রিয়ার ন্যায় স্নায়ুমূলের পক্ষাঘাত জন্মে।

অধিকার।—সংস্থান। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের; বাক্‌-যন্ত্রের; ফুসফুসের, ও হস্ত-পদের পক্ষাঘাত। তাণ্ডবজনিত আক্ষেপ; অপস্মার।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হিউজ বলেন যে লরোসিরেসস ও হাইড্রোসায়েনিক এসিডের আময়িক ক্রিয়ায় বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, বরং লরোসিরেসসের ফল হাইড্রোসায়েনিক এসিড অপেক্ষা অনিশ্চিত। কিন্তু তথাপি আমাশয়, হৃৎপিণ্ড, ও শ্বাস-যন্ত্রের যে সকল রোগে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ডাঃ ফিলিপস এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহার পরিস্রুত জলের পাঁচ হইতে ত্রিশ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিতেন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের বিষক্রিয়া সদৃশ হৃৎপিণ্ড ও বক্ষঃস্থলের আতত্তি অর্থাৎ অনিশ্চিলতা অনুভব লরোসিরেসসের প্রয়োগ লক্ষণ; এবং তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে বাল্যকালের নীল-পাণ্ডু (সায়েনোসিস) রোগে সামান্য শ্রমে শ্বাস-কষ্ট ও নীলাক্তভার বিবর্দ্ধন লক্ষণে তাঁহার হস্তে এই ঔষধে বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে। গিলিবার সময় গল-নলীতে কুল্লীর (কুলকুচ) ন্যায় শব্দ আমাশয় ও অন্ত্রের রোগে ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও চৈতন্যের বিলোপ। (ওপি)। মস্তক।—সমুদায় মস্তকে বুদ্ধিবিলোপজনক বেদনা। ভ্রমি সহ স্তব্ধবুদ্ধিতা। কপালে (আর্স) এবং মূর্দ্ধাদেশে (ক্যাল্ক,ফস) শীতল বায়ুপ্রবাহের ন্যায় শীতলতা অনুভব, এই শীতলতা গ্রীবা হইতে পৃষ্ঠে নাবে। চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন থাকার ন্যায় দৃষ্টিবিলোপ। (কষ্ট, হাইয়স, ফস, মার্ক, পেট, *সলফ)। উন্মীলিত ও একদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, বিকৃত চক্ষু। (* বেল, ষ্ট্রামো, হাইয়স) মুখমণ্ডল।—নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল, ও উহার নীল-ধূসর-পীত মিশ্রিত বর্ণ। মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন ও আক্ষেপ। (সিকিউটা, ইগ্নে)। মুখ-গহ্বর।—হনু-স্তম্ভ। (বেল, মস্ক স, সিক, হাইয়স, ইগ্নে)। মুখে ফেণা। (সিক,

রুক, কুপ, হাইয়স)। রাক্রোগ্ন। গল-মধ্য।—গলাধঃকরণে প্রতিব-ন্ধকতা। (হাইয়স, ষ্ট্রামো, বেল)। গল-মধ্য ও গল-নলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন। (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। উদর।—আলাপ বা অতিরিক্ত শ্রমে ঠিক নাভীর উপর হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত কোন গুরু পিণ্ডবৎ বস্তুর পতনের ন্যায় অনুভব। শ্বাস-যন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক যাতনা। (ইগ্নে)। শ্বাস-কষ্ট, বোধ হয় যেন ফুসফুস যথোপযুক্তরূপে প্রসারিত হইবেনা। (এ-সাফ, ক্রোটন)। নিশ্বাস প্রাপ্তির জন্য মুখ-বিকাশ, থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস-রোধের আক্রমণ। কাস, তৎসহ সীস দেওয়ার ন্যায় শব্দ, বোধ হয় যেন ঝিল্লীগুলি অতিশয় শুষ্ক হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচী-বেধ। (ক্যাল-মিয়া, কালী-কা, স্পিজি)। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ীর মন্দবেগ সহ হৃৎপিণ্ডের অসম স্পন্দন। (ডিজি)। দেহ।—জীবনীশক্তির, ও প্রতি ক্রিয়াশক্তির অভাব। (ক্যাম্প, কার্ব্বো ভে)। অসুখ সহ বেদনাহীনতা সত্বর শক্তিবিলোপ। (আর্স, ক্যাম্ফ, সিক, ভিরেট)। নিদ্রা।—নাসারব বিশিষ্ট প্রগাঢ় নিদ্রা। (ওপি, আর্স, সলফ)।

লাইকোপোডিয়ম ক্ল্যাভেটম—উলফস্ফুট—ক্লবমস।

লাইকোপোডিয়ম লাইকোপোডিএসিয়ি জাতীয় উদ্ভিদ। লাইকোপোডিয়মের পীতবর্ণ বীজাণু (স্পোরিউলস) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা জলে আর্দ্র বা দ্রব হয় না, কিন্তু বিচূর্ণন প্রক্রিয়া দ্বারা আশ্চর্য্য ভৈষজ্যগুণ প্রাপ্ত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলে লাইকোপোডিয়মের প্রবল ক্রিয়া দর্শে ও তজ্জন্য উক্ত যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার ক্ষীণতা জন্মিয়া আস্তে আস্তে ক্রিয়াশক্তি মন্দীভূত ও বিধান-তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মে লাইকোপোডিয়মের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু যকৃৎ ও পরিপাক-পথেই ইহার প্রধান স্থানিক ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন পরিপাকক্রিয়ার ব্যতিক্রম যকৃতে রক্ত-সঞ্চয়, ও কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। রক্তে বা স্নায়ুমণ্ডলে লাইকোপোডিয়মের কোন প্রকার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে না।

নিম্নোদরে অতিশয় বাতাধ্মান লাইকোপোডিয়মের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—মূত্র, পরিপাক ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এবং চর্ম্মের পীড়া, বিশেষতঃ এই সকল রোগের সহিত মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা হস্ত পদের শীতলতা, মুখমণ্ডলের মালিন্য, ক্ষুধাহীনতা, জীর্ণশক্তির হ্রস্বতা, অন্ত্রাধ্মান ও কোষ্ঠরোধ ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ উপযোগী। আমবাত জনিত পীড়া ও গৃধ্রসী রোগেও ইহা ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

যক্ষ্মা।—অন্ত্রাধ্মান ও মলরোধ ইত্যাদি প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য রোগের লক্ষণ সহকারে বক্ষোলক্ষণ থাকিলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ফুসফুস প্রদাহ বা বদ্ধমূল বায়ুনলীভুজ প্রদাহের লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিশ্যায় সম্ভূত যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে যুবকদিগের যক্ষ্মাসম্ভাবনায় গুটিকাসঞ্চয়ের পূর্ব্বে তিনি এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করেন।

অগ্নিমান্দ্য।—ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা জনিত মন্দাগ্নি। পেশীশক্তির ক্ষীণতা এবং গ্রন্থির রস নিস্রবের অসম্যকতা বশতঃ পরিপাক-বিলম্ব, পরিপাক ক্রিয়ার সময় স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য জন্য অনিবার্য্য তন্দ্রা; উদরে বায়ুসঞ্চয় ও অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, বামদিকে অন্ত্র-কূজন; মূত্র বেগ; প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

মুখপ্রসেক।—অধিকবয়স্ক শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিদিগের প্রাচীন মুখ-প্রসেক রোগে লাইকোপোডিয়ম প্রায় অমোঘ।

কৃমি।—ডাঃ টেষ্ট বলেন যে লাইকোপোডিয়ম ৩০, দুই দিন, ভিরেট-ভিরি ১২, চারিদিন; ইপিকাক ৬ ক্রম, সাতদিন, ক্রমান্বয়ে সেবন করিলে কৃমিরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সরলান্ত্রনির্গমন।—অন্যান্য ঔষধি দ্বারা সম্পূর্ণ উপকার না দর্শিলে কষ্টসাধ্য রোগে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতবিবর্দ্ধনে বাতাধ্মান সহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং নক্স-ভমিকা সেবনে সম্পূর্ণ উপকার না দর্শিলে উহার পরিবর্ত্তে বা পরে কখন কখন লাইকোপোডিয়ম প্রয়োজনীয় হয়। ডাঃ পোপ বলেন যে যকৃতের পুরাতন রক্ত-সঞ্চয়ে লাইকোপোডিয়ম অতিশয় উপকারী। সম্ভবতঃ কেবল সলফার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আধ্মান।—অন্ত্রে বায়ুসঞ্চয় ও কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে লাইকো উপযোগী। পাকাশয়ে বায়ুসঞ্চয় ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট লক্ষণাপন্ন আধ্মান কার্ব্বো-ভে ফলপ্রদ।

অম্লপিত্ত।—অম্লপিত্ত ও হৃদ্দাহ রোগেও এই ঔষধ উপকারী। আহারান্তে অনিবার্য্য নিদ্রা ও তৎপরে অবসন্নতা লাইকোপোডিয়মের একটী বিশেষ লক্ষণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

শ্বাসযন্ত্র।—পুরাতন প্রতিশ্যায়, ও সম্ভবতঃ সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা সহ বায়ুনলীভুজপ্রদাহ। গলমধ্য, তালু, তালুপার্শ্বগ্রন্থি ও গলনলীতে অনবগাঢ়, প্রসারণশীল পুরাতন ক্ষত, এই ক্ষত যখন দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে তখনই লাইকোপোডিয়ম প্রযোজ্য, বাম হইতে দক্ষিণপার্শ্বে প্রসারিত হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। পূযসংযুক্ত দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ ফুসফুসের পুরাতন প্রদাহ। বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ের পরবর্ত্তী অধিক পরিমাণ লবণাক্ত শ্লেষ্মানিঃসরণশীল যক্ষ্মার প্রথম অবস্থা; সন্ধ্যাকালে কাসের বৃদ্ধি, ও রাত্রিকালে কক্ষতলে অম্ল বা পলাণ্ডু-গন্ধ ঘর্ম্মলক্ষণ সংযুক্ত কাস। নাসাপ্রান্তের তালবৃন্তেরন্যায় সঞ্চালন শ্বাসযন্ত্রের রোগে লাইকোপোডিয়ম প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। **পরিপাক-যন্ত্র।**—অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা এবং উষ্ণতা ও শুষ্কতা অনুভব, দুষ্টক্ষুধা, মূত্রবেগ (অশ্মরী) প্রভৃতি লক্ষণসংযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ; শিশুদিগের দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ। শ্বেতসারবিশিষ্ট অপাচ্যদ্রব্য ভোজন জন্য শিশুদিগের অন্ত্র-প্রদাহ। দক্ষিণ পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে বেদনা সহ পুরাতন যকৃৎপ্রদাহ; স্কন্ধদেশে জ্বালাকর বেদনা। **মূত্রযন্ত্র।**—ঘন ঘন কষ্টকর মূত্রস্রাব, আবিল ও ন্যাস্তিসঞ্চয়শীল এবং

কচিৎ শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত মূত্রস্রাব; অতিশয় মূত্রস্রাব, রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়; শিশুদিগের আক্ষেপিক মূত্রস্তম্ভ অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দুর্ব্বলতা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র; রক্তবর্ণ বালুকা-কণার ন্যায় মূত্ররেণু (মূত্রে লিথিক এসিডের অধঃপতন)। ত্বক।—দুর্দ্দম্য অহিপুতন, অরুষিকা, বুসিকা; সহজে রক্তস্রাবী দুর্গন্ধময় পীড়কা; চর্ম্মের পুরাতন প্রদাহ; মলিনতা; হস্ত পদের শীতলতা, শিরাপ্রসারণ জন্য ক্ষত; ধমনীর অর্ব্বুদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিষাদ, (প্রফুল্লতা, ক্রোক, ল্যাকে) শীতানুভব সহকারে বিলাপ, (পলস) * একাকী থাকিতে ভয়, (আর্স, বিস।—একাকী থাকিতে ইচ্ছা, চায়না, নক্স) অতিশয় অনুভবাধিক্য। অত্যন্ত উদাসীনতা (চায়না, ফস এসি) * স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, * চিন্তা-বিশৃঙ্খলা; * ভ্রমাত্মক শব্দ লেখা বা বলা। (এনেক, সলফ)।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, অপরাহ্ণ চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত এবং শয়ন বা মস্তক অবনত করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। * প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় বা তাহার পরে শিরোঘূর্ণন। * দিবাভাগে, পশ্চাৎ দিকে মস্তক রাখিলে, ও কাসাতে দপদপকর শিরঃপীড়া। * শঙ্খদেশে বেদনা, বোধ হয় যেন উভয় শঙ্খদেশ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। শঙ্খদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ যাতনা, (অপিচ কালী কা।—কপালে সূচীবেধ, ডিজি, সিলি।—মস্তকের পশ্চাৎ দিকে সূচীবেধ, ক্যাল্ক।—মূর্দ্ধাদেশে সূচীবেধ, ইপি) মস্তকের পশ্চাৎদিকে ছিন্নকর বেদনা। * গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত অচৈতন্যকর বেদনা (ডলকে) অধিক পরিমাণে কেশ-পতন।

চক্ষু।—আরক্ততা ব্যতীত চক্ষে সূচীবেধবৎ যাতনা, (অধিকন্তু ব্রাই কালী কা।—লবণপতনের ন্যায় যাতনা, নক্স) চক্ষে জ্বালা, (ক্যাপ, ক্রিয়ো।—চক্ষে শীতলতা, কোনা, কালী-কা) * চক্ষুর কোণের নিকট অঞ্জনী, (পলস দ্রষ্টব্য) আলোক জ্ঞান বিরহিত বিকসিত চক্ষু। অপাঙ্গ কণ্ডূয়ন, আরক্ততা, ও অক্ষি-পুটের স্ফীততা লক্ষণাপন্ন চক্ষু-প্রদাহ; * চক্ষে রস-

শূন্যতার ন্যায় অতিশয় যাতনা, ও রাত্রিতে অক্ষিপুট সংযোজন। (পলস গ্রাফ, সলফ)। আলোকদ্বেষ; * সন্ধ্যালোকে দৃষ্টিশক্তির অতিশয় লাঘব; * গৃহের কোন বস্তু ভাল দেখা যায় না।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা, (গ্রাফ, কালী-কা।—কুইনাইন সেবন বশতঃ জ্বর রুদ্ধ হইয়া শ্রুতি-ক্ষীণতা, ক্যালক-কা।—পারদ সেবন জনিত শ্রুতি-ক্ষীণতা, হিপার, নাইট্ এসি) কর্ণনাদ (চায়না দ্রষ্টব্য)।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির অতিশয় তীক্ষ্ণতা, (বেল, কোনা, হিপার।—ঘ্রাণশক্তির ক্ষীণতা, এলম, ক্যাল্ক, মেজ) নাসারন্ধ্রে ক্ষত, (অধিকন্তু অরম, ক্যাল্ক, গ্রাফ, নাইট-এসি) তরল সর্দ্দি (আর্স, ল্যাকে, মার্ক।—শুষ্ক সর্দ্দি, নাইট-এসি, নক্স, সিপি—হরিদ্বর্ণ স্রাব, ক্স, পলস।—পূযময় স্রাব, ক্যালক, সলফ) * শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় নাসাপার্শ্বের ব্যজন (পাখা) বৎ সঞ্চালন। নাসিকার স্ফীতত্তা ও বিদাহী আস্রাব বিশিষ্ট প্রবল প্রতিশ্যায়। (আর্স, সিপা, মার্ক-করো)। * নাসিকার অবরুদ্ধতা, ও শ্বাস-প্রক্রিয়ায় অপারগতা (নক্স), তৎসহ অতিশয় নাসা-শোষ।

মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলের ঈষৎ ধূসর মিশ্রিত পীতবর্ণ, ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, (আর্স, চায়না।—মুখমণ্ডলের হরিদ্বর্ণ, আস, কার্ব্বো-ভে) * সন্নিপাত জ্বরে নিম্নহনুর অবনতি, (ল্যাকে, ওপি) মুখমণ্ডলে ও সৃক্কণি প্রদেশে কণ্ডূয়ন ও চিপিটিকা বিশিষ্ট দদ্রু।

মুখ-মধ্য।—স্পর্শ করিলে দন্তে অতিশয় বেদনা। গণ্ডস্থলের স্ফীতত্তা সহকারে দন্তশূল, উত্তাপ প্রয়োগে দন্ত-শূলের উপশম, (উষ্ণতায় বৃদ্ধি, ব্রাই।—শীতলজল প্রয়োগে উপশম প্রাপ্তি, পলস) পিপাসা ব্যতীত মুখ ও জিহ্বাশোষ, (অতিশয় পিপাসাসহ, ন্যাট-মি, নাইট-এসি, রস।—পিপাসা সহকারে গলশোষ, পেট, ক্স,) * জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট। (কালী কা, ন্যাট মি, মিউর-এসি)। মুখে জল সঞ্চয়। অম্ল বা তিক্ত আস্বাদ। * জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ ও বিদারিত, (* আর্স, মার্ক, ভিরেট।—জিহ্বা আরক্ত ও বিদারিত, * বেল, * রস।—পরিষ্কার ও শুষ্ক, হাইয়স)।

গল-মধ্য।—*নীচেরদিক হইতে গলার অভ্যন্তরে যেন একটা গোলা

উঠে এপ্রকার অনুভব। (এসাফ)। * গলায় আকুঞ্চন অনুভব, কিছু গিলিতে পারা যায় না ; আহার ও পের নাসিকার অভ্যন্তর দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।* (মার্ক)। গলমধ্যের প্রদাহ, ও তৎসহকারে গলাধঃকরণে সূচীবেধবৎ যাতনা. (হিপার) তালুমূলের স্ফীততা ও পকতা. (হিপার, মার্ক)* তালু মূলের ক্ষত, দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষতের আরম্ভ, (বেল, পডো।—বামপার্শ্বে আরম্ভ. * ল্যাকে)।

আমাশয়।—*অতিশয় ক্ষুধা,রোগী যতই খায় ততই খাইতেচায়।(ব্রাই, ফির মার্ক, সিনা। * অল্পমাত্র আহার গ্রহণেই পরিপূর্ণতা অনুভব ; সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি অনুভব। (সিষ্ক)। (আহারের অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুধা. সিনা, মার্ক) রুটিতে অরুচি (ফির ও হিপার দ্রষ্টব্য) মিষ্ট দ্রব্যে প্রবৃত্তি, (ইপি.।—মিষ্ট দ্রব্য অরুচি. কষ্ট।—হিপার দ্রষ্টব্য) আহার্য্য দ্রব্যের অম্ল আস্বাদ, (নক্স, পলস।—তিক্ত আস্বাদ. * ব্রাই, ক্যামো. চায়না) * জ্বালাকর অসম্পূর্ণ উদ্গার। হিক্কা। (বাই. সিক, হাইয়স)। বুকজ্বালা। মুখ প্রসেক। (লিডম ন্যাট-কা নক্স)। প্রাতে অভুক্তাবস্থায় গল-নলী ও পাকস্থলীতে বিবমিষা। পাকস্থলীতে আকুঞ্চন ও খল্লী। সায়াহ্নে কেবল অল্পমাত্র আ-আহারের পরেও পাকস্থলীতে স্ফীততার ন্যায় চাপ ও গুরুত্ব অনুভব। (সিষ্ক, লেড, * সলফ)। অম্ল উদ্গার, (অপিচ ক্রেল, ন্যাট্রট-এসি, নক্স-ভ।—তিক্ত উদ্গার. বেল. চায়না)* পরিপাক শক্তির অতিশয় ক্ষীণতা, (কার্ব্বো-ভে. চায়না। -ইগ্ন দ্রষ্টব্য) আহারান্তে মুখে তিক্ত আস্বাদ ও পাকাশয়ে চাপানুভব।

উদর।—* লঘু আহারের অব্যবহিত পরেও নিম্ন উদরে স্ফীততা, ও পূর্ণতা, চায়না, নকস ভ. ফস।—আহারান্তে শূন্যোদরতা অনুভব, স্ট্যাফ, সার্স) * নিম্ন উদরে অবিরত উচ্ছলিতবৎ অনুভব. (চায়না. ফস) * অতি-শয় অন্ত্রকূজন, বিশেষতঃ বাম কুক্ষিদেশে (নিম্নোদরে সজীব পদার্থ সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব * ক্রোক) অবরুদ্ধ আধ্মান, ও তজ্জন্য উদরে বেদনা, (কার্ব্বো, চায়না)। * নিশ্বাস গ্রহণে যকৃৎ-প্রদেশে চাপক বেদনা ; স্পর্শে বেদনার

বৃদ্ধি। * উদরের বামপার্শ্বে যেন কোন গুরু বস্তু স্থাপিত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব। *আধ্মান বশতঃ উদরের অতিশয় পূর্ণতা ও স্ফীততা। (সিঙ্ক কার্ব্বো, কালী কা, সলফ, ফস)। কুক্ষিতে, * পৃষ্ঠে, পঞ্জরে, বক্ষে, ও উদরের নানাস্থানে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়, তজ্জন্য অশিথিলতা ও কূজন (পুটপাট), এবং শূন্যোদ্গারে উহার উপশম। (কার্ব্বো)।

মল ও মলদ্বার।—*কোষ্ঠবদ্ধ, বহুকষ্টে মল নির্গত হয়। অল্পমল, বোধ হয় যেন সকল মল বহির্গত হইল না, (নকস দ্রষ্টব্য)। *সরলান্ত্রের সঙ্কোচন ও কঠিন মলত্যাগকালে বহির্গমন। অর্শবলী বহির্গমন ও স্পর্শে উহাতে অতিশয় বেদনা।

মূত্রযন্ত্র।—মলিন ও স্বল্প মূত্র, (বেল, নাইট্ এসি) * মূত্রে রক্তবর্ণ বালুকার ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, (ক্যাল্ক ফস সিপি, সিলি)।—পীতবর্ণ বালুকার ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, এম কা, সিলি।—ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, চায়না, ন্যাট-মি, ফস, পলস।—শ্বেতবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ, ক্যাল, সিপি।—কর্দ্দমের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, এম মি।—শ্লেষ্মবৎ অধঃপতিত পদার্থ, বার্ব্বি, পলস। বেদনা ব্যতীত মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব, (অতিশয় যাতনা সহকারে রক্তস্রাব, ক্যান্স ন্যাট * ক্যান্থ, মার্ক)।

জননযন্ত্র।—(পুং)।—সঙ্গমলিপ্সার হ্রস্বতা, ক্ষুদ্র, শীতল, শিথিলিত শিশ্ন, (আর্জ্জ, হিপার, ম্যাগ কা)।—অতিশয় সঙ্গমপ্রবৃত্তি, * ক্যান্থ নকস, ফস)। (স্ত্রী)।—* নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব, (* ক্যাল্ক কা, বেল, ব্রাই) বস্তঃস্থ, একন, ওপি) * অপত্যপথ হইতে বায়ু নিঃসরণ, (ব্রোমাইন।—মূত্রাশয় হইতে বায়ু নিঃসরণ, সার্স) অপত্য পথের পুরাতন রুক্ষতা, (বেল) *দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বগামী বেদনা সহকারে দুগ্ধবৎ বা রক্তময় স্রাববিশিষ্ট প্রদর, (কোন, পলস দ্রষ্টব্য) রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট প্রদর, (দুগ্ধবৎ স্রাব, ক্যাল্ক, পলস)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠকূজন সহকারে শুষ্ক কাস। *ধূসর বর্ণ ও লবণাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (মিষ্টস্বাদ হরিদ্বর্ণ নিষ্ঠীবন, * ষ্টান) রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন

বিশিষ্ট কাস, (মার্ক) অধিক পরিমাণ পূযময নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট যক্ষ্মা। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে, অপিচ নিশ্বাস গ্রহণ কালে সূচীবেধবৎ যাতনা, (* ব্রাই, কালী-কা দ্রষ্টব্য) যৎসামান্য পরিশ্রমে শ্বাস হ্রস্বতা। * আয়াসিত শ্বাস ও তৎসহকারে নাসাপার্শ্বের ব্যজনের ন্যায় গতি। অপরাহ্ণ চারিটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত কাসের বৃদ্ধি। সান্নিপাতিক ও অচিকিৎসিত ফুসফুস প্রদাহ, (সলফ)। নিদ্রাকালে * শ্বাসহ্রস্বতা। * আক্ষেপ বশতঃ বক্ষঃস্থল আকুঞ্চিত হওযার ন্যায় শ্বাস কষ্ট। * আমাশয়-প্রদেশে বেদনা সহ দিবসে ও রাত্রিতে শুষ্ক কাস; * সায়াহ্ণে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে স্বর যন্ত্রে পালকের কণ্ডুয়ন বা গন্ধকের ধূম দ্বারা উদ্রিক্তের ন্যায় কাস।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎকম্প। (আর্স, স্পিজি, সলফ, ভিরেট)। দ্রুত-গতি নাড়ী।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা, (কষ্ট, মার্ক, সিলি) পশ্চাৎ গ্রীবার বেদনা জনক অনম্যতা। কটিদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা। অংসফলকাস্থি দ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ জ্বালা, (শীতলতা, এম-মি)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গুলী-সন্ধির আরক্ততা, স্ফীততা ও প্রদাহ, (হস্ত ও অঙ্গুলীর পাণ্ডুবর্ণ স্ফীততা, ব্রাই, নক্স) * হস্তের চর্ম্মের অতিশয় রুক্ষতা। বঙ্ক্ষণস্থলে বাতকণ্টকবৎ বেদনা, (সন্ধি চ্যুতবৎ অনুভব, কষ্ট, ব্রাই।—বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে পূযোৎপত্তি সূচক দপদপকর বেদনা, মার্ক, হিপা) * অস্থির প্রান্তভাগের প্রদাহ। পদের অবিরত শীতলতা ও ঘর্ম্মসিক্ততা। (ক্যাল্ক, সিলি)। এক পদ শীতল, অপর পদ উষ্ণ, (এক হস্ত শীতল অন্য হস্ত উষ্ণ, ডিজি) * জঙ্ঘায় পুরাতন ক্ষত, এবং উহাতে রাত্রে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন (নির্য্যাসবৎ স্রাববিশিষ্ট ক্ষত, গ্রাফ)।

দেহ।—শ্রান্তি : একটু পরিশ্রম করিলেই দুর্ব্বলতা। * অনাবৃত বায়ুর ইচ্ছা। (পলস)। অনিচ্ছায পর্য্যায়ক্রমে পেশীর প্রসারণ ও সঙ্কোচন। শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা (আস, কস, ফির)।

নিদ্রা।—* দিবাভাগে নিদ্রালুতা ও রাত্রিকালে নিদ্রাভাব, (মার্ক, ফস-এসি, সলফ।—নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না, * বেল, ওপি) নিদ্রিত

হইবার সময় চকিত হইয়া উঠা, (বেল, ব্রাই) হৃৎকম্প, বাম পার্শ্বে শয়নে অসমর্থতা। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন বা হাস্য।

জ্বর।—রক্তসঞ্চলন অবরুদ্ধবৎ অনুভব। হস্ত পদের অবশতা অনুভব সহকারে অপরাহ্ন চারি ঘটিকা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শীত, (হস্তের অতিশয় শীতলতা, অঙ্গুলী সমস্ত যেন অবশ হইয়াছে এরূপ অনুভব, * সিপি) এক পার্শ্বে, অধিকাংশ বামপার্শ্বে শীত। * বিষমজ্বর ; অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় জ্বর উপস্থিত হইয়া আট ঘটিকার সময় ছাড়িয়া যায়, (রসটক্স দ্রষ্টব্য) কম্পকর শীত ও অত্যন্ত শীতলতা, বোধ হয় যেন বরফের উপর শয়ন করা হইয়াছে, তৎপরে দাহ ব্যতীত ঘর্ম্ম ও অতিশয় পিপাসা। * সন্নিপাত জ্বর।

চর্ম্ম।—গাত্র কণ্ডূয়ন। পচ্যমান আর্দ্র দদ্রু। শুষ্ক বুক্ত স্রাব-শূন্য দদ্রু, কালী-কা, ফস, সলফ) শক্ত ও বিপর্য্যস্ত প্রান্তবিশিষ্ট নাড়ীব্রণ, (ক্যালক, সিলি) ছিন্নকর যাতনা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট ক্ষত, উহা স্পর্শ করিলে জ্বালা করে, (ল্যাকে দ্রষ্টব্য) অস্থিক্ষত, (ক্যালক-কা, হিপা) পারদজনিত ক্ষত, (হিপার, নাইট-এসি।—উপদংশ জনিত ক্ষত ও দদ্রু,মার্ক) * বালক দিগের স্রাবশূন্য কণ্ডূ।

উপচয়।—* অপরাহ্ন চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত ; শয়ন করিলে, আহারান্তে, রোগাক্রান্ত স্থান আর্দ্র করিলে ; সঞ্চলনের আরম্ভে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

উপশম।—অপরাহ্ন আটটার পর ; অবিরত সঞ্চালনে, শীতলতায়, উষ্ণ আহার ও পানীয়ে উপশম।

বিশেষ লক্ষণ।—* শরীরের ঊর্দ্ধাংশের শীর্ণতা ও নিম্নাংশের স্ফীততা। * একাকী থাকিতে অতিশয় ভয়। * সর্ব্বদা উদরে পরিতৃপ্তি অথবা নিরোদরে পূর্ণতা অনুভব, (সিপি, দ্রষ্টব্য) * অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় রোগের বৃদ্ধি ও সন্ধ্যাকালে হ্রাস প্রাপ্তি, (সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, মার্ক, নাইট-এসি, * পলস) অনাবৃত থাকিয়া রোগী শীতল হইলে উপশম বোধ করে, সিকে, ভিরেট।—ইহার বিপরীত, আর্স, হিপা।—গাত্র প্রস্তরের ন্যায় শীতল অথচ বস্ত্রাবৃত থাকিতে পারা যায় না, * ক্যাম্ফ, সিকে)। মূত্রেরক্ত-বর্ণ রেণু। আধ্মান।

লিডম প্যালস্টার—মার্শটী।

লিডম প্যালষ্টার ইরিকেসিয়ি জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প হইতে উগ্র অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মাস্তব, তান্তব, ও শ্লৈষ্মিক বিধানোপাদানে, এবং অস্থি-বেষ্ট ও চর্ম্মে লিডমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ বাতজনিত প্রদাহের ন্যায় লক্ষণ, স্বাভাবিক শারীরিক নিঃস্রবের গাঢ়তা ও বিবর্দ্ধন, এবং বিধানোপাদানে এক প্রকার নিরেট পার্থিব পদার্থের সঞ্চয় হয়।

অধিকার।—কীটের, বিশেষতঃ মশকের হুল-বেধ; বিদ্ধ ব্রণ; আমবাত ও সন্ধিবাত, স্ফোটক; রক্ত স্ফোটক; দদ্রু ও পুরাতন চর্ম্ম রোগ; এবং শোথ প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িকপ্রয়োগ।—হস্ত পদের তরুণ বাতে এবং মশক ও মধুমক্ষিকাদির হুলবেধে এতদ্দ্বারা উপকার জন্মে। ঘর্ম্মচর্চ্চিকায়ও (ঘামাচি) ইহা ফলপ্রদ। হুলবেধে ও সামান্য দংশনাদিতে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। ১০।১৫ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা যায়। দৃষ্ট-ব্রণে আর্ণিকা, ছিন্ন-ব্রণে ক্যালেণ্ডিউলা, ও ক্ষত-ব্রণে হাই পারিকম যেরূপ উপযোগী, বিদ্ধ-ব্রণে লিডম সেইরূপ ফলপ্রদ। ডাঃ টেষ্ট এতৎসহ গাত্রের শীতলতা লিডম প্রয়োগের বিশেষউপযোগীতা মনে করেন। দদ্রু ও অন্যান্য প্রকার পুরাতন গাত্র-পীড়কায় এবং সুরাপান জনিত অপকারেও এই ঔষধ উপযোগী। টেষ্ট বলেন যে শরীরের যে সকল স্থানে কোষময় বিধানোপাদানের অভাব অর্থাৎ হস্তের ও পদের অঙ্গুলীতে লিডমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে সুতরাং বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র সন্ধিতে ইহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি আভিঘাতিক অঙ্গুলীবেষ্টক (আঙ্গুলহাড়া) রোগে; এবং হস্ত বা পদের অল্প স্ফীততা বিশিষ্ট অপ্রবল বাতরক্তে (গাউট) এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। মশকদংশন জনিত গাত্র-কণ্ডূয়ন ইহার পঞ্চদশ ক্রম সেবনে তৎক্ষণাৎ উপশমিত হয়। ডাঃ ড্রুরি ও জোসেট ফুসফুস হইতে রক্ত নিঃসরণে এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে একজন রোগীর রাত্রিকালীন পাদ-কণ্ডূয়ন এই ঔষধ সেবন মাত্র আ-

রোগ্য হইয়াছিল। একজন বেলজিয়ান চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে একটি বালকের মস্তকে কাঁচির আঘাত লাগাতে প্রতিদিন অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হইত, লিডম সেবনে তাহা সত্বর আরোগ্য হইয়াছিল। টেষ্ট বলেন যে লিডম দ্বারা কণ্ডূয়নবিশিষ্ট পামাসদৃশ পীড়কা উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া মুখের অভ্যন্তরে, এবং সম্ভবতঃ বায়ুপথে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকার আক্ষেপিক কাস উৎপন্ন করে। বাতরক্তগ্রস্ত রোগীদিগের কখন কখন আপনা হইতে এইরূপ পীড়কা জন্মে, অতএব লিডম তাহার ঔষধ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তকে আঘাতবৎ বেদনা। শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা। লোহিত বর্ণ রক্ত নিষ্ঠীবন সহ শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন ও কণ্ডূয়নযুক্ত রক্তবর্ণ পীড়কা। * জানুর স্ফীততা ও কঠিন অস্থ্যর্ব্বুদ, এবং প্রদাহ; জঙ্ঘা ও পদে জলপূর্ণ স্ফীততা: * অঙ্গুলীর অস্থি-বেষ্টে চাপিলে বেদনা। * গুলফসন্ধিতে বাত-কণ্টকবৎ বেদনা। * পদাঙ্গুষ্ঠের স্ফীততা, কোমলতা ও বেদনা। চর্ম্মে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট শুষ্ক দদ্রু। * কীটের দংশন বা হুলবেধের ন্যায় জ্বালা ও যাতনা বিশিষ্ট পীড়কা। * স্বাভাবিক শারীরিক তাপের ন্যূনতা। রোগাক্রান্ত অঙ্গের শীর্ণতা (গ্রাফ)। লিডমের লক্ষণ উত্তাপে, বিশেষতঃ শয্যার উত্তাপে; রাত্রিতে, ও মদিরাপানে বৃদ্ধি পায়।

লিথিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে কার্ব্বণেট অব লিথিয়মের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশেষতঃ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে ও আমাশয়ের আবরণ ঝিল্লীতে লিথিয়মের ক্রিয়া দর্শে। ইহা দ্বারা আমবাতের ন্যায় লক্ষণও প্রকাশ পায়।

অধিকার।—অভিষ্যন্দ, অর্দ্ধ-দৃষ্টি, অগ্নিমান্দ্য; বৃক্ক রোগ; হৃদ্রোগ, ও আমবাতাদিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেরিং বলেন যে চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ও মূত্র পিণ্ডে লিথিয়মের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ যে সকল লক্ষণ জন্মে কেবল সেই সকল লক্ষণ এই ঔষধে আরোগ্য হয়। ডাঃ ডনহাম লিখিয়াছেন যে একজন রোগীর অতিরিক্ত চক্ষু-পরিচালনা জনিত অর্দ্ধ-দৃষ্টি রোগ ইহার ত্রিংশ ক্রম সেবনে সত্বর আরোগ্য হইয়াছিল। তরুণ আমবাত জনিত হৃদ্রোগে লিথিয়মের তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার নিজের বিলক্ষণ স্থায়ী উপকার দর্শিয়াছিল।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু।—পড়িবার সময় বা তৎপরে চক্ষুতে, বিশেষতঃ চক্ষুর পাতায় বেদনা। অনুজ্জ্বল দিবসে সূর্য্যালোকে পথে দৃষ্টি-বিলোপ। দৃষ্টিশক্তির অনিশ্চিততা, * যে বস্তু দৃষ্টি করা যায় তাহারই দক্ষিণার্দ্ধ দেখা যায় না; * অথবা ক্রমান্বয়ে দুইটী কথা বলিলেই রোগীর দক্ষিণ হস্ত দেখা যায় না। * দৃষ্টবস্তুর দক্ষিণার্দ্ধ দেখা যায় না। (লাইকো, নিম্নার্দ্ধ, * অরম) চক্ষে বালুকা কণার ন্যায় যাতনা। **আমাশয়।**—ক্ষুধা সহজে পরিতৃপ্ত হয়। কপালে বেদনা সহকারে বিবমিষা। আমাশয়ে চর্ব্বণবৎ যাতনা অথবা গুরু কঠিন দ্রব্যের ন্যায় অনুভব। (নক্স, পলস)। আমাশয়ের অম্লত্ব সহ বিবমিষা। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রত্যাগের পর মূত্রাশয়ে আবেগ। মূত্র-মার্গের মধ্য স্থলে বেদনা সহ দ্রুত প্রবল আবেগ। ঘন ঘন অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগ করিতে উঠিলে হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে চাপ, মূত্র-ত্যাগান্তে উহার নিবৃত্তি। মূত্র-মার্গে জ্বালা। (ক্যান্থ, ক্যান)। মূত্রত্যাগের পর রেতঃ-রজ্জু পর্য্যন্ত প্রসারিত মূত্র-মার্গের বেদনা। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ডে চাপক বেদনা। (ক্যাক্ট, লিল, ডিজি) হৃদ্প্রদেশে বাতজনিত বেদনা। ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে হৃৎপিণ্ডে বেদনা। (লিলিয়ম)। হৃদ্-প্রদেশে প্রবল বেদনা। (একন, ক্যাক্ট, ডিজি)। হৃৎকপাটের ক্ষীণতা বশতঃ হৃৎ-কম্প। **উপচয়।**—ঋতুর পূর্ব্বে বামপার্শ্বে, ঋতুর পরে দক্ষিণ পার্শ্বে রোগলক্ষণের সমধিক প্রাবল্য। দক্ষিণ পার্শ্বে সমস্ত লক্ষণের আতিশয্য।

লিলিয়ম টাইগ্রিনম—টাইগার লিলি।

লিলিয়ম লিলিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা মার্কিণখণ্ডে জন্মে। ইহার ফুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ও হৃৎপিণ্ডে লিলিয়মের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয়, অপ্রবল প্রদাহ, এবং তৎসহ জরায়ুর নানা প্রকার বিপর্য্যয় উৎপন্ন হয়। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসন্নতা জন্মে, এবং হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা ও হৃৎস্পন্দনাদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেন অপত্যপথ দিয়া সমুদায় চাপিয়া বাহির হইবে জরায়ু-প্রদেশে এরূপ আবেগ অনুভব লিলিয়মের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—ডিম্বাশয়ের উপদাহ, প্রদাহ, অথবা স্নায়ুশূল, গুল্মবায়ু; অপ্রবল জরায়ু প্রদাহ, জরায়ুর স্থান বিচ্যুতি; কন্দ; জরায়ু-বিপর্য্যয়; শ্বেতপ্রদর, হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় পীড়া।

আময়িক প্রয়োগ।—প্রসবের পরবর্ত্তী জরায়ু-বিপর্য্যয়ে (সবইনভলিউশন) ডাঃ পেইন এই ঔষধের বিলক্ষণ উপকারিতা দৃষ্টি করিয়াছেন। ডাঃ হেল ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূলে ইহার ফলবত্তা স্বীকার করেন। তিনি ইহাও বলেন যে ডিম্বাশয়, গর্ভাশয়, যোনি, ও ভগের রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহে যদি মানসিক লক্ষণের সহিত ঐক্য থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। জরায়ু-রোগ সংসৃষ্ট যে সমস্ত মানসিক উপদ্রব সময়ে সময়ে গর্ভ, প্রসূত, ও রজঃ-নিবৃত্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়,—এবং এতকাল একটিয়া যাহার প্রধান ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ডাঃ ডাইস ব্রাউন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ উডিয়েট অক্ষিপুটের আক্ষেপে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। পীতবর্ণ প্রদর ও মানসিক অবসাদ সংযুক্ত কন্দ রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অপ্রফুল্লতা ও অবসাদ, বিলাপ-প্রবৃত্তি, ভীরুতা, আশঙ্কা-শীলতা। (নক্স-ম, পলস, ফস)। * অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্যতার ন্যায় অবিরত ক্ষিপ্রকারিতা অনুভব, এবং সেই সকল কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থতা। **মস্তক।**—জরায়ুরোগজনিত শিরঃপীড়া। (এক্টিয়া, কলো)। চক্ষুর উপরে কপালে মৃদু বেদনা। **আমাশয়।**—শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ বিবমিষা। ক্ষুধাহীনতা। (সিপ্স, সলফ, আর্স, ক্যাল্ক, নক্স ম)। মাংসাহারের ইচ্ছা। **উদর।**—উদরের স্ফীতভা। (ক্যাল্ক-সিপ্স, লাইকো, নক্স)। উদরের অভ্যন্তরের সমুদায় পদার্থের নীচের দিকে আকৃষ্টতা, এবং বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থ যন্ত্র পর্যান্ত উহার বিস্তৃতি, উদর ধরিয়া রাখিতে হয়। (বেল প্লাট, সিপি)। * যেন অতিসার হইবে এ প্রকার অনুভব (এলো); প্রস্রাব করিলে উহা দূর হয়। **মল ও মলদ্বার।**—* প্রায় অবিরত মলত্যাগের ইচ্ছা সহ সরলান্ত্রে চাপ। প্রাতঃকালীন অতিসার (এলো, রুমেক্স, * সলফ), তরল, পেট ওক (পডো); মলিন, দুর্গন্ধময় মল, এতবেগ যে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা যায় না, মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়ানি বা অতিশয় বেগ, তৎসহ সরলান্ত্রে চাপ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা ও যাতনা। (আর্স, ক্যান্থ)। **মূত্র-যন্ত্র।**—* মূত্রমার্গে যাতনা সহ দিবাসে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ। (ক্যান্থ, ক্যান)। * মূত্রাশয়ে অবিরত চাপ। * অল্পস্রাব সহ অবিরত মূত্র প্রবৃত্তি, মূত্রত্যাগের পর মূত্রমার্গে জ্বালা ও যাতনা। (ক্যাপস, একন, ক্যান্থ)। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—* জরায়ু প্রদেশে গুরুভার ও চাপ অনুভব সহ বেগ, যেন জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত পদার্থ অপত্য-পথ দিয়া চাপিয়া বাহির হইবে (বেল, প্লাট, নক্স ম, সিপি), ভগের উপর হাতদিয়া চাপিয়া রাখিলে উহা উপশমিত থাকে। * ডিম্বাশয় প্রদেশে তীব্র বেদনা। (এক্টি, বেল)। উজ্জ্বল পীতবর্ণ বিদাহী, অবসন্নতাজনক শ্বেতপ্রদর। **বক্ষঃস্থল।**—* হৃৎপিণ্ড প্রদেশে মৃদু চাপক বেদনা। (ক্যাক্ট, আয়োড)। বাম বক্ষে অবিরত কোন গুরু বস্তু থাকার ন্যায় অনুভব। * বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে তীব্র

ও দ্রুত-গতি বেদনা (ক্রিযোজ) তৎসহ হৃৎপিণ্ডের আকম্পন। (স্পিজি)। হৃৎ-কম্প। হৃৎপিণ্ড পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধ ও শিথিলিত বোধ হয়। **উপচয়।**— রাত্রিতে ও আত্মসংযমের অভাবে বৃদ্ধি। **উপশম।**— দিবসে; বিমল বাতাসে; কার্য্যাবিষ্ট থাকিলে, ও উষ্ণ গৃহে উপশম।

লেপট্যাণ্ড্রা ভার্জ্জিনিকা-ব্লাকরুট-ভেরোণিকা ভার্জ্জিনিকা।

লেপট্যাণ্ড্রা স্ক্রফিউলেরিয়েসিয়ি জাতীয় উদ্ভিদ। এই ঔষধি আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট এবং শুষ্ক মূল ও উপক্ষার লেপট্যাণ্ড্রিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।— যকৃৎ ও অন্ত্র নালীতে লেপট্যাণ্ড্রার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং সেই ক্রিয়া বশতঃ উহাদের নিঃস্রব-ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়। আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অতিশয় দুর্গন্ধি প্রভৃত মল ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।— যকৃৎ ও অন্ত্রের পীড়া; পাণ্ডুরোগ, অম্লক্ষত, অতিসার; রক্তামাশয়।

আময়িক প্রয়োগ।— কোন কোন প্রকার পৈত্তিক শিরঃপীড়ায়, এবং যকৃদ্রোগে, বিশেষতঃ মলের কৃষ্ণবর্ণ থাকিলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। পুরাতন অতিসার ও রক্তাতিসারও এতদ্দ্বারা সময়ে সময়ে আরোগ্য হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— তন্দ্রাসহ মানসিক অবসাদন; অবসন্নতা। **মস্তক।**— কপাল বা শঙ্খদ্বয়ে অনুগ্র বেদনা, এই বেদনা বিচরণে বৃদ্ধি পায়; অক্ষিগোলকে বেদনা। **পরিপাকযন্ত্র।**— মধ্যস্থলে পীতবর্ণ লেপাবৃক্ত মলাবৃত জিহ্বা ও স্বাদ হীনতা, রাত্রি কালে মৃতবৎ মূর্চ্ছাসহ বিবমিষা; পিত্ত বমন, জ্বালাকর বেদনা, এই বেদনা শীতল জলপানে বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়গহ্বরে অবিরত যন্ত্রণা ও ক্রমশঃ ক্ষীণতা অনুভব, যকৃতে অপ্রখর বেদনা ও তৎসহযোগে যকৃতের পশ্চাৎ ভাগে ও পৃষ্ঠবংশে জ্বালা; পাকাশয়োর্দ্ধদেশে ও কুক্ষিস্থলে অবিরত জ্বালাকর অনুগ্র যন্ত্রণা; অন্ত্রকূজন ও মলপ্রবৃত্তি সহকারে উদর

বেদনা; শীতল জলপানে বৃদ্ধি পায় এরূপ বেদনা; পাণ্ডুরোগে প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতরায় স্থায়, দুর্গন্ধি প্রচুর পরিমাণ মল ও তৎপরে কর্দ্দম বর্ণ মলস্রাব; অন্ত্রে দৌর্ব্বল্য বোধ, ও নিম্নোদরে যন্ত্রণা সহকারে মলিন ঈষৎ হরিৎ আঠাবৎ জলীয় বা আমময় মল, আমিষ বা উদ্ভিজ্জ ভক্ষণে এই মলস্রাব বৃদ্ধি পায়। **দেহ ও অঙ্গ।**—মেরুদণ্ডে জ্বালা সংযুক্ত পৃষ্ঠ বেদনা, স্কন্ধ ও প্রগণ্ডে বেদনা, জঙ্ঘা ও পদের শীতলতা ও অবশতা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পিত্তনিঃসারক ও পাকাশয়ের বলকর। যকৃৎ রোগ, অতিসার ও পুরাতন রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়।

লোবেলিয়া ইনফ্লেটা—ইণ্ডিয়ান টুব্যাকো।

লোবেলিয়া লোবেলিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার চূর্ণ হইতে অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুকে লোবেলিয়ার ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্ন ও শিথিলিত অবস্থা উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য বক্ষঃস্থলে যাতনা এবং শ্বাস-ক্রিয়ায় ও গলাধঃকরণে প্রতিবন্ধকতা জন্মে, এবং তৎসহকারে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যাতনা, বিবমিষা ও বমন প্রকাশ পায়।

অধিকার।—বিবিধ রোগ, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্রের রোগসহ বিবমিষা ও বমন; অগ্নিমান্দ্য; পাকাশয় শূল; অন্ত্র বদ্ধ; আবদ্ধ অন্ত্র-বৃদ্ধি; বিটপ অর্থাৎ মূলাধার, অথবা জরায়ু-মুখের কাঠিন্য; হুপশব্দক কাস; বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ; আক্ষেপিক কাস, শ্বাস, স্বরঘ্ন; হৃৎ-শূল; গুল্ম-বায়ু; বাত; বিষম জ্বর।

আময়িক প্রয়োগ।—উদরোর্দ্ধ দেশে দুর্ব্বলতা ও যাতনানুভব, বক্ষঃস্থলে যাতনা, অম্লত্ব, হৃদ্দাহ, ইষ্টকচূর্ণবৎ মূত্র, ও গল-গহ্বরে পিণ্ডবৎ অনুভব লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্য রোগে ডাঃ জিনস এই ঔষধ অতিশয় উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ নোক দুইজন রোগীর হৃদ্দাহে এই ঔষধের

মূল অরিষ্ট অল্পমাত্রায় অতিশয় ফলপ্রদ দেখিয়াছিলেন। পাকাশয়িক কাস; ও যক্ষ্মারোগের কাসে লোবেলিয়া উপকারী। ডাঃ নিউম্যান বলেন যে অসহ্য গণ্ড-কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট যন্ত্রণাপ্রদ শুষ্ক কাসবশতঃ যখন রোগীর নিদ্রা হয় না তখন এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার জন্মে। শ্বাসকাসরোগে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠক্রমের লোবেলিয়া উপকারী; রোগাবেশ সময়ে এতদ্দ্বারা সত্বর রোগ-যন্ত্রণা উপশমিত হয়। ফুসফুসের বাতাধ্মানে ডাঃ বার এই ঔষধ অতিশয় উপযোগী মনে করেন। ডাঃ কেম্পেল মস্তকের এক পার্শ্বে গুরুভার লক্ষণাপন্ন সবমন শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় মানসিক অবসাদ। (ইগ্নে, লাইকো, পলস)। শ্বাস-কষ্ট সহকারে মৃত্যু-ভয়। (আর্স)। **মস্তক।**—বিবমিষাসহ শিরোঘূর্ণন। এক শঙ্খ দেশ হইতে অপর শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত কপালের চারিদিকে বিচরণশীল মৃদু শিরঃপীড়া। মস্তকপৃষ্ঠের বামপার্শ্বে, রাত্রিতে ও সঞ্চলনে বর্দ্ধনশীল চাপক বেদনা। **মুখ-মধ্য:**—প্রচুর পরিমাণে লালানিঃসরণ। (আইয়োড, আইরিস, মার্ক, নাইট এসি)। মুখে বিশেষতঃ জিহ্বার অগ্রভাগে ও গলার পশ্চাতে তীব্র বিস্বাদ। **গল-মধ্য।**—অন্ননালী যেন নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে সঙ্কুচিত হইয়াছে এপ্রকার অনুভব। গলার অভ্যন্তরে পিণ্ডবৎ অনুভব। (বেল, ল্যাকে)। **আমাশয়।**—মুখে তীব্র জ্বালাকর আস্বাদ সহ ক্ষুধা-হীনতা। (আর্স)। আমাশয়-গহ্বরে সঙ্কোচন অনুভবসহ আমাশয়ের অম্লত্ব। বাতোদ্গার। (কার্ব্বো, সিঙ্ক, ফস)। অবিরত প্রবল বিবমিষা, একটু জলপান করিলেই উহার নিবৃত্তি। কপালে শীতল ঘর্ম্মসহকারে বিবমিষা। (ভিরেট-এ, ট্যাবেক)। আমাশয়ে অবর্ণনীয় বেদনা, উত্তাপ, যাতনা ও অতিশয় অস্বচ্ছন্দতাসহ বিবমিষা। বুকজ্বালা, ও মুখ হইতে জল নিঃসরণ এবং যাতনা। (আর্স)। বিবমিষা ও বক্ষঃস্থলে যাতনাসহ উদরোর্দ্ধদেশে দুর্ব্বলতা অনুভব। (আর্স)। আমাশয়ে জ্বালা। (আর্স, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব, মেজ, সলফ)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন জন্য, * অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট। (আর্স, ফস)। শ্বাস-ত্যাগে যাতনা। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রে গোলাপি-

বক্ষের অধঃপতিত পদার্থ, তৎসহ ইউরিক এসিডের দানা। **দেহ।**—অস্থি-শির অবসন্নতা ও ক্লান্তি। **উপচয়।**—শীতলতায়, বিশেষতঃ শীতল জলে প্রক্ষালনে বৃদ্ধি। **উপশম।**—সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপশম।

—*—

ল্যাকেসিস—ল্যাকেসিস।

দক্ষিণ আমেরিকাস্থ ওফিডিয়া জাতীয় এক প্রকার সর্পের বিষ। সর্পবিষ বিচূর্ণ করিয়া, অথবা গ্লিসিরিণে দ্রবীভূত করিয়া ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক অর্থাৎ ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুতে এই সর্প বিষের ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা স্নায়ু-কেন্দ্র সকল বিষাক্ত হইয়া অবসন্নতা, আক্ষেপ ও অচৈতন্য জন্মে, এবং ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে ল্যাকেসিসের ক্রিয়ার ফল স্বরূপ গল-মধ্য, স্বর-যন্ত্র, বায়ু-নলী ও হৃৎপিণ্ডের উপদাহিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই উপদাহ স্পষ্ট প্রদাহে পরিণত হয় না। অধিকন্তু এই বিষের ক্রিয়ায় রক্ত বিষ-দুষ্ট হইয়া অসম্যাসিত (বিগলিত) হইতে থাকে ও রক্ত-তন্তু বিনষ্ট হয়, এবং উহার ফল স্বরূপ কালিমা, রক্তস্রাব, শীর্ণতাজনিত প্রদাহ, ব্রণ-শোথ, কোথ, পূযাক্ত রক্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং এই সকল রোগের সহিত অথবা উহাদের ফল স্বরূপ সন্নিপাতাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

নিদ্রার পরে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধি সময়ে রজোনিবৃত্তি বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে যে প্রকার অবসন্নতা প্রকাশ পায় স্নায়ুশক্তির তাদৃশ অবসাদ; গুল্মবায়ুজনিত উপদ্রব; গলদেশের উপদাহ প্রবণতা; আভিঘাতিক কোথ (গ্যাংগ্রীণ), স্ত্রীলোকদিগের কোন কোন প্রকার বিলম্বিকা রোগ, বিশেষতঃ পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। পারদ-দোষ; স্নায়বীয় কাস; হুপিংকাস; স্বরঘ্ন; শ্বাসকাস; হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ; সন্নিপাত জ্বর; বিষমজ্বর; আক্ষেপ, পক্ষাঘাত; অপস্মার, স্নায়ু-শূল; শোথ; শারীর ব্রণ; পৃষ্ঠাঘাত, ব্রণ-শোথ; শয্যা ক্ষত; কর্কটিকা; বিসর্প; জরায়ু হইতে শো-

জ্বরেও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। ত্বক।—সাংঘাতিক বিসর্প; অবসাদ লক্ষণাপন্ন দাহিকা (কার্ব্বঙ্কেল), শিরাপ্রদাহজনিত পূযাত্মক রক্ত, হস্ত পদের দুর্গন্ধময় প্রাচীন ক্ষত; উপদাহ প্রবণ ক্ষত; ও রক্তস্রাবী ধুম্ররোগ ইত্যাদিতে এই ঔষধিব বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে। ডিম্বাশয়ের পুরাতন রোগ (দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে ল্যাকেসিস ও বাম ডিম্বাশয়ে ন্যাজা অধিক ক্রিয়া করে বলিয়া বোধ হয়)।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—দুঃখিতচিত্ততা, (অপিচ, নাইট এসি, পলস, সিপি) প্রফুল্লতা, (ক্রোক, স্টাবে) মনের জাড্যতা, (কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি, কোনা, নাইট এসি, ফস) বেদনা বশতঃ অত্যন্ত কাতরতা ও বিলাপ। চিন্তাকরিতে অপারগতা, (অধিকন্তু জেল) * বাবদূকতা।

মস্তক।—শিরঃপীড়া সহকারে শিরোঘূর্ণন। * প্রাতে জাগিবামাত্র শিরোঘূর্ণন, (ফস, নাইট-এসি), * চক্ষু বুজিলে মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী শিরোঘূর্ণন (থুজা)। মূর্দ্ধাদেশে অতীব্র বেদনা। মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, (বেল, ক্যালক, নকস, পলস, সলফ।—লঘুত্ব অনুভব, * ষ্ট্রামো।—শূন্যগর্ভত্ব অনুভব, কক, পলস) * আঘাতবৎ শিরঃপীড়া, চক্ষুর উপরিভাগে উহার অধিক তীব্রতা, (মস্তিষ্কের মধ্যভাগে আঘাতবৎ অনুভব, সিপি) বিবমিষা ও শীতানুভব সহকারে মস্তকে, প্রধানতঃ কপালে বেদনা, (পলস) *নাসামূল পর্য্যন্ত প্রসারিত শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—* ঘোর দৃষ্টি; * চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ শিখা দর্শন। চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা (মার্ক, কালী-আইয়োড, পলস, সলফ)। আলোকের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল দর্শন।

কর্ণ।—*গলা বেদনা সহকারে কাণ বেদনা। * গণ্ডাস্থি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিন্নকর বেদনা। কর্ণে কীটের ন্যায় ফরফর শব্দ।

নাসিকা।—শিরঃপীড়ার পরবর্ত্তী প্রতিশ্যায, নাসিকার আরক্ততা ও বেদনা সহ জলবৎ স্রাব। রজঃলোপ, ও সন্নিপাত জ্বরাদিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণ (আর্স)। বিসর্প জনিত প্রদাহ। (রস, বেল, গ্রাফ, হিপ) পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলের আরক্তত্তা ও উত্তাপ। মুখমণ্ডলের কণ্ডূয়ন।

মুখমধ্য।—মুখের অভ্যন্তরে গোলমরিচের ন্যায় জ্বালা। অতিশয় মুখশোষ। * জিহ্বার সম্মুখার্দ্ধ আরক্ত, মসৃণ ও চিক্কণ, (রস দ্রষ্টব্য) * জিহ্বা বাহির করিতে অতিশয় কষ্ট, জিহ্বার কম্পন, (আর্স, বেল) জিহ্বায় বিদারণ এবং বৃহৎ ও গোলাকার জিহ্বাকণ্টক, (জিহ্বায় ফোস্কা ও আহার করিবার সময় জ্বালা ও যাতনা, ন্যাট-মি, হেলি)। * হনু হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, পর্য্যায়শীল দন্তবেদনা। কথা বলিতে কষ্ট, জিহ্বার গুরুত্ব, মুখ বিকসিত করিতে পারা যায় না। জিহ্বা-প্রদাহ (* বেল, মার্ক)।

গলমধ্য।—*গলায় অবদরণ, ও কাসিয়া শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। *পিপাসা ব্যতীত গলশোষ। তালুমূলের প্রদাহ ও উহাতে পূযোৎপাদন, (হিপার দ্রষ্টব্য) গলার মধ্যে ও প্রদাহিত তালুমূলে ক্ষত। * বামদিকে আরম্ভশীল গলরোগ, (জেল, * লাইকো, পডো) দূষিত ঝিল্লিকপ্রদাহ। গলাধঃকরণে কষ্ট, তরল দ্রব্য গিলিবার সময় নাসিকা দিয়া বাহির হয়, (অধিকন্তু * বেল, মার্ক) *গলায় কোন বস্তুর স্পর্শ সহ্য হয় না, এবং কিছু স্পর্শ করাইলে শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূত হয়, (এপিস)।

আমাশায়।—তিক্তাস্বাদ, সকল দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, (ব্রাই, চায়, কলো, পলস) * আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরণ (অধিকন্তু পলস।—ভুক্তদ্রব্য অম্ল হইয়া উদ্গীরিত হয়, * ফস) আহারান্তে জলোদ্গম, (নক্স দ্রষ্টব্য) ভুক্তদ্রব্য বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) অতিসার সহকারে বমন, (আর্স, ভিরেট) পাকাশয়ে দংশনবৎ যাতনা ও আহার করিলে উহার উপশম।

উদর।—নিম্নোদরে জ্বালা, (আর্স, ফস, সিপি।—নিম্নোদরে শীতলতা অনুভব, ক্যাল্ক, ক্রিয়ো, ফস)। শূন্যতা অনুভব। মলদ্বার হইতে নাভী পর্য্যন্ত আকর্ষণ।

মল ও মলদ্বার।—পুরাতন বিলম্বিকা; মেষের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন মল, (চেল, প্লম, ব্রুটা) অবসন্নকর পুরাতন উদরাময়, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে মলস্রাব হয়। পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ। মলদ্বার হইতে অতিশয় দুর্গন্ধময় রক্ত ও পূযস্রাব। * মলদ্বার যেন ক্ষুদ্র হাতুড়িদ্বারা আঘাতিত হইতেছে এরূপ অনুভব। কাসিবার বা হাঁচিবার সময় সূচী-বেধ সহ অর্শ বলী নির্গমন।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ। মূত্রাশয়ে অনুগ্র বেদনা। বারংবার অধিক পরিমাণে ফেণিল মলিন মূত্রস্রাব। * কুঙ্কুমের (জাফ্রাণ) ন্যায় পীতবর্ণ মূত্র। মলিন ও আবিল মূত্র। মূত্রাশয়ের অভ্যন্তরে গোলার ন্যায় অনুভব,) পোকার ন্যায় অনুভব * বেল)।

জননযন্ত্র।—(স্ত্রী)।—* রজঃনিবৃত্তি কালে জরায় হইতে ঘন ঘন রক্তস্রাব, (পলস, সিপি, * যথাসময়ে অল্পকাল স্থায়ী ক্ষীণ ঋতু। * অনিয়মিত ঋতু, কথনও নির্দ্ধারিত সময়ে ঋতু উপস্থিত হয় না, * নক্স ভ, নক্সম, * সিপি) ঋতুর পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া। * জরায়ু প্রদেশে যং সামান্য চাপও সহ্য হয় না। * সূচীবেধবং বেদনা সহকারে দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, এপিস, * বেল)।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষীণস্বর সহকারে স্বরভঙ্গ। গলায় ক্ষত বশতঃ কাস। * পশ্চাৎ গ্রীবায় কোন বস্তুর স্পর্শ সহ্য হয় না, (অধিকন্তু এপিস) * গলায় যৎসামান্য চাপদিলে প্রবল ও অনেকক্ষণ স্থায়ী কাস উদ্রিক্ত হয়। * নিদ্রার পরে কাসের বৃদ্ধি, (অধিকন্তু এপিস) ফেণিল শ্লেষ্মা বিশিষ্ট রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন। কাস সহকারে বক্ষঃস্থলে চাপানুভব। * শ্বাস কষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে সূচীবেধবৎ যাতনা, নিশ্বাস গ্রহণ বা কাসিবার সময় উহা বৃদ্ধি পায়, (ব্রাই দ্রষ্টব্য) বক্ষঃস্থলে জালা, (শীতলতা, আর্স) হৃৎস্পন্দ, (ডিজি দ্রষ্টব্য) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অসমতা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে পৃষ্ঠে বেদনা। * গ্রীবা পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলে অতিশয় বেদনা। গ্রীবা স্তম্ভ, কালী কা, কস, সিপি)। কটি বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।--মণিবন্ধ সন্ধিতে বাতকণ্টকবৎ বেদনা, (* আর্ণ, জেল।—মক্ষিচূাতবৎ বেদনা, ব্রাই, রুটা।) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে হুলবেধবৎ যাতনা। ** অঙ্গুলীবেষ্টক, মার্ক * সিলি।—হিপার দ্রষ্টব্য) জানুতে হুল-বেধ। বাম জানু মচকানবৎ অনুভূত হয়। (দক্ষিণ জানু-সন্ধিতে তীব্র সূচীবেধ, ব্রাই, ক্যালক-কা) জঙ্ঘায় গলিত ক্ষত, (জঙ্ঘায় জ্বালা ও বেদনা বিশিষ্ট পুরাতন ক্ষত, * আর্স, লাইকো) দীর্ঘাস্থির ক্ষত। জঙ্ঘার ও পদের আরক্ত, নীলাভ ও বেদনা বিশিষ্ট স্ফীতত।।

দেহ।—* প্রাতঃকালে উঠিবামাত্র সর্ব্বশরীরের দুর্ব্বলতা; প্রাতে * অতিশয় শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা। হৃৎপিণ্ডের বেদনা, বিবমিষা, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, ও ভ্রমি সহ মূর্চ্ছা। কণ্টক-বেধবৎ, স্পন্দনজনক, ছিন্নকর বেদনা। (পলস)। আক্ষেপ, অপস্মার। (বেল,ক্যালক, কুপ্রম)। রোগাক্রান্ত স্থল ঈষৎ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতিশয় শয়নের ইচ্ছা, বিশেষতঃ আহারান্তে। প্রথমে বামপার্শ্বে, অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে বাতের বেদনা। প্রাতঃকালে জাগিলে শরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়। সামান্য স্পর্শও অসহ্য। * শিথিল করিয়া কাপড় পরিতে হয়, কাপড়ের সংস্পর্শ সহ্য হয় না।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, অথচ নিদ্রা হয় না। (ওপি, বেল, ক্যাম)। নিদ্রাবস্থায় সঙ্কলন। সায়াহ্নে * সজীবতা ও জাগ্রততা। প্রেম-স্বপ্ন।

জ্বর।—ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ী; বিষমগতি নাড়ী, (কালী-কা, নাট-মি, স্পিজি) দন্তে দন্তে ঘর্ষণ সহ শীত। দাহ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে হস্ত পদে দাহ, (শীতল হস্ত পদ সহকারে মুখমণ্ডলে দাহ, রুটা) *রাত্রে শীত, দিনে দাহ। বিষমজ্বর, প্রতিবৎসর বসন্তকালে জ্বর প্রকাশ পায়, অথবা শরৎকালে কুইনাইন সেবন বশতঃ অবরুদ্ধ থাকিয়া বসন্তকালে প্রকাশিত হয়। সংজ্ঞালোপ, মৃদু প্রলাপ, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নিম্ন হনুর পতন, শুষ্ক আরক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, জিহ্বার অগ্রভাগ বিদারিত ও কম্পিত; এই সকল লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর। পীতবর্ণ, শীতল, রক্তাক্ত চর্ম্ম, (অধিকন্তু লাইকো)।

চর্ম্ম।—চর্ম্মের বর্ণ নীলের আভাযুক্ত লোহিত, বা পীতবর্ণ, (চায়,

হিপার।—মলিন নীলবর্ণ, মার্ক) দূষিত ও দুর্গন্ধি স্রাব এবং স্পর্শদ্বেষবিশিষ্ট ক্ষত, স্পর্শ করিলে জ্বালাকরে, (আর্স, কার্ব্বো-ভে।—কঠিন প্রান্ত, হুলবেধ ও জ্বালাকর; উন্নত মাংস বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ এবং পাতলা দূষিত পূযস্রাবী ক্ষত, * আর্স, গ্রাফ।—দপদপ ও জ্বালাকর ক্ষত, স্পর্শ করিলে সূচীবেধবৎ যাতনা ক্রিয়া।—রক্তাক্ত দুর্গন্ধি স্রাব বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত, আর্স, কোন।—ছিন্নকর ও কণ্ডুয়নশীল বেদনা এবং স্পর্শ করিলে জ্বালা লক্ষণাপন্ন ক্ষত, লাইকো। —সহজে রক্তস্রাবী, প্রসারণ শীল ক্ষত, আর্স, মার্ক।—কর্কটিকা জনিত ক্ষত, আর্স, কোন, সলফ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও বেগুনি রঙ্গের পীড়কা বেষ্টিত দাহিকা।

উপচয়।—* নিদ্রান্তে; প্রাতে; সায়াহ্নে; আহারান্তে; অম্ল বা মদিরা সেবনে; সূর্য্যের তাপে, অনাবৃত বায়ুতে; শীতাতপের আতিশয্যে বৃদ্ধি।

উপযোগিতা।—* রজোনিবৃত্ত কালে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সচরাচর এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* নিদ্রার পরে অতিশয় অসুখ ও যাতনা। * কটিদেশে দৃঢ়বদ্ধ বস্ত্রাদি সহ্য হয় না। * বাম পার্শ্বে রোগের অধিক প্রাবল্য। (দক্ষিণ পার্শ্বে লাইকো) অমিতাচারীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, (অধিকন্তু নক্স, ওপি) পারদ ও কুইনাইন সেবনের মন্দ ফল (পলস, সলফ। * নিদ্রার পরে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, (এপিস, ক্যালক, ওপি, ভিরেট।—নিদ্রার পরে উপশম প্রাপ্তি, ক্রোট, ফস, সিপি)।

ষ্টিক্টা পলমোনেরিয়া—লঙ্গওয়ার্ট লিকেন।

ষ্টিক্টা লিকেনিস জাতীয় উদ্ভিদ। ঔষধার্থে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্বাস পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ষ্টিক্টার ক্রিয়া দর্শিয়া প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিকার।—শ্বাসপথের প্রতিশ্যায়জনিত রোগ, বহুব্যাপী প্রতিশ্যায়,

হুপশব্দ-কাস, বায়ুনলীভুজপ্রদাহ; যক্ষ্মা; শুক্লমণ্ডলপ্রদাহ; প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেল ও হিউজ বলেন যে শ্বাসনলীজ জ্বর ও বহুব্যাপী প্রতিশ্যায়, এবং তদানুষঙ্গিক কাসে এই ঔষধ উপকারী। জ্বর শূন্য তরুণ বাতে, অপিচ ডায়েফ্রামের বাতে এতদ্দ্বারা সত্বর উপশম জন্মে। ডাঃ প্রাইস জানু প্রভৃতির তরুণ বার্সাইটিস (সন্ধির স্নেহ-কোষ প্রদাহ) রোগে ষ্টিক্টার অতিশয় প্রশংসা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, ভাব সংগ্রহে অসমর্থতা। মস্তক। * কপালে ও নাসা-মূলে মৃদু ও গুরু চাপ। (একন, কালী বা, ফাইটো)। স্রাবনিঃসরণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিশ্যায়জনিত শিরঃপীড়া। চক্ষু।—অক্ষিপুটে জ্বালা, চক্ষু মুদিত বা ঘূর্ণিত করিলে অক্ষি-গোলকে বেদনা। অধিক পরিমাণ,অশ্রুস্রাব নিঃসরণ বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়জনিত শুক্লমণ্ডলপ্রদাহ। নাসিকা।—* নাসামূলে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব। (একন, কালী-বা)। নাসিকার তরুণ প্রতিশ্যায়, বহুব্যাপী প্রতিশ্যায়। (একন, মার্ক)। শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক কাস, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে কাসের বৃদ্ধি, কাসবশতঃ শয়ন করিতে অথবা নিদ্রা যাইতে পারা যায় না। স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলী কণ্ডূয়ন সম্ভূত উগ্র শুষ্ক কাস। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের অবিরত শ্রান্তিকর কাস। হুপ-শব্দ-কাসের আক্ষেপিক অবস্থা। বক্ষঃস্থলে যাতনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাহু, হস্তাঙ্গুলী, সন্ধিস্থল, উরু ও পদাঙ্গুলীতে বেদনা। দেহ।—প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপের ন্যায় শরীরের গ্লানি। (জেলস, হাইড্রষ্ট)। জঙ্ঘা যেন বায়ুতে ভাসিতেছে এরূপ অনুভব।

ষ্ট্যানম—টিন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে বিশুদ্ধ টিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মাস্তিষ্কপৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ষ্টানমের মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া

পক্ষাঘাত ও আক্ষেপ এবং স্নায়বীয় বেদনা উৎপন্ন হয়। শ্বাস-যন্ত্রেও ইহার বিশেষ ক্রিয়া জন্মিয়া অতিশয় দুর্ব্বলতা ও যক্ষ্মার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিকার।—ফুসফুসের যক্ষ্মা, ও স্নায়বাত্মিক যক্ষ্মা, বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ; রক্ত-কাস; বক্ষঃ-শোথ; বিশ্লেপী জ্বর; পক্ষাঘাত, অপস্মার; গুল্ম-বায়ু, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; কৃমিজনিত রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—টেষ্ট বলেন যে হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত টিন সেবনে অধিক পরিমাণে দীর্ঘকৃমি ও সূত্রকৃমি বিনির্গত হয়। হানিমান বলেন যে টিনদ্বারা কৃমির অচৈতন্য জন্মে এবং তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ পর্য্যন্ত এই গুণ ধারণ করে। কৃমিজ বা অন্য কারণজনিত অপস্মার ও তাণ্ডব রোগেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ডাঃ পেরেরা বলেন যে বিষমাত্রায় টিন সেবন করিলে আক্ষেপ, ও কখন কখন পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রকার স্নায়বীয় বেদনায় টিন প্রযোজিত হইয়া থাকে। গ্রস বলেন যে ষ্ট্যানমসূচক বেদনা অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় আস্তে আস্তে হ্রাস পড়ে। এই সকল লক্ষণান্বিত চক্ষুর উর্দ্ধভাগের বেদনায় ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ফলপ্রদ। অব-সাদবায়ু রোগে উদরে আক্ষেপিক বেদনা, বিচরণে সেই বেদনার উপশম, এবং অসহ্য অস্বচ্ছন্দতা লক্ষণে ষ্ট্যানম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে অল্প বয়স্ক বালকদিগের কৃমিজনিত অথবা অন্য কারণ সম্ভূত উদর-বেদনা দৃঢ়চাপে উপশমিত হইলে টিন সেবনে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। বিশ্লে-পিজ্বরে, ও যক্ষ্মার ঔষধ বলিয়াও ষ্ট্যানমের কতকটা খ্যাতি আছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে বায়ুনলী-ভুজ বা ফুসফুসের পুরাতন রোগে অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, বিশেষতঃ সেই শ্লেষ্মার ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা, এবং যৎসামান্য স্বর চালনায় অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভূত হইলে, ও তৎসংসৃষ্ট বিশ্লেপিজ্বরে এই ঔষধে উপকার দর্শে। যৎসামান্য স্বর-চালনায় অতিশয় শ্রান্তি ডাঃ গরেন্সি ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ মনে করেন। ডাঃ মেহকার বলেন যে বায়ুনলী-ভুজের প্রসারণে এতদ্দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। যক্ষ্মারোগে টিন সেবনে যখন রোগ আরোগ্য

হয় না তথনও এতদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে দুর্ব্বলকর ঘর্ম ও নিষ্ঠীবনের হ্রাস জন্মে। জরায়ু প্রভৃতি যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে স্ত্রীদিগের এই প্রকার অনুভব দূরীকরণে এই ঔষধ অমোঘ। ক্ষীণা রোগিণীদিগের জলবৎ শ্বেত-প্রদরে ট্যানম ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা জরায়ুর বন্ধনীর দৃঢ়তা জন্মে বলিয়া বোধ হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা; বিমর্ষতা ও বিলাপ-প্রবৃত্তি। (* ন্যাট-মি, পলস, ইগ্নে, রস)। বিবক্তি: কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দানে অপ্রবৃত্তি। মস্তক।—* আস্তে আস্তে আরম্ভ, ক্রমে ক্রমে চরমসীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, এবং অনন্তর ক্রমে ক্রমে হ্রাস লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় শিরঃপীড়া। কপালে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে মৃদু চাপ। মস্তকের সমগ্র উপরিভাগে ও কপালে * ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় এপ্রকার চাপ। মস্তকের সম্মুখে চাপক ও ছিন্নকর শিরঃপীড়া। শঙ্খদেশে দপদপকর শিরঃপীড়া। চক্ষু।—অশ্রু-গ্রন্থির নাড়ীব্রণের ন্যায় বাম অপাঙ্গের পূযস্রাবী স্ফীততা। বাম অপাঙ্গে অঞ্জনীর ন্যায় বেদনা। রাত্রিতে অক্ষিপুট-সংযোজন। (* ন্যা-ইবো. * সলফ, ক্যাল্ক, মার্ক, সিলি, রস)। মুখ-মণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ ও নিমগ্ন মুখমণ্ডল; রুগ্ন মুখাকৃতি। মুখ-মধ্য।—ঈষৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মার লেপে জিহ্বা আবৃত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (আর্ণ, * নাইট-এসি), হিপার, ক্রিয়োজ, আইয়োড)। গল-মধ্য।—গলায় গাঢ় আঠাবৎ ঈষৎ ধূসর বর্ণ, রক্তাক্ত শ্লেষ্মাসঞ্চয়; উহা তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলে বমনের উদ্রেক হয়। অতিশয় গল শোষ ও অবদরণ অনুভব; গিলিবার সময় উহার বৃদ্ধি। (আর্জ্জ, * হিপার)। আমাশয়।—অত্যন্ত ক্ষুধা। (* লাইকো, ব্রাই, ফির, সিনা)। আহারান্তে তিক্ত উদ্গার। (* ব্রাই, * নক্স, * পলস, সিঙ্ক)। আহারান্তে বিবমিষা, তৎপরে পিত্ত বমন। (নক্স)। রক্ত বমন। (হেমে, ওপি, নক্স, পডো)। পাকাশয়ে গুরুচাপ, ও স্পর্শে অসুখানুভব। পাকাশয়ে খল্লী। উদর।—শূন্যোদরতা অনুভব। (* ফস, * সিপি)। স্পর্শ করিলে উদরে অসুখ অনুভব। (* বেল, * হিপার, এপিস, ব্রাই)।

মল।—বিফল মলপ্রবৃত্তি। পুং-জননেন্দ্রিয়।—স্বপ্ন ব্যতীত রেতঃস্রাব। শ্বাসযন্ত্র।—* স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রে বদ্ধবতা, তৎসহ বক্ষঃস্থলে অতিশয় দুর্বলতা। (* সলফ, ফস, কার্ব্বো-ভে)। * কণ্ঠনালীতে অতিশয় শ্লেষ্মাসঞ্চয় (এণ্ট টার্ট, ইপি, ফস), অল্পমাত্র কাসিলেই সহজে শ্লেষ্মা উঠে। * ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, অধিক পরিমাণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট (সিলি), বিরক্তিকর মিষ্টাস্বাদ (ক্যাল্ক) কাস; * এই কাস সন্ধ্যাকালে শয়নের পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায় এবং কণ্ঠনালী ও বক্ষঃস্থলে অসুখ জন্মায়। (* নক্স, কষ্ট)। * সন্ধ্যাকালে, শয্যায়, দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত, স্বল্প নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট শুষ্ক কাস। * বক্ষঃস্থলের দুর্বলতা জনিত, ভগ্ন ও ক্ষীণস্বর বিশিষ্ট হ্রস্ব কাস। গল-কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট অবিরত কাস। পীতবর্ণ, বিরস (ক্যাল্ক), ধূসরাভ (* লাইকো), গাঢ় শ্লেষ্মা ও রক্তবিশিষ্ট, * হরিতাভ, প্রচুর (সিলি); দূষিত, মিষ্টাস্বাদ (ক্যাল্ক) অথবা লবণাক্ত নিষ্ঠীবন। (এম, ক্যাল্ক, কার্ব্বো ভে, ফস, সিপি)। উপরে উঠিতে (একন, এম-কা, আর্স, * ক্যালক, ক্যাষ্ট), অথবা সামান্য সঞ্চালনে শ্বাস-কষ্ট। সন্ধ্যাকালে শ্বাসকষ্ট; তজ্জন্য গাত্র বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে হয়। * বক্ষঃস্থলে অতিশয় দুর্বলতা ও শূন্যতা অনুভব। বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চনের ন্যায় যাতনা। * বক্ষঃস্থলে অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। বুকের বামপার্শ্বে তীব্র কর্ত্তনবৎ যাতনা। (* কালী-কা, ফস, সিপি)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—বাহুতে ও জঙ্ঘায় অতিশয় গুরুত্ব ও পাক্ষাঘাতিক দুর্বলতা। সন্ধ্যাকালে হস্তপদের শীতলতা। দেহ।—অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা; প্রায়ই বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয়। (*সিলি); উপরে উঠিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু নীচে নামিতে অতিশয় শ্রান্তি। উচ্চস্বরে পাড়লে বা কথা বলিলে অতিশয় অবসন্নতা। (কক)। সর্ব্বশরীরে শীত। রাত্রে ও প্রাতে প্রচুর, দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম (* সিক, * ফস); এবং তাহার দূষিত গন্ধ। (নক্স, ষ্ট্যাফ)। উপচয়।—সঞ্চলনে; আলাপনে; ও নীচে নামিতে বৃদ্ধি। উপশম।—বিচরণে, ও চিৎ হইয়া শয়নে উপশম।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ষ্টেভস-একার-প্যালমেটেড স্পার।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া রেণনকিউলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে জন্মে। ইহার বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—জনন ও মূত্রযন্ত্রে ষ্ট্যাফেসেগ্রিয়ার প্রধান ক্রিয়া দর্শে, এবং সম্মুখমস্তিষ্ক, পরিপাকপথ ও চর্ম্মেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—পারদ বা খুজ্বা অপব্যবহার-দোষ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা বা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সেবার মন্দফল; গ্রন্থি ও অস্থির পীড়া; দ্বিতীয় অবস্থাপ্রাপ্ত উপদংশ, পক্ষাঘাত, দদ্রু, পামা, বহুপাদ, আঁচিল; সন্ধি বাত; গণ্ডমালা বা শীতাদজনিত রোগ, ছিন্ন ব্রণ, শস্ত্রোপচারের পর; দন্ত শূল, গুল্মবায়ু, অবসাদ-বায়ু।

আময়িকপ্রয়োগ।—শুক্রমেহ।—মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির সন্নীপস্থ মূত্রমার্গের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রাচীন প্রদাহ জনিত উপদাহ শুক্রপ্রণালীতে প্রসারিত হইয়া যে শুক্রমেহ জন্মে তাহাতে ডাঃ হিউজ ও ডাঃ রঞ্জিন এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। দন্তশূল।—শীতল বায়ু ও শীতল পানীয় দ্রব্য সংস্পর্শে অথবা আহারান্তে বৃদ্ধি, দন্তের শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্তি ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ, এবং দন্তমূল হইতে সহজে রক্তপাত লক্ষণাপন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত জন্য দন্তশূলে এই ঔষধে সত্বর উপকার দর্শে। দন্ত-ক্ষয় লক্ষণে অন্যান্য রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিবমিষা।—টেষ্ট বলেন যে সামরিক বিবমিষ ব বমন আরম্ভের পূর্ব্বে যখন শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা জন্মে তখন এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। তিনি গর্ভাবস্থার বিবমিষায়ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াকে অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চক্ষুরোগ।—অক্ষিপুটের প্রাচীন প্রদাহে ডাঃ বার এই ঔষধের প্রশংসা করেন। অঞ্জনীর পুনরাক্রমণ নিবারণে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উপকারিতা অনেকেই স্বীকার করেন। পক্ষশাতরোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ক্ষুদ্ররোগ।—শঙ্খদেশে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও সম্মুখ কপালে চাপন, আকুঞ্চন বা ভেদনবৎ বেদনা বিশিষ্ট স্নায়বীয় শিরঃপীড়, মুখমণ্ডল ও কপালের উভয় পার্শ্বে স্নায়ু

শূল ; স্কন্ধসন্ধি ও প্রগণ্ডের স্নায়ুশূল। মূত্রাশয়ের উদ্দাহ ও শ্লেষ্মাস্রাব-রোগ ; সঙ্গমলিপ্সার উদ্রেক সহ স্বপ্নদোষ। বিচরণ বশতঃ মুষ্কবেদনা ও বেতঃরজ্জুতে আকর্ষণ অনুভব ; ধ্বজভঙ্গ ; দদ্রুজনিত পীড়কা, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পুরাতন বাতরক্ত ; ও পারদদোষ প্রভৃতিতেও ষ্টাফিসেগ্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অতিশয় ক্ষণরাগিতা, রোগী রাগ করিয়া দ্রব্যাদি ফেলিয়া বা সরাইয়া দেয়। (ক্যামো, সিনা)। সামান্য অন্যায় কথাও সহ্য হয় না। (নক্স, প্লাট)। আপনার বা পরের কৃতকর্ম্মে অতিশয় বিরাগ-প্রদর্শন, ও তাহার কুফল চিন্তা করিয়া আক্ষেপ। স্মৃতি ক্ষীণতা, বিশেষতঃ অতিশয় শুক্র প্রসেকের পর। (* সিঙ্ক, ফস-এসি)। শিরোগৌরব, হাতের উপর মাথা রাখিলে উহার উপশম। মস্তক।—কপালে যেন একটী গোলা নিবদ্ধ রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, মাথা নাড়িলেও উহা দূর হয়না। মস্তিষ্ক যেন নিপীড়িত হইতেছে কপালে এরূপ বেদনা। কপালের মধ্যভাগে কোন ক্ষুদ্র স্থানে অল্প অল্প স্পর্শহীনতা। প্রাতে কপালের বামার্দ্ধে প্রবল সূচীবেধবৎ যাতনা। মস্তকের শিখরদেশে জ্বালাকর সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা। মস্তক-পৃষ্ঠ অভ্যন্তর ও বাহিরে নিপীড়িত হইবার ন্যায় অনুভব। মস্তকের পৃষ্ঠ-ভাগে, পার্শ্বে, ও কর্ণের পশ্চাতে আর্দ্র কণ্ডূয়নশীল, দুর্গন্ধি পীড়কা। (গ্রাফ, সলফ, লাইকো, সিপি)। চক্ষু।—* চক্ষুর তারায় ও পাতায় শুষ্কতা ও চাপ। *অক্ষিপুটের প্রান্তভাগ কণ্ডূয়ন। (সিপি, সলফ)। রাত্রিকালে সংশাজনসহ অক্ষিপুটের প্রান্তের প্রদাহ। (গ্রাফ, সলফ, ক্যাল্ক, সিপি)। অঞ্জনী (পলস, লাইকো)। কর্ণ।—তালুমূলের স্ফীততাসহ, বিশেষতঃ পারদ সেবনের পর, শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা। (নাইট-এসি)। নাসিকা।—নাসারন্ধ্রের ক্ষতসহ প্রতিশ্যায়। প্রথমে গাঢ় শ্লেষ্মা, পরে পাতলা জলস্রাবী প্রতিশ্যায়। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ। বামগণ্ডে তীব্র জ্বালাকর সূচীবেধ। মুখ-মধ্য।—স্ফীততা সহকারে বা স্ফীততা ব্যতীত হনু নিম্নগ্রন্থির বেদনা। দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, বিখণ্ডিত ও

ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (মার্ক); দন্তে কৃষ্ণবর্ণ রেখা । ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ছিন্নকর বেদনা; আহারান্তে (ল্যাক) ও চর্ব্বণান্তে (এণ্ট-ক্রুড); শীতল দ্রব্য পানান্তে (ক্যাল্ক, এণ্ট-ক্রুড, সলফ), ও অনাবৃত বাতাসে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়; রাত্রিতে ও প্রাতে দন্তে স্পর্শাধিক্য । মুখে সর্ব্বদা শ্লেষ্মাসঞ্চয় । দন্ত-মূলের স্ফীততা, ক্ষত, ও সান্তবতা, স্পর্শে রক্তপাত । (মার্ক, নাইট্‌ এসি, কার্ব্বো-ভে, ফস) । দন্তমূলে মাংসাঙ্কুর ও বেদনা সংযুক্ত অর্ব্বুদ । **গল-মধ্য ।**— কথা বলিবার বা গিলিবার সময় কাস, বদ্ধবতা, ও অসুখ । হনু-নিম্ন-গ্রন্থিতে স্ফীত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা । **আমাশয় ।**— পিপাসাহীনতা । বারংবার হিক্কা । **উদর ।**—উদরে দুর্ব্বলতা অনুভব, বোধ হয় যেন উদর পড়িয়া যাইবে । উরু-সন্ধির গ্রন্থির বেদনা বিশিষ্ট স্ফীততা । (ক্যালক, আইয়োড, নাইট-এসি, এস) । উদরে স্থানে স্থানে মোচড়ানবৎ বেদনা, বাত-বোধ । **মল ও-মলদ্বার ।**—মলত্যাগের পর মলনাড়ে যাতনা । বসিয়া থাকিলে মলদ্বার কণ্ডুয়ন । কোষ্ঠবদ্ধ; স্বল্প ও কঠিন মল । অতিশয় আধ্মানসহ পাতলা মল । (এলো) । **মূত্রযন্ত্র ।**— ঘনঘন মূত্র বেগ, সূক্ষ্ম ধারায় স্বল্প মূত্র, অথবা বিন্দু বিন্দু মলিন মূত্র স্রাব । (* বেল, একন, ক্যান্থ) । প্রস্রাব করিবার সময় ও তাহার পরে মূত্র মার্গে জ্বালা । (*ক্যান্থ, * ক্যান-স্যাট, কোনা) । মূত্র-ত্যাগের পর পুনরায় মূত্র বেগ, বোধ হয় যেন মূত্রাশয় শূন্য হয় নাই, তৎসহ বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ । (একন, কষ্ট, ষ্ট্রামো) । প্রভূত জলবৎ মূত্রস্রাব । (ন্যাট-মি, ফস-এসি, সিকেল) । **জননেন্দ্রিয় ।**— (পুং) ।— বিবর্দ্ধিত মৈথুনপ্রবৃত্তি । রেতঃস্খলন, তৎপরে অতিশয় অবসন্নতা (এগার, সিক্ক, কালী-কা, ফস এসি) । বিচরণ সময়ে বাম অণ্ডে বেদনা; স্পর্শে সেই বেদনার বৃদ্ধি । লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে কোমল, আর্দ্র মাংসাঙ্কুর । নাইট-এসি, থুজা) । মৈথুনের শেষভাগে শ্বাস কৃচ্ছ্র । (স্ত্রী) ।— জননেন্দ্রিয়ে যন্ত্রণাপ্রদ স্পর্শাধিক্য । **শ্বাস-যন্ত্র ।**— প্রধানতঃ রাত্রিকালে পূযময় পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস । (সিলি, লাইকো) । কণ্ঠনালীর উপাস্থিতে কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট সূচীবেধ । **হৃৎপিণ্ড ।**— অত্যল্প সঞ্চালনে হৃৎকম্প । (মার্ক) । **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।**— গলা, গ্রীবা ও কক্ষের গ্রন্থির স্ফীততা ।

(মার্ক, ক্যালক, আইয়োড, নাইট এসি)। প্রধানতঃ রাত্রিতে ও প্রাতে কটিদেশে ভগ্ন বা মচকানবৎ বেদনা, বিশ্রামে, আসন হইতে উত্থানে, শরীর ফিরাইতে ঘুরাইতে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। (* রোড, * রস)। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—শাখায় আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর, সূচীবেধবৎ বেদনা। বসিয়া থাকিলে নিতম্বে বেদনা। **দেহ।**—সর্ব্বশরীরের বিশেষতঃ হাটিবার সময় জানুর দুর্ব্বলতা। প্রাতে শয্যায় ক্লান্তি; * অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ঘৃষ্টবৎ ব্যথিত, ও শক্তিশূন্য অনুভূত হয়। (* আর্ণ, সিঙ্কোনা)। আহারান্তে শ্রান্তি ও নিদ্রালুতা। অস্থি ও অস্থিবেষ্টের বেদনা, স্ফীততা, ও পূযোৎপত্তি। (এসাফ, হিপার, ফস এসি)। উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের সমস্ত পেশীতে স্থানে স্থানে বেদনা। বেড়াইবার সময় সমগ্র শরীরে ঘৃষ্টবৎ অনুভব, পা টানিয়া ফেলা যায় না। পচা ডিমের ন্যায়গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম। **চর্ম্ম।**—সন্ধ্যাকালে কণ্ডূয়ন; ও * কণ্ডূয়নের পর জ্বালাবিশিষ্ট দদ্রু। (আর্স, রস)। বসার ন্যায় পদার্থপূর্ণ প্রাচীন পীড়কা। **নিদ্রা।**—সারাদিন নিদ্রালুতা ও ঘন ঘন জৃম্ভণ, সারারাত্রি অনিদ্রা, ও গাত্র বেদনা। শুক্র স্খলন সহ অশ্লীল স্বপ্ন। **উপচয়।**—রাত্রিতে, প্রাতে, শরীরের তরল বিধানের অপক্ষয় বশতঃ, অতি মৈথুন নিবন্ধন, ও স্পর্শে বৃদ্ধি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—থরণ এপেল—ধুস্তুর—ধুতুরা।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম সোলেনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা আসিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় জন্মে। কুসুমিত ও ফলবন্ত বৃক্ষ কিম্বা বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্কে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত ও বিকৃত হইয়া বিবমিষা, প্রলাপ এবং বিভ্রম জন্মে। বেলেডোনা ও হাইয়োসায়েমাসের ক্রিয়ার সহিত ষ্ট্রামোনিয়মের ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে কিন্তু ষ্ট্রামোনিয়ম জনিত প্রলাপে সমধিক প্রচণ্ডতা ও উন্মাদে অধিকতর চঞ্চলতা লক্ষিত হয়। ষ্ট্রামোনিয়ম জনিত রক্তসঞ্চার হাইওসায়েমাস অপেক্ষা অধিক কিন্তু বেলেডোনা অপেক্ষা ন্যূন। এই রক্ত

সঙ্কল্প কখনই প্রলাপরূপে পরিণত হয় না। ষ্ট্রামোনিয়ম দ্বারা গলশোথ ও চর্ম্ম-শোথও জন্মে, এবং চর্ম্মে আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদের ন্যায় এক প্রকার রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। কেবল মস্তিষ্কের সহানুভূতি জনিত উপসর্গ বশতঃ শরীরের অন্যান্য অংশে ধুস্তুরের ক্রিয়া দর্শে। এইরূপে এতদ্দ্বারা কনীনিকার প্রসারণ, সর্ব্বাঙ্গীন স্পর্শশক্তির হ্রস্বতা, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বিকার, আক্ষেপিক সঞ্চালন, অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা, মূত্র নাশ প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

অধিকার।—মস্তক ও স্নায়ুমণ্ডলের পীড়ায় ইহার ক্রিয়া বেলেডোনার অনুরূপ। কিন্তু যখন মস্তকের রক্তসঞ্চয় বেলেডোনার লক্ষণ অপেক্ষা অল্প ও প্রলাপ তদপেক্ষা উগ্রতর হয় তখনই ষ্ট্রামোনিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ উন্মাদ, মদাত্যয়; জলাতঙ্ক, কামোন্মাদ, আক্ষেপ, অপস্মার; তাণ্ডব; গুল্মবায়ু, নিষ্পন্দ বায়ু, পক্ষাঘাত, ভয়জনিত আক্ষেপাদি রোগে এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উন্মাদ।—ভয়ঙ্কর প্রলাপ, কাল্পনিক মূর্ত্তিদর্শন, অতিশয় নৃত্য, গীত ও বাক্যকথন, চিৎকার, দংশন ও আঘাত। অক্ষিতারা প্রসারিত, চক্ষু প্রদীপ্ত এবং আকৃতি প্রচণ্ড। অথবা, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও গলাধঃকরণে কষ্ট বা জড়বুদ্ধিবৎ আকৃতি। এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট তরুণ উন্মাদ রোগে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী।

সূতিকোন্মাদ।—অতিশয় ক্রোধাবেশ ও অবিরত অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ লক্ষণেই এই ঔষধ অত্যন্ত উপযোগী। স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মাদেও ইহা ফলপ্রদ।

শ্বাস।—আক্ষেপিক শ্বাসকাস রোগে ধুস্তুরের ধূমপান করার ব্যবস্থা আছে। ধূম, ফুসফুসে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কখন কখন এতদ্দ্বারা শ্বাস-কৃচ্ছ্রাদি বৃদ্ধি পাইয়া অপকার জন্মে।

প্রলাপ।—প্রচণ্ডতা (* বেল, ক্যান্থ); ভয় পূর্ণতা (বেল, ভিরেট); পলায়ন-প্রবৃত্তি; শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা (বেল); অবিরত অস-

রুদ্ধ আলাপ; হাস্য (হাইয়স); ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খুঁটন (বেল, হাইয়স), সকম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা লক্ষণাপন্ন প্রলাপে ধুস্তুর ব্যবহৃত হয়।

জলাতঙ্ক (হাইড্রোফোবিয়া)।—তরল দ্রব্যে অতিশয় বিতৃষ্ণা; জল, দর্পণ, অথবা অন্য কোন উজ্জ্বল পদার্থ দেখিবা মাত্র আক্ষেপের উদ্রেক; গলদেশের আক্ষেপিক আকুঞ্চনাদি লক্ষণে জলাতঙ্করোগে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই রোগে ষ্ট্র্যামোনিয়ম বেলেডোনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—মদ্যপায়ী ও অপস্মারগ্রস্তদিগের চিত্তস্তব্ধতা (ডিমেনশিয়া); ও্‌পানাত্যয় রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ; এতদ্বারা প্রমত্ততা দূরীকৃত ও নিদ্রা আবির্ভূত হয় এবং রোগী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া জাগরিত হয়। অপস্মার ও তাণ্ডব রোগের ষ্ট্র্যামোনিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধি, কিন্তু এই সকল রোগের পুরাতন অবস্থায় ধুস্তুর সেবনের পরে জিঙ্ক বা কুপ্রম প্রভৃতি কোন একটী খনিজ ঔষধের ব্যবহার প্রায়ই আবশ্যক হয়; মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। দীর্ঘকাল ধুস্তুর ব্যবহার করিলে অস্ফুট ভাষণ ও গদগদভাষণ রোগে অতিশয় উপকার দর্শে। আক্ষেপ রোগ। **ত্বক।**—ধূমল বর্ণের পীড়কা, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠে; কশেরুক মজ্জার স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ পীড়কা। গণ্ডমালা জন্য উর্ব্বাস্থির মুণ্ডক্ষয় ও তন্নিবন্ধন উহার স্থানবিচ্যুতি (মর্কস কক্কি)।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—*আলোক প্রাপ্তি ও লোকসংসর্গের ইচ্ছা। (* বিস।—অনিচ্ছা। হাইয়োস) * অবিরত কথা বলিতে প্রবৃত্তি। (সিকিউ. ল্যাকে।—আলাপে অপ্রবৃত্তি, ডিজি, * ফস-এসি, * ভিরেট) * নানাপ্রকার অবাস্তব কল্পনা. আপনাকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়, (বোধ হয় যেন অন্য আর একজন, রোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছে, পেট্রো।—রোগী মনে করে যে সে মরিয়াছে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে, ল্যাকে। রোগীর বোধ হয় যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাচ নির্ম্মিত এবং সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে, থুজা। রোগিণী আপনাকে গর্ভবতী বা আসন্নপ্রসবা মনে করে, ভিরেট।—

রোগী মনে করে যে সে একটী অল্প বয়স্ক বালক, সিকিউ।—মস্তক বিঘূর্ণিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বোধ হয় এবং রোগী মস্তকের খণ্ডগুলি একত্র করিতে চেষ্টা করে, ব্যাপ্ট) * পলায়ন প্রবৃত্তি সহকারে বাচালতা বিশিষ্ট প্রলাপ, বেল, ওপি, রস।—প্রলাপ, অদ্ভুত কল্পনা, ও গৃহে যাইবার ইচ্ছা, * ব্রাই) অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, গান, ও হাস্য বিশিষ্ট উন্মাদ। অদম্য ক্রোধ ও দংশন-প্রবৃত্তি, (বেল দ্রষ্টব্য)।

মস্তক।—আন্দোলনজনক ভ্রমি (কালী-বা দ্রষ্টব্য) দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি এবং জ্ঞানশক্তির বিলুপ্ততা সহকারে অচৈতন্য, (হাইয়স, * ওপি) * মূর্দ্ধাদেশে স্পন্দন সহকারে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, (মস্তক ও গ্রীবার ধমনী স্পন্দন সহযোগে রক্ত-সঞ্চয়, (* বেল, হাইয়োস) মস্তকে লঘুত্ব অনুভব, (হিপার।—মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, ক্যাল্ক-কা, ন্যাট-মি ফস-এসি, রস।—অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, একন, * বেল, ব্রাই, * মার্ক।—শূন্যগর্ভতা অনুভব, ইগে, ওপি, অক্জেল এসি) * বালিশ হইতে মস্তক উত্তোলন ও পুনরায় পাতিত করন। মস্তকের আক্ষেপিক সঞ্চালন বিশিষ্ট মস্তিষ্কোদক রোগ, (আকস্মিক উচ্চ চিৎকার ও বালিশে মস্তক প্রবেশ লক্ষণাপন্ন মস্তিষ্কোদক, এপিস, হেলি, হাইয়োস।—একবাহু ও জঙ্ঘার সঞ্চালনবিশিষ্ট মস্তিষ্কোদক, এপো, * হেলি।—আক্ষেপ; অঙ্গুষ্ঠ সংকুচিত, চক্ষু নিম্নদিকে ঘূর্ণিত ও স্থির-দৃষ্টিবিশিষ্ট; অক্ষিতারা স্থির ও প্রসারিত; মুখমণ্ডল আরক্ত, হনু স্তম্ভিত; মুখ ফেনিল, ইথুসিয়া)।

চক্ষু।—* প্রসারিত অক্ষিতারা ও স্থির দৃষ্টি, (* বেল, হাইয়স, লরো, ওপি।—অক্ষিতারা সঙ্কুচিত, আর্স, সিকিউ, চেল, ফস) * প্রদীপ্ত চক্ষু। * ক্ষণস্থায়ী সম্যক দৃষ্টি বিলোপ। * উজ্জ্বল আলোক বা চাকচিক্যময় বস্তু দর্শনে আক্ষেপের উৎপত্তি। দ্বিত্বদৃষ্টি।

কর্ণ।—শ্রুতি শক্তির ক্ষীণতা।

মুখমণ্ডল।—* উত্তপ্ত, আরক্ত, ও স্ফীত মুখমণ্ডল (বেল, ওপি); প্রমত্ত চক্ষু, ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি, মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন (এগার, এন্ট-কু, পিক, ইগে), কপাল কুঞ্চন।

মুখ-গহ্বর।—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, (আর্স, সিকিউ, ভিরেট।—মিগ্রা-ক্সালীন, সিনা, পডো।—মুখে ফেণা সহকারে, * বেল, (হেল, হাইয়োস) * স্ফীত, স্তম্ভিত, শুষ্ক, কষ্টে সঞ্চালিত জিহ্বা। * গদগদ বাক্য (কষ্ট, ক্যান্স-ইণ্ড), অথবা সম্পূর্ণ বাকরোধ। (হাইয়স)। অতিশয় মুখশোষ। * জলাতঙ্ক, ও সর্ব্বপ্রকার তরল দ্রব্যে বিরক্তি, (* বেল, ক্যান্থ, * হাইয়োস) * মুখ হইতে রক্তাক্ত ফেণা নিঃসরন, (আর্স, সিকে)।

গল-মধ্য।—* আক্ষেপিক আকুঞ্চন বশতঃ গলাধঃকরণে কষ্ট, (আর্স, * বেল * হাইয়োস, লরো) * অতিশয় গলশোষ। (* নক্স ম, * পলস, এপিস, রস)।

আমাশয়।—* অতিশয় পিপাসা, (বিশেষতঃ অম্ল পানীয় দ্রব্যের)। * সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের শুষ্ক তৃণের ন্যায় স্বাদ, (-তিক্ত আস্বাদ,* ব্রাই, কলো, পলস।—লবণাক্ত আস্বাদ, কার্ব্বো-ভে, চায়না, সিপি।—লবণাক্ত খাদ্যদ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, ক্যাল্ক-কা, কার্ব্বো ভে, * সিপি।—হিপার দ্রষ্টব্য) অম্ল শ্লেষ্মা বা হরিৎ পিত্ত বমন।

উদর।—উদরে বেদনা, বোধ হয় যেন নাভী বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, (নাভী যেন অভ্যন্তরদিকে আকৃষ্ট হইতেছে * প্লম্ব)।

মল ও মূত্র।—* মল-মূত্রের অবরুদ্ধতা। কোষ্ঠবদ্ধ। ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু মূত্র পতন। (একন, কষ্ট, জেলস)। অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (* আর্স, * বেল, * ওপি, * হাইয়স, সিক)।

জননেন্দ্রিয়।—মৈথুন-প্রবৃত্তির উত্তেজনা। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ (* প্লাট, ক্যান্থ, সিক, ভিরেট)।

শ্বাস-যন্ত্র।—* ভগ্ন ও ভেকের ন্যায় স্বর, * উচ্চ, সূক্ষ্ম স্বর; অস্পষ্ট স্বর। দ্রুত, আয়াসিত প্রশ্বাস। বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন বশতঃ অতিশয় শ্বাস রোধ অনুভব (এসাফ, ইগ্নে)।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎকম্প (* বেল, * স্পিজি, সলফ, একন)। দ্রুত, পূর্ণ, প্রবল নাড়ী; কোমল, ক্ষীণ, তীব্র নাড়ী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—হস্তের ও বাহুর আক্ষেপিক সঞ্চালন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত

খুঁটন (হাইয়স)। * হস্ত পদের স্পন্দন। (বেল, হাইয়স)। * কণ্ডরার স্পন্দন (হাইয়স, কালী-আইয়োড)। * অঙ্গ-কম্প (কক, কোন, জেলস, মার্ক)।

দেহ।—* সকল প্রকার নিঃস্রব ও প্রস্রবের বিলোপ। * ভয় প্রাপ্তের ন্যায় সমস্ত শরীরের কম্প। (জেলস, ওপি)। * উজ্জল, চাকচিক্যময় বস্তু দর্শনে; জল দর্শনে বা স্পর্শে (লিশা ভ), অথবা কাহারও কথা শুনিলে, (লিক) আক্ষেপ। তাণ্ডবজনিত আক্ষেপ (এগার, একো, সিক, হাইয়স, ইগে, লরো)। * অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সমস্ত শরীরের অবিরত সঞ্চালন। পৃষ্ঠবংশে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

ত্বক।—* সমগ্র শরীরে অতিশয় আরক্ত পীড়কা। (এপিস, * এরস, * বেল, রস)।

নিদ্রা।—নাসারব সহকারে অচৈতন্যকর গাঢ় নিদ্রা, (লরো * ওপি) উন্মিলিত স্থিরচক্ষু উত্তানভাবে শয়ন, (ওপি দ্রষ্টব্য) * কুঞ্চিতদৃষ্টি সহকারে জাগরণ, যেন রোগীর প্রথম যাহাতে দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া ভয় জন্মিয়াছে, (ভীত হইয়া জাগরণ, যেন রোগী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছে, সলফ)।

জ্বর।—সমস্ত শরীরের, * বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা। শীতার ন্যায় মস্তকের উত্তপ্ততা, আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা। উত্তপ্ত, আরক্ত মুখমণ্ডল ও শীতল-পদ; প্রবল জ্বর; সমুদায় গাত্রের, * বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকের জ্বালাকর উত্তাপ (বেল)। সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম। (এণ্ট টার্ট, আস, কুপ, ডিজি, ভিরাট)।

উপচয়।—একাকী থাকিলে, অন্ধকারে, স্পর্শ করিলে, উজ্জল দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে, গিলিতে, বিশেষতঃ তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—গৃহে, আলোক ও লোকসংসর্গে, শীতল জলে উপশম।

উপযোগিতা।—বালক, এবং রক্তপ্রধান যুবক ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—অধিকাংশ রোগে বেদনাহীনতা। চৈতন্য সহকারে আক্ষেপ, (অচৈতন্য সহকারে আক্ষেপ, বেল, সিকিউ, কুপ, হাইয়োস) উজ্জ্বল আলোক দর্শনে, বা স্পর্শকরিলে আক্ষেপের পুনরুদ্রেক. (বেল) তাণ্ডবরোগ, (* কুপ, হাইয়োস।—বালিকাদিগের তাণ্ডব, বেল।—বালকদিগের তাণ্ডব, * নক্স-ভ) সমুদায় শরীরের অনম্যতা, (সিকিউ, কুপ, ওপি) * অভ্যন্তর স্নায়বীয় উপদাহ। রোগী আপনাকে অতিশয় দীর্ঘকায় মনে করে। নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, (এপি, * ল্যাক, ওপি) উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে অথবা অন্য কেহ স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি, (বেল) উজ্জ্বল আলোকে হ্রাস প্রাপ্তি, (অন্ধকারে উপশম প্রাপ্তি, কোনা, হস, স্যাঙ্গ)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বেদনানিবারক, মাদক, ও আক্ষেপ নিবারক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে। ধুতুরা বেলেডোনার অনুরূপ। শ্বাস, উন্মাদ, ধনুষ্টঙ্কার, অপস্মারাদিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা।—পত্রের চূর্ণ ১ হইতে ৩ গ্রেণ, অরিষ্টের মাত্রা ১০ হইতে ২০ মিনিম। ধুস্তুর দ্বারা বিষাক্ত হইলে লেবুর রস, সির্কা, তামাক, বস্তি-ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

সলফার—সলফর-ব্রিম-ষ্টোন-গন্ধক।

ঊর্দ্ধপাতিত গন্ধক পরিস্রুত জলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিচূর্ণ এবং সুরাবীর্য্য সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়. অরিষ্টে শতকরা প্রায় একাংশ গন্ধক থাকে।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলেই গন্ধকের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দ্বারা শিরার কৈশিকামণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া ও সমগ্র পরিপোষণযন্ত্রে প্রগাঢ়রূপে ইহার প্রভাব প্রকাশ পাইয়া মানবদেহের সর্ব্বত্র এই ঔষধের ক্রিয়া প্রবিষ্ট হয়। যদিও কি প্রকারে গন্ধক এই সকল বিধানবিকার ও ক্রিয়াবিকার জন্মায় তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না কিন্তু এতদ্দ্বারা যে চর্ম্মপীড়কা সংযুক্ত এক প্রকার বিশেষ ও পুরাতন ধাতু-দোষ উৎপন্ন হয় তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। গন্ধকের প্রধান স্থানিক ক্রিয়া চর্ম্মে জন্মে এবং তজ্জন্য অপচ্যমান পচ্যমান, স্রাবপূর্ণ ও দদ্রুবৎ নানা প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয়। কণ্ডূর

(পাঁচড়া) সহিত গন্ধকের পীড়কার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অপর, লসিকা-গ্রন্থিমণ্ডলে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ চক্ষু, বায়ুবাহীনলের শাখা, মূত্র-মার্গও সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে; যকৃৎদ্বারের শিরায়, বিশেষতঃ অর্শ-স্রোতে গন্ধকের ক্রিয়া জন্মে।

অধিকার।—চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ; শারীরিক ধাতুবিকৃতি অর্থাৎ গণ্ডমালাদি জনিত রোগ, পীড়কাজনক রোগে উদ্ভেদ অনুৎপাদন বা বিলোপ বশতঃ উপসর্গ, চর্ম্মরোগের সহিত পর্য্যায়শীল অন্যান্য রোগ, কোন নির্দ্দিষ্ট পীড়া ব্যতীত বালকবালিকা ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের অসুস্থতা, বিশেষতঃ তৎসহযোগে পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠরোধ ও দুর্গন্ধি মলস্রাবী অতিসার, পারদাদি ধাতুপদার্থ অপব্যবহার জনিত রোগ। আমবাত।

(১) পুরাতন রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভে, (২) চিকিৎসাকালে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ, (৩) সুপ্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল না দর্শিলে, স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত করিয়া শরীরে ঔষধের গুণগ্রাহিতা জন্মাইবার নিমিত্ত, (৪) এবং কোন যন্ত্রের তরুণ রোগের পরে গন্ধক বিশেষ উপযোগী। কোন যন্ত্রের তরুণ পীড়ান্তে যখন উহা শৈরিক রক্তে পূর্ণ থাকে এবং ধামনিক রক্তের সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা জন্মে না তখন সলফার ব্যবহার করিলে সেই রোগ সম্যকরূপে আরোগ্য হয়। বদ্ধ-মূল পুরাতন রোগে এই ঔষধি অত্যন্ত উপকারী, কখন বা প্রধান ঔষধ স্বরূপ, কখন বা অন্যান্য ঔষধের সহকারী স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধক স্বয়ং প্রায় কোন রোগ আরোগ্য করিতে পারেনা। সপ্তাহ বা পক্ষাধিক কাল ইহা ব্যবহার করিলে রোগের উপশম প্রাপ্তি স্থগিত হয় এবং অন্য কোন ঔষধি প্রয়োগ না করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে না।

হানিমানের মত এই যে পুরাতন রোগের অষ্টমাংশ ধাতুগত উপদংশবিষ ও মাষকবিষ (সিফিলিস ও সাইকোসিস) এবং অবশিষ্ট কচ্ছু বিষ (সোরা) বশতঃ উৎপন্ন হয়। সামান্য কচ্ছু (পাঁচড়া) হইতে এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বহুবিধ পুরাতন রোগ উৎপন্ন করে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কচ্ছু, কীটজ ব্যাধি—বাহ্য রোগ। ইহার প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গীন ধাতু বিকার

জন্মিয়া অসংখ্য প্রাচীন রোগ সমুৎপন্ন হওয়া সম্ভব কি? হানিমানের সময় কণ্ডু-কীট বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিলনা সুতরাং তিনি ও তাঁহার তৎকালীন শিষ্যবর্গ "সোরা" মতসম্বন্ধে কতকটা ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন। বাস্তবিক "সোরা" যে সম্পূর্ণ অসত্য এমন নহে। কারণ, অনেক চর্ম্মরোগ আভ্যন্তরিক ধাতু-দোষের বাহ্য বিকাশ মাত্র। আবার বাহ্য প্রয়োগাদি দ্বারা সহসা চর্ম্মরোগ বিলীন হইলে সমীপবর্ত্তী আভ্যন্তরিক যন্ত্রে যে অনেক সময় রোগ উৎপন্ন হয় তাহাও নিশ্চিত। অতএব "সোরা" কে কেবল কণ্ডু-বিষ না বলিয়া চর্ম্মরোগজ বিষ বলিয়া অবশ্যই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সলফার এই ধাতুগত সোরা বিষের প্রধান ঔষধ। এবং যে সকল পুরাতন রোগ চর্ম্ম রোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় অথবা চর্ম্মরোগের বিলোপ বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহাতে বিশেষ উপকারী। ফলতঃ চর্ম্মরোগ প্রবণ ধাতুতে এই ঔষধের বিলক্ষণ অধিকার।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্কোদক।—যে সকল জননীর এই রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে তাহাদিগকে গর্ভাবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে সলফ ৬, ও ক্যাল্‌ক ফস ৬, প্রতি দিন সেবন করাইলে ভাবী সন্তান মস্তিষ্কোদক রোগে আক্রান্ত হয় না।

অভিষ্যন্দ।—বৃক্ষমণ্ডলের স্বল্পপ্রদাহ ও আলোকাতঙ্ক সংযুক্ত গণ্ডমালাজনিত চক্ষুপ্রদাহে, কনীনিকার চতুর্দ্দিকে আরক্ত চক্র স্পষ্ট প্রকাশিত থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী। তরুণ ও পুরাতন প্রতিশ্যায়জনিত অভিষ্যন্দে চক্ষুতে যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছে এরূপ তীব্র বেদনা ও জল সংলগ্নে বৃদ্ধি লক্ষণে এই ঔষধ বিলক্ষণ ফলপ্রদ। অন্যান্য গভীর চক্ষুরোগেও ইহার ব্যবহার আছে। নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহেয়।

অঞ্জনী।—প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা সলফার সেবন করিলে অঞ্জনীর পুনরাক্রমণ নিবারিত হয়।

প্রতিশ্যায়।—অঙ্গাবসাদ, ক্লান্তি ও মস্তকের জড়তা সহ প্রতিশ্যায়, রোমান্তীরোগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিশ্যায়, হাঁচি, নাসা বেদনা, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃ

স্থলের আকৃষ্টতা ও নাসারন্ধ্র হইতে তীব্র শ্লেষ্মাস্রাব সহকারে পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগের তরুণ আক্রমণ।

ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ।—বক্ষঃস্থলের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা নিবৃত্ত হইবার পরে গন্ধক সেবনে এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একোনাইটের পরে ব্যবস্থেয়।

ফুসফুস প্রদাহ।—প্রাচীন রোগে ও তরুণ প্রদাহের শেষাবস্থায় এই ঔষধি প্রযোজ্য। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদিগের প্রাচীন রক্ত-কাস ও ফুসফুসের প্রাচীন প্রদাহেও ইহা উপযোগী। নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় উচ্চক্রম সলফার ব্যবস্থেয়।

শ্বাস।—গন্ধক-উৎসের জলপানে কৃত্রিম শ্বাসরোগ জন্মে, বাতরক্ত, চর্ম্মরোগ, অথবা ধাতুবিকৃতি সংক্রান্ত পুরাতন শ্বাসকাসে গন্ধক বিশেষ ফলপ্রদ; অন্যান্য ঔষধ সেবনে যখন সম্পূর্ণ উপকার দর্শেনা তখনও ইহার ব্যবহার হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন শ্বাসকাসে গন্ধক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অনেক সময় অধিক উপকারী। কচ্ছুরোগের বিলোপ জনিত শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

কাস।—দুর্নিবার শুষ্ককাস, ও তৎসহযোগে বক্ষঃস্থলে আকৃষ্টতা এবং বমন চেষ্টা, শ্লেষ্মাস্রাবী কাস, দিবাভাগে ঈষৎ শুভ্র বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, এবং রাত্রিতে শিরঃপীড়া ও রক্ত নিষ্ঠীবন সংযুক্ত শুষ্ক কাস। বাত, বাতরক্ত, বা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহে ডাঃ মেহকার সলফারের প্রশংসা করেন।

হুপশব্দক কাস।—রোগের হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় যখন শ্লেষ্মার নির্যাসবৎ প্রকৃতি ও স্বচ্ছতা দূরীকৃত হয় তখন সলফার ব্যবহার্য্য।

দন্তশূল।—অনাবৃত বায়ুতে বা বায়ুপ্রবাহ জন্য দন্তশূল; দন্ত দীর্ঘ বোধ হয়; বেদনা প্রধানতঃ বামপার্শ্ব আক্রমণ করে, আহারের সময় দন্ত শীতল বোধ হয়।

অতিসার।—পুরাতন অতিসারে প্রধানতঃ অতিপ্রত্যুষে আকস্মিক মলবেগ লক্ষণে এই ঔষধ আরোগ্যকর। ডাঃ বেল বলেন যে পুরাতন মল-

[illegible] এই প্রকার অভিলাষ হয়ে থাকে সুতরাং ইহাতে সলফার প্রয়োগে উপকার হয়।

[illegible]।—রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে, বিশেষতঃ ধাতুগত দোষ বা অর্শরোগ থাকিলে [illegible] ব্যবস্থেয়। হানিমান শ্রান্তিকর কুন্থন ও রাত্রিকালে বিবর্দ্ধন লক্ষণে [illegible] রক্তামাশয়ে ইহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন।

কোষ্ঠরোধ।—প্রাচীন কোষ্ঠরোধ রোগের সহিত বাগাধান, অর্শ ও চর্ম্মপীড়াদি থাকিলে প্রতিদিন এক বা দুই বিন্দু উগ্র অরিষ্ট ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসাকালীন রোগী বিরে-[illegible] সেবনের আবশ্যকতা মনে করিলে রাত্রিতে এক একমাত্রা সলফার মূল অরিষ্ট দেওয়া যাইতে পারে।

অর্শ।—সরলান্ত্রে গন্ধকের বিশেষ প্রভাব প্রকাশ পায়। অতএব সকল প্রকার অর্শ রোগেই গন্ধক অত্যন্ত উপকারক। কিন্তু গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রাচীন অর্শে কোষ্ঠরোধ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্ম মল নিঃসরণ লক্ষণেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মলদ্বারে জ্বালা ও বিফল মলবেগ সহ উদরে [illegible]ধিক্য জন্য অর্শে নক্স সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। মলদ্বারের জ্বালা ও [illegible]য়নে সলফার অতিশয় ফলপ্রদ।

মূত্ররক্ত।—অর্শসংযুক্ত মূত্ররক্তে নক্স ভমিকা সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে সলফার ব্যবহৃত হয়।

রক্তগাত্রী (রজসাধিক্য)।—গণ্ডমালা ও চর্ম্মরোগগ্রস্তা স্ত্রীদিগের কৃষ্ণবর্ণ, খণ্ড খণ্ড বা আঠাবৎ প্রচুর রজঃস্রাব।

কন্দ।—গণ্ডমালাগ্রস্তাদিগের প্রাচীন কন্দরোগ। কন্দ সহকারে [illegible] ও অর্শ বিদ্যমান থাকিলে সলফার সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে নক্স-ভমিকা ব্যবহার্য্য।

জলস্ফোটক।—প্রাচীন স্ফোটক, অতিশয় পূযক্ষরণ, পূর্ব্বাহ্নে [illegible] ও [illegible] এবং অপরাহ্নে মুখমণ্ডলের আরক্ততা।

আমবাত ও বাতরক্ত।—সলফারের বিষক্রিয়াবশতঃ বাতের ন্যায়

[illegible] থাকে। অতএব [illegible], শিরায়, অথবা তেজের [illegible] বেদনা এবং ব্যথিত অঙ্গের চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত [illegible] বাতরক্ত ও আমবাত; সন্ধি ও পেশীতে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা; [illegible] বেদনা, এই বেদনা বশতঃ রোগী প্রত্যুষে অস্থির হয়, কিন্তু [illegible] আর নিদ্রা যাইতে পারে না। কুব্জ বাত। কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ বা [illegible] রক্তপ্রধান রোগীদিগের কটিবাত ও গৃধ্রসী রোগে সলফার ব্যবহৃত হয়। [illegible] সলফারের নিম্নক্রমই উপযোগী। ডাঃ রসেল বলেন যে পুরাতন [illegible] তিনি প্রায়ই চিকিৎসার প্রারম্ভে কোন আকারে সলফার ব্যবহার [illegible] এবং কখন কখন মাসাবধি কেবল এই ঔষধই সেবন করান। ডাঃ [illegible] শৈরিক রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের পুরাতন কটিবাত ও গৃধ্রসী রোগে [illegible] অতিশয় উপকারিতা উল্লেখ করেন। কটিবাতাদিতে সলফারের [illegible] প্রয়োগেরও বিধি আছে। হেম্পেল বলেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে একোনাইটের যেরূপ ক্রিয়া দর্শে, প্রধান প্রধান শিরায় সলফার সেইরূপ ক্রিয়া [illegible] অর্থাৎ তাহাদের রক্তাধিক্য বিদূরিত করিয়া দেয়। অতএব চর্ম্মরোগাদিতে সলফারের স্থানিক ক্রিয়া সম্বন্ধে এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মসূরিকা।—বসন্ত রোগের গতির বৈষম্য জন্মিলে; [illegible] বিলীন হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে; স্বচ্ছ ও পীতবর্ণ পীড়কার পরিবর্ত্তে হরিৎ, ধূমল বা কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবস্থেয়। [illegible] কণ্ডূয়ন নিবারণ ও পরিণাম ফল প্রতিষেধার্থ এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী।

উপদংশ।—উপদংশের সকল অবস্থায়ই অন্তর্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ সলফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনবগাঢ় ও শূকরের বসার ন্যায় নিম্নভাগ বিশিষ্ট ক্ষতে; এবং রোগ উৎকট আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা জন্মিলে, কিম্বা অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠিলে ইহা উপকারী।

গণ্ডমালা।—রুগ্ন চর্ম্ম, চক্ষু প্রদাহ, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্র [illegible] বা কর্ণস্রাব; কক্ষগ্রন্থি, তালুমূল, নাসিকা ও ওষ্ঠের স্ফীততা; [illegible] ও অন্যান্য সন্ধির স্ফীততা; অসম্যক পরিপোষণ; অম্লশূল, শ্লেষ্মাস্রাব [illegible] এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

সূত্র সূত্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ু মণ্ডল।—বিলুপ্ত চর্মরোগ জন্য স্নায়ুশূল, পুরাতন শিরঃপীড়া, কম্পনযুক্ত দুর্ব্বলতা ও সন্ধির কাঠিন্য ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে পৃষ্ঠবংশে উত্তাপ অনুভব। বিকৃত ধাতু ব্যক্তিদিগের স্বপ্নে বাক-রোধ (মুখচাপা), ও তৎসহ হৃৎকম্প। উদ্ভেদ বা আস্রাব লোপবশতঃ অপস্মার, প্রাচীন অপস্মার। বিরাম-শীল স্নায়ুশূল, এই স্নায়ুশূলের বেদনা মধ্য রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, প্রাতে একেবারেই থাকে না, কিন্তু মধ্যাহ্নে পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়। (উগ্র অবিষ্ট)। ম্যালেরিয়াজনিত ধাতু-বিকৃতি ও মন্দজ্বর। মস্তক।—রক্তসঞ্চয়, শিরোঘূর্ণন, বেদনা ও পূর্ণতা সহকারে পুরাতন শিরঃপীড়া। অর্শস্রাব অবরোধ বশতঃ মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় ও শিরোঘূর্ণন। রক্তসঞ্চয়জনিত পুরাতন শিরঃপীড়া। শৈরিক রক্তাধিক্য ও তৎসংক্রান্ত রোগ। পুরাতন মস্তিষ্কোদক রোগ। চক্ষু।—অক্ষি-পুটের শুষ্ক চিপিটিকা। রুগ্নব্যক্তিদিগের কণ্ডূয়ন ও তীব্র বেদনা বিশিষ্ট অক্ষিপুটের পুরাতন ক্ষত। কর্ণ।—কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ও চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট ক্ষত। কর্ণনাদ, কর্ণের আর্দ্রতা ও মুহুর্মুহু কর্ণ কণ্ডূয়নসহ আংশিক বধিরতা। কর্ণস্রাব বা কর্ণপীড়কা লোপ বশতঃ বধিরতা। মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডলে পীড়কা—মুখদূষিকা (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-প্রয়োগ)। তরুণ নাসাপ্রদাহ। ঘ্রাণ বৈলক্ষণ্য ও স্ফীততা সহ নাসিকার বিসর্পাকার পুরাতন প্রদাহ। রক্তসঞ্চলন যন্ত্র।—গণ্ডমালা বা গুল্মবায়ুগ্রস্ত কিম্বা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের হৃৎকম্প সংযুক্ত হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক উপদাহিতা। অর্শস্রাব অবরোধ বশতঃ হৃদকম্প। শ্বাসযন্ত্র।—পীড়কা বা অর্শস্রাব বিলোপ জন্য বক্ষোলক্ষণ; বেদনা, অস্থির সূচীবেধ, গুরুত্ব ও চাপ সহকারে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা ও আকুলতা; রুক্ষ বা খরস্পর্শ রুগ্ন ত্বক অথবা কণ্ডূয়নযুক্ত জলপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের গণ্ডমালাজনিত ক্ষয়রোগ; অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় ও পূযসংযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। দুর্গন্ধি নিষ্ঠীবন সহ বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ; মৃদু রক্তোৎকাশ। পাকস্থলীকযন্ত্র।—মুখ প্রান্তে ও ওষ্ঠাধরে ক্ষত, স্ফীততা ও বিদারণ। অধরদেশে কিণ। বেদনাযুক্ত জিহ্বাস্ফীতি। গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের

হৃদদাহ, পাকাশয়ে ভারবোধ, আহারান্তে ক্লান্তি এবং প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য রোগের অন্যান্য লক্ষণ। গুল্মবায়ুজনিত দুর্দম্যবমন (উচ্চক্রমের ঔষধ); অর্শের আনুষঙ্গিক বা অর্শশূন্য কোষ্ঠবদ্ধ (নক্সভমিকাও ব্যবহার্য্য); অতি কঠিন, মলিন মল, কুন্থন সহকারে বিনির্গত হয় এবং কখন কখন রক্ত মিশ্রিত থাকে। গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের অথবা মাধ্যান্ত্রিকগ্রন্থির বিবর্দ্ধন বশতঃ দুর্গন্ধময় জলবৎ অতিসার এবং তৎসহযোগে দুর্গন্ধ মরুৎ নিঃসরণ ও পর্য্যায়-ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ। মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডূয়নসহ রুগ্ন বালকদিগের কৃমিরোগ। গুহ্যদ্বারে বেদনা, অবদরণ ও রসস্রাব। যকৃতের পুরাতন রক্ত-সঞ্চয়। **মূত্র-যন্ত্র**।—গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের দিবাভাগে বারংবার মূত্রপ্রবৃত্তি ও রাত্রি-কালে শয্যায় প্রস্রাবত্যাগ (ডাঃ জার ও হিউজ অতিশয় প্রশংসা করেন), (ফিরম সহ তুলনা করুন)। **জননেন্দ্রিয়**।—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও স্ফীততা সংযুক্ত দুর্ব্বলতা। পিচ্ছিল ও পীতাভ প্রদর। গর্ভস্রাব, স্তনক্ষত, এবং স্তন ও স্তনাগ্র বেদনার স্বাভাবিক প্রবণতা। **ত্বক**।—কচ্ছু, মুখদূষিকা, মণ্ডলাকার ইন্দ্রবিদ্ধ (দদ্রুবিশেষ), এবং দদ্রু (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ); অভিনব গাত্র-কণ্ডূ; অহিপুতন, ও রুগ্ন বালকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন পীড়কা; জ্বালা, কণ্ডূয়ন ও উপত্বক পরিস্ফুটন সহ প্রগণ্ড ও জঙ্ঘাদি বিবিধ অঙ্গের বিসর্পাকার পুরাতন চর্ম্ম প্রদাহ; পুনঃ পুনঃ আক্রামণশীল স্ফোটক ও অঙ্গুলীবেষ্টক (আঙ্গুল-হাড়া); জ্বালা, কণ্ডূয়ন ও পূতিগন্ধময় পূযস্রাব যুক্ত, গণ্ডমালা বা শিরাপ্রসারণ জনিত প্রাচীন ক্ষত; প্রদাহপ্রবণ কদর (করণ) ও মাষক (ওয়ার্ট); মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের জ্বালা সহকারে পদের তুষারবৎ শীতলতা। চর্ম্মরোগ বা উদ্ভেদ বিলোপের পরবর্ত্তী শোথ।

বিশেষ প্রকৃতি।—পূর্ব্বে যাহাদের পীড়কা ও ক্ষত প্রভৃতি রোগ থাকে তাহাদের পীড়ায়, গণ্ডমালাজাত পীড়ায় এবং মলিন মুখমণ্ডল, শিথিল পেশী, শীর্ণ ও দীর্ঘকেশ ও আর্দ্র ত্বক বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায় সলফার বিশেষ উপযোগী। যে সকল রোগের লক্ষণ রাত্রিতে এবং আর্দ্র ও পরিবর্ত্তন

শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি পায় তাহাতেও এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। চর্ম্মরোগে সলফার ব্যবহারের প্রধান লক্ষণ যথা—জ্বালা বিশিষ্ট কণ্ডূয়ন, এই কণ্ডূয়ন উষ্ণতা, ও মৃদু ঘর্ষণে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বল পূর্ব্বক ঘর্ষণ অথবা কণ্ডূয়ন করিলে কিয়ৎকাল উপশমিত থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অপ্রফুল্লতা, বিলাপশীলতা, (পলস দ্রষ্টব্য) ভালরূপে চিন্তা করিতে অক্ষমতা, (হেল, * লবো, স্পিজি) কথা বলিবার সময় শব্দের অপপ্রয়োগ, (গ্রাফ) অতিশয় বিস্মৃতি (ক্রোক, ক্যান্থ, থুজা)। * ক্ষণরাগিতা, বিরক্ত চিত্ততা, বিবাদশীলতা (ব্রাই, ক্যাম, নক্স)। * সন্ধ্যাকালে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা (ক্যাল্ক, মার্ক, রস)।

মস্তক।—বসিবার সময় শিরোঘূর্ণন, (উঠিবার সময় শিরোঘূর্ণন, ব্রাই, * পলস) কপালে গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব, (ক্যাল্ক-কা, ন্যাট-মি, ফস-এসি, রস।—মস্তকে গর্ত্তবৎ অনুভব, কোরাল, ইগ্নে, ওপি, অক্স-এসি) *ব্রহ্মরন্ধ্রে অবিরত উত্তাপ, (গ্রাফ, ন্যাট-মি।—শীতলতা, সিপি, * ভিরেট।—মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে শীতলতা, ক্যাল্ক-কা।—মস্তকের পশ্চাৎদিকে শীতলতা, ডল, ফস) কপালপ্রান্তে চাপ ও মস্তিকে আকৃষ্টতা অনুভব, মূর্দ্ধাদেশে চাপানুভব এলো, ক্যাক্ট, ক্যান-স্যাট, কালী-বা।—মস্তকের পশ্চাৎদিকে চাপানুভব, বিস) * আঘাতবৎ শিরঃপীড়া, প্রাতঃকালে, সঞ্চালনে, মস্তক অবনত করিলে ও অনাবৃত বায়ুতে উহার বৃদ্ধি। পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়া। শিশুদিগের ব্রহ্মরন্ধ্রের দীর্ঘকাল অসংযোজন, (* ক্যাল-কা, মার্ক, * সিলি) শুষ্ক শির-দদ্রু, (রস দ্রষ্টব্য)। * অতিশয় কেশ পতন। * অত্যন্ত মস্তক ঘূর্ণন।

চক্ষু।—চক্ষুজ্বালা, (আর্স, বেল, কষ্ট, ফস।—চক্ষুর পাতার শীতলতা, কোনা, ক্যালী-কা, লাইক) চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে ক্ষত, (* ইউফ্রে, মার্ক, ন্যাট-মিউ) কনীনিকায় দাগ বা ক্ষত, ল্যাক, মার্ক, সিস) * চক্ষে সূর্য্যের আলোক সহ্য হয় না, (* বেল, কোন, ইগ্নে, পলস) চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালচিহ্ন দৃষ্ট হয়, (কালী-কা, মার্ক, পেট।—কীটের ঝাঁকের ন্যায়

দেখায়, কষ্ট)। গৃহে চক্ষুর শুষ্কতা, অনাবৃত বায়ুতে অশ্রুস্রাব (থলদ)। * চক্ষুতে জ্বালা ও বালুকাকণার ন্যায় অনুভব (* কষ্ট, আর্স, হিপার, পুল্সা)।

কর্ণ।—* বধিরতা ও তৎসহকারে কর্ণে শব্দ ও কণ্ডূয়ন। *কর্ণে ফর্ ফর্ বা ঘড় ঘড় শব্দ, (চায়না দেখুন) কর্ণে যেন জল রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব, (কর্ণ হইতে বায়ুনিঃসরণ, চেল, ষ্টান)। বাম কর্ণে সূচী বেধ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (বেল, * ফস, দেখুন) ঘ্রাণাভাব, (কষ্ট, হিপ, ফস, সিপি, সিলি।—ঘ্রাণাধিক্য, বেল, কলচ, * লাইক) নাসিকায় শুষ্ক ক্ষত বা চিপিটিকা, (সিপি) নাসিকার উপর জীনের ন্যায় দদ্রু। * নাসারন্ধ্রে ক্ষতের ন্যায় জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। নাসিকার শ্লেষ্মার পুরাতন সর্দ্দির ন্যায় দুর্গন্ধ। * বারংবার হাঁচি সহ প্রবল তরল সর্দ্দি।

মুখ-মণ্ডল।—* মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও জ্বালা। * মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও যাতনাজ্ঞাপকতা। ওষ্ঠের স্ফীততা। * নিম্নহনুর গ্রন্থির স্ফীততা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।

মুখ-মধ্য।—শুষ্ক ও জ্বালা বিশিষ্ট ওষ্ঠ। * দপদপকর বেদনাবিশিষ্ট দন্তমূলের স্ফীততা, (দন্তমূলের ক্ষত, লাইক, * মার্ক, ষ্ট্যাফ।—দন্তমূল হইতে সহজে রক্তস্রাব, আর্স, * মার্ক, নাইট-এসি, ফস।—দন্তমূলে মাংসাঙ্কুর * ষ্টাফ) রক্তবর্ণ অগ্র ও প্রান্ত বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ জিহ্বা। * অতিশয় পিপাসা সহ মুখ, জিহ্বা ও তালুর শুষ্কতা (আর্স)। মুখে রক্তাক্ত (নাইট-এসি), বা লবণাক্ত (এণ্টি-ক্রু. মার্ক-করো, ফস) * লালা-সঞ্চয়।

গল-মধ্য।—* গলমধ্যে পিণ্ডের ন্যায় চাপ অনুভব, (গ্রাফ, *হিপ ইগ্নে, ল্যাকে, নক্স ভ।—গিলিবার সময় গলার মধ্যে যেন কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, হিপার, নাইট এসি।—গলকোষের মধ্যে যেন তপ্ত লৌহগোলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব, ফাইটো) গলার মধ্যে যেন চুল রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব, (আর্স, কালী বা)। * গিলিবার সময় গলায় সূচীবেধ (আর্স, হিপার)।

আমাশয়।—* প্রাতঃকালে মুখে পচা আস্বাদ, (পলস দেখুন) তিক্ত (ব্রাই, সিক্ক, নক্স, পলস), লেহের ন্যায়, দুর্গন্ধময়; ঈষৎ মিষ্ট (মার্ক, প্লম্বম, আর্স, ব্রাই); ধাতব (কক, মার্ক) আস্বাদ। একেবারে ক্ষুধার অভাব, (* চায়না, হিপ, * মার্ক, পলস, পলস, * রস।—অতিক্ষুধা, ব্রাই, নকস, পেট, * ভিরেট) আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় লবণাক্ত বোধ হয়, (কার্ব্বো-ভে, চায়না, সিপি।—যথোপযুক্ত লবণাক্ত বোধ হয় না, আর্স, থুজা) দুগ্ধ সহ্য হয় না, (* পলস, সিপি) * অম্ল উদ্গার, এবং পাকাশয়ে অতিশয় অম্লতা, (ক্যাম, কোন, নাইট-এসি, নকস-ভ। আহারান্তে তিক্ত উদ্গার, বেল, চায়, নকস) * অত্যন্ত ক্ষুধা, বারবার খাইতে হয়। *সম্পূর্ণ ক্ষুধাভাব (সিক্ক, প্লম্বম, আর্স, এলম)। * প্রাতে বিবমিষা (নকস, পলস ক্যাল্ক), আহারের পূর্ব্বে ও মলত্যাগকালে বিবমিষা। * অল্পমাত্র আহারে পূর্ণতানুভব (লাইক, সিক্ক)। পাকাশয় প্রদেশে চাপ দিলে অতিশয় বেদনা (ব্রাই, লেকে, * মার্ক, * নক্স-ভ) * পাকাশয়ে কোন গুরু বস্তুর চাপের ন্যায় চাপানুভব, (আর্স, ব্রাই, * নক্স-ভ, সিপি) পাকাশয়ে জ্বালা, (* আর্স দ্রষ্টব্য)।

উদর।—* উদরের স্ফীততা (কার্ব্বো-ভে, গ্রাফ, হিপার, সিক্ক। * নাভীর নিকটে বেদনা ও অপান নিঃসরণে উহার উপশম (কলোস, কার্ব্বো)। * অন্ত্র-কূজন (এলো, লাইকো, এগার, সিক্ক)। * উদরের নিম্ন দিকে, মলদ্বারের অভিমুখে প্রচাপন। পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহ। * নিম্নোদরে বেদনানুভব, বোধ হয় যেন উহার অভ্যন্তরে ক্ষত হইয়াছে, (* বেল, নক্স) নিম্ন উদরে জীবিত প্রাণীর সঞ্চালনের ন্যায় অনুভব, (ক্রোক, *থ্যারে, থুজা)।

মল ও মলদ্বার।—বারংবার অনর্থক মলপ্রবৃত্তি সহকারে কোষ্ঠবদ্ধ, কোষ্ঠবদ্ধ, (* লাইকো, * নক্স) শক্ত, গ্রন্থিল, অপ্রচুর মল, (এলম, গ্রাফ, ম্যাইয়ো, সিপি) * প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতেই বেদনাশূন্য অতিসার, (* রুমেক্স।—প্রত্যূষে বেদনা বিশিষ্ট অতিসার, * এলো। পডো দ্রষ্টব্য) জলবৎ; হরিদ্বর্ণ আমময়; অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, পরিবর্ত্তনশীল

অতিসার। মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা। মলত্যাগের পরে কুন্থন। * সূত্রকৃমি বা দীর্ঘকৃমি, সংযুক্ত মল, (সিনা, ইগ্নে, মার্ক, স্পিজি) মলত্যাগ কালে সরলান্ত্র নির্গমন। * রসস্রাবী বা রক্তস্রাবী অর্শ। * মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে জ্বালা; মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা। * সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে সূচীবেধ ও তুরতুর। * সরলান্ত্র ও মলদ্বারে অতিশয় কণ্ডূয়ন (সিপি, নক্স, কোন, ন্যাট্ কা)। * রাত্রিতে প্রবল কুন্থন ও উদর বেদনা বিশিষ্ট রক্তামাশয় (মার্ক, নকস)।

মূত্রযন্ত্র।—* বারংবার মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রিকালে; সময়ে সময়ে পরিষ্কার, সময়ে সময়ে গাঢ় অধঃপতিত পদার্থ মিশ্রিত মূত্র, (বারংবার জলের ন্যায় পরিষ্কার মূত্রস্রাব, * ক্যামো, হাইয়োস, ইগ্নে, পলস) অতিশয় দুর্গন্ধি মূত্র, (নাইট-এসি দ্রষ্টব্য) * প্রস্রাব করিবার সময় বা অন্য সময় মূত্র-মার্গে জ্বালা, (ক্যান্থ দ্রষ্টব্য) * মূত্র-মার্গে কণ্ডূয়ন।

জননযন্ত্র।—(পুং) অজ্ঞাতসারে শুক্রস্রাব। পুরুষাঙ্গের শীতলতা; * সঙ্গমশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা (এগ্নস, বার্ব্বি, ক্যাল্ক)। * বিবর্দ্ধিত সঙ্গম শক্তি (ফস)। * লিঙ্গমুণ্ডে কণ্ডূয়ন (মেজ)। অণ্ডকোষের শিথিলতা। পুরুষাঙ্গের চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। অণ্ডকোষের আর্দ্রতা। লিঙ্গ-মুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডের আবরকচর্ম্মে স্ফীত প্রান্তবিশিষ্ট গভীর ক্ষত, (মার্ক দ্রষ্টব্য) লিঙ্গে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। নাভীর নিম্নদেশে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন, (গ্রাফ, ক্রিয়ো, * সিপি) (স্ত্রী) * অপত্য পথে জ্বালা, (ক্যাল্ক, লাইকো, থুজা। — যাতনা ও অবদরণ, কালী-বা।—সূচীবেধ অনুভব, কোন, ফস) নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, অল্প কালস্থায়ী অতি অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব, (কোন, * ডল্ক, ফস, * পলস) প্রথম রজঃপ্রকাশে বিলম্ব ও কষ্ট, (* পলস দ্রষ্টব্য) * গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ, তীব্র রজঃস্রাব। * জ্বালাকর যন্ত্রণাপ্রদ শ্বেতপ্রদর।

শ্বাস-যন্ত্র।—* গভীর কর্কশ স্বর—স্বরভঙ্গ, (বেল, ব্যাপ, মার্ক, ফস) বক্ষঃস্থলে অসুখ ও চাপ অনুভব সহকারে তরল কাস; কথাবলিলে কাস উদ্রিক্ত হয়, (ড্রোস, কালী বা, পলস) * ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, পূযময় মিষ্টাস্বাদ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (* ষ্ট্যান।—ধূসরবর্ণ লবণাক্ত নিষ্ঠীবন, * লাইকো,

ফস, সিপি) * ফুসফুসে অতিশয় শ্লেষ্মার ঘড ঘড শব্দ ; প্রাতঃকালে কাসের বৃদ্ধি।' * সন্ধ্যাকালে বা রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগিলে শুষ্ক কাস (কোন. হাইয়স. পলস)। বক্ষঃস্থলে ভার বোধ, (ক্রিযো, ল্যাকে, লাইকো. * নক্স ম।—লঘুতা অনুভব, ষ্ট্যান) বক্ষঃস্থলে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত সূচীবেধ, (কালী-কা. মার্ক, সিলি।—দক্ষিণ বক্ষে, বাহুমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত সূচীবেধ. বেল, সিপি। -দক্ষিণ অংস-ফলকাস্থির নিম্নে অবিরত বেদনা. * চেলি)

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—ব্যাকুলিত ও পরিলক্ষ্যমান হৃৎস্পন্দ. (স্পাজি দ্রষ্টব্য) হৃৎপিণ্ড বৃহত্তর অনুভূত হয়। পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত নাড়ী।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাস্তম্ভ বাহুমূলে আকর্ষণী বেদনা (জ্বালা, আর্স, লাইকো।—শীতলতা—এম মি) কশেরুকার বক্রতা, (সিলি দ্রষ্টব্য) এক কশেরুকা অপর কশেরুকার উপর দিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছে এপ্রকার অনুভব। * কটিদেশে প্রবল ঘৃষ্টবৎ বেদনা (কুপ)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—* বাহু ও হস্তে ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ অনুভব। হস্ত কম্পন (এগার, ল্যাক, ফস, ষ্ট্র্যামো) নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাতের ন্যায় গুরুত্ব অনুভব, (বেল, মার্ক, নক্স, বস) জানুসন্ধির নিম্নদিগের অনম্যতা, । * ব্রাই, গ্রাফ, লেড, সিপি।—উরুদেশের অনম্যতা, একন, * বস, ষ্টাফ) * পদতলে দাহ, (ফস-এসি, পলস, * সিপি) অঙ্গুলীবেষ্টক। * কক্ষতলে অতিশয় দুর্গন্ধিময় ঘর্ম। * হস্তের তালুকায় অত্যন্ত জ্বালা (ল্যাকে)।

দেহ।—* অত্যন্ত শীতলতা (আর্স, ফস, ন্যাট মি, ফির)। * অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কম্পন (সিঙ্ক), ক্লান্তি ও অবসন্নতা। সোজা হইয়া হাটিতে পারা যায় না। সহজে সর্দ্দি লাগে, অনাবৃত বায়ু সহ্য হয় না।

নিদ্রা।—* দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে অনিদ্রা. (লাইকো মার্ক) * নিদ্রাবস্থায় উচ্চ স্বরে কথা বলা, (বেল, ন্যাট মি, সিপি।—নিদ্রাবস্থায় গান করা. বেল, ক্রোক, ফস এসি) নিদ্রাবস্থায় অঙ্গোৎক্ষেপ ও অঙ্গস্পন্দ।

জ্বর।—শীতাবস্থার পূর্ব্বেও পিপাসা, (সাইমেকস, হউপ-পার।-কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা. ক্যাল্ক-কা, ক্যাপ, কার্ব্বো ভে, * ইগ্নে।—জ্বর কালীন পিপাসার অভাব, * পলস, সিপি) * সন্ধ্যাকালে শীত, তৎপরে দাহ

ও প্রচুর ঘর্ম্ম, আর্স, বেল, * রস) পূর্ব্বাহ্ণ দশটা হইতে অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত অল্প অল্প শীত। * বারংবার উত্তাপাবেশ, (লাইকো, * সিপি, পলস্‌) নিদ্রা হইতে জাগিবার পরে প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণ ঘর্ম্ম।

চর্ম্ম।— রুক্ষ, খর-স্পর্শ, শল্কযুক্ত চর্ম্ম। অসুস্থ চর্ম্ম, সামান্য সামান্য উপঘাতে পূয উৎপন্ন হয়, (ক্যাল্ক, গ্রাফ, * হিপার, সিলি) * অতিশয় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট গাত্র-কণ্ডু, নখ ঘর্ষণের পর জ্বালা, (ক্রোটি-টি, * মার্ক, রস, ষ্টাফি) * পূযপূর্ণ পীড়কা, (আঠাবৎ রসস্রাবী পীড়কা, * গ্রাফ।—জলবৎ রসস্রাবী পীড়কা, ক্যাল্ক, ডলক) অতিশয় কণ্ডূয়নশীল শুষ্ক দদ্রু, ক্যাল্ক-কা, কালী-কা, ফস।—রসস্রাবী দদ্রু, ক্রিয়ো, * লিডম, কালী-কা, মার্ক) চর্ম্মের, বিশেষতঃ বলিবিশিষ্ট স্থানের অবদরণ, (ক্যাম, * গ্রাফ, লাইকো, মার্ক) * বিবর্দ্ধিত মাংস বিশিষ্ট প্রাচীন ক্ষত, (গ্রাফ, স্যাঙ্গু, * সিলি।—সহজে রক্তস্রাবী, অগ্নিবৎ জ্বালাবিশিষ্ট ক্ষত, * আর্স, কার্ব্বো, ক্রিয়ো, হিপার।— ল্যাকে দ্রষ্টব্য।

উপচয়।— সন্ধ্যাকালে, অথবা দুই প্রহর রাত্রির পরে; শয্যার উত্তাপে, * বিশ্রামকালে, দণ্ডায়মান সময়ে; স্পর্শে, প্রক্ষালনে বা স্নানে; ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি।

উপশম।— * সঞ্চালনে, ও * বিচরণে উপশম।

উপযোগিতা।— ক্ষীণদেহ, অবনত স্কন্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।— * ক্ষীণদেহ, ও অবনতভাবে বিচরণ। কথা বলিলে ক্লান্তি অনুভব ও বেদনার উদ্রেক। * সর্ব্বাঙ্গে বারংবার আক্ষেপিক উৎক্ষেপ, (সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দন অনুভব, ফস, পলস) * আক্ষেপের পরে সুখানুভব। * পূর্ব্বাহ্ণে একাদশ ঘটিকার সময় অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, তখন কিছু আহার করার প্রয়োজন। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি, (সন্ধ্যাকালে উপশম প্রাপ্তি, আর্ণ) দুই প্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি (রস দ্রষ্টব্য) বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, (কোনা, লাইকো, * রস, সিপি)। * মস্তক শিখরে উত্তাপ; রাত্রে বার বার জাগরণ; প্রাতে অতিশয় ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা অনুভব; পায়ের অতিশয় শীতলতা, কখন কখন রাত্রে শয্যায় পা জ্বালা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—পিত্ত নিঃসারক, মৃদু বিরেচক ও পরিবর্ত্তক। চর্ম্মরোগ, ক্ষয়, আমবাত ও প্লীহাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। পারদ সহ যোগে ইহা প্রায় সকল প্রকার রোগেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায়,—পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক ও কফনিঃসারক; অধিক মাত্রায়, বিরেচক। অল্প মাত্রায় কিছু দিন সেবন করিলে চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, প্রাচীন আমবাত, সর্ব্বাঙ্গীন উপদংশ ও পারদ দোষে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ৩০ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্যন্ত পরিবর্ত্তক; ৬০ গ্রেণ হইতে ॥০ আউন্স পর্য্যন্ত বিরেচক।

সার্জ্জা।—স্মাইল্যাক্স—সার্সাপেরিলা।

সার্সাপেরিলা সিমিলেসিয়ি জাতীয় উদ্ভিদ।

এই লতা মধ্য আমেরিকায় জন্মে। ইহার দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, নলাকার মূল হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্তে সার্জ্জার প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন চর্ম্মে দদ্রু ও অন্যান্য পীড়কা উৎপন্ন হয়। অপর মূত্রযন্ত্রেও ইহার সমধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—মূত্ররোগ, শ্বাস, চর্ম্মোপরি পীড়কা; পুরাতন বাতরক্ত ও আমবাত; পামা; লিঙ্গাবরক চর্ম্মে দদ্রু, শিশুদিগের মুখ পীড়কা, শীতপিত্ত, ইন্দ্রলুপ্ত।

আময়িকপ্রয়োগ—মূত্ররেণু।—সার্জ্জার ক্রিয়া বশতঃ মূত্রযন্ত্রে অতিশয় উপদাহ জন্মে। মূত্রে সিকতা রেণু ও শিলা-রেণুর যাতনা নিবারণে ডাঃ হেরিং এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন। বালকদিগের এই রোগ জন্মিলে কিম্বা মূত্র-রেণুর সহিত মন্দাগ্নি, আমবাত বা বাতরক্ত বর্ত্তমান থাকিলে সার্জ্জা বিশেষ ফলপ্রদ। বাত।—আর্দ্রতা বা নিঃস্রবরোধ জন্য স্বল্প ও রেণুযুক্ত মূত্রসহকারে আমবাত ও বাতরক্ত সম্ভূত বেদনা। প্রমেহ জনিত বাতরোগে ডাঃ গরেন্সি মূত্রত্যাগ শেষ হইবার সময় অত্যন্ত বেদনা

(বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের) ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ মনে করেন। **শ্বাস।**—বাতরক্ত ও মূত্ররেণু সহ শ্বাস কাস। **চর্ম্মরোগ।**—উপদংশ জনিত নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—শির-গৌরব। মস্তকের বামপার্শ্বে চাপন ও সূচীবেধবৎ বেদনা। **চক্ষু।**—চক্ষে বেদনা। কুজ্ঝটিকাবৎ ঝাপসা দৃষ্টি। (কষ্ট, কস, র‍্যানন, সলফ)। **মুখমণ্ডল:**—মুখমণ্ডলে পীড়কা (ভায়োলা-ট্রি)। হনুর পেশীর ও সন্ধির অনম্যতা। **পরিপাকযন্ত্র।**—প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত আস্বাদ। আহারান্তে তিক্ত উদ্গার। শূন্যোদরতা অনুভব সহকারে অন্ত্র-কূজন। কষ্টে নিঃসারিত মল। **শ্বাসযন্ত্র।**—বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক যাতনা। **ঊর্দ্ধশাখা।**—বাহু, হস্ত ও অঙ্গুলীর সন্ধিতে সূচী-বেধবৎ বেদনা। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ক্ষতবৎ অনুভব। **অধঃশাখা।**—ঊরুদেশে শ্রান্তি। ঊরু, জানু ও জঙ্ঘায় সূচীবেধবৎ যাতনা। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রের উগ্রতা বশতঃ শুক্রক্ষরণ, নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব সহ মুহুর্মুহুঃ মূত্র প্রবৃত্তি, মূত্রমার্গে কর্ত্তন ও দাহনবৎ বেদনা; মূত্রবেগ বোধ করিলে অতিশয় যন্ত্রণা; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের; শ্লেষ্মা বা পূযময় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ বা আরক্ত মূত্র। দিবসে ও রাত্রিতে অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব (এপিস, এপোসাইন, ভার্ব্বাস)। মূত্রে ক্ষুদ্র প্রস্তর বা প্রস্তর রেণু। কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় আবিল মূত্র। মূত্রত্যাগের শেষে তীব্রবেদনা। **ত্বক।**—কুঞ্চিত ও লোহিত চর্ম্ম; সন্ধ্যাকালে ও শয়ন করিলে শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, নখ ঘর্ষণে উহা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র কণ্ডূ বা পীড়কা কণ্ডূয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। ওষ্ঠ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, কর্ণ ও মস্তকে শুষ্ক, সশল্ক, চিপিটিকাযুক্ত পীড়কা, গোমসূরিকাদানের (গোবীজে টীকা) পরবর্ত্তী উদ্ভেদ, পামা, স্ফোটক; পুরাতন ক্ষত, করোটীর স্পর্শাসিকা; ইন্দ্রলুপ্ত;

নিম্নাবরক চর্ম্মে ; ভগাধরে এবং উরুদেশের অভ্যন্তরদিকে শুষ্ক পীড়কা। শরীরের প্রায় সর্ব্বস্থানে দদ্রু। রস-স্রাবহীন, আরক্ত, ও উত্তাপ লাগিলে কণ্ডুয়নশীল পীড়কা। জ্বর।—বারবার কম্প। সন্ধ্যাকালে উত্তাপ ; ও কপালে ঘর্ম্ম। উপযোগিতা।—পারদ অপপ্রয়োগে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক, বলকারক স্বেদজনক ও কচিৎ মূত্রকারক। পুরাতন উপদংশ জনিত রোগ, পুরাতন আমবাত ও পুরাতন চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। তরল একষ্ট্রাক্ট সার্জ্জার মাত্রা ।৷০ হইতে ২ াম।

সিকিউটা ভিরোসা—ওয়াটার হেমলক।

সিকিউটা অম্বেলিফেরি জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—সিকিউটা মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় উপদাহক। এতদ্দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার, অপস্মার ও অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার সহিত নক্সভমিকার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে নক্সভমিকার ক্রিয়ায় চৈতন্যের কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না, সিকিউটার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক স্তম্ভিত হইয়া সম্পূর্ণ অচৈতন্য জন্মে।

অধিকার।—আক্ষেপ, অপস্মার ; তাণ্ডব ; গুল্মবায়ু, উন্মাদ ; তিমির, মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহ, মস্তিষ্কের সংঘাত জনিত, ও উদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ রোগ।

আময়িকপ্রয়োগ।—হানিমান বলেন যে তিনি এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ছোচান সংশ্লিষ্ট চর্ম্মদল আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ কর্নার্ড এতদ্দ্বারা পুরুষদিগের হনুদেশস্থ পামা আরোগ্য করিয়াছেন। টেষ্ট বলেন পীড়কা বিলোপবশতঃ মাস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় পীড়ায় সিকিউটা উপযোগী। আক্ষেপিক হিক্কায় ও বমন চেষ্টায় এই ঔষধি ফলপ্রদ, ডাঃ হিউজ এক ব্যক্তির এই প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী দুর্দ্দম্য রোগ এতদ্দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন।

বিসূচিকা রোগের হিক্কা সিকিউটা সেবনে উপশমিত হয়। সিকিউটা দ্বারা বিষাক্ত জন্তুদিগের মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুতে রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয় এবং আক্ষেপ ও তৎপরে পক্ষাঘাত জন্মিয়া তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। অতএব অনেক চিকিৎসক মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহে (এপিডেমিক) ইহা বিশেষ উপযোগী মনে করেন। ডাঃ বেকার বর্টেভিয়ায় এই প্রকার ষাইট জন রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজনও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলনা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিলাপ ও চিৎকার (ভিরাট্)। চিত্তনাশ, সঙ্গীত ও নৃত্য (হাইঅস, ষ্ট্রামো)। সন্তুষ্ট, সুখী ও শান্ত প্রকৃতি। মানসিক নিশ্চেষ্টতা (হাইয়স ওপি)। **মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন। মস্তকস্পন্দন। মস্তকের পশ্চাৎদিকে তীব্র শিরঃপীড়া। সংঘাত বশতঃ আক্ষেপাদি মস্তিষ্কমূলক রোগ (কুপ্রম)। **চক্ষু।**—* চক্ষুর তারা প্রসারিত ও জ্ঞানশূন্য (বেল, হাইঅস, ষ্ট্রামো)। কনীনিকা প্রথমতঃ সঙ্কুচিত, পরে প্রসারিত। দৃষ্টবস্তু দুইটীর ন্যায় দেখায় (অর, বেল, ক্যাইটো, ষ্ট্রামো)। দৃষ্টবস্তু একবার নিকটবর্ত্তী একবার দূরবর্ত্তী দেখায়। **কর্ণ।**—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা। **মুখমণ্ডল।**—আরক্ত, পাণ্ডুর, মৃতবৎ মুখাকৃতি। (আর্স, ভিরেট)। ভয়ঙ্কর বা হাস্য জনক মুখভঙ্গি (কুপ্রম)। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ (এগার, ইগ্নে, নক্স)। **মুখ-মধ্য।**—হনুস্তম্ভ (ইগ্নে, হাইঅস, লরো, নকস) দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (আর্স, হেলি, ইগ্নে, সিনা, পডো)। জিহ্বার স্ফীততা, জিহ্বার প্রান্তে শুভ্র, বেদনাবিশিষ্ট, জ্বালাকর ক্ষত। মুখে ফেণা (কক, কুপ, লরো)। **গল-মধ্য।**—গিলিতে অসমর্থতা, গলশোষ। **আমাশয়।**—অতিশয় পিপাসা (এক, ব্রাই, ক্যাম)। প্রবল হিক্কা (সিকেল, নকস, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। আমাশয়ে জ্বালা (আস, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ)। আমাশয়-গহ্বরে স্ফীতত। ও দপদপ। আক্ষেপ সহ বমন। **উদর।**—অন্ত্র-কূজন। উদরের স্ফীততা ও বেদনা। **মল।**—বার বার তরল মলস্রাব। **মূত্র।**—অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (আর্স, হাইয়স, বেল, ওপি, ষ্ট্রামো)। অধিক পরিমাণে

মূত্রস্রাব অথবা একেবারেই মূত্রাভাব : শ্বাসযন্ত্র।—যাতনা, শ্বাসকষ্ট, এই শ্বাসকষ্ট বক্ষঃস্থলের পেশীর আক্ষেপ বশতঃও উৎপন্ন হইতে পারে (কুপ)। পৃষ্ঠ।—*পৃষ্ঠের ধনুর ন্যায় পশ্চাৎ দিকে বক্রতা (নকস, ওপি)। কোকিল চঞ্চু অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—*অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক বিকৃতি (পিনা)। বাহু ও জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা। সর্ব্বাঙ্গে কম্পন। * বাহু ও অঙ্গুলীতে অনৈচ্ছিক স্পন্দন ও উৎক্ষেপ। দেহ।—পেশীর আক্ষেপ (এগার). হিক্কা ; চিৎকার ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা ; হনুস্তম্ভ, অচৈতন্য, ও অঙ্গবিকৃতি সহ অপস্মারের আক্রমণ। (বেল)। সামান্য স্পর্শে, বা উচ্চ কথায় আক্ষেপের পুনঃ প্রকাশ। প্রধানতঃ রাত্রিতে ঘর্ম্ম, উদরে ঘর্ম্ম। নিদ্রা।—ঘর্ম্মাক্ত শরীরে বারবার জাগরণ। পূর্ব্বদিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বপ্ন। চর্ম্ম।—* মুখমণ্ডলে, ও হাতে মটরের ন্যায় উন্নত পীড়কা. উহাতে স্পর্শে জ্বালা ; এই সকল পীড়কা শেষে মিলিত হইয়া যায় (এণ্ট-টার্ট, ক্রোটটিগ)। জ্বালাকর পচ্যমান পীড়কা।

সিকেলি করণিউটম—আর্গট অভ রাই।

রাই নামক শস্য কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে উহার সদ্য সংগৃহীত আর্গট (বিকৃত শস্য) হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই ঔষধি ককেসস পর্ব্বতের নিকটস্থ মরুভূমিতে ও ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয়স্নায়ুমণ্ডলে সিকেলির প্রবল ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ স্নায়ুবিধ্বস্ত হইয়া আক্ষেপ ও বক্র বিকৃত হইয়া কোথ (গ্যাংগ্রিণ) জন্মে অর্থাৎ পেশীর বর্ণরেখাবর্জ্জিত তন্তুর উপর সিকেলির ক্রিয়া বশতঃ ধমনীর আবরণ অবিরত সঙ্কুচিত হওয়াতে ধমনীর আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী রক্তস্রোতের ন্যূনতা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের রক্ত স্বল্পতা (এনিমিয়া) জন্মিয়া সিকেলির বিষক্রিয়া জনিত আক্ষেপও উৎপন্ন হইতে পারে। পেশীতন্তুর উপর এইরূপ ক্রিয়া দর্শে বলিয়াই এতদ্বারা গুরুগর্ভ আকুঞ্চিত ও তন্মধ্যস্থ ভ্রূণাদি পদার্থ নিঃসারিত হইয়া থাকে।

অধিকার।—গর্ভাশয়ের রোগ, বিশেষতঃ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট রজোশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র; গর্ভস্রাব, গর্ভাবস্থায় প্রসব বেদনাবৎ মুহুর্মুহু আস্রাব রহিত বেদনা; আক্ষেপিক প্রসব বেদনা; অবসন্নকর অবিরাম প্রসবান্তিক বেদনা; কন্দ, জরায়ু-প্রদাহ; পচনশীল রোগ।

সিকেলির ক্রিয়াসম্বন্ধে ডাঃ হেল বলেন যে:—১। যে গর্ভাশয় গর্ভ ধারণ করে নাই অর্থাৎ যাহা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিকশিত হয় নাই তাহাতে সিকেলির কোন প্রকার আরোগ্যকর ক্রিয়া দর্শে না। কিন্তু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক কারণে জরায়ুর পেশী-সূত্র বিবর্দ্ধিত হইলে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ২। সিকেলির মুখ্যক্রিয়া দ্বারা সুস্থ জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় জন্মে এবং তন্নিবন্ধন উহার পেশী-তন্তু ও স্নায়ু সকল উপদাহিত হইয়া অতিশয় বিস্তীর্ণ হয়। নিম্নোক্ত রোগে সিকেলি বিশেষ প্রয়োজনীয় যথা—যাহারা পূর্ব্বে সুস্থকায় ছিল এবং যাহাদের প্রকৃতি উগ্র ও শিথিল তাহাদের গর্ভাশয়ের তীব্র ও তরুণ উপদাহ। থাকিয়া থাকিয়া উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ সংযত রক্তস্রাব ও তৎসহ অনুগ্র, স্বল্পবিরাম অথবা আক্ষেপিক, নিঃসারণবৎ, বিরামশীল বেদনা। নাড়ী কঠিন ও দ্রুত; মস্তকে বেদনা ও পূর্ণতা অনুভব। জরায়ু স্বাভাবিক আকৃতি অপেক্ষা বৃহত্তর, উহার নিদানতন্তু বিবর্দ্ধিত, কিন্তু শিথিল কিম্বা কোমল নহে। ৩। সিকেলির গৌণক্রিয়া বশতঃ গর্ভাশয়ের শৈরিক রক্তসঞ্চয়, শৈরিক রক্তস্রাব, দুর্ব্বলতা বা রক্তহীনতা এবং উহার ক্রিয়া-শক্তি বাহিনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রক্তস্রাব।—শারীরিক বসদোষ বশতঃ বিকৃত-ধাতু, দুর্ব্বল স্ত্রীদিগের শোণিতস্রাবেই ইহা বিশেষ উপকারক। সর্ব্বাঙ্গ শীতল সত্বেও রোগিণীর উত্তাপ অনুভব এবং বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা, ঈষৎ জ্বরসূচক নাড়ী; কৃষ্ণ বর্ণ, অবিরাম, কচিৎ সংযত কখন বা দুর্গন্ধময় স্বল্পমাত্র সঞ্চালনে বর্দ্ধনশীল শৈরিক রক্তস্রাব এই ঔষধি জ্ঞাপক। অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীতল ঘর্ম্ম, ও চর্ম্মের নীলবর্ণ সহকারে জ্বরাদি রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেও ইহা উপকারী।

কোথ (গ্যাংগ্রিণ)।—সিকেলির বিষক্রিয়া বশতঃ কোথ জন্মে। অতএব বৃদ্ধবয়সের কোথ রোগে ইহা উপযোগী। ডাঃ জোসেট এই প্রকার একজন রোগীকে সিকেলি সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

আক্ষেপ।—বিসূচিকায় ধমনীর আকুঞ্চন বশতঃ আক্ষেপ জন্মে অতএব ওলাউঠার খল্লীতে সিকেলি ব্যবহৃত হয়। ডাঃ রসেল স্ত্রীলোকের খল্লীতে ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। (কুপ্রম দ্রষ্টব্য।) জরায়ুর আক্ষেপ, পেশীর উৎক্ষেপও ইহা উপযোগী।

বমন।—দুর্গন্ধময় উদ্গার সংযুক্ত পুরাতন অম্ল শ্লেষ্মা বমন।

অসৃগ্দর (অতিরজঃ)।—দুর্গন্ধময়, খণ্ড খণ্ড, মলিন রক্তস্রাব, ঘন ঘন প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তির অভাব, ক্ষীণতা, এবং গাত্র ও হস্ত পদের শীতলতা লক্ষণে ইহার উচ্চ ও মধ্যক্রম উপযোগী।

রজঃকৃচ্ছ্র।—বলপূর্ব্বক নিঃসারণবৎ বেদনা, তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকার মলিন রক্তস্রাব; মূত্রাশয় বা অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতল ঘর্ম, ও ক্ষীণ নাড়ী। কখন কখন স্রাবনিঃসরণ ব্যতীত দারুণ বেদনা; এই সকল লক্ষণে বাধক বেদনায় সিকেলি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

গর্ভস্রাব।—প্রসব বেদনাবৎ দারুণ বেদনা, স্রাব নিঃসরণাভাব, অথবা অধিক পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; গর্ভধারণের পূর্ব্বে রজঃকষ্ট, এই সকল লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধি প্রয়োজ্য। ডাঃ ড্যানিয়েল বলেন যে আশঙ্কিত গর্ভস্রাবে রক্তনিঃসরণ হইতে থাকিলে তিনি এলোপ্যাথি মতে প্রস্তুত আর্গটের অরিষ্ট ১০ বিন্দু মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া রক্তস্রাব ও গর্ভপাত নিবারণ করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে ঘন ঘন প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা, ও স্রাবাভাব লক্ষণে গর্ভের শেষভাগে অর্থাৎ জরায়ুর পেশীতন্তু অধিক পরিমাণে বিকসিত হইলে হোমিওপ্যাথিমতে সিকেলি গর্ভস্রাব নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রসব বেদনা।—অতিশয় ক্ষীণ বেদনা, বোধ হয় যেন ক্রমশঃ বে

দনা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গীন বা জরায়ুর অবসন্নতা বশতঃ বেদনা পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিলে উচ্চক্রমে (৩০) এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। (কলোফাইলম দ্রষ্টব্য)।

প্রসবান্তিক বেদনা।—অবিরত বলপূর্ব্বক বহির্গমনবৎ বেদনা। অবিরাম বেদনা (নিম্নক্রম অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিক ফলপ্রদ)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

জরায়ু প্রদাহে পচনলক্ষণে বাব ও কাফকা সিকেলি ব্যবহার করিতে বলেন। তিনমাস গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোক অধিক মাত্রায় আর্গট সেবন করাতে ভগাধর পর্য্যন্ত জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িয়াছিল, অতএব কন্দরোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। জরায়ুর কর্কটেও এই ঔষধ বেদনা উপশমকর। অতিশয় দুর্গন্ধময় মলিন প্রসবান্তিক স্রাবে, ও মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতেও ইহার ব্যবহার আছে। রক্তস্বল্পতা জনিত পৃষ্ঠবংশের উপদাহে সিকেলি উপকারী। বিষাদজনিত অবসাদেও ইহা উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনের অৰ্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা (বেল, ওপি)। ইন্দ্রিয় সকলের অপ্রখরতা। মৃদু বা প্রবল প্রলাপ (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। * অতিশয় উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভয় (একন, আর্স)।

মস্তক।—হতবুদ্ধিতা, ভ্রমি। মস্তকের গুরুত্ব ও জঙ্ঘায় ঝিন ঝিন।

চক্ষু।—* নিমগ্ন, ও নীলবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত চক্ষু (ফস, সিঙ্ক, সলফ)। * চক্ষু স্থির, একদৃষ্টি বিশিষ্ট ও প্রমত্ত দেখায় (ক্যাম্ফ, বেল, হাইয়স ষ্ট্রামো)। দৃষ্টি ঝাপসা হয়। সাধারণতঃ কনীনিকা প্রসারিত থাকে (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)।

কর্ণ।—কর্ণে গর্জ্জন শব্দ, ও অতিশয় শ্রুতিক্ষীণতা (ক্যাল্ক, মার্ক, ফস-এসি, সলফ)।

নাসিকা।—* নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (এক, বেল, ব্রাই, হেমে)।

মুখ-মণ্ডল।—* পাণ্ডুর, নিমগ্ন, মৃতবৎ মুখাকৃতি (আর্স, ক্যাম্ফ, ভিরেট)। ঈষৎ নীলবর্ণ বা মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ ওষ্ঠ।

মুখ-মধ্য।—পরিচ্ছন্ন, অথবা শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বা (এণ্ট-কু, ব্রাই, নক্স, পলস)। অতিশয় দুর্গন্ধময় শ্বাস (আর্ণ, মার্ক, নাইট-এসি, হিপার, আইয়োড)। জিহ্বার পক্ষাঘাতের ন্যায় অস্পষ্ট ও ক্ষীণ বাক্য (জেলস, হাইওস, ষ্ট্রামো, কষ্ট)।

গল-মধ্য।—গল-শোষ (আর্স, নক্স ম, পলস, এপিস)।

আমাশয়।—* অত্যন্ত ক্ষুধা (লাইকো, ব্রাই, ফিব, সিনা, আইওড)। * দুর্নিবার প্রবল পিপাসা (আর্স, ব্রাই, রস, সলফ)। বিবমিষা, ও বমন প্রবৃত্তি (এণ্ট-টার্ট, ইপি)। পিত্তবমন (ব্রাই, নক্স, আইরিস, পডো, শ্লেষ্মাবমন, মলিন কপিশবর্ণ, কফিচুর্ণের ন্যায় তরল পদার্থ বমন (কোন)। আমাশয় হইতে রক্তস্রাব (হেমে, ফস)। পাকাশয়ে যাতনা ও অস্বচ্ছন্দতা এবং স্পর্শে অনুভবাধিক্য। গুরু বস্তুর ভারের ন্যায় আমাশয়ে প্রবল চাপ (ব্রাই, নক্স, আর্স, পলস)। আমাশয়ে জ্বালা (আর্স, ক্যাম্ফ, আইরিস, স্যাঙ্গ, ভিরেট)।

উদর।—উদরের স্ফীততা ও আধ্মান (সিঙ্ক, ফস, আর্ণ)। আক্ষেপ সহ যন্ত্রণাপ্রদ উদর বেদনা। নিম্নোদরে অবিরত কিছু যেন বলপূর্ব্বক বাহির হইতেছে এপ্রকার অনুভব। উদরে ও পৃষ্ঠে শীতলতা অনুভব। উদরের নিম্নদেশে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্র ও মলদ্বারের পক্ষাঘাত। কপিশ, আঠাবৎ, মলিনবর্ণ (আর্স); অতিশয় দুর্গন্ধময় (আর্স, এসাফ), * পাতলা, জলপাইয়ের ন্যায় সবুজবর্ণ; অনৈচ্ছিক (আর্ণ, আর্স, হাইওস)। অতিশয় দুর্ব্বলকর (সিঙ্ক, ফস) * অতিসার। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (হেমে, ওপি), কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, নক্স, ওপি, ফস, সলফ, ক্রনেক্স, ক্যাল্ক)।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত (বেল, কষ্ট, কোন, হাইয়স)। মূত্রস্তম্ভ (বেল, ওপি, ষ্ট্রামো)। জলবৎ মূত্র (ন্যাটমি, ফস এসি, ষ্টাফ)।

জননেন্দ্রিয়।—(স্ত্রী)।—অধিক পরিমাণ ও অধিক কাল স্থায়ী ঋতু। * জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, সামান্য সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি (স্যাব); কাল, তরল ও অতিশয় দুর্গন্ধময় স্রাব। * জরায়ুতে নিঃসারণবৎ বেদনা

(কলো)। জরায়ু ও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে রক্তসঞ্চয়। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (স্যাব)। গর্ভস্রাবের পর জরায়ুর অসঙ্কোচন (কলো); পাতলা, কাল, দুর্গন্ধিস্রাব নিঃসরণ। * প্রসবান্তিক স্রাবলোপ, ও তৎপরে জরায়ুর প্রদাহ (একন, বেল)। দুগ্ধস্রাব রোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষীণ, অস্পষ্ট, গদগদ স্বর। কাসের সহিত বা কাস ব্যতীত রক্ত নিষ্ঠীবন। * ব্যাকুলিত ও আযাসিত নিশ্বাস। * অবিরত দীর্ঘ-নিশ্বাস (ইগ্নে, কাব, ফস); * হিক্কা (সিক, নক্স, হাইয়স, ষ্ট্রামো)।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎস্পন্দ। * ক্ষুদ্র, অতি দ্রুত, সঙ্কুচিত; বারংবার বৈষম্য দোষযুক্ত নাড়ী (কোন, ডিজি, স্থাট মি); মন্দ, কম্পিত, চাপা নাড়ী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—পৃষ্ঠে ও কটিতে বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন। * অধিকক্ষণ উষ্ণ জলে থাকার ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা, পাণ্ডুরতা ও কুঞ্চিততা। * অঙ্গুলীর অগ্রভাগের অবশতা, ও শীতলতা। বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত ও পদাঙ্গুলীতে খল্লী। আকুষ্টবৎ বেদনা; কণ্ডূয়ন ও সড়সড়। কোথ।

দেহ।—* অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা ও অস্থিরতা (আস)। দ্রুত অবসাদন (আর্স, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো ভিরেট)। আক্ষেপ।

ত্বক।—শীতল ও শুষ্ক ত্বক। * চর্ম্মের নীচে কীটচারণা অনুভব। কালিমা। কোথ জনিত ফোস্কা (আর্স)।

জ্বর।—গাত্রের, বিশেষতঃ হস্ত পদের ও মুখমণ্ডলের শীতলতা। সমস্ত-শরীরে প্রভূত শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম (আর্স, মার্ক, ক্যাম্ফ, ফস)।

উপচয়।—ঋতুকালে; * ও উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল বাতাসে, শীতল হইলে, ও ঘর্ম্মস্রাবে উপশম।

উপযোগিতা।—শিথিল-পেশী, ক্ষীণ, দীর্ঘ ও শীর্ণ স্ত্রীলোক, এবং বৃদ্ধ দিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—জরায়ুসঙ্কোচক ও রজোনিঃসারক।

অতিমাত্রায়,—বিবমিষা, বমন, কচিৎ অন্ত্র-প্রদাহ; নাড়ীর ক্ষীণতা ও মন্দ-গতি; শরীরের দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, ভ্রমি, প্রলাপ এবং অচৈতন্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অল্পমাত্রায় অধিক দিন সেবন করিলে জীবনী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদি অত্যন্ত শীতল হয় এবং ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া খসিয়া পড়ে। অপর, পেশী সকলের ক্রিয়াবিকার উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার আক্ষেপ ও কম্প প্রকাশ পায়। অধিকন্তু, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিবিকার, স্মরণ শক্তির লাঘব মানসিক জড়তা, অচৈতন্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। প্রসব-কষ্ট, প্রসবকালে অতিরিক্ত শোণিত স্রাব, গর্ভ-সাতন (গর্ভস্রাব করণ) ও নানা প্রকার রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। অরিষ্টের মাত্রা, জরায়ু সঙ্কোচনার্থ ॥০—১ ড্রাম, রক্তস্রাব রোধার্থ ১০—৬০ মিনিম।

সিড্রন—সিড্রন।

সিমারুবিয়েসি জাতীয় সিমাবা সিড্রন নামক বৃক্ষের বীজ। নিউগ্রেনাডা ও মধ্য আমেরিকায় জন্মে। সর্পের বিষনাশার্থ সেই দেশীয় লোকেরা এই বীজ গলদেশে ধারণ ও ভক্ষণ করে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বীজের বিচূর্ণ বা সমগ্র ফলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ও সমবেদন-স্নায়ুমণ্ডলে সিড্রনের ক্রিয়া দর্শিয়া মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় জন্মে, ও তৎপরে আর্দ্র, উষ্ণ, নিম্ন ও অনূপ প্রদেশজাত বিষম জ্বরের ন্যায় জ্বর উৎপন্ন হয়। ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় ঠিক নিয়মিত সময়ে রোগের প্রকাশ এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—বিষমজ্বর ও পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল।

আময়িক প্রয়োগ।—জ্বর।—ডাঃ টেষ্ট, শীত, কম্প, স্বল্প ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব, ও মস্তিষ্কে রক্তাবেগ লক্ষণাপন্ন আপরাহ্নিক বিষমজ্বরে ইহা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। ডাঃ হেলার্ট বলেন যে সবিরাম রোগে সিড্রন, কুইনাইন ও আর্সেনিকের সমতুল্য, তিনি সবিরাম স্নায়ুশূল ও কম্পজ্বরে ইহা প্রয়োগ করেন। ডাঃ হিউজ একবার কম্পজ্বরে ইহার দ্বিতীয় ক্রম

ব্যবহার করাতে তৎক্ষণাৎ জ্বর তিরোহিত হইয়াছিল। ডাক্তার রডক বলেন যে সিড্রন প্রকৃত পর্য্যায়-নিবারক ও সামান্য বিষমজ্বরে অব্যর্থ। যদি প্রতিদিন এক সময়ে একই প্রকার জ্বর উপস্থিত হয় তবে ইহা ব্যবস্থেয়। ডাঃ ক্যাসানোভা বলেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের পক্ষেই ইহা অধিকতর উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পর্য্যায়নিবারক। অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়াকর। অজীর্ণরোগ, পর্য্যায় জ্বরে ও সর্পাঘাতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২—৫ গ্রেণ।

সিনা এন্থেল মিন্টিকা—ওয়ারমসীড।

সিনা কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্ম আসিয়ামাইনরে জন্মে। ইহার বীজ হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—অন্ত্র-প্রণালীতে সিনার ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ অন্ত্রের উপদাহ জন্মে, এবং অন্ত্র-নালীর পুরাতন উপদাহ, প্রদাহ ও কৃমির লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অপর, সিনা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রেও ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে কিন্তু এই ক্রিয়া অন্ত্রের উপদাহের গৌণ ফল মাত্র, ইহা মুখ্যক্রিয়া নহে। সিনার পরিবর্ত্তে সচরাচর সিনার বীর্য্য স্যাণ্টোনিন ব্যবহৃত হয়। উভয়ের ক্রিয়ায় বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তবে স্যাণ্টোনিনের ক্রিয়া সিনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ তীব্র। ক্ষণ-রাগিতা (খিটখিটে স্বভাব) সিনার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—অন্ত্রের কৃমি, এবং কৃমিজনিত উপসর্গ। অন্ত্রের উপদাহজনিত অপস্মারাদি আক্ষেপ-রোগ। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর। অতিসার। হুপশব্দক কাস। শয্যা-মূত্র।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—বমন ও কুক্কুরের ন্যায় ঘন ঘন ক্ষুধা লক্ষণাপন্ন বিষমজ্বরে সিনা ব্যবহার্য্য। বালকদিগের দীর্ঘকালস্থায়ী স্বল্প বিরাম জ্বরে কৃমি থাকুক

আর না থাকুক সচরাচর কৃমির ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়, এরূপ অবস্থায় সিনা বিশেষ ফলপ্রদ।

শূল।—ডাঃ টেষ্ট বয়স্ক বালকদিগের অতিসার হীন আধ্মানশূলে সিনা ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ বেইস শূন্যোদরের পাকাশয়-শূলে ইহা প্রয়োগ করিতে বিধি দেন।

হুপশব্দক কাস।—হুপশব্দক কাস রোগে ডাঃ হানিমান সিনা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ জোসেট এই কাসে সিনা একটী প্রধান ঔষধ মনে করেন।

দন্তশূল।—নিশ্বাস দ্বারা বায়ু আকর্ষণ ও শীতল দ্রব্য পানে দন্তে বেদনা জন্মিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়।

কৃমি।—সুস্থ শরীরে সিনার ক্রিয়াবশতঃ কৃমির ন্যায় লক্ষণ জন্মে। অন্ত্রে কৃমি বিদ্যমান থাকিলে নিম্নোক্ত লক্ষণ গুলির এক বা ততোধিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, অতএব সিনা নিশ্চয়ই ঈদৃশ কৃমি লক্ষণে সদৃশ চিকিৎসার অনুগত। সুতরাং কৃমিজাত বা কৃমি সংস্পৃষ্ট সকল রোগই সিনা দ্বারা আরোগ্য বা উপশমিত হয়। এই ঔষধে কৃমি দূরীকৃত হয় এবং অন্ত্রের যে বিকৃত অবস্থায় কৃমি জন্মে তাহাও সংশোধিত হয়। কৃমি দৃষ্ট হউক বা না হউক সিনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেই সিনা ব্যবস্থেয়। সাধারণতঃ কৃমি রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণে সিনা ব্যবহৃত হয়, যথা—চক্ষুর নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধমণ্ডল, প্রসারিত কনীনিকা, অক্ষিপুট স্পন্দন, নিদ্রাকালে ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা অকস্মাৎ চিৎকার, অপস্মার বা আক্ষেপরোগ, বিবমিষা ও বমন, চিমটিকাটার ন্যায় উদর বেদনা, নাসা ও গুহ্যদ্বার কণ্ডূয়ন, এবং শ্বেতবর্ণ গাঢ় মূত্র, কখন কখন অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, ও বারংবার মূত্রত্যাগ, জ্বর, শরীরের নানা স্থানে স্পন্দন, অতিক্ষুধা। হোমিওপ্যাথিক সিনা দ্বারা সত্বর উপকার না দর্শিলে এবং রোগ লক্ষণের বিশেষ প্রাবল্য থাকিলে স্যান্টোনিন প্রভৃতি প্রচলিত কৃমিঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করা বিহিত। কেন না কৃমি দ্বারা সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটে। অতিমাত্রায় সিনা সেবনে আক্ষেপ জন্মে অতএব কৃমিজনিত আক্ষেপেও সমমতে সিনা ব্যবহৃত হয়।

ডাঃ হেল বলেন যে সিনার উপকার স্যাণ্টোনিন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৃমিঘ্ন। এতদ্দ্বারা অন্ত্রস্থ প্রায় সকল প্রকার কৃমিই বিনষ্ট হয়। ইহা মহীলতার ন্যায় কৃমির প্রকৃত অমোঘ ঔষধি। সূত্রকৃমি বিনাশে ইহার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য। কৃমিজনিত বা অন্যকারণ সম্ভূত বালকদিগের শয্যামূত্র রোগ; এবং বর্ণ বিভ্রম সংযুক্ত কোন কোন প্রকার তিমির রোগেও স্যাণ্টোনিন উপকারী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* শিশুর অতিশয় বৈবক্তি, কোলে করিয়া বিচরণ না করিলে কিম্বা আদর না করিলে শান্ত হয় না, (* ক্যাম) শিশুকে যাহা দেওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করে না, (ক্যাম দ্রষ্টব্য) * শিশু স্পর্শ করা ভাল বাসে না, (এণ্ট-টার্ট।

চক্ষু।—*অক্ষিতারা প্রসারিত। (বেল, হাইয়স, ওপি, ষ্ট্রামো, অক্ষিতারা সঙ্কুচিত, সিকিউ) তির্য্যক দৃষ্টি, (অধিকন্তু বেল) একদৃষ্টে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা জালাবৃত অনুভূত হয়, চক্ষু মুছিলে জালদৃষ্টি দূরীকৃত হয়, (অপিচ ফস, পলস)।

নাসিকা।—* অবিরত নাসিকাকণ্ডূয়ন, ও ঘর্ষণ, (ফস এসি, সেলেন।—নাসিকায় তীব্র বেদনা, (স্পিজি) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (একন, * বেল।—ফস দ্রষ্টব্য)।

মুখমণ্ডল।—* স্ফীত পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, মুখের চারিদিকে নীলবর্ণ। শীতল ঘর্ম্ম সংযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ শীতল মুখমণ্ডল।

মুখমধ্য।—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, বিশেষতঃ নিদ্রাকালীন, (আর্স, হেল, সিকিউ, পডো। –মুখে ফেণা সহকারে দন্তঘর্ষণ, বেল) মুখশোষ, (ক্যাম দ্রষ্টব্য) * জিহ্বা অল্প অল্প শ্বেত লেপে আবৃত, জিহ্বাকণ্টক উন্নত, এবং জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত।

আমাশয়।—আহারে অরুচি, অথবা * কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা। পূর্ণ ভোজনের অল্পক্ষণ পরে পুনরায় ক্ষুধা, (মার্ক, ষ্টাফ) শিশু মাতৃস্তন্য পান

করিতে চায় না। জল পানান্তে বমন ও অতিসার, (আহারান্তে, আস´) কৃমি বমন, ভুক্তদ্রব্য, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) কৃমি জন্য নাভী প্রদেশে নখাঘাতবৎ বেদনা, (স্পিজি) বালকদিগের স্ফীত ও কঠিন নিম্ন-উদর।

মল ও মলদ্বার।—অতিসার, অজ্ঞাতসারে শুভ্রবর্ণ মলস্রাব, (চায়না ফস-এসি, রস) কৃমি মিশ্রিত মল। মলদ্বার কণ্ডূয়ন। (মলদ্বারে সূচীবেধ, সলফ)।

মূত্রযন্ত্র।—অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (রাত্রিতে) * কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া দিলে মূত্র দুগ্ধবৎ হয়। (দুগ্ধের ন্যায় মূত্র ও উহাতে রক্তাক্ত খণ্ড মিশ্রিত, ফস-এসি)। বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব (এপিস)।

শ্বাসযন্ত্র।—* হ্রস্ব, বিবক্তিকর কাস। শুষ্ক আক্ষেপিক কাস ও তৎপূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গের অনম্যতা, এবং অচৈতন্যতা। তুপশব্দক কাস, স্রাব নিষ্ঠীবন ব্যতীত প্রাতঃকালে প্রবল কাসের আক্রমণ, সন্ধ্যাকালে কষ্টে শ্বেতবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কাসের বৃদ্ধি, রাত্রিকালে উপশম প্রাপ্তি। জলপানে, অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণে এবং স্বরযন্ত্র চাপনে কাসের উদ্রেক হয় (কার্ব্বোভে দ্রষ্টব্য)।

দেহ।—* অঙ্গস্পন্দ (ক্যালক, ইগ্নে, ষ্ট্রামো)। অঙ্গের উৎক্ষেপ ও বিকৃতি। দেহের দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণ চৈতন্য সহ অপস্মার। * আক্ষেপ; বালক সহসা আড়ষ্ট হয়, এবং তাহার গলা হইতে উদর পর্য্যন্ত বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় শব্দ হইতে থাকে। শিশুর অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা, পাণ্ডুরতা ও দুর্ব্বলতা।

নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন ও চিৎকারাদি সহ এপাশ ওপাশ করা।

জ্বর।—শীতল পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল ও উত্তপ্ত হস্ত বিশিষ্ট শীত। প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে শীত, এই শীত বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয় না, (বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম প্রাপ্তি, ইগ্নে। বাহ্য উত্তাপে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, ইপি) প্রধানতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ। কপালে, নাসিকার চতুর্দ্দিকে, এবং হস্তে শীতল ঘর্ম্ম। জ্বরকালীন বমন ও অতিশয় ক্ষুধা। কেবল শীত বা

দাহাবস্থায় পিপাসা। হৃৎপিণ্ডের সকম্পন গতি।

উপচয়।—রাত্রিতে; স্থির ভাবে কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে; ও বাহ্যচাপে বৃদ্ধি।

উপযোগিতা।—কৃমিপীড়িত বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—*কৃমির লক্ষণ। (পিঞ্জি) চিৎকার ও হস্তপদের প্রবল উৎক্ষেপ সংযুক্ত রাত্রিকালীন অপস্মার। *নিদ্রাকালীন অস্থিরতা ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন। *ক্ষণরাগিতা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—সিনা উষ্ণকর ও উত্তেজক এবং কৃমিঘ্ন। কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার উপক্ষার স্যান্টোনিনই সচরাচর প্রযোজিত হইয়া থাকে। স্যান্টোনিনের মাত্রা প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ৩—৮ গ্রেণ; বালকের পক্ষে ১ হইতে ৩ গ্রেণ।

সিনিসিয়ো অরিয়স এবং গ্রাসিলিস—লাইফ-রূট।

সিনিসিয়ো ও গ্রাসিলিস কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। এই উভয় বৃক্ষই এক জাতীয়, উহাদের রাসায়নিক ক্রিয়াও এক প্রকার, কেবল উৎপত্তি স্থানের তারতম্যানুসারে গুণের তারতম্য জন্মে। উহারা ইউনাইটেডষ্টেটসের উত্তর ও পশ্চিমাংশে আর্দ্র ভূমিতে উৎপন্ন হয়। কুসুমিত অবস্থায় সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সিনিসিয়োর প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ জন্মে ও উহা হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা-স্রাব হয়। জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রে, এবং কিয়ৎপরিমাণে বায়ুনলী ও অন্ত্র-পথেও এই ঔষধের সম্বন্ধ আছে। জরায়ু ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য রোগে প্রতিক্ষিপ্ত কারণে (বিক্ষুব্ধ রক্ত) যে প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনা ও অবসন্নতা জন্মে, সিনিসিয়োর ক্রিয়া বশতঃও সেই প্রকার উত্তেজনা ও অবসন্নতার ন্যায় এক প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—রজোরোধলক্ষণা, এতদ্দ্বারা মাসিক ঋতু নিয়মিতরূপে

প্রকাশ পায় এই নিমিত্ত আমেরিকায় ইহাকে সাধারণতঃ "রজোনিয়ামক" কহে। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির রোগ। শ্বেত প্রদর। ঋতু-রোগ সংসৃষ্ট ফুসফুসের ব্যাধি। মূত্র-কৃচ্ছ্র ও রক্তস্রাব সহ মূত্র-পিণ্ড ও মূত্রাশয়ের পীড়া। প্রতিশ্যায় জনিত রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—রজোবৈষম্য।—এই ঔষধে রজঃস্তম্ভে রজঃ পুনর্ব্বার প্রকাশিত, রজোলোপে রজোৎপন্ন, স্বল্পরজোরোগে উহা বর্দ্ধিত, ও অতিরিক্ত রজঃস্রাবে হ্রাসপ্রাপ্ত, এবং কষ্টরজঃ রোগে যন্ত্রণা উপশমিত হয়। ইহা জরায়ুর বলবিধান করিয়া ঋতুস্রাবের সামঞ্জস্য সম্পাদন করে। ডাঃ হলকোম প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ রাত্রিকালে একমাত্রা, তিন চারিমাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে বিধি দেন। অনুকল্প রজঃ (ভাইকেরিয়স মেনস্ট্রুয়েশন)।—রক্ত নিষ্ঠীবন, কাস, দৌর্ব্বল্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবতা এবং স্বল্প বা লুপ্ত রজঃ লক্ষণে যক্ষ্মা প্রবণাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। রজঃকৃচ্ছ্র (বাধক বেদনা)।—ক্রিয়াবিকারজনিত স্বল্প রজঃস্রাব বিশিষ্ট রজঃকৃচ্ছ্র রোগে বিরামকালে অন্ততঃ ঋতুস্রাবের দশদিবস পূর্ব্বে এই ঔষধি ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। বৃক্করোগ।—কটিতে বেদনা ও রক্তময় মূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বৃক্ককে ও সিনিসিয়োর বিলক্ষণ ক্রিয়া দর্শে অতএব এই যন্ত্রের রোগ জনিত শোথে ও উহার প্রদাহে সময় সময় এই ঔষধে উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে মন স্থির করিয়া রাখিতে পারা যায় না। মস্তক।—অতীব্র বুদ্ধিস্তম্ভকর শিরঃপীড়া। স্রাব-রোধ জনিত প্রাতিশ্যায়িক শিরঃপীড়া। নাসিকা।—হাঁচি, নাসা-রন্ধ্রে দাহ ও পূর্ণতা অনুভব। মুখ-মধ্য।—মুখ-মধ্য ও গলকোষের নীরসতা। আমাশয়।—প্রাতঃকালে উঠিবা মাত্র বিবমিষা। (একো, নক্স ভ, পলস, সিপি)। উদর।—পেটে শূলের ন্যায় মোচড়ান বেদনা, সম্মুখদিকে অবনত হইলে সেই বেদনার উপশম। (কলোস)। মল।—পাতলা, জলবৎ, মলিনবর্ণ, কঠিন পিণ্ডমিশ্রিত মল। মূত্রযন্ত্র।—মূত্রাশয়ে উত্তাপ, জ্বালা, ও আবেগ।

শীতের পর মূত্রপ্রবৃত্তি; রক্তমিশ্রিত মূত্র। মুহুর্মুহুঃ অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব। বৃক্ক-প্রদেশে মৃদু বেদনা। **পুং-জননেন্দ্রিয়।**—বাম রেতঃরজ্জুতে পূর্ণত্ব ও গুরুত্বের ন্যায় বেদনা, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত এই বেদনা সঞ্চরণ করে। মূত্রাশয়ের মুখ-পার্শ্বী গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, ও তাহার প্রাচীন প্রদাহ; গ্রন্থি স্পর্শ করিলে কঠিন ও স্ফীত অনুভূত হয়। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—শীত, স্বল্প রজঃস্তম্ভ। (একটিয়া, পলস) মূত্রকষ্টসহ রজো-শূল। অকালে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব। (ক্যাক)। বিলম্বিত, স্বল্প রজঃস্রাব (সিপি)। অনিয়মিতরূপে অর্থাৎ কখনও শীঘ্র, কখনও বিলম্বে রজঃস্রাব। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে অথবা মূত্র দোষ সহ শ্বেতপ্রদর। **শ্বাসযন্ত্র।**—রজঃস্তম্ভ প্রযুক্ত বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায, ও গাঢ়, পীতবর্ণ বা রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। **পৃষ্ঠ।**—পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা। **উপচয়।**—সাধারণতঃ অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

সিপিয়া—সিপিয়িসকস-ইঙ্কি জুস অভদি কটলফিশ।

কটল-ফিশ একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তু। ইহা ভূমধ্যসাগরে জন্মে। এই জন্তুর উদরগহ্বরে একটী ক্ষুদ্রকোষ আছে, তাহাতে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ থাকে, উহারা তদ্বারা জল কৃষ্ণবর্ণ করিয়া অদৃশ্য ভাবে শীকার আক্রমণ ও শত্রু হইতে পলায়ন করে। এই দ্রব পদার্থ শুষ্ক ও বিচূর্ণ করিলে ইহার বিলক্ষণ ভৈষজ্য গুণ প্রকাশ পায, কিন্তু আদিম অবস্থায় কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। চিত্রকরদিগের সিপিয়া হোমিয়োপ্যাথি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় না।

ক্রিয়া।—যকৃৎ, যকৃৎ দ্বারের শিরা এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে সিপিয়ার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং এতদ্দ্বারা পরিপোষণমণ্ডলের পুনরুৎপাদনশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রভাবে যকৃতের অধিক ক্রিয়াবিকার জন্মে না, কিন্তু নিঃস্রবের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা অম্ল, দুর্গন্ধি ও রূপান্তরিত হইয়া উঠে। জনন ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এবং চর্ম্মেই সিপিয়ার প্রধান স্থানিক

ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ডাঃ ফেরার বলেন যে সংক্ষেপতঃ শৈরিক রক্তসঞ্চয় উৎপাদন করাই সিপিয়ার মুখ্য ক্রিয়া এবং এই মুখ্য ক্রিয়ার উপরই অন্যান্য আঙ্গিক ক্রিয়া নির্ভর করে।

পীতবর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট, মৃত্তিকা বা মোমের ন্যায় মুখাকৃতি; শরীরের কোমলাংশের স্ফীততা; এবং মানসিক অবসাদ ও ঔদাসীন্য সিপিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়াবিকারজনিত প্রাচীনরোগ, বিশেষতঃ যতদিন গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের ক্রিয়া প্রবল থাকে সেই সময়ে এই সকল রোগ, চর্ম্মরোগ ও যকৃদ্রোগ। বস্তি-কোটরে শৈরিক রক্ত সঞ্চয় বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে তাহাতেই সিপিয়া বিশেষ উপযোগী। রজোনাশ, বাধক; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; শ্বেতপ্রদর; জরায়ুর স্থানবিচ্যুতি; হরিৎপাণ্ডু; মাতাদিগের স্থূলোদরতা, প্রমেহ; গর্ভস্রাবনীলতা, গুল্মবায়ু, বিষাদ-বায়ু; অর্দ্ধশিরঃশূল; পামা; দদ্রু; অভিষ্যন্দ, যকৃদ্রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ; অতিসার; পক্ষাঘাত, কাস; সন্ধিবাত প্রভৃতিতে সিপিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কাস।—গুটিকারোগ (টিউবারকিউলোসিস) সংক্রান্ত শুষ্ক ও হুস্ব কাসে ইহা বিশেষ উপকারী। ক্যালকেরিয়ার পরেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

রজোনাশ।—উদরের স্ফীততা বা বেদনা, শিরোঘূর্ণন, স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, চৈতন্যাধিক্য বিশিষ্ট সুন্দর ত্বক; নির্জ্জন প্রিয়তা ও বিমর্ষতা।

যকৃদ্রোগ।—জরায়ু রোগ সংসৃষ্ট যকৃদ্রোগ। মূত্রে শিলা-রেণু (লিথিক এসিড) সহ যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয় জরায়ুরোগ সংসৃষ্ট না হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে (ত্রিংশ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থেয়)।

রজঃস্তম্ভ।—পরিশ্রমে যন্ত্রণার হ্রাস, বিশ্রামে বৃদ্ধি; নিম্নোদরের নিম্নাংশে বেদনা, কটি বেদনা, বিষন্নভাব এবং প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া, এই সকল লক্ষণে ক্ষীণাঙ্গী পাণ্ডুবর্ণা স্ত্রীদিগের পক্ষে সিপিয়া বিশেষ উপযোগী।

স্বল্পরজঃ।—ক্লান্তি, ত্বকের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, পাণ্ডুবর্ণ আকৃতি, পিত্তাশয়স্ফীতি, বমন, শিরঃপীড়া ও শ্বেত-প্রদর প্রবণতা।

শ্বেতপ্রদর।—পীতবর্ণ, হরিতের আভাযুক্ত বা দুর্গন্ধময় স্রাবনিঃসরণ; স্বল্পরজঃ; প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; কোষ্ঠরোধ; অবসন্নতা; সুকোমল রুগ্ন ত্বক লক্ষণে সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। মার্সিজ্যাকসন বলেন যে জলবৎ, দুর্গন্ধময়, অধিক পরিমাণ স্রাব নিঃসরণে সিপিয়া ফলপ্রদ, এবং স্রাবের ঈষৎ কপিশবর্ণ ও তীব্র প্রকৃতি থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী।

মৃৎপাণ্ডু।—রজোলোপ বা রজসাধিক্য; শ্বেতপ্রদর ও বমনযুক্ত শিরঃপীড়া সহকারে বস্তি-কোটরে রক্ত-সঞ্চয়।

কন্দ (জরায়ুভ্রংশ)।—সিপিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মিয়া জরায়ুর স্থানবিচ্যুতি ও কন্দাদি উৎপন্ন হয়। অতএব উগ্রতা ও মূর্চ্ছা সহযোগে জরায়ুভ্রংশ, অথবা ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, কোষ্ঠরোধ, মুহুর্মুহুঃ মূত্রপ্রবৃত্তি, উরুদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা সহকারে স্বল্প বা অনিয়মিত রজঃস্রাব বশতঃ কিম্বা শ্বেতপ্রদর জন্য জরায়ুভ্রংশ রোগে সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্ষীণ ও বায়ুপ্রধান স্ত্রীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ঈষৎ পীতবর্ণ প্রদর, কণ্ডুয়ন, পীড়কা, অর্শ ও গর্ভাশয়ের পীড়া, কন্দরোগে সিপিয়া প্রয়োগের অতিরিক্ত লক্ষণ। যদি এই রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ সবমন শিরঃপীড়া ও শ্বেতপ্রদর বিদ্যমান থাকে তবে প্রাতে সিপিয়া ও রাত্রিতে নক্স-ভমিকা ব্যবস্থা করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। চিকিৎসিকা মার্সিজ্যাকসন বলেন যে জরায়ু স্থানভ্রষ্ট অথবা উহার অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইলে সিপিয়া সেবনে পুনরায় স্বস্থানে নীত ও স্বাভাবিক অবস্থান প্রাপ্ত হয়। তিনি প্রত্যহ বা একদিন পর একদিন ৩০ ক্রমের বা তদপেক্ষা উচ্চ ক্রমের একমাত্রা ঔষধ অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে বলেন। তরুণ কন্দরোগে যে পর্য্যন্ত উপশম না জন্মে ততক্ষণ কয়েক মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন। গুরুবস্তু উত্তোলন করিতে কন্দ জন্মিলে সিপিয়া সহকারে ক্যাল্ক কার্ব্বও প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন যে, মূর্চ্ছাকল্প অবসন্নতার আবেশ, কটিদেশে জ্বালা ও এক প্রকার

আকর্ষণ; এবং ৰস্তিকোটর হইতে কিছু যেন বহির্গত হইবে এরূপ অনুভব জরায়ু-রোগে সিপিয়া প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

যোনি-কণ্ডুয়ন।—যোনির প্রদাহ ও স্ফীততা; অবসন্নতা ও উপ ৰক্ষ উন্মোচনসহ শ্বেতপ্রদর বিশিষ্ট যোনি-কণ্ডূয়ন।

গর্ভস্রাব।—চর্ম্মরোগ; সবমন শিরঃপীড়া ও গর্ভধারণের পূর্ব্বে অনিয়মিত বা স্বল্প রজঃস্রাব রোগ থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

গণ্ডমালা।—বক্ষো-বৈষম্য, শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর কাঠিন্য ও চর্ম্ম রোগ।

প্রমেহ।—স্ত্রীলোকের প্রমেহরোগে তরুণ লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িবার পরে সিপিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। ডাঃ জার বলেন যে প্রথম সূচনায় প্রাতে ও রাত্রে সিপিয়া ত্রিংশ ক্রম ব্যবহার করিলে প্রমেহ অঙ্কুরেই নির্ম্মূল হয়।

স্নায়বীয় শিরঃশূল।—জর্ম্মণ চিকিৎসকেরা এই রোগে সিপিয়া বিস্তর ব্যবহার করেন। সিপিয়া জ্বাপক প্রকৃতিতে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কক্ষতলে ও পদে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম সিপিয়া প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

দদ্রু।—মস্তকের দদ্রুরোগে সিপিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে প্রায়ই রোগ বর্দ্ধিত হয় না। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম বশতঃ চর্ম্মের বিবর্ণ জন্মিলে অর্থাৎ নাসিকায় ঘোড়ার জীনের ন্যায় পীতবর্ণ চিহ্ন, ও গাত্রে অন্যান্য চিহ্নাদি উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এক ব্যক্তির জঙ্ঘায় পনর বৎসর যাবৎ মলিন, ধূসর মিশ্রিত লোহিত বর্ণ চর্ম্মের উপর শল্ক বিশিষ্ট পীড়কা ছিল অধ্যাপক হেণ্ডারসন ত্রিংশ ক্রমের কেবল এক মাত্রা সিপিয়া সেবন করাইয়া কয়েক সপ্তাহে তাহার রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—মস্তকের গুরুত্ব ও সঙ্কোচন, এবং কখন কখন বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বিশিষ্ট রক্ত সঞ্চয় জনিত সাময়িক শিরঃপীড়া, আবর্ত

বদনা স্ত্রীদিগের সবমন শিরঃপীড়া; উদ্ধবায়ু, সময়ে সময়ে উত্তাপ অনুভব। **শ্বাসযন্ত্র।**—প্রতিশ্যায় জন্য বায়ুনলীর কোন কোন প্রকার পীড়া। ডাঃ হয়েন বলেন যে নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে সিপিয়া বিশেষ ফলপ্রদ তিনি অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধ দ্বারাই অধিক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। **পরিপাক যন্ত্র।**—পূতি উদগার সংযুক্ত অজীর্ণ রোগ, অম্ল পিত্ত, জরায়ুর ক্রিয়াবিকারের আনুষঙ্গিক কোষ্ঠবদ্ধ, গুহ্যভ্রংশ ও অর্শ। **জননেন্দ্রিয়।**—নিদ্রার প্রথমভাগে শয্যা-মূত্র। জরায়ু-বিপর্যায়। গর্ভা-বস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, দন্তশূল, রজোনিবৃত্তিকালে রজঃবিলোপ বশতঃ রক্ত সঞ্চয়। **ত্বক।**—কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পীড়কা, প্রধানতঃ সন্ধিস্থলে জন্মে এবং চর্ম্ম খর-স্পর্শ ও বিদারিত হয়। বায়ুপ্রধান স্ত্রীদিগের কক্ষ ও পদতলে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, দদ্রু।

বিশেষ প্রকৃতি।—যে সকল স্ত্রীলোকের শরীর ক্ষীণ, ধাতু বিকৃত, শরীর বিধান সুকুমার ও শারীরিক ক্রিয়া নিস্তেজ, যাহারা জরায়ুর ক্রিয়া বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ও চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয় এবং শীতল বায়ু সহ্য করিতে পারেনা, যাহাদের প্রকৃতি মৃদু, এবং সহজে বিষাদ জন্মে ও অশ্রুস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে সিপিয়া বিশেষ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষতা, ঘন ঘন ক্রন্দন, (লাইকো, প্লাটি, ফস, * পলস।—অত্যন্ত প্রফুল্লতা, ক্রোক, ল্যাক, অরজ এসি) * স্বীয় পরিবারের প্রতিও উদাসীনতা, (চায়না, লাইকো, মার্ক, * ফস-এসি) স্মরণ শক্তির ক্ষীণতা ও চিন্তা করিতে অসমর্থতা, (কল্চ, গোট, * নাইট এসি)। * ক্রোধ প্রবণতা, বিরক্তচিত্ততা। * আলস্য, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি (নক্স, কস, সলফ)।

মস্তক।—কেবল অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে শিরোঘূর্ণন, (কালী-ব্র, ও পলস দ্রষ্টব্য) * সন্ধ্যাকালে প্রধানতঃ শঙ্খদেশে প্রবল স্পন্দনকর শিরঃপীড়া, (আর্স, * বেল, * পলস, * সলফ) শিরঃপীড়া বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, (বেল, ব্রাই) অক্ষি কোটরে অতীব্র বেদনা, বোধ হয়

যেন চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িবে। * বিবমিষা ও বমন সহবর্ত্তী অর্দ্ধশিরঃ-শূলের আবেশ; ছিদ্রকর ও বিদ্ধকর বেদনা, বেদনা বশতঃ চিৎকার করিতে হয়। মূর্দ্ধাদেশে শীতলতা অনুভব, ভিরেট-এ।—মস্তকের পশ্চাৎ দিকে শীতলতা, ডস, ফস।—মূর্দ্ধাদেশে উত্তাপ,—গ্রাফ, * সলফ)। * অতিশয় কেশ পতন।

চক্ষু।—নিদ্রা হইতে জাগরণ সময়ে অক্ষিপুটে বেদনা, অক্ষিপুট অতিশয় ভারি বোধ হয়। (অক্ষিপুটের অতিশয় গুরুত্ব, চক্ষু নিমীলিত রাখা যায় না। * জেল, রস) চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ভাসিয়া বেড়ায়,—(বিদ্যুতের ন্যায় রেখা দেখা যায়, নক্স-ভ)। * প্রাতে ও সায়াহ্নে অশ্রু-স্রাব। * শীতল বাতাসে বিচরণে চক্ষুতে জ্বালা ও স্পর্শদ্বেষিতা। * চক্ষুতে বালুকার ন্যায় চাপানুভব, ঘর্ষণে উহার বৃদ্ধি (সলফ)।

কর্ণ।—কর্ণের নিম্ন প্রান্তে ও পৃষ্ঠে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট দদ্রু। কর্ণ হইতে পাতলা পূযস্রাব। (গাঢ়, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধি পূযস্রাব, * কালী-বা, * মার্ক, * পলস) কর্ণনাদ, বেল, লাইকো, নাইট এসি।—চায়না দ্রষ্টব্য)।

নাসিকা।—* নাসারন্ধ্রের ক্ষত সংকাবে স্ফীত ও প্রদাহিত নাসিকা, (* এলম, লাইকো, নাইট এসি, সলফ) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (বিশেষতঃ ঋতুকালে) (ফস দ্রষ্টব্য) * নাসারোধ বিশিষ্ট শুষ্ক প্রতিশ্যায়, (* ব্রাই, নাইট এসি, নক্স-ভ, * ফস। অধিক পরিমাণ স্রাববিশিষ্ট তরল প্রতিশ্যায, * ইউফ, মার্ক, স্থাফ) নাসিকা হইতে পীত ও হরিৎ মিশ্রিত শ্লেষ্মার কঠিন কঠিন খণ্ড নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ, বিশেষতঃ নাসিকার অনুপ্রস্থে ঘোড়ার জীনের ন্যায় চিহ্ন, (নাসিকার দদ্রু, সলফ।—মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ পীড়কা, বা দাগ, ফিব।—কপালে পীতবর্ণ পীড়কা, ন্যাট-কা।—মুখমণ্ডলে লোহিত বর্ণ পীড়কা, সলফ) * ওষ্ঠে দদ্রু পীড়কা।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—* গর্ভাবস্থায় দন্তবেদনা, (বেল, * নক্স-ম, * পলস, ষ্ট্যাফ।—স্তন্য পান করাইবার সময় দন্ত-বেদনা, চায়না।—ঋতু-কালে দন্তবেদনা, ক্যাল্ক, কার্ব্বো, ক্যামো) আকর্ষণ বা অঘাতবৎ দন্ত

বেদনা, এই বেদনা কখন কখন কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখে উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য রাখিলে বৃদ্ধি পায়। * শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বা, দগ্ধবৎ অনুভূত হয় (কলো, * ভিরেট ভি) সূচবেধবৎ গলাবেদনা, (* এপিস, বেল)। গলশোষ। গলায় অতিশয় শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

আমাশয়।—সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যে অরুচি; সকল দ্রব্যই অতিরিক্ত লবণাক্ত বোধ হয়, (কার্ব্বো, * চায়না।—আহার্য্যদ্রব্য যথোপযুক্ত লবণাক্ত বোধ হয় না, আর্স, থুজা।—লবণের আকাঙ্ক্ষা, ক্যাল্ক-কা।—ভিপার দ্রষ্টব্য) তিক্ত বা অম্ল উদ্গার, (নাইট-এসি, * নক্স, ফস) গর্ভকালে বিবমিষা ও বমন, (কোন, ক্রিয়ো, * নক্স-ভ, ভিরেট এ) * প্রাতে বিবমিষা কিছু আহার করিলে উহার শান্তি, আহারান্তে বিবমিষা, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বিবমিষা। আহারের পর পাকাশয়ে প্রস্তর চাপের ন্যায় চাপানুভব, (নক্স ভ দ্রষ্টব্য) * পাকাশয় গহ্বরে ক্লেশজনক শূন্যগর্ভতা অনুভব আহার করিলেও উহা দূর হয় না, (ইগ্নে, মিউর-এসি, পেট।—অল্পমাত্র আহার গ্রহণে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণতা অনুভব, * চায়না, * লাইকো)।

উদর।—যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ (আর্স, ব্রাই, সিক্ক, কালী-কা); পূর্ণতা; চাপ, ও অসুখ অনুভব বেল, ব্রাই, এপিস)। * উদরে চাপ ও গুরুত্ব। উদরের স্ফীততা, সন্তানবতীদিগের স্থূলোদরতা। উদরে, বিশেষতঃ আহারান্তে, উচ্চ ডাক। উদরের উপর কপিশ বর্ণ চিহ্ন। আহারান্তে শূন্যোদরতা অনুভব, (গ্রাফ, সার্স) নিম্নোদরে জ্বালা, (* আর্স, ফস, সিকে।—শীতলতা, * আর্স, ক্যাল্ক, লরো, * পেট)।

মল ও মলদ্বার।—* কষ্টে নিঃসারিত কঠিন মল, ও মলদ্বারে গুরুত্ব অনুভব; মলত্যাগের পরও উহা উপশমিত হয় না, (ক্যাক্ট।—* সরলান্ত্র ছিপিদ্বারা আরুদ্ধবৎ অনুভব, এনাকার) গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবোধ, (এলম, ব্রাই, লাইকো, * নক্স ভ।—নব প্রসূতিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ, এণ্ট, ব্রাই, নক্স, প্লাট।—গর্ভাবস্থায় অতিসার, এণ্ট, ডলক, হাইয়োস, ফস) অম্লগন্ধ হরিদ্বর্ণ মল বিশিষ্ট এবং অতিশয় দুর্ব্বলকর অতিসার। সরলান্ত্র নির্গমন, (* পডো)। সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। মলের ঈষৎ শুভ্র বা কপিশ বর্ণ।

মূত্রযন্ত্র।—* কর্দ্দম বর্ণ অধঃপতিত পদার্থবিশিষ্ট দুর্গন্ধিমূত্র। রক্তবর্ণ, রেণু বিশিষ্ট আবিল মূত্র, (* লাইকো দ্রষ্টব্য) * নিদ্রাবস্থায় বিশেষতঃ নিদ্রার প্রথমাংশে শয্যায় মূত্রত্যাগ। * মূত্রাশয়ে চাপবশতঃ মূত্রবেগ। * ঘন ঘন মূত্রত্যাগ (এম্ব, বোর, কোন, ফস এসি)। মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা।

জননযন্ত্র।—শ্বাস কষ্ট সহকারে জরায়ুতে চাপানুভব, বোধ হয় যেন সমুদায় বাহির হইয়া পড়িবে, (* বেল, প্লাট, ন্যাট-মি, * ন্যাইট এসি) * কটিদেশে জ্বালাকর বেদনা সহকারে কম্প ও প্রস্রংশিনি, (মার্ক দ্রষ্টব্য।—বাম ডিম্বাশয়ে বেদনা সহকারে কম্প ও প্রস্রংশিনি, আর্জ্জমে) * জরায়ুগ্রীবায় জ্বালা ও বেদনা। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব। * রজঃনিবৃত্তি জনিত রোগ। (* ল্যাকে, স্যাঙ্গ) প্রসবদ্বারে কণ্ডূয়ন ও পীত বা জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট প্রদর। কেবল দিবাভাগে দুগ্ধবৎ স্রাব বিশিষ্ট প্রদর (পলস)। (* কেবল রাত্রিকালে নীলের আভাযুক্ত শুভ্রবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব বিশিষ্ট প্রদর, এম্ব গ্রি) অধিক পরিমাণ, জলবৎ ও দুর্গন্ধি স্রাব বিশিষ্ট প্রদর। ঋতুর পূর্ব্বে পূয়ের ন্যায়; অথবা দুর্গন্ধময় তরল পদার্থের ন্যায় প্রদর। * ভগ ও যোনির অতিশয় শুষ্কতা, ও স্পর্শে বেদনা। স্তনের বোঁটা কণ্ডূয়ন ও উহা হইতে রক্তস্রাব (গ্রাফ)।

শ্বাসযন্ত্র।—গলকণ্ডূয়ন ও শুষ্ককাস সহ স্বর ভঙ্গ। *লবণাক্ত, অধিক পরিমাণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রাতঃকালীন কাস, (ফস।—মিষ্টাস্বাদ, প্রচুর পরিমাণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, * ষ্ট্যান, জিঙ্ক।—পচা আস্বাদ বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন, * কার্ব্বো, কোন, * পলস) * বক্ষাস্থির ঊর্দ্ধভাগে গুরুবস্তুর ন্যায় চাপানুভব, নক্স ম, ফস, সলফ) বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, (ক্রিয়ো, ল্যাক, * সলফ।—লঘুতা অনুভব, ষ্টান।—পূর্ণতা অনুভব, কার্ব্ব * ফস, পলস।—শূন্যতা অনুভব, ককিউ, ক্রোটে।—অবদরণ অনুভব, এন্যাক, গোব, ষ্টাফ।—স্বরযন্ত্রে অবদরণ অনুভব, আর্জ্জ না, * জেল, * ফাইটো) * সন্ধ্যাকালে, ও রাত্রে শয়ন করিলে শুষ্ককাস (কোন, হাইয়স, পলস)। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ (ইপি, এণ্টটার্ট, ফস)। * হ্রস্ব, শুষ্ক কাস,

বোধ হয় [illegible] (ব্রাই) [illegible]
লীতে বেদনা। * প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বক্ষঃস্থলে ঘড়িনা। [illegible]
বর্ণিশ বর্ণ চিহ্ন (পীতবর্ণ চিহ্ন, ফস)।

হৃৎপিণ্ড।—বক্ষঃস্থলের বামদিকে সূচিবেধ সহকারে সন্ধ্যাকালে শয্যায় ; ও পরিপাক ক্রিয়ার সময় হৃৎস্পন্দ ;

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ। – * বিচরণকালে কটিদেশে অতিশয় দুর্বলতা, (* ত্রিক ও বক্ষণ পর্যন্ত আক্রান্ত অনিবার পৃষ্ঠবেদনা, এসকিউলাস) [illegible] দেশে আঘাতবৎ বেদনা, (ব্যারাইট কা, থুজা) গ্রীবাস্তম্ভ, (বেল, কাল্কে, * ফস) * অংসদেশে শীতলতা (অ্যালা, ব্রাই, ল্যাকো)। * পৃষ্ঠে ও কটিতে স্তব্ধতা সহ বেদনা, হাটিলে এই বেদনার উপশম (রস)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—স্কন্ধ-সন্ধিতে সন্ধি-চ্যুতবৎ প্রবল বেদনা, (ব্রাই,রুটা) বাহুর উর্দ্ধভাগে মৃষ্টবৎ বেদনা, (আর্ণ, জেল) হস্তে উত্তাপ, (এক হস্তের উত্তাপ ও অপর হস্তের শীতলতা, চায়না, ডিজি, ইপি, পালস।—একপদ উত্তপ্ত, অপর পদ শীতল, * ল্যাকো। জঙ্ঘার গুরুত্ব। * পদের তুষারবৎ শীতলতা, (গ্রাফ, * ফস, * ভিরেট।—পদতলের জ্বালা ও উত্তাপ, ক্যাল্ক, * ফস-এসি, * সলফ) পদে অতিশয় ঘর্ম, (ব্যারাইট কা, ল্যাক, ফস-এসি। —অতিশয় দুর্গন্ধি ঘর্ম, কার্বো, নাইট এসি, * সিলি) পদের স্ফীততা, (* এপিস, আর্স, * কালী কা, মার্ক) রাত্রে শয়নাবস্থায় জানুদেশে খল্লী, (* কলো, রস, সলফ, * ভিরেট)।

দেহ।—ঘন ঘন সর্বশরীর কম্প। * অতিশয় অবসন্নতা ও শ্রান্তি। সামান্য পরিশ্রমে সহজে ক্লান্তি। অতিশয় ক্লেশানুভাবকতা (ক্যাম, সিঙ্ক, ইগে, কফি)। সর্দি বা শীতল বাতাস সহ্য হয় না (সিলি, রুমেক্স, নক্স, অর)।

নিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে অনিদ্রা, (ফস-এসি দ্রষ্টব্য। —নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না, (* বেল, সলফ) নিদ্রাবস্থায় উচ্চস্বরে কথা বলা, (নাইট্রি, * সলফ) + রাত্রিতে অঙ্গাক্ষেপ, (পাদ অস্বচ্ছন্দতা

অনুভব বশতঃ অবিরত পদ-সঞ্চালন, * (জিঙ্ক) চমকিত হইয়া চিৎকার পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে জাগরণ, (কফি, মার্ক, সলফ।—* কুঞ্চিত দৃষ্টি সহকারে জাগরণ, ষ্ট্যাম।)।

জ্বর।—শীতাবস্থায় পিপাসা; অঙ্গ-গ্রহ, ও হস্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা লক্ষণাপন্ন বিষমজ্বর। * অঙ্গুলী অবশ অনুভূত হয়। শীতের পর প্রবল দাহ ও বুদ্ধিবৈকল্য, অনন্তর প্রচুর ঘর্ম্ম। * প্রধানতঃ অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে বারংবার উত্তাপাবেশ. (* লাইকো, পলস, * সলফ) সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যঘর্ম্ম, (চায়না, * মার্ক, * সিলি, ষ্টান।·· নিদ্রা হইতে জাগিবার পরে প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, নক্স, পলস সলফ) যৎসামান্য অঙ্গ সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

চর্ম্ম।—শুষ্ক কণ্ডু ও কচ্ছুবৎ পীড়কা, (* মার্ক, ষ্টাফ।—সলফ দ্রষ্টব্য) কণ্ডূয়ন ও জ্বালাবিশিষ্ট স্রাবশীল দদ্রু। * দদ্রু (সর্ব্বাঙ্গে দদ্রু টেলুরিয়ম)। কণ্ডূয়ন ও জ্বালা সহ নিস্তেজ ক্ষত।

উপচয়।—প্রাতে ও সায়াহ্নে, আহারান্তে, বসিয়া থাকিলে, ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবার পর বৃদ্ধি।

উপশম:—অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

উপযোগিতা।—স্ত্রীলোক, গর্ভাবস্থা, প্রসূতাবস্থা, ও স্তনদানাবস্থায় বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* আকস্মিক অবসন্নতা, ও মূর্চ্ছা সহকারে কোমল ও মৃদু প্রকৃতি স্ত্রীলোকের রোগ। কম্পবিশিষ্ট বেদনা. (আর্স, বেল, * পলস) স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের ন্যূনতা, (সিড্রন) হস্ত পদের অতিশয় শীতলতা (ইগ্নেশিয়া ও ফসফরাসেও হস্ত পদের শীতলতা লক্ষণ আছে, কিন্তু সিপিয়ার শীতলতা জরায়ু মূলক, ফসফরাস ও ইগ্নেশিয়ার শীতলতা স্নায়বীয় কারণ জনিত); অপত্যপথ হইতে কিছু যেন বাহির হইবে এপ্রকার অনুভব ও তাহা নিবারণার্থ জঙ্ঘার উপর জঙ্ঘা রাখিয়া রোগিণীর চাপিয়া উপবেশন। * মলদ্বারে গুরুভার বা পিণ্ডের ন্যায় অনুভব। মূত্রের অতিশয় দুর্গন্ধি। অপরাহ্নে, সন্ধ্যাকালে, ও বিশ্রাম সময়ে রোগের বৃদ্ধি। উত্তাপ প্রয়োগ ও প্রবল ব্যায়ামে উপশম প্রাপ্তি।

সিমিসিফুগা রেসিমোসা — অ্যাক্টিয়া রেসিমোসা - ব্লাক স্নেকরূট।

রেণানকিউলেসি জাতীয় এই বৃক্ষ আমেরিকার ছায়াবৃত ও শিলাময় অরণ্যে এবং উর্ব্বরা ভূমিতে জন্মে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। সিমিসিফুগার সার ম্যাক্রোটিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।— মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছের অভ্যন্তর দিয়া সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে সিমিসিফুগার মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া স্নায়ুমূল উপক্রত এবং সমস্ত শরীরে একপ্রকার অবসাদকর উপদাহিত অবস্থা উৎপন্ন হয়। এই অবস্থা গৌণভাবে পেশীমণ্ডলে ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে সম্প্রসারিত হইয়া এই সকল স্থানের আমবাতিক ও স্নায়ুশূল প্রকৃতির পীড়া উপস্থিত করে। ব্যাকুলিত, স্নায়বীয ও উপদাহিত অবস্থা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।— জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ জনিত, স্নায়ুপ্রধানা উন্মবায়ু-গ্রস্তা স্ত্রীদিগের আমবাত, স্নায়ুশূল ও তাণ্ডব সম্বন্ধীয় অথবা অন্যবিধ রোগে। পেশী-আক্ষেপিক বা আমবাতিক রোগে অথবা তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য ব্যাধিতে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক। জরায়ুতে ইহার ক্রিয়া আর্গটের অনুরূপ, কিন্তু আর্গটের ন্যায় এতদ্দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবন কিম্বা গর্ভবতীর সুকোমল বিধানাদি বিপদাপন্ন হয় না।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

তাণ্ডব।— আমবাত অথবা রজোবৈলক্ষণ্য বশতঃ তাণ্ডবরোগে সিমিসিফুগা বিশেষ ফলপ্রদ।

কাস।—বালকদিগের কাস, অনাবৃত বায়ুতে কাসের বৃদ্ধি; সমবেদনা জনিত কাস।

রজোনাশ (রজোহভাব)।— ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা ও অন্যান্য যন্ত্রের স্নায়ুশক্তির আধিক্য বশতঃ অত্যন্ত স্নায়বীয়তা, উন্মবায়ু, শিরঃপীড়া ও তাণ্ডবাদি লক্ষণাপন্ন; এবং বামস্তনের নিম্নে বেদনা ও সাধারণতঃ বামপার্শ্বে আমবাতিক বেদনা বিশিষ্ট প্রথম রজোদর্শন বিলম্ব। তীব্র

শিরঃপীড়া, অক্ষিগোলক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গে বেদনা এবং জরায়ুর আক্ষেপ সহকারে সর্দ্দি জনিত রজোলোপ।

অসৃগদর (রজসাধিক্য)।—বেদনা, অঙ্গগ্রহ, চিত্তবিমর্ষতা, স্নায়বীয়তা ও কৃষ্ণবর্ণ সংযত রক্তস্রাব সহ আমবাত ও স্নায়ুশূলগ্রস্তাদিগের রজসাধিক্য রোগ।

প্রসব-কৃচ্ছ্র।—প্রসবের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পূর্ব্বে কলোফাইলম সহযোগে সিমিসিফুগা ব্যবহার করিলে অনায়াসে সন্তান প্রসব হয়। এই উদ্দেশ্যে পল্সেটিলাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাধক (রজোকৃচ্ছ্র)।—রজঃস্রাবের পূর্ব্বে প্রবল শিরঃপীড়া ও রজঃস্রাব সময়ে অঙ্গ, পৃষ্ঠ, ডিম্বাশয় প্রদেশে, বঙ্ক্ষণ ও উরুদেশে বেদনা, উদরে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, পাকাশয়োর্দ্ধ প্রদেশে অম্ল অল্প বেদনা, অবসাদন, বায়ুপ্রকোপ এবং মলিন ও সংযত ঋতু-শোণিত, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট বাধক বেদনায় এই ঔষধি বা ইহার বীর্য্য ম্যাক্রোটিন বিন্যাস কালে অত্যন্ত উপকারী।

গুল্মবায়ু।—জরায়ুর ক্রিয়াবিকার, মানসিক অস্থিরতা, উগ্রতা ও নৈরাশ্য; বামপার্শ্ব ও বাম স্তনের নিম্নে বেদনা; জরায়ুর ক্রিয়া বিকার জনিত অপস্মার রোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

গর্ভস্রাব।—এক্টিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ স্যাবাইনার ন্যায় প্রাদাহিক উপদাহ না জন্মিয়া গর্ভস্রাব হয়, এজন্য পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত অর্থাৎ মৃতবৎসাদোষ সিমিসিফুগা দ্বারা কখন কখন নিবারিত হয়, গর্ভপাতের আশঙ্কা জন্মিলে সত্বর ইহার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গর্ভস্রাবের নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যখন দিবাভাগে শীত ও স্তনে কণ্টকবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে তখন এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে জরায়ুর আমবাতিক লক্ষণেই জরায়ু রোগে এক্টিয়া বিশেষ উপযোগী। এবং জরায়ুর উপদাহিতা আমবাতমূলক হইলেই গর্ভস্রাবে, ও প্রসব বেদনায় ইহা অতিশয় উপকারী।

প্রসববেদনা।—আক্ষেপিক যন্ত্রণাকর, অতি তীব্র, পর্য্যায়শীল

বেদনা, সময়ে সময়ে অঙ্গ বিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রবণতা; অস্থির স্নায়বীয় উগ্রতা ও বিষণ্ণতা।

শিরঃপীড়া।—ঋতুকালে, অথবা রজোবৈলক্ষণ্য বা রজোনিবৃত্তি বশতঃ স্নায়বীয় ও গুল্মবায়ু জনিত সবমন শিরঃপীড়া। মানসিক পরিশ্রম বা অনিদ্রা বশতঃ শিরঃপীড়া।

আমবাত।—স্নায়ুকেন্দ্র ও পেশী রোগের মূলস্থান হইলে সমস্ত প্রকার বাতরোগে সিমিসিফুগা উপযোগী। বাস্তবিকও বক্ষঃপেশীর বাত, কটিবাত, গ্রীবাবাত প্রভৃতি তরুণ স্থানিক বাতে সকল চিকিৎসকই ইহার প্রশংসা করেন। ডাঃ রিংগার জরায়ুমূলক সন্ধিবাতে, এবং বাস্তবিক প্রমেহ জনিত নহে কিন্তু তদ্রূপ লক্ষণাপন্ন সন্ধিবাতে রাত্রে ও বর্ষাকালে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন। ডাঃ হেম্পেলের পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হইয়াছে যে হৃৎপিণ্ডে একটিয়ার প্রবল প্রভাব দর্শে অতএব হৃৎপিণ্ডের অপ্রদাহিক বাতে ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল এই প্রকারের যে রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন তাহার লক্ষণ হৃৎশূলের ন্যায় ছিল। যদি দণ্ডায়মান হইলে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে এবং শীত ও বর্ষাকালে বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং শয়ন করিলে উপশমিত হয় তবে কটিবাতে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। ফলতঃ সিমিসিফুগা কটিবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ বঙ্ক্ষণস্নায়ু আক্রান্ত হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

সূতিকাবস্থার বিষাদ বায়ু। গর্ভাবস্থায় স্নায়বীয়তা, জরায়ুরোগগ্রস্তাদিগের অস্থিরতা ও মানসিক অসুখ প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ উপকারী। ডাঃ হেল বলেন যে এই সমস্ত মানসিক অবস্থার সহিত অনিদ্রার বিদ্যমানতা একটিয়ার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। যকৃদ্রোগ বশতঃ যেরূপ স্কন্ধে বেদনা জন্মে সেইরূপ কুমারীদিগের জরায়ুজ কারণে স্তনের নিম্নে বা স্তনে বেদনা জন্মিলে এই ঔষধে দূরীকৃত হয়। রজোনিবৃত্ত কালের শূন্যোদরতানুভব, মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, ও কোপনতায় একটিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সামান্য পেশীশূলে ইহা উপকারী, কিন্তু শ্রান্তিজনিত পেশীশূলে আর্ণিকা

উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে সকল প্রকার বিষাদ-বায়ুতে; এবং শিশু দিগের দন্তোদ্গমজনিত অনিদ্রায় এই ঔষধ ফলপ্রদ। অতিচালনাবশতঃ চক্ষুবেদনায়ও ইহা উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অস্থিরতা, স্নায়বীয় কম্পন; আশঙ্কাপূর্ণ স্নায়বীয়তা, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য ও অবসাদন, উত্তেজনা ও হৃৎপিণ্ডে উপদাহ ও অবসন্নতা। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বামপার্শ্বে, বক্ষঃস্থলের নীচে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে বেদনা। অতিরিক্ত স্তন্যদান কিম্বা জরায়ুরোগ জন্য বিষণ্ণতা। অনিদ্রা বা মানসিক পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি, অঙ্গ গৌরব ও গ্লানি। আমবাতিক বা গর্ভাশয়িক কারণ বশতঃ কশেরুক মজ্জার উপদাহ। * দুঃখিত চিত্ততা ও শান্তিশূন্যতা অনুভব এবং তৎসহকারে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। (ইগ্নে)। স্নায়ুশূল বিলোপ জনিত উন্মাদ। মৃত্যুভয়। অবিরত আলাপ।

মস্তক।—আমবাতিক, স্নায়বীয় ও রজোবৈলক্ষণ্য জনিত শিরঃপীড়া—চক্ষুর তারায় ও উপরিভাগে তীব্র বেদনা, মস্তক বা চক্ষু সঞ্চালনে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়, পশ্চাৎ কপালে অভ্যন্তর হইতে বহির্দিক অভিমুখে বেদনা, এই বেদনা পশ্চাৎ গ্রীবা পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মস্তকে পূর্ণতা, উত্তাপ ও দপ্দপ্ অনুভব, গৃহের উপরতলে উঠিবার সময় বোধ হয় যেন মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ বিচ্যুত হইল। কপাল ও অক্ষিগোলকে স্নায়ুশূল। মস্তকোপরি ও মস্তক পৃষ্ঠে বেদনা, এই বেদনা পশ্চাৎ গ্রীবা হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং উহার সহিত ভয়ঙ্কর আকৃতি, প্রসারিত কনীনিকা, প্রলাপ, কম্প, দৃষ্টি বিকার অর্থাৎ মূষিক ও কীটাদি দর্শন,—অক্ষিগোলকে বেদনা, চক্ষে ক্ষতবৎ অনুভব, কলঙ্ক দর্শন, দ্বিত্ব দর্শন, মস্তকে শব্দ ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ ও দৃষ্টি-বিভ্রম সহ উন্মবায়ু রোগ। বমন সংযুক্ত স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, এবং ক্ষীণাঙ্গী, বায়ুপ্রধানা, উন্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীদিগের শিরঃপীড়া, (ঋতু, গর্ভাবস্থা অথবা রজোনিবৃত্তি কালের সহিত এই শিরঃপীড়ার সম্বন্ধ থাকিলে সিমিসিফুগা দ্বারা বিশেষ ফলদর্শে), অতিশয় অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগের শিরোবেদনা, সুরাপায়ী দিগের শিরোযন্ত্রণা।

(এই সকল রোগে প্রাকাশযিক উপদ্রবের অভাব সিমিসিফুগা ব্যবহারের অতিরিক্ত লক্ষণ)। অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে মস্তক-পৃষ্ঠে মৃদু বেদনা।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকে তীব্র বেদনা (এলো. স্পিজি)। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সহ প্রসারিত কনীনিকা।

আমাশয়।—শ্বাসে দুর্গন্ধ। বিবমিষা, উদ্গার, শিরঃপীড়া ও কম্প; (অধিকন্তু স্ত্রীলোকদিগের)। নাভীর নিম্ন প্রদেশে তীব্র বেদনা। শূন্যোদরতা অনুভব (ইগ্নে, সিপি)। (মস্তিষ্ক বা জরায়ুর ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য সংক্রান্ত বদহজম সিমিসিফুগা দ্বারা আরোগ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত অগ্নিমান্দ্য জনিত পীড়া ইহার অধিকারভুক্ত নহে)।

মল।—পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ (এন্ট-ক্রু, আইয়োড, নক্স)। বারবার পাতলা মলিন দুর্গন্ধময় মলস্রাব (আর্স)।

রক্তসঞ্চলনযন্ত্র।—নাড়ীর বৈষম্য, হৃৎকম্প, ও বেদনাদি লক্ষণ সংযুক্ত, আমবাতের পরবর্ত্তী বা আমবাতজনিত অভিনব হৃদ্রোগ; বেদনা ও যন্ত্রণার আক্রমণ, হৃৎশূল রোগের আক্রমণের ন্যায় সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত বোধ হয় ও শ্বাসরোধের আশঙ্কা জন্মে, প্রধানতঃ রাত্রিতে শয়নের পরে এ প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, এবং আমবাত বা জরায়ুর উত্তেজনা বশতঃ এই সকল উপসর্গ প্রকাশ পায়, হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেদনা ও উৎকণ্ঠা, এই বেদনা বামবাহু হইতে হস্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং উহার সহিত হৃৎকম্প এবং বামবাহুর অবশতা ও অবসন্নতা বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রীদিগের বাম স্তনের নিম্নে বামপার্শ্বে বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—জরায়ুর ক্রিয়াবিকার, অন্তঃসত্ত্বা ও শুষ্মবায়ু জনিত স্নায়বীয় কাস, গলশোষ অথবা স্বরযন্ত্রে শুষ্ক বিন্দুবৎ অনুভব, স্বরভঙ্গ, শ্বাসরোধের উপক্রম সহ জরায়ুবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ। পরিশ্রম ও পূর্ণনিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি পায় এরূপ পার্শ্বশূল (র্যানোডিনিয়া)। অঙ্গবেদনা, অক্ষিবেদনা, জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব শিরোবেদনা, ও দন্তবেদনা সহকারে স্ত্রী ও বালকদিগের প্রতিশ্যায়। গলক্ষতযুক্ত শুষ্ককাস, এই কাস রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়।

মূত্রযন্ত্র।—গুল্মবায়ু, জরায়ু রোগ ও গর্ভাবস্থা প্রভৃতিতে স্নায়বীয় অবসন্নতা বশতঃ অধিক পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ মূত্র নিঃসরণ।

জননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ রজোলোপ; অঙ্গ বেদনা সহ প্রতিশ্যায় জনিত রজোলোপ। ভায়াক্রান্ত শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প ও বিষাদ সহ বিলম্বিত রজঃ। শিরঃপীড়া পূর্ব্ব রজকৃচ্ছ্র। আমবাতের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট বাধক। জরায়ুর দুর্ব্বলতা জনিত অতিরজঃ। জরায়ু দৌর্ব্বল্যের আনুষঙ্গিক শ্বেতপ্রদর। জরায়ুর স্নায়ুশূল, আমবাত ও রক্তসঞ্চয় জনিত রোগ—এই রক্ত-সঞ্চয় জনিত পীড়ায় বেলেডোনা বা ভিবেটম ভিরিডির সহায়তা আবশ্যক হইতে পারে। গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত। গর্ভাবস্থায় —বিষাদ, ঈর্ষা, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, ক্লান্তি; অস্থিরতা, বিবমিষা; জরায়ুর আক্ষেপ; অনিদ্রা, বা কুস্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, বামপার্শ্বে, বাম স্তনের নিম্নে ও পৃষ্ঠে বেদনা। নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রীদিগের অধিকাংশ পীড়া, বিশেষতঃ বাম স্তনের নিম্নে ও বামপার্শ্বের নানাস্থানে বেদনা; পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব, অক্ষ ও অক্ষিবেদনা সংযুক্ত শিরঃপীড়া; বিষণ্ণতা, উগ্রতা ও অস্থিরতা। সপর্য্যায় প্রসব বেদনা ও প্রসবকষ্ট। দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রসব বেদনা, অথবা পুনঃ পুনঃ প্রসব বেদনার পর জরায়ুর অবসন্নতা জনিত প্রসবান্তিক বেদনা ও তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনা, অনিদ্রা এবং অপ্রসন্নতা, এই সকল কারণ বশতঃ কষ্ট রোগ। সর্দ্দি বা মনোভাব জন্য প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাবরোধ ও তৎসহযোগে জরায়ুর আক্ষেপ, অঙ্গাক্ষেপ, শিরঃপীড়া ও কচিৎ প্রলাপ, নৈরাশ্য সহকারে সূতিকোন্মাদ, বিশেষতঃ আমবাতগ্রস্ত রোগিণীদিগের। ঋতুকালে গুল্মবায়ু বা অপস্মারজনিত আক্ষেপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—আমবাতজনিত গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ (রাইনেক), পৃষ্ঠাক্ষেপ ও কটিগ্রহ; কটিবাত; পার্শ্বদেশে সূচীবিদ্ধবোধ; গৃধ্রসী (সায়েটিকা), উত্তাপ ও স্ফীততা সহ পাদদেশের বাত। আমবাত বশতঃ পেশীর আক্ষেপ ও বেদনা। * নিম্নোদরের পেশীর বাত। উত্তাপ ও স্ফীততা সহ সন্ধিস্থলে বাতের বেদনা। অঙ্গবেদনা। পেশীতে অত্যন্ত গ্লানি। লিখিবার সময় অঙ্গুলীকম্প।

দেহ।—স্নায়বীয় কম্পন। সর্ব্বশরীরে সূচবৎ অনুভব। পেশীর দুর্ব্বলতা, কম্পন ও আক্ষেপিক ক্রিয়া।

নিদ্রা।—দুর্নিবার অনিদ্রা (কফি, ওপি)। অস্থির নিদ্রা। অপ্রিয় স্বপ্ন।

উপচয়।—প্রাতে, রাত্রে; সঞ্চালনে; ও ঋতুকালে বৃদ্ধি।

উপশম।—বিশ্রামে, অনাবৃত বায়ুতে, ও আহারান্তে উপশম।

ত্বক।—জরায়ুর প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স একশন) বশতঃ শীতপিত্ত ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ।

বিশেষ লক্ষণ।—ব্যাকুলতা, স্নায়বীয়তা ও কোপনতা। বামপার্শ্ব সমধিক আক্রান্ত। অক্ষিগোলকে বেদনা সহকারে তীব্র শিরোবেদনা। উরুস্তম্ভ, পেশী ও সন্ধিতে বেদনা সহ অতিশয় শারীরিক অস্থিরতা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক এবং বেদনা নিবারক। অতিমাত্রায়,—শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য, বিবমিষা ও বমন উপস্থিত করে। আমবাত ও তাণ্ডব রোগে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণের মাত্রা ২০ হইতে ৬০ গ্রেণ।

সিলিকা—সিলিশিয়া—সাইলেকস—ফ্লিণ্ট।

এই ঔষধের নাম সিলিকা হওয়া উচিত। কারণ সিলিশিয়া বিশেষণ পদ। সিলিশিয়া জলে, দ্রাবকে কিম্বা অন্য কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় না, সুতরাং বিচূর্ণনপ্রক্রিয়া দ্বারা ইহার আরোগ্যকর গুণ বিকশিত না হইলে এতদ্দ্বারা কোন আনুষিক ক্রিয়া দর্শে না।

ক্রিয়া।—পরিপোষণ মণ্ডলে সিলিশিয়ার প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং এতদ্দ্বারা শরীরের বিধান পদার্থ, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি ও সন্ধি আক্রান্ত হইয়া এবং পরিপোষণের বিকৃতি জন্মিয়া গণ্ডমালা ও রেকাইটীস রোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। শরীরের কোমল বিধান, অস্থিবেষ্ট, অথবা অস্থিতে পূযোৎপাদন সিলিশিয়ার অপর আর একটী প্রধান

ধর্ম। সিলিশিয়ার এই মুখ্যক্রিয়ার গৌণফল স্বরূপ স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা মিশ্রিত এক প্রকার উপদাহিতা জন্মে ও তাহা হইতে নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়া ধীরগতি, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং তরুণ অপেক্ষা পুরাতন রোগেই এই ঔষধ সমধিক উপযোগী।

অধিকার।—কোষ, ঝিল্লী, লসিকা ও অস্থিমণ্ডলাদির প্রাচীন ও বিধান বিকার জনিত রোগেই সাধারণতঃ সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া-বিকার জনিত রোগে ইহা তত প্রশস্ত নহে। পূয়োৎপাদন ও অতিরিক্ত পূয শোষণে সিলিশিয়ার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। ডাঃ টেষ্ট বিবেচনা করেন যে শ্লেষ্মাপ্রধান ও শোণিতপ্রধান ধাতু কৃশকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু কেবল এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগেই যে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এমত নহে। গণ্ডমালা, বালাস্থি বিকৃতির লক্ষণ স্বরূপ কেবল মস্তকে ঘর্ম এবং শরীরের স্পর্শদ্বেষ, রাত্রিকালে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন প্রবণতা, শারীরিক উত্তাপের লঘুতা, নম্রতা, সাহসহীনতা ও ব্যাকুলতা; পীড়িত স্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণ করিলে উপশমিত হয় এ প্রকার শিরঃপীড়া; অতিশয় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন ও বিলেপী জ্বরাদি সংযুক্ত যক্ষ্মা ও পুরাতন বায়ুনলী ভুজ প্রদাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগে সিলিশিয়ার অধিকার।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বালাস্থি-বিকৃতি।—মস্তকে ঘর্ম ও গাত্রের স্পর্শদ্বেষ রিকেটস রোগের প্রধান লক্ষণ। সিলিশিয়ারও এই দুই লক্ষণ। অপর, এই রোগে অস্থির অসম্যক বিবর্দ্ধনও সিলিশিয়া জ্ঞাপক। ডাঃ ডন গ্রেভো বলেন যে উপাস্থি ও অস্থিতে রাসায়নিক প্রভেদ এই মাত্র যে অস্থিতে ফ্লিণ্ট আছে, উপাস্থিতে উহা নাই। অতএব রিকেটস রোগে উপাস্থিপ্রবণতায় এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই রোগের প্রথম প্রকাশে, অস্থিরমন, মস্তকে ঘর্ম, ও গাত্রের স্পর্শাসহতা লক্ষণে সিলিশিয়া ব্যবহার করিয়া তিনি বিলক্ষণ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা মস্তকের ও বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশের ঘর্ম এবং উপাস্থির অতিবর্দ্ধন নিবারিত হয়।

স্নায়বীয় রোগ।—স্নায়ুমণ্ডলে সিলিশিয়ার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা স্নায়ুকেন্দ্রের পরিপোষণের বৈলক্ষণ্য জন্মে। ডাঃ ব্লাক বলেন যে মস্তিষ্কে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুতে সিলিশিয়ার প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অতিরিক্ত অধ্যয়ন জনিত অবসাদের ন্যায় স্নায়বীয় অবসাদ উপস্থিত হয়। অতএব অতিরিক্ত অধ্যয়নাদি কারণে স্নায়বীয় অবসাদ এতদ্দ্বারা দূরীকৃত হয়। ডাঃ ডনহাম বলেন যে সিলিশিয়ার ক্রিয়াজনিত অবসন্নতার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে উপদাহিতা বিদ্যমান থাকাতে ইন্দ্রিয় সকলের অস্বাভাবিক প্রখরতা জন্মে, মস্তিষ্কে বা পৃষ্ঠবংশে সামান্য সংঘাত বা চাপ সহ্য হয়না, ও সর্ব্বশরীরে অস্বাভাবিক স্পর্শ-দ্বেষ ও অনুভবাধিক্য থাকে। এবং রোগলক্ষণ শীতে বাড়ে, ও উষ্ণতায় কমে। এই উপদাহিতা ও অবসন্নতা আক্ষেপে পরিণত হইয়া অপস্মারাদিও উৎপন্ন করিতে পারে। এই নিমিত্ত কোন কোন প্রকার অপস্মারে সিলিশিয়া ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠবংশের রোগে রুগ্ন অতিশয় অধ্যয়নশীল, অথবা কৃত্রিম মৈথুনাসক্ত ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়ায়ও ইহা বিশেষ উপযোগী। ফলতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের যুগপৎ দুর্ব্বলতা ও অতিরিক্ত অনুভবাধিক্যে সিলিশিয়া 'বলকর' ও 'অবসাদকর' উভয় গুণই ধারণ করে। টেষ্ট বলেন যে স্নায়বীয় রোগে অবসন্নতা দূরীকরণার্থে আহার গ্রহণের ইচ্ছা, ও উপবাসে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি সিলিশিয়ার প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে চাপ, শব্দ, সঞ্চলন ও আলোকে অতিশয় অনুভবাধিক্য এবং উষ্ণ বস্ত্রাদি বেষ্টন দ্বারা উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম পুরাতন শিরঃপীড়ায় সিলিশিয়া জ্ঞাপক লক্ষণ।

গণ্ডমালা।—গণ্ডমালা রোগে ডাঃ জোসেট সিলিশিয়া প্রধান ঔষধ মনে করেন। গণ্ডমালাদোষ অস্থি ও সন্ধিতে প্রকাশিত হইলেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। উপদংশমূলক নয় এপ্রকার অস্থিবেষ্টপ্রদাহে ইহার উপকারিতার বিস্তর প্রমাণ আছে। অস্থির কেরিজ বা নিক্রোসিস রোগেও সিলিশিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রদ। গণ্ডমালা জনিত সন্ধির শ্বেতবর্ণ স্ফীততায় প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ সকলেই একবাক্যে এই ঔষ[illegible]সা করেন। রোগের মূল শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে আবদ্ধ না হইয়া অস্থি [illegible]ত হইলেই ইহা অতিশয় উপকারী। গণ্ডমালা জনিত কঠিনপ্রাপ্ত গ[illegible]

ব্রণ; মস্তকের দদ্রু; কর্ণস্রাবাদিতেও সিলিশিয়া হিতকর। পূযস্রাব হইতে থাকিলে এই সমস্ত রোগে ঔষধ স্থানিকপ্রয়োগ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্থিরোগে ইহা ক্যালকেরিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়।

কর্ণব্রণ।—যদি বেলেডোনায় ব্রণোৎপত্তি নিবারিত না হয় তবে এই ঔষধি ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। মস্তিষ্ক-কশেরুক মজ্জার ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত বধিরতায়ও ইহা উপযোগী।

শারীরব্রণ।—সামান্য ক্ষত, ধীরে ধীরে পূযোৎপত্তি, জঙ্ঘাস্থির আবরক চর্ম্মের ক্ষত, জরায়ু-গ্রীবার ক্ষত, গণ্ডমালা জনিত ক্ষত, পুরাতন ক্ষত; নাড়ীব্রণ। স্তনের নাড়ীব্রণে ও স্তনাগ্রের সঙ্কুচিত অবস্থায় সিলিশিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। মার্কুরি দ্বারা আশঙ্কিত পূযোৎপত্তি নিবারিত, হিপার দ্বারা অপরিহার্য্য পূযোৎপত্তি প্রবর্দ্ধিত এবং সিলিশিয়া দ্বারা অতিরিক্ত পূয স্রাব প্রতিরুদ্ধ হয়। একই ক্রমের ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কার্ব্বঙ্কল রোগেও প্রদাহিত অবস্থা অতীত হইবার পর পূযোৎপাদন আরম্ভ হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে উহার গতি প্রতিরুদ্ধ হয়, এবং এত দ্বারা অনেক স্ফোটক শুষ্ক হইয়া যায়।

ব্রণ-শোথ।—বহুদিন স্থায়ী, অশুদ্ধ স্রাব, প্রাচীন স্ফোটক বা অস্থি স্ফোটক। নিস্তেজ প্রাচীন স্ফোটক। এতদ্দ্বারা পূযস্রাব বর্দ্ধিত বা অতিরিক্ত পূযনিঃসরণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রণশোথ আরোগ্য হয়।

অঙ্গুলীবেষ্টক-(হুইটলো)।—এই রোগের প্রারম্ভ ও প্রদাহিত অবস্থায় সিলিশিয়া বিশেষ উপকারী। প্রথম উপক্রমে প্রয়োগ করিলে সিলিশিয়া প্রায়ই রোগ বিনষ্ট ও পুনরাক্রমণ নিবারণ করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

পরিপাকযন্ত্র।—দন্ত ক্ষয় ও তজ্জনিত দন্ত বেদনা, এই দন্ত বেদনা উষ্ণ আহার গ্রহণ ও শীতল বায়ু আকর্ষণে বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিকালে অতিশয় তীব্র হয়। কোষ্ঠবদ্ধ।—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে কঠিন পিণ্ডবৎ মল অধিক ক্ষণ মলাশয়ে থাকিলে ও সহজে নিঃসারিত না হইলে; এবং যখন কখন অনেকক্ষণ কুন্থনের পর মলের যে অংশ মলদ্বারের বাহিরে আইসে তাহাও

আবার সহসা ভিতরে প্রবেশ করিলে কোষ্ঠবদ্ধে, এবং এইরূপ মললক্ষণে অন্য রোগেও সিলিশিয়া ব্যবস্থেয়। **গ্রন্থিমণ্ডল।** —ধাতুদুষ্টতা নিবন্ধন গ্রন্থি বিবর্দ্ধন ও তাহাতে ধীরে ধীরে পূযোৎপাদন। অশ্রুস্রাবীগ্রন্থির প্রদাহ বা অশ্রুগনাড়ী-ব্রণ। **অস্থিমণ্ডল।** —অস্থিক্ষত, বিকৃতঅস্থিস্খলন (এক্স ফোলিয়েশন), পৃষ্ঠবংশের মজ্জাক্ষয় রোগ (টেবিস ডর্সেলিস)। উপদংশ দোষ বর্জ্জিত অস্থিবেষ্ট প্রদাহ। **কোষমণ্ডল।** —সন্ধি-বিবর্দ্ধন ও সন্ধি স্থলের শ্বেতবর্ণ শোফ (ফুলা), উপাস্থিবৎ অর্ব্বুদ (এনকোনড্রোমা); কোষগত অর্ব্বুদ (গেংগ্লিয়ন), হাউস মেইডসনী (জানু সন্ধির উপরিস্থ শ্লৈষ্মিক কোষপ্রদাহ)। **ত্বক।** —বসাগ্রন্থির পীড়িত অবস্থা নিবন্ধন পীড়কার উৎপত্তি, এই সকল পীড়কা হইতে পীতবর্ণ রস স্রাব হইয়া কঠিন আবরণ জন্মে, মস্তকের চম্মদলরোগ, পদতলের অতি ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মবোধ। সচ্ছিদ্র, সহজে রক্তস্রাবী, অথবা কঠিনপ্রান্ত, বেদনাশূন্য, অসুস্থ পূযস্রাবী, গণ্ডমালা জনিত ব্রণ-শোথ ও শারীরব্রণ। গো-মসূর্য্যাধানের মন্দফল; ডাঃ হেরিং ইহা হইতে উৎপন্ন আক্ষেপে ও সিলিশিয়া ব্যবস্থা করেন। ডাঃ কুপার কেবল দিবসে কণ্ডূয়নশীল পীড়কায় এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন; কিন্তু চর্ম্ম রোগে পূয না জন্মিলে ইহা বড় ব্যবহৃত হয় না। সিলিশিয়া (১ম ও ২য় বিচূর্ণ) সেবনে কর্কটিকার বেদনা নিবারিত হয়। বহুমূত্র রোগেও নিম্ন ক্রমে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন। —* নমনীয়চিত্ততা, সাহসহীনতা। নিরাশা ও বিষাদ। * অতিশয় চকিত প্রবণতা, (* কালী-কা, ন্যাট-মি, ওপি, * ফস) সহজে চিন্তা করিতে অসমর্থতা (* জেল, ল্যাকে)।

মস্তক। —মত্ততার ন্যায় অনুভব, (* জেল, * নক্স) সম্মুখে পতনো-ন্মুখ ভ্রমি, মস্তক অবনত করিলে, অশ্বারোহণে অথবা উপরের দিকে চক্ষু উত্তোলনে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি। গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইতে মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত বেদনা ও দপদপ। শীত সহকারে কপালে ও মূর্দ্ধাদেশে প্রবল স্পন্দ-জনক বেদনা, (পলস দ্রষ্টব্য) কপালে গুরু বস্তুর চাপের ন্যায় অনুভব, (এলো, ক্যাক্ট,

কালী-বা, * নক্স।—* মস্তিষ্ক যেন কপাল দিয়া চাপিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভব, একন) মস্তকের অভ্যন্তরস্থ সকল পদার্থই যেন সজীব এ প্রকার অনুভব, (পেট্রো।—মস্তিষ্কে পিণ্ডবৎ অনুভব, কোনা।—মস্তিষ্কে অবশতা অনুভব, গ্রাফ * ম্যাগ-মি, প্লাট) * অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র বিশিষ্ট বৃহৎ মস্তক, (* ক্যাল্ক-কা, মার্ক, সলফ) করোটীতে কণ্ডূয়নশীল, রসস্রাবী পীড়কা, (* গ্রাফ, হিপার, * লাইকো, সলফ) * সন্ধ্যাকালে মস্তকে অধিক পরিমাণ ঘর্ম, (* ক্যাল্ক কা, মার্ক)। * মস্তক দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে ভাল লাগে।

চক্ষু।—চক্ষে জ্বালা বা যন্ত্রণা, (লবণ পতনের ন্যায় জ্বালা, নকস) রাত্রিতে অক্ষিপুটের সংযোজন। *চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন (নকস দ্রষ্টব্য)। * দক্ষিণ অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির স্ফীততা।

কর্ণ।—কর্ণ রোধ, এবং সময় সময়ে উচ্চ শব্দ সহকারে উহার বিমোচন, (বন্দুকের ন্যায় শব্দ, গ্রাফ।—চর্ব্বণ করিবার সময় কর্ণে চড় চড় শব্দ, * ক্যাল্ক-কা, গ্রাফ)।

নাসিকা।—নাসিকায় ক্ষত, (সিপি দ্রষ্টব্য) ঘ্রাণাভাব কালী-বা, সিপি) কঠিনীভূত শ্লেষ্মাবশতঃ নাসারোধ। * দীর্ঘকালস্থায়ী নাসাগ্র কণ্ডূয়ন।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, যাতনাব্যঞ্জক মুখাকৃতি। নিম্ন ওষ্ঠের লোহিতাংশ ক্ষত, মুখের কোণে ক্ষত। হনুতে দদ্রু। হনুনিম্নগ্রন্থির বেদনা বিশিষ্ট স্ফীততা।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—* ঈষদুষ্ণ দ্রব্য আহার অথবা মুখদ্বারা শীতল বায়ু আকর্ষণ করিবার সময় অথবা শীতল জল সংস্পর্শে দন্তবেদনা, (ক্যাল্ক-কা, * মার্ক, সলফ।—শীতল জল প্রয়োগে বেদনার উপশম, ব্রাই, কফি, * পলস।—উত্তাপ প্রদানে উপশম, রস) * জিহ্বার অগ্রভাগে চুল থাকার ন্যায় অনুভব, (জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে, কালী-বা, ন্যাট মি।—নাকের মধ্যে, হাইড্রাস।—গলার মধ্যে, কালী-বা) মুখ-শোষ। মুখে দুর্গন্ধ। কেবল

গিলিবার সময় হুলবেধবৎ গলাবেদনা. (এপিস দ্রষ্টব্য)।

আমাশয় ও উদর।—* প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত আস্বাদ, (পচা আস্বাদ, আর্ণ. ব্রাই, * মার্ক, * পলস।—আহারান্তে তিক্ত আস্বাদ, আর্স, * নাইট এসি পলস।—আহারান্তে অম্ল আস্বাদ, লাইকো, ফস) * অতিশয় পিপাসা। * জল বিস্বাদ বোধহয়; জল পানান্তে বমন, (আর্স দ্রষ্টব্য) * ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করা যায় না, আহার্য্য দ্রব্যে বিবমিষা জন্মায়, (আহারে অরুচি সহকারে ক্ষুধা, নক্স ভ) পাকাশয়গহ্বরে জ্বালা, (* আর্স, ক্যাল্ক, * নকস-ভ, ফস।—শীতলতা, কলচ, সলফ) নিম্নোদরে জ্বালা, (আর্স দ্রষ্টব্য) নিম্নোদরে আটোপ, (লাইকো)। * অতিশয় দুর্গন্ধময় অপান নিঃসরণ।

মল ও মলদ্বার।—* ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে কোষ্ঠবদ্ধ; কঠিন পিণ্ডবৎ মল। (ঋতুর পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ ও পরে অতিসার, গ্রাফ) * কঠিন, কষ্টনিঃসারিত মল, কিয়ংপরিমাণে বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, বোধ হয় যেন সরলান্ত্রের মল নিঃসারণের ক্ষমতা নাই। * সরলান্ত্রে কর্তন ও কণ্টকবেধবৎ যাতনা। * মলদ্বারে আর্দ্রতা (কার্ব্বো-ভে, মার্ক-কবো)। * শুষ্ক কঠিন মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা। * অবিরত নিষ্ফল মল প্রবৃত্তি (নক্স নাইট-এসি)। * ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধবিশিষ্ট অতিসার (আর্স, এসাফ, লেপ্ট, সিকে)। বেদনাবিশিষ্ট অর্শবলী।

মূত্র।—অল্প অল্প মূত্রস্রাব সহ মূত্রপ্রবৃত্তি। মূত্রে লোহিত বা পীতবর্ণ রেণু, (লাইকো দ্রষ্টব্য)।

জননযন্ত্র।—(পুং) লিঙ্গ মুণ্ডের প্রান্ত ভাগের সমীপবর্ত্তী মেঢ্রত্বকে অবদরণের ন্যায় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট আরক্ততা, (* মার্ক, নাইট এসি দ্রষ্টব্য) কামপ্রবৃত্তির অতিশয় ক্ষীণতা, বা বৃদ্ধি (আর্জ্জ-না, হিপার, লাইক, ম্যাগ-কা)। স্বপ্নদোষ। রাত্রে প্রবল লিঙ্গোদ্রেক (গ্রাফ)। মুষ্কবৃদ্ধি। মুষ্কে ঘর্ম্ম (রোড)। মুষ্ক কণ্ডূয়ন (স্ত্রী)।—সর্ব্বাঙ্গের অতিশয় শীতলতা সহকারে বিবর্দ্ধিত রজঃ। সন্তান স্তন্যপান করিবার সময় জরায়ু হইতে বিশুদ্ধ রক্তস্রাব। * রজঃ স্রাবের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ জলস্রাব, (পলস দ্রষ্টব্য)। * বাম স্তনাগ্রে জ্বালাকর বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—* অবিরত কাস, ও কাসিতে কাসিতে খানিকটা স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, (ফিরম, চায়না) বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে শুষ্ক কাস, (* কষ্ট; আর্স, নক্স-ম, সিপি, ষ্টাফ।—বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ সহকারে কাস, * ব্রাই, বেল, * পলস, সলফ)। হৃৎস্পন্দ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কশেরুকার স্ফীততা ও বক্রতা, (ক্যাল্ক, পলস, সলফ) পূযোৎপাদন সহ গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীততা, (মার্ক দ্রষ্টব্য)। * শিরঃপীড়া সহ গ্রীবা-পৃষ্ঠের অনম্যতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গুলী-বেষ্টক, (হিপার, মার্ক।—প্রথম অবস্থায় বেদনা, জ্বালা ও হুলবেধ, * এপিস।—অগ্নির ন্যায় জ্বালা, * আর্স) জঙ্ঘার নিম্নভাগে ক্ষত, (বিগলিত ক্ষত, ল্যাক।—জ্বালা ও বেদনা বিশিষ্ট প্রাচীন ক্ষত, * আর্স, লাইকো) * পদতলে দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, (* ব্যারাই-কা, নাইট্র এসি, প্লম্ব)। * অঙ্গের দুর্ব্বলতা, চলিতে পারা যায় না। * জঙ্ঘা ও পদের বরফের ন্যায় শীতলতা (ভিরেট এল্ব)। * রাত্রে হাতে ঝিঁঝিঁ লাগে। * উরু ও কুচকিতে ছিন্নকর বা সূচীবেধের ন্যায় বেদনা। কুনী, উহা হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসরণ।

দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব, শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা। * শীতল বাতাস সহ্য হয় না (অর, কক, ক্রিযো, সিপি), সহজে সর্দ্দি লাগে (ক্যাল্ক)। * সর্ব্বাঙ্গে মৃষ্টবৎ বেদনা (রুটা, আর্ণ, ব্যাপ্ট)। শিশুর বিলম্বে হাটিতে শিখা (ক্যাল্ক, ফস)।

জ্বর।—বিলেপীজ্বর, বিশেষতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী পূযস্রাবের আনুষঙ্গিক বিলেপীজ্বর, (* ক্যাল্ক-কা, হিপার ফস, * সলফ) কৃমি জ্বর। * অধিক পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গীন নৈশ ঘর্ম্ম, (মার্ক দ্রষ্টব্য)। * অবিরত শীত (পলস)। * মস্তকে প্রবল উত্তাপসহ জ্বর (বেল)।

চর্ম্ম।—পূযোৎপাদনসহ লসিকাগ্রন্থির স্ফীততা। * উন্নত মাংস ও গলিত তীব্র স্রাব বিশিষ্ট ক্ষত, (* আস, ক্রিয়ো, হিপার, * সলফ।—ঈষৎ নীলবর্ণ উন্নত প্রান্ত ও পাতলা দুর্গন্ধি পূযবিশিষ্ট ক্ষত, এসাফ, ক্রিযো। —পাতলা জলবৎ স্রাববিশিষ্ট পুরাতন মলিন, চেপ্টা ক্ষত, * ল্যাকে, পলস,

স্যাঙ্গ।—বেদনাশূন্য, প্রতিক্রিয়াবিহীন, রাত্রিকালে অতিশয় জ্বালা ও অত্যন্ত দুর্গন্ধি স্রাববিশিষ্ট ক্ষত, * কার্ব্বো-ভে, ল্যাকে।—অগ্নির ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত, * আর্স, ক্যাপ) * দুর্গন্ধি ও পীতবর্ণ স্রাববিশিষ্ট নাড়ী-ব্রণ, (এণ্ট, ক্যাল্ক-কা, *কালী-হাইড)।

উপচয়।—অমাবস্যার সময়; সঞ্চলনে; রাত্রিতে, প্রাতে; ও মাথা অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিয়া রাখিলে; উষ্ণতায়; ও গৃহের অভ্যন্তরে উপশম।

উপযোগিতা।—বৃহৎ উদর, ক্ষীণ গুলফসন্ধি ও মস্তকে অতিশয় ঘর্ম্মবিশিষ্ট গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশু; আহারের অভাব বশতঃ নয় কিন্তু অসম্যক সমীকরণ জন্য অসম্পূর্ণভাবে পরিপোষিত অতিশয় অনুভবাধিক্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অভাব, (* লিডম, সিপি) * মস্তক আবৃত রাখিলে উপশম। গো মসূর্য্যাদানের পরবর্ত্তী পীড়া, (থুজা) রাত্রিতে ও পূর্ণিমার সময় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। উষ্ণ গৃহে ও উষ্ণবস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিলে উপশম প্রাপ্তি। কষ্টে নিঃসারিত কঠিন মল, খানিকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগের থাকিয়া থাকিয়া গাত্রের বরফের ন্যায় শীতলতা। দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের বারবার দন্তমূলে হস্তপ্রদান।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানেডেনসিস—বড্‌রুট।

পেপেভারেসী জাতীয় এই বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার ভূগর্ভস্থ কাণ্ড হইতে অরিষ্ট এবং উপক্ষার স্যাঙ্গুইনেরিণ হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং উহার উপদাহ ও প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে। ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর উপরেও স্যাঙ্গুইনেরিয়ার বিলক্ষণ প্রভাব থাকাতে এই স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া ইহা যকৃৎ ও পরিপাক-পথের পীড়া উৎপন্ন করে।

অধিকার।—ফুসফুসপ্রদাহ, ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ, শ্বাসকাস, স্বরঘ্ন, গলনলী-প্রদাহ ও স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ইত্যাদি শ্বাসযন্ত্রের রোগ। রক্তামাশয়, অর্শ, ও কামল আদি অন্ত্রের রোগ। মস্তক ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; সাময়িক সবমন শিরঃপীড়া, শারীর ব্রণ, নাসার্ব্বুদ ও জরায়ুরোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—শ্বাসযন্ত্রের রোগ।—প্রতিশ্যায জনিত স্বরঘ্ন, স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে বিস্তৃত বা পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয় না। বিলেপী জ্বর সহ কাস, ও যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ হেল নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় (প্রেহিপেটিজেশন), এবং ডাঃ ড্রিসডেল ফুসফুসের ব্রণশোথে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। নাসিকার ও গলমধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন রোগে হুলবেধ, কণ্ডূয়ন, রোগাক্রান্ত স্থলের স্ফীততা ও স্রাবনিঃসরণ বা উহার অভাব লক্ষণে ডাঃ মর্স এই ঔষধের তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থা করেন। **অর্দ্ধাবভেদক।**—ডাঃ জোসেট বলেন যে শয়ন ও নিদ্রায় উপশম, কর্ণ-বেদনা, অঙ্গ গ্রহ, ও কম্পাদি লক্ষণ বিশিষ্ট অর্দ্ধশিরঃশূলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া অত্যন্ত ফলপ্রদ। ঋতুকালের সহিত সংসৃষ্ট, বিশেষতঃ অতিরজস্কা রমণীদিগের অর্দ্ধশিরঃপীড়ায়ই এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেরিং ও ডাঃ মিল সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, ও উহার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়ার হ্রাস লক্ষণাপন্ন অর্দ্ধাবভেদকে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার অতিশয় উপযোগিতা স্বীকার করেন। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে স্বল্পমূত্র ও রোগের অবসান সময় অধিক পরিমাণ জলবৎ মূত্রস্রাব এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ জোসেট ১২শ—৩০শ ক্রম ব্যবহার করেন। ডাঃ গরেন্সি গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে মস্তকে বেদনা উত্থিত হইলে ঋতুসংসৃষ্ট বা অন্যবিধ শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। **কর্কটিকা।**—ডাঃ ক্রেইগ বলেন যে শস্ত্র দ্বারা কর্কট উন্মূলিত করিয়া এই ঔষধি সেবন করিলে উহা আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তকাদি।—কর্ণনাদ সহ শিরোঘূর্ণন; গ্রীবাদেশের শিরায় রক্ত

সঞ্চয় ; স্পর্শদ্বেষ সহ শিরোবেদনা ; সাময়িক সবমন শিরঃপীড়া, এই শিরঃ পীড়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া দিবাভাগে বৃদ্ধি পায়, দক্ষিণ নয়নের উপরি-ভাগে অপেক্ষাকৃত তীব্রতর বোধ হয়, এবং বমন ও নিদ্রা হইলে বেদনার অবসান হয়। নিদ্রাকালে, রাত্রিতে শয়ন করিলে, শীত ঋতুতে, সহসা মস্তক আবর্ত্তন ও উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে শিরোঘূর্ণন। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল,—এই শূল উপরের হনুতে আরম্ভ হইয়া মস্তক ও চক্ষুর উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় ; ত্বরিতগতি, জ্বালাকর বেদনা ; বোধ হয় যেন সম্মুখ কপাল ভিন্ন হইয়া যাইবে। নিস্রবরোধ বশতঃ আমবাত বা রক্ত-সঞ্চয় জনিত শিরোবেদনা। **শ্বাসযন্ত্র।**—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় শুষ্কতা, বোধ হয় যেন উহা দগ্ধ বা প্লুষ্ট (ঝলসিয়া যাওয়া) হইয়া গিয়াছে, নাসার্ব্বুদ জন্য নাসারন্ধ্র অবরোধ ; তালুমূল প্রদাহের পর গলক্ষত ; তালুমূল প্রদাহ। স্বরযন্ত্র, কণ্ঠ ও বায়ুনলী-ভুজের প্রতিশ্যায় ; হাঁচি, দারুণ তরল সর্দ্দী ; স্বরভঙ্গ ; কণ্ঠকণ্ডুয়ন ; গভীর শুষ্ককাস, কাসান্তে পাটল বা রক্তবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর চাপক বেদনা, নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট ; বেগবতীনাড়ী ; আরক্ত কপোল-দেশ। গভীর স্বরভঙ্গ ও কাকস্বর বিশিষ্ট স্বাপ্নিক কাস (মস্তকের অবনত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়) ; শ্বয়থু, কাসসহ বক্ষোবেদনা), দক্ষিণ বক্ষে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা ; ক্রমাগত চাপ ও ভারবোধ। ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ--যক্ষ্মারোগে রক্ত কাস। ফুসফুসপ্রদাহ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায়), ফুসফুসের পুরাতন প্রদাহ, ফুসফুসের লোহিত বা ধূসরবর্ণ যকৃৎবিধানবৎ আকৃতি (হিপেটিজেসন) ফুসফুসবিধানে স্রাবোৎপত্তি। **পরিপাকযন্ত্র।**—জ্বালা, অম্ল অম্ল বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ, আহারান্তে বেদনা, বমন এবং শিরঃ-পীড়াদি লক্ষণ সম্পন্ন পাকাশয়প্রদাহ ; ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষা, তিক্ত জল বমন ; হৃদ-দাহ সহ অগ্নিমান্দ্য, আক্ষেপিক উদ্গার ; রক্তসঞ্চয় সহ যকৃৎ বেদনা, এই বেদনা স্কন্ধদেশ হইতে যকৃতে উপস্থিত হয়, পিত্তশিলা। অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য অথবা রক্ত মিশ্রিত আম নিঃসরণ বিশিষ্ট অতিসার ; রক্তস্রাবী অর্শ। **জনন ও মূত্রযন্ত্র।**—রাত্রিতে বারংবার মূত্রত্যাগ ; রাত্রিকালে নিম্নোদরে বেদনা, বোধ হয় যেন রজঃস্রাব হইবে। রজোশূল,—বেদনা

পৃষ্ঠে আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরের নিম্নভাগ দিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত আইসে; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব; মধ্যে মধ্যে উত্তাপ বোধ সহ রজোনিবৃত্তির লক্ষণ; জরায়ুর অর্ব্বুদ ও ক্ষত, স্তনে সূচী বেধবৎ যাতনা ও অল্প অল্প বেদনা। ত্বক।—অতিশয় শুষ্কতা; ক্ষত, কঠিন-প্রান্ত শোণিতস্রাবী শারীর ব্রণ, ক্ষতে মাংস বিবৰ্দ্ধন, মাংসাঙ্কুর, শল্কযুক্ত পীড়কা, চিপ্‌প (কুনি)। দেহ।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা। উপচয়।—প্রাতে ও সায়াহ্নে; এবং আলোকে, শব্দে ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি। উপশম।—চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে, অন্ধকার গৃহে, ও বমনান্তে উপশম।

স্যাবিনা—স্যাভিন।

জুনিপারস স্যাবিনা কোনিফারি জাতীয় উদ্ভিদ। কর্ষিত বৃক্ষের সরস পত্র ও অঙ্কুর হইতে পরিশোধিত সুরা সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। অথবা উহার তৈল ইথারে দ্রবীভূত হয়। কখন কখন এই তৈল দুগ্ধ শর্করার সহিত বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জনন যন্ত্রে স্যাবিনার ক্রিয়া দর্শে। অপর মূত্র যন্ত্র ও আমাশয়ান্ত্রনলীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্যাবিনার ক্রিয়া বশতঃ তীব্র উপদাহ উৎপন্ন হয়, এই উপদাহ রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহে পরিণত হইয়া জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ও গর্ভস্রাব, মূত্রযন্ত্রে মূত্র-কৃচ্ছ্র, এবং অন্ত্র হইতে বিরেচন ও রক্তময় মলস্রাব উৎপাদন করে।

অধিকার।—ডিম্বাশয় ও গর্ভাশয়ের উপদাহ, জরায়ু-প্রদাহ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাবী রক্তসাধিক্য, গর্ভস্রাব বা প্রসবান্তে অতিশয় শোণিতস্রাব। এই সকল রোগে মূত্রাশয় বা সরলান্ত্রের উপদাহ স্যাবিনা প্রয়োগের অতিরিক্ত লক্ষণ। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে গাঢ় তীব্র সারবিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর, মূত্রস্তম্ভ। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ অধিক পরিমাণ প্রসবান্তিক স্রাব। গুল্মবায়ু। বাত।

আময়িকপ্রয়োগ।—বাত।—জরায়ুর ক্রিয়া বৈষম্য জন্য

তরুণ আমবাত ও স্নায়ুশূলে এবং আমবাত জনিত বাতরক্ত রোগে কখন কখন স্যাবিনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অসৃগ্দর (মেনোরেজিয়া)।—মূত্রযন্ত্রের উপদাহ ঘোর দৃষ্টি ও বেদনা সহ অধিক পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্তস্রাবে এই ঔষধি বিশেষ উপকারক। জরায়ু-প্রদাহ (মিট্রাইটিস)।—রক্তস্রাব বিশিষ্ট তরুণ জরায়ু প্রদাহে স্যাবিনা অতিশয় ফলপ্রদ। জরায়ু প্রদাহের সহিত মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের উপদাহ থাকিলে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় এক গ্রেণ পরিমাণে একমাত্রা ব্যবহারেই রোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে ত্রিক দেশ হইতে মণিপুর (পিউবিস) পর্য্যন্ত সঞ্চরণশীল বেদনা এবং অর্দ্ধেক তরল ও অর্দ্ধেক সংযত রক্তস্রাব স্যাবিনার প্রয়োগ লক্ষণ। গর্ভস্রাব।—তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা জন্মিলে ও তৎসহযোগে গর্ভাশয়ে উত্তাপ ও অল্প অল্প বেদনা থাকিলে এই ঔষধে প্রায়ই গর্ভস্রাব নিবারিত হয়। প্রসববৎ বেদনা ও আরক্ত আস্রাব নিঃসরণ আরম্ভ হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

স্যাবিনা ও ক্রোকাসে প্রভেদ।—উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ তরল শোণিত স্রাবে স্যাবিনা, এবং মলিন সংযত রক্তস্রাবে ক্রোকাস ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অবসাদবায়ুস্বভাব। (নক্স)। অতিশয় উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা (একন, আস)। গীতবাদ্যে অসহ্যতা (ডিজি)। মস্তক।—দাঁড়াইলে ভ্রমি, বোধ হয় যেন পড়িয়া যাইতে হইবে; তৎসহ চক্ষে আঁধার দেওয়া। শঙ্খদেশের উন্নত স্থানে বিশেষ শিরঃপীড়া, এই শিরঃপীড়া সহসা উপস্থিত হয় ও আস্তে আস্তে তিরোহিত হয়। কপালে অন্যুগ্র চাপক বেদনা। নাসিকা।—শুষ্ক প্রতিশ্যায়। মুখ-মধ্য।—মুখ ও গলশোষ (এপিস, * নক্স ম, * পলস)। সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে দপদপকর দন্ত বেদনা। আমাশয়।—অম্ল দ্রব্য আহারের ইচ্ছা (এণ্ট-টা, * সিক্ষ, হিপার, ফস, ভিরাট, পডো)। বুক জ্বালা ও উদ্গার (নক্স-ভ, লাইকো)। উদর।—

উদর হইতে উরু-সন্ধি পর্য্যন্ত প্রসববেদনার ন্যায় মোচড়ান বেদনা। **মল।**—রক্ত ও আম, অথবা আতিসারিক মল। **মূত্রযন্ত্র।**—ঘন ঘন প্রবল মূত্রবেগ ও অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব। (এপিস, এপোসা, আর্জ্জ-মে)। মূত্রস্তম্ভ, জ্বালা সহকারে বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব (* বেল, ক্যাম্ফ ক্যানথ্যারি **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—* নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অধিকদিন স্থায়ী, ও অতিশয় অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব (* বেল, ক্যাল্ক, কালী কা, * নক্স)। *জরায়ু হইতে থাকিয়া২ রক্তস্রাব; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, মলিন ও সংযত (ক্রোকস); জরায়ুর শক্তি-ক্ষীণতা জনিত (কলো), গর্ভপাত বা প্রসবের পর, পৃষ্ঠ হইতে নাভীর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বেদনা সংযুক্ত রক্তস্রাব। গর্ভস্রাব বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে। (সিকে)। গাঢ়, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধময়, রজোলোপের পরবর্ত্তী (পলস) শ্বেতপ্রদর। **শ্বাসযন্ত্র।**—স্বরযন্ত্রে ভুবভুব ও তজ্জন্য কাশ এবং আঠাবৎ নিষ্ঠীবন। কণ্ঠনালীতে ভুবভুব ও শুষ্ক খক খক কাস। রক্ত কাস। (একন, মিল্ক, ফিব ভেমে)। বুকাস্থিতে বেদনা। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—* কটিতে আকর্ষণবৎ বেদনা ও নাভীর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত তাহার সম্প্রসারণ। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, মণিবন্ধে ও পদাঙ্গুলীতে অধিক বেদনা, তৎসহ আরক্ত, চিক্কণ স্ফীতভা; সন্ধিবাত। * উরুর সম্মুখভাগের মধ্যস্থান ঘৃষ্ট ও ব্যথিত অনুভব। **দেহ।**—সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতিশয় দুর্ব্বলতা, ও ক্লান্তি। শরীরে গুরুত্ব ও আলস্য। **নিদ্রা।**—অস্থির ও ভঙ্গ নিদ্রা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া;—জরায়ুর উত্তেজক ও রজোনিঃসারক। অতিমাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া করে ও গর্ভপাত হয়। স্থানিক প্রয়োগে প্রদাহ জন্মায়। অল্পরজঃ, অতিরজঃ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্লিষ্টারের ক্ষত সরস রাখিবার নিমিত্ত ইহার মলম বিশেষ উপযোগী। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

স্যাম্বুকস নাইগ্রা—এলডার।

স্যাম্বুকস ক্যাপ্রিফোলিয়েসিজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার তরুণ শাখার অভ্যন্তরের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও চর্ম্মে স্যাম্বুকসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ প্রতিশ্যায় ও প্রভৃত দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—প্রতিশ্যায়, স্বরঘ্ন, হুপিংকাস; শ্বাসকাস; শোথ।

আময়িক প্রয়োগ।—স্যাম্বুকস স্বেদজনক ও শ্বাসকাসকর। সুতরাং হোমিওপ্যাথিমতে অতি ঘর্ম্মনিবারণ, শ্বাসকাস উপশম ও শিশুদিগের নাসাপথ অবরোধক প্রতিশ্যায় আরোগ্যার্থে এবং আক্ষেপিক স্বরঘ্ন রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রসবের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলকর ঘর্ম্মস্রাব নিবারণে স্যাম্বুকস অতিশয় ফলপ্রদ। শ্বাসকাস রোগেও এতদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে উপকার দর্শে। ডাঃ ফ্রোসেট রোগের আবেশ সময়ে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ বেইস বলেন যে বালকদিগের শ্বাসরোধক কাসে কাসের আক্রমণবশতঃ মধ্যরাত্রে নিদ্রা হইতে জাগরণ, কর্কশ কণ্ঠকূজন ও স্বরঘ্ন ব্যতীত অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র লক্ষণ থাকিলে স্যাম্বুকসের মূল অরিষ্ট অল্প মাত্রায় সেবন করাইলে সত্বর উপকার দর্শে। এই প্রকার লক্ষণাপন্ন আক্ষেপিক স্বরঘ্ন রোগেও ইহা উপযোগী। ডাঃ সাবল বলেন যে নিদ্রাকালে জ্বালাকর, আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, হস্তপদের শীতলতা, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবা মাত্র মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম, অনন্তর সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্মোৎপত্তি; জাগ্রতাবস্থায় অল্প বা অধিক ঘর্ম্মস্রাব; এবং পুনরায় নিদ্রাকালীন ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ এই ঔষধির বিশেষ নির্ব্বাচন লক্ষণ; এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে প্রায়ই স্যাম্বুকস দ্বারা আরোগ্য জন্মে, না থাকিলে উপকার দর্শেনা। ডাঃ হিউজ বলেন যে বালকদিগের নাসাপথ অবরুদ্ধ হইলেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায় সুতরাং এই উপদ্রবে নাসারন্ধ্র শুষ্ক থাকিলেই স্যাম্বুকস উপযোগী। টেইট বলেন যে প্রকোষ্ঠ দেশের কোন কোন প্রকার স্নায়বীয় বেদনা এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অবিরত বিরক্তচিত্ততা; উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। শ্বাসযন্ত্র।—* স্বরযন্ত্রে অতিশয় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সহকারে স্বরভঙ্গ (ক্যমেকস, কালী-বা) বিবমিষা ও আমাশয়ে চাপসহকারে বক্ষঃস্থলে যাতনা। স্তনের নিম্নে, বাম পার্শ্বে, বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ ও যাতনা (কালী-কা)। দুই প্রহর রাত্রির পর শ্বাসরোধের আক্রমণ, তজ্জন্য সহসা জাগরিত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়। শিশুদিগের ক্রন্দন সংযুক্ত, শ্বাসরোধক কাস, ও হাসফাস শব্দবিশিষ্ট দ্রুত প্রশ্বাস। দেহ।—হস্তপদের স্ফীততা ও নীলবর্ণ। শরীরের শোথ জনিত স্ফীততা। জ্বর।—উত্তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে ভয় (ইহার বিপরীত, নিক্স)। পিপাসা ব্যতীত মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ, গাত্রে মধ্যম প্রকার উষ্ণতা, ও পদে বরফের ন্যায় শীতলতা অনুভব। * পিপাসা ব্যতীত, জাগ্রতাবস্থায়, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ, দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। প্রভূত নৈশঘর্ম্ম (সিঙ্ক, ফস, সলফ, ফস এসি)। উপচয়।—বিশ্রামকালে বৃদ্ধি উপশম।—সঞ্চলনে, ও শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশম।

স্পঞ্জিয়া টোষ্টা—রোষ্টেড স্পঞ্জ।

তুরুষ্ক দেশীয় উৎকৃষ্ট স্পঞ্জ অগ্নিতে ভর্জ্জিত করিয়া এই ঔষধি প্রস্তুত হয়। যদিও স্পঞ্জে অধিক পরিমাণে আইওডিন আছে বটে তথাপি এই ঔষধদ্বয় অভিন্নরূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ, আইওডিনের আময়িক ক্রিয়া স্পঞ্জ অপেক্ষা অনেক বিস্তীর্ণ। স্পঞ্জের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী, ফলকগ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড ও মুষ্কে স্পঞ্জিয়ার ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ এই সকল যন্ত্রের উপদাহ, প্রদাহ, স্ফীততা এবং কখন কখন তন্তুময়স্রাব ক্ষরণ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থিল বিধানে ইহার ক্রিয়া অনেকটা আইওডিনের অনুরূপ।

অধিকার।—স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী, ফলক গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড ও অণ্ডকোষের পীড়া।

আময়িক প্রয়োগ।—কাস।—স্বরযন্ত্র রোগের প্রারম্ভাবস্থায়

স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপকারী। প্রদাহিত অবস্থায় অতি সত্বর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ সহ স্বরযন্ত্রের কাসেও ইহা ব্যবহৃত হয়। স্বরযন্ত্রের সামান্য বা উৎকট প্রদাহে স্বরভঙ্গ, স্বরনাশ ও কুক্কুরবরবৎ কাস লক্ষণে স্পঞ্জিয়া অতিশয় ফলপ্রদ। এই রোগের শুষ্ক অর্থাৎ স্রাবশূন্য অবস্থায়ই ইহা সমধিক উপযোগী। যক্ষ্মা রোগেও ডাঃ হেরিং ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। স্পঞ্জিয়া প্রয়োগোপযোগী কাস পান ও আহারে উপশমিত হয়। এবং ইহাতে করাতের ন্যায় শব্দ হয়, শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ থাকে না। **আক্ষেপিক স্বরঘ্ন।**—রোগাবেশের বিরামকালে স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর। **গলগণ্ড।**—হানিম্যান বলেন যে উপত্যকাবাসী গলগণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষেই স্পঞ্জিয়া উপকারী। আসন্ন-যৌবন বালক বালিকাদিগের রোগেও ইহা উপযোগী। **মুষ্ক-প্রদাহ।**—ডাঃ হেরিং বলেন যে পুরাতন অণ্ডকোষ প্রদাহ ও উপমুষ্ক প্রদাহে স্পঞ্জিয়া অতিশয় ফলপ্রদ। **হৃদ্রোগ।**—হৃৎকপাটের কোন কোন রোগেও স্পঞ্জিয়া দ্বারা উপকার দর্শে। রাত্রিতে সহসা শ্বাসরোধ অনুভব সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ হৃদ্রোগে ইহার বিশেষ প্রয়োগলক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক, কঠিন, কুক্কুরবরবৎ কাস সহযোগে স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা, এই কাস রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং কণ্ডুয়ন ও জ্বালা সহকারে উদ্রিক্ত হয়, শুষ্ক কাস, শ্বাসক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা সহ স্বরভঙ্গ; স্বরযন্ত্র প্রদাহ, স্বারযান্ত্রিক যক্ষ্মা, প্রতিশ্যায় জনিত স্বরঘ্ন (একন সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য), ঘঙ্ঘঙে, শুষ্ক, স্বরভঙ্গযুক্ত, স্বরঘ্নবৎ কাস,—এই কাস স্বরঘ্ন রোগের পূর্ব্বে বা পরে প্রকাশ পায়, বালক বালিকা ও যুবতীদিগের গলগণ্ড ও গলস্ফীতি ও তৎসহকারে রাত্রিতে শ্বাসরোধ অনুভব; (যখন আইওডিন প্রয়োগ উপযোগী নহে)। * স্বরযন্ত্রে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, ও শ্বাস-কষ্ট। * দিবারাত্র শুষ্ক কাস, ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা। * অতিশয় শ্বাস কষ্ট ও বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা। **হৃৎপিণ্ড।**—* প্রবল হৃৎস্পন্দ (আর্স, বেল,

স্পিজি, সমফ, একন) তৎসহ বেদনা; মধ্যরাত্রের পর শ্বাসরোধ, সঙ্কটা শঙ্কা, ও ব্যাকুলতা সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ। পূর্ণ,কঠিন ও দ্রুতনাড়ী। **জননযন্ত্র**।—বেদনা ও স্ফীততা সংযুক্ত অণ্ডপ্রদাহ ও অণ্ডকৌষিক অন্ত্র-বৃদ্ধি (ভেরিকোসিল), অণ্ডকোষে ঘৃষ্ট বা পিষ্টবৎ বেদনা, রেতঃরজ্জুর স্ফীততা ও বেদনা। গণ্ডমালাগ্রস্ত স্ত্রীদিগের অতি-রজোরোগ, আর্ত্তবাধিক্য সহ গর্ভাশয়ের সূত্রময় অর্ব্বুদ। **উপচয়**।—রাত্রিতে; মাথা নীচ করিয়া শয়ন করিলে, গৃহের অভ্যন্তরে, উচ্চস্থানে উঠিবার কালে বৃদ্ধি। **উপশম**। নীচে নামিবার সময়; চিৎ হইয়া বিশ্রামকালে, পানাহারান্তে (বিশেষ কাস) উপশম। **উপযোগিতা**।—শিথিল ত্বক ও পেশী বিশিষ্ট বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

স্পাইজিলিয়া এন্থেলমিয়া—ওয়ারম গ্রাস—ইণ্ডিয়ান পিঙ্ক।

লোগেনিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ্ পশ্চিম ইণ্ডিস দ্বীপশ্রেণীতে ও দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। শুষ্ক তৃণ হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শারীরিক জীবনের (এনিমাল লাইফ) ও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে স্পাইজিলিয়ার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা স্নায়ুর উপদাহ জন্মিয়া মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, অঙ্গস্পন্দ, ও কম্পন বা আক্ষেপাদি উপস্থিত হয়, এবং পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের ও হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূল জন্মে।

অধিকার।—আমবাতিক হৃদ্রোগ, চক্ষু ও দন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত মস্তকের স্নায়ুশূল, এবং কোন কোন প্রকার কৃমিরোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—**স্নায়ুশূল**।—মস্তক ও মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল জনিত ছেদন ও উৎক্ষেপণবৎ বেদনা, এই বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে এবং সঞ্চালনে ও মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি পাইলে এবং ইহার সহিত হৃৎকম্প ও অস্থিরতা থাকিলে স্পাইজিলিয়া ফলপ্রদ। ডাঃ গরেন্সি বলেন এই ঔষধজ্ঞাপক বেদনা দৃঢ়রূপে চাপপ্রদানে উপশমিত হয়। এইরূপ শিরঃপীড়ায় স্পাইজিলিয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উপযোগী। **হৃদ্রোগ**।—হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ

—পূর্ণ, লম্ফনশীল, বা বিষমগতি নাড়ী, হৃৎপিণ্ডের স্নায়ব উত্তেজিত অবস্থা; শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎপিণ্ডে প্রবল আঘাতবৎ যন্ত্রণা। হৃৎপিণ্ডের আমবাতিক প্রদাহে এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ। হৃদাভ্যন্তরঝিল্লীর-প্রদাহ।—আমবাত জনিত প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের প্রবল বেগ; হৃৎশূল। হৃৎশূলে ডাঃ জোসেট ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। ইয়েলডাম বলেন যে পুরাতন আমবাত বা যাহাদের হৃৎপিণ্ড অপকৃত হইয়াছে ক্রমাগত এই ঔষধ ব্যবহারে তাহাদের অনেক উপকার দর্শে। অভিষ্যন্দ।—আমবাতিক তরুণ চক্ষু-প্রদাহে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল লক্ষণাপন্ন অন্যান্য চক্ষু রোগেও ইহা উপকারী। পূতিশ্বাস।—মুখ ও গলমধ্যে শুভ্র বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মাসঞ্চয় হয়, জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ ব্যথিত ও স্ফীত বোধ হয়, কেবল অপর ব্যক্তিরা নিশ্বাসের দুর্গন্ধ পায়। দন্তশূল।—সকল দন্তেই বেদনা, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে অতিশয় তীব্র বেদনা, এই বেদনা শীতল জলে বৃদ্ধি পায়। কৃমি।—সিনার সহিত স্পাইজিলিয়ার অনেকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। অতএব সিনার ন্যায় প্রকৃত কৃমিরোগে অথবা কৃমিজনিত লক্ষণের ন্যায় শারীরিক লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হিলী লেখেন যে আন্ত্রের একপ্রকার বিকৃত অবস্থায় ঘর্ম্মহীন জ্বর, লেপাবৃত জিহ্বা, শক্ত উদর, কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও অন্ন, কখনও অতিক্ষুধা, এবং স্নায়বীয় উপদাহিতা প্রভৃতি কৃমির ন্যায় লক্ষণ জন্মে। এই সকল লক্ষণ কৃমিজনিত বলিয়াই সচরাচর স্থির করা হয়। গণ্ডমালাদোষগ্রস্ত ক্ষীণ বালকদিগের মধ্যেই এই প্রকার অবস্থা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পাইজিলিয়া সেবনে কৃমি বিনির্গত না হইয়াও এই সকল লক্ষণ দূরীকৃত হয়। ডাঃ গবেক্সি বলেন যে, বালক নাভীপ্রদেশে অতিশয় বেদনা জানাইলে ও তৎসহকারে হৃৎস্পন্দ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তকাদি।—শঙ্খদেশে ও কপালে চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিন্নকর বেদনা। * অর্দ্ধ শিরঃশূল ও অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় শিরঃপীড়া,—সঞ্চালনে, উচ্চ শব্দ শ্রবণে ও মস্তক অবনত করিলে উহা বৃদ্ধি পায়, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল বিশেষতঃ বামদিকের মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও তৎসহকারে গণ্ডাস্থি;

নিম্ন হনু, ভ্রূর উপরে ও অক্ষি কোটরে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত-জ্বালাকর ও ছিন্নকর বেদনা। * সঞ্চালনে চক্ষে বেদনা, বোধ হয় যেন অক্ষিকোটর অপেক্ষা চক্ষু বৃহত্তর। চক্ষুর অভ্যন্তরে ও চক্ষুঃপার্শ্বে বেদনা, এই বেদনা অক্ষিকোটর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ইহার সহিত আলোকাসহতা বিদ্যমান থাকে; অক্ষিপুটের স্নায়বীয় উপদাহ বশতঃ দারুণ আলোকাতঙ্ক, গণ্ডমালাধাতু বিশিষ্ট বালক বালিকাদিগের তারকামণ্ডল ও শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ। মুখমণ্ডলে কর্ত্তন বা বিদারণবৎ বেদনা এবং তৎসহযোগে হৃৎপিণ্ডেও ঐ প্রকার বেদনা। হৃৎকম্প সহ দন্তবেদনা, অথবা মুখমণ্ডলের বেদনা, গণ্ডের নিম্নভাগে বেদনা, স্নায়বীয় অর্দ্ধশিরঃশূল, শীত বা বর্ষাকালে পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের শাখাত্রয়ের শূল, মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে বেদনা। **রক্ত-সঞ্চলন যন্ত্র।**—অবিমিশ্র অথবা তরুণ আমবাতের উপসর্গ স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের বাত জনিত প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রাবল্য ও নাড়ীর গতি বৈষম্য সহ হৃৎপিণ্ডের প্রাচীন আমবাতিক পীড়া, হৃৎশূল। প্রবল ও পরিদৃশ্যমান হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের সূচীবেধ। দুর্ব্বল, অসম, কম্পিত নাড়ী। **পরিপাক যন্ত্র।**—শিরোঘূর্ণন, বিস্মৃতি, বিমর্ষতা, হৃৎকম্প, অন্ত্রশূল (চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা), মলদ্বার কণ্ডূয়ন, অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব এবং অবসন্নতাদি লক্ষণ বিশিষ্ট কৃমিরোগ। পাকাশয়ে অতীব্র সূচীবেধ, শিরোদরে আকুঞ্চিতবৎ বেদনা, ও তীব্র সূচীবেধবৎ যাতনা। দন্তবেদনা। বিদারিত জিহ্বা। মলদ্বার কণ্ডূয়ন, বিটপদেশে সূচীবেধ। **শ্বাসযন্ত্র।**—আকুলতা ও শ্বাসকষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন; বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ; শয্যায় নড়িবার সময় অথবা বাহু তুলিবার সময় শ্বাসকষ্ট। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—ঊর্দ্ধাঙ্গের কম্পন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ও সন্ধিতে আকৃষ্ট বা ছিন্নবৎ বেদনা। **দেহ।**—শরীরে অতিশয় স্পর্শাধিক্য। অতিশয় দুর্ব্বলতা, (বিশেষতঃ প্রাতে)। **উপচয়।**—সঞ্চলনে, শব্দে, নিশ্বাসগ্রহণে, স্পর্শে, ও চক্ষু ঘূর্ণনে বৃদ্ধি।

হাইড্রাষ্টিস ক্যানেডেন্সিস—গোলডেন সিল।

রেণনকিউলেসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও ক্যানেডায় উৎপন্ন হয়। ইহার বল্কল মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধাবন বা কবল রূপে বাহ্য প্রয়োগ এবং নিম্ন বা উচ্চক্রমে বিচূর্ণ ও অরিষ্ট আকারে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জল দ্বারা প্রস্তুত প্রয়োগ-রূপই (এক আউন্সে এক গ্রেণ) উৎকৃষ্ট। ইহার সরস মূলের অরিষ্ট ও শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। হাইড্রাষ্টিসে হাইড্রাষ্টীণ ও হাইড্রাষ্টিয়া নামক দুই প্রকার উপক্ষার আছে। হাইড্রাষ্টিণ কুইনাইনের ন্যায় বলকর ও পর্য্যায় নিবারক এবং হাইড্রাষ্টিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়াকর।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই হাইড্রাষ্টিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃস্রব নিঃসরণ উদ্রিক্ত হয় এবং তরুণ প্রদাহ লক্ষণ ব্যতীত উহার প্রতিশ্যায়ের ন্যায় অবস্থা, অবদরণ, ও ক্ষত জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডল ও চর্ম্মেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি ও চর্ম্মের রোগ; বিশেষতঃ এই সকল স্থলের পুরাতন পীড়া।

আময়িক প্রয়োগ।—মুখপ্রদাহ।—পীতবর্ণ জিহ্বা ও মুখগহ্বরের পিচ্ছিলতাদি লক্ষণে ধৌতরূপে প্রতিদিন ৩।৪ বার প্রয়োগ করা যায়। ডাঃ হেল উপদংশ জনিত প্রতিশ্যায়, পুরাতন চক্ষু প্রদাহ, কর্ণস্রাব, পূতি-নস্য প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন। **কোষ্ঠবদ্ধ।**—সামান্য প্রাচীন কোষ্ঠরোধে মূল অরিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম প্রথমে প্রতিদিবস, পরে বিবর্দ্ধিত বিরামের পর, এক বিন্দু মাত্রায় প্রাতে সূর্য্যোদয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অব্যায়াম ও পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবনজনিত কোষ্ঠবদ্ধেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অর্শেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। **প্রমেহ।**—একন বা জেলস সেবনে প্রমেহের তরুণ অবস্থা অপনীত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থায় পীতবর্ণ গাঢ়স্রাব লক্ষণে সলফেট-অভ-হাইড্রাষ্টিসের পিচকারী (মূল অরিষ্ট এক ড্রাম, জল ছয় আউন্স) প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ আরোগ্য হয়। দৌর্ব্বল্যযুক্ত ও যন্ত্রণাশূন্য পুরাতন প্রমেহে এই ঔষধি বিশেষ উপ

রোগী। লাপাসেহে ডাঃ ইম্মেলডাম ইহার পিচকারীর বিশেষ প্রশংসা করেন। লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে ইহার শুষ্ক চূর্ণের স্থানিক প্রয়োগ অমোঘ। **শ্বেতপ্রদর**।—জননেন্দ্রিয়ের উপক্ষত, অজীর্ণ ও দৌর্ব্বল্যসহ গাঢ়, পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ স্রাব বিশিষ্ট জরায়ু ও যোনির প্রদরে ইহা ব্যবহেয়। এক আউন্স জলে ছয় বিন্দু সার মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগও বিধেয়। **কর্কটিকা**।—স্তনাদি গ্রন্থির কর্কটিকা রোগেই ইহা বিশেষ উপকারী। আভ্যন্তরিক ও জলীয় দ্রবরূপে বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা কর্কটিকার বেদনা সত্বর হ্রাস পড়ে। ডাঃ বেইস বলেন যে জরায়ু ও ওষ্ঠাদির কর্কটে এই ঔষধ ফলপ্রদ নহে। স্তনের কঠিন কর্কটেই ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। **বৃক (লুপস)**।—এই রোগে হাইড্রাষ্টিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ জোসেট কয়েকজন বৃকগ্রস্ত রোগীকে এবং কুষ্ঠরোগের দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষতাবস্থায় একজন রোগীকে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট সেবন ও একভাগ মূল অরিষ্ট পাঁচ বা দশ ভাগ জলের সহিত বাহ্য প্রয়োগ করাইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। **শারীরব্রণ (অলসার)**।—দূষিত ক্ষত, মুখ, গলা, চক্ষু ও নাসিকাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত। অধিকাংশ পুরাতন ক্ষতেই ইহা উপকারক। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়। স্তনবৃন্তের অবদরণ, হস্তপদাদির বিদারণ, ও অহিপূতন রোগে ইহার গ্লিসিরোল বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু, কর্ণাদি।— প্রতিশ্যায় জন্য চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের প্রদাহ, (তরুণ অবস্থার পর ধৌতরূপে প্রযোজ্য). প্রতিশ্যায় জনিত চক্ষুর্দ্ধ্মা প্রদাহ ও ক্ষত। নাসিকার প্রতিশ্যায, নাসিকা হইতে অবিরত গাঢ় ও শুভ্র শ্লেষ্মা নিঃসরণ, (মার্ক) নাসারোধ এবং সম্মুখ কপালে বেদনা সংযুক্ত * মস্তকের প্রতিশ্যায়। * ক্ষত সংযুক্ত পূতিনস্য, রক্তাক্ত বা পূযময় স্রাব নিঃসরণ, ঝিল্লীক-প্রদাহ জনিত নাসারোগ, কর্ণনাদ (করকর শব্দ), গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণশীল কর্ণস্রাব রোগ (মৃদু দ্রবের পিচকারী বিধেয়) (পলস)। **পরিপাক যন্ত্র**।— * শিশু ও স্তন্যদায়িনীদিগের মুখ ও গল মধ্যের উপক্ষত; জিহ্বার মধ্যভাগ

পর্য্যন্ত অথবা সমগ্র জিহ্বার উপর হরিদ্রাবর্ণ চিহ্ন, এবং জিহ্বা আয়তনে বৃহৎ অনুভব; পিচ্ছিল (আঠা আঠা) মুখ। বালকদিগের সামান্য মুখক্ষত, পারদ জনিত মুখক্ষত (ধৌতক্ষেপে)। পাকাশয়ের উপদাহের বিস্তৃতি প্রযুক্ত ও অগ্নিমান্দ্যের আনুষঙ্গিক এক প্রকার গলাবেদনা। ঝিল্লীক-প্রদাহ, ক্ষত-যুক্ত গলাবেদনা। সংঘাতিক আরক্তজ্বরে পূতিকণ্ঠ (কুলি ও অনুলেপ)। অম্ল বা দুর্ব্বলতা সম্ভূত মন্দাগ্নি, প্রতিশ্যায় জনিত অতিসার, অন্ত্রের পুরাতন শ্লেষ্মাস্রাব রোগ (ব্লেনোরিয়া), আচূষণক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা সম্বলিত অবদরণ ও পুরাতন শারীরক্ষরণ, আধ্মানশূল। রক্তামাশয়, শ্লেষ্মাস্রাব বিশিষ্ট অন্ত্রপ্রদাহ, আঠাবৎ পিচ্ছিল স্রাবযুক্ত পুরাতন অন্ত্র-প্রদাহ; সরলান্ত্রের ক্ষত, গুহ্যদ্বারের বিদারণ ও অবদরণ (শামছা), অর্শ (পিচকারী প্রয়োগ) সামান্য পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, * অর্শ সম্বলিত কোষ্ঠবদ্ধ, (নক্স. সলফ) অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা। **জনন ও মূত্রযন্ত্র।** (পুং)।—প্রাচীন প্রমেহ, (সলফ) * গাঢ় পীতবর্ণস্রাব বিশিষ্ট দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন তরুণ প্রমেহ, লিঙ্গপ্রকশের পূর্ব্বরূপ, শুক্রমেহ। শুক্রমেহ জনিত দৌর্ব্বল্য (ফস এসি)। (স্ত্রী) উপক্ষতযুক্ত যোনি-কণ্ডূয়ন, মূত্রাশয়ের অভ্যন্তরাবরণের প্রদাহ ও ক্ষত এবং তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য। মূত্রস্তম্ভ বা স্বল্পমেহ প্রসবান্তে দুর্গন্ধময় ক্লেদস্রাব। * জরায়ু-গ্রীবা, জরায়ু মুখ ও অন্ত্র-পথের ক্ষত (আর্জ্জ নাইট)। * দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ, গাঢ়, পীতবর্ণ প্রদর (কালী বা)। **শ্বাসযন্ত্র।**—শুষ্ক, কর্কশ, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস। বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও অস্বচ্ছন্দতা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—কটিতে বেদনা (সিপি)। সন্ধিগত অঙ্গবেদনা। অস্থায় উপদাহিত, স্ফীত, বা গণ্ডমালাজনিত ক্ষত। **দেহ।**—* শ্রান্তি। * অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। * শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ ও প্রভূত স্রাব নিঃসরণ। **গ্রন্থি।**—কর্কটিকাপ্রবণ ধাতু; স্তনে কর্কটিকাজনিত অর্ব্বুদ, কঠিন কর্কটার্ব্বুদ, যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। **ত্বক।**—ক্ষত, রুক্ষ অবদরণ, বিশেষতঃ বিকৃত ও ক্ষীণ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের, কেশের প্রান্তে কপালে পামা রোগ, শিশুদিগের ত্বক অবদরণ; স্তনাগ্রে ক্ষত। চর্ম্মের ক্ষতদোষ, বিশেষতঃ প্রাচীন ক্ষত ও তৎসহ দুর্ব্বলতা। বসন্ত।

হাইপারিকম—সেণ্টজনস ওয়ার্ট।

হাইপারিকম হাইপারিকেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সমগ্র সরস বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে হাইপারিকমের ক্রিয়া দর্শিয়া অধিক স্নায়ু বিশিষ্ট স্থানের উপদাহ ও অনুভবাধিক্য জন্মে।

অধিকার।—পতন, মস্তকে আঘাত, অথবা পৃষ্ঠবংশে সংঘাতের মন্দ ফল; উপঘাত, ছিন্নব্রণ; বিদ্ধব্রণ, হনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, স্নায়ুশূল, আমবাত, পৃষ্ঠবংশের পীড়া, গুঞ্জন।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ ফ্র্যাঙ্কলিন বলেন যে স্নায়ু বিশিষ্ট স্থানের উপঘাতে, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলী, পদাঙ্গুলী ও নখের উপঘাতে এবং রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয় অবসন্নতা বিশিষ্ট সদ্যব্রণে হাইপারিকম অতিশয় ফলপ্রদ। পিচ্ছিতব্রণে আর্ণিকা যেরূপ উপকারী, ছিন্নব্রণে হাইপারিকম সেইরূপ উপযোগী। উচ্চক্রমের ঔষধ আভ্যন্তরিক, ও একভাগ মূল অরিষ্ট, বিংশতিভাগ উষ্ণ জলের সহিত বাহ্যপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ডাঃ লড্লাম বলেন যে পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুগুচ্ছের উপঘাতগ্রস্ত দুইজন রোগীর এই ঔষধ উপকার দর্শিয়াছিল।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—স্মৃতিদৌর্ব্বল্য। সদ্যব্রণের পরে অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদ।

মস্তক।—হতবুদ্ধিতা, ভ্রমি ও গুরুত্ব। মস্তিষ্কে হিমকর সূচীবেধ। অপরাহ্নে মস্তকে দপদপ বা উত্তাপ অনুভব। হনু বা গণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত শিরঃপীড়া

মুখ।—শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বা। অতিশয় মুখ-শোষ। **আমাশয়।**—অতিশয় পিপাসা (একন)। বিবমিষা ও বমনপ্রবৃত্তি (ইপি, এণ্টটার্ট)

উদর।—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। **শ্বাসযন্ত্র।**—ঘন ঘন শুষ্ক কাস বক্ষঃস্থলে অশিথিলতা অনুভব। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—পতনের পর যৎসামান্যরূপে বাহু বা গ্রীবা সঞ্চালনে চিৎকার। মেরুদণ্ডে সংঘাতের ফল কোকিলচঞ্চু অস্থির উপর পতনবশতঃ প্রবল বেদনা এবং হাঁটিতে বা অবনত

হইতে অক্ষমতা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—পৃষ্ঠবংশের যাতনাবশতঃ বিচরণে অসমর্থতা। সমুদয় অঙ্গে দুর্ব্বলতা ও কম্পন অনুভব। হস্তপদে অবশতা ও কীট-চাবণার ন্যায় সুড়সুড় অনুভব। **দেহ**।—ভয় ও বিকম্পের মন্দফল। আঘাত বা সংঘাতজনিত আক্ষেপ। অধিক স্নায়ুবিশিষ্ট স্থানের উপঘাত। সন্ধির উপঘাত।

হাইয়োসায়েমাস নাইজার—ব্লাক হেনবেন।

সোলেনেসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপ খণ্ডে জন্মে। ইহার পত্র ও পল্লব হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে হাইয়োসায়েমাসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ মস্তিষ্ক ও পেশীমণ্ডল বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কে হাইয়োসায়েমাসের প্রভাব নিবন্ধন ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকার জন্মিয়া ইন্দ্রিয়বিভ্রম, চিত্তবিভ্রম; এবং অশ্লীলতা ও বিবাদশীলতা বিশিষ্ট একপ্রকার উন্মাদ উপস্থিত হয়। যদিও মস্তিষ্কে হাইয়োসায়েমাসের ক্রিয়ার সহিত বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়মের ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু হাইয়োসায়েমাসের ক্রিয়ায় বেলেডোনার ন্যায় মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায় উন্মাদবৎ উগ্র উত্তেজনা থাকেনা। ইহার ক্রিয়াবিকারজনিত উত্তেজনা তত তীব্র নহে এবং রক্তসঞ্চলন বৈলক্ষণ্য কখনও প্রদাহে পরিণত হয়না। হাইয়োসায়েমাসের মস্তিষ্ক-লক্ষণ অনেকাংশে স্নায়বীয় উত্তেজনার প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং সন্নিপাতাবস্থা, টাইফস জ্বর, ও মদাত্যয়ের মস্তিষ্কবিকারের অনুরূপ। গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া পেশী মণ্ডলেও হাইয়োসায়েমাসের প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এবং এই ক্রিয়া নিবন্ধন পক্ষাঘাত, অঙ্গ বিশেষের আক্ষিপ্ত অবস্থা, আক্ষেপ (কনভলশন) ও বিশিষ্টরূপে অনৈচ্ছিক পেশী মণ্ডলের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়।

স্নায়বীয় উত্তেজনা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হাইয়োসায়েমাসের প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ।

অধিকার।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াবিকার জনিত বিবিধ রোগ। শীতলবায়ু; বেলেডোনার অপব্যবহার; প্রেমবিদ্বেষ বা প্রেমভঙ্গের মন্দ ফল। আক্ষেপ; খল্লী; অপস্মার; তাণ্ডব; এবং গর্ভিণী, প্রসূতী ও বালকদিগের নানাপ্রকার আক্ষেপিক রোগ। অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, উন্মাদ, মদ্যাত্যয় পক্ষাঘাত, মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত; মূত্র রোধ, রাত্রিকালীন আক্ষেপিক কাস; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, হিক্কা; প্রসূতীদিগের অতিসার।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বালাক্ষেপ।—চমকিত হইয়া উঠা, নিদ্রাবস্থায় অঙ্গস্পন্দ, মস্তকের গুরুত্ব, বিরক্তি।

অনিদ্রা।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা অথবা জ্বর জন্য স্বপ্নপূর্ণ অপ্রগাঢ় নিদ্রা, স্নায়বীয় উগ্রতা, বিবাদ সহ উত্তেজনা, কুস্বপ্ন। অস্থিভয় জন্য অনিদ্রা। তরুণ অনিদ্রায়ই এই ঔষধ উপকারী। প্রাচীন অনিদ্রায় আরোগ্যকর নহে কিন্তু উপশমপ্রদ।

উন্মাদ।—কল্পিত রূপ দর্শন ও প্রলাপ, কিন্তু মস্তকে অতি অল্পমাত্র রক্তসঞ্চার, অঙ্গস্ফুরণ, চকিতভাব, মৃদু প্রলাপ; মুখশোষ, প্রসারিত অক্ষিতারা, অক্ষিগোলকের অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, বিষাদ, ও নীরবতা লক্ষণ বিশিষ্ট সামান্য উন্মাদ। ঈর্ষা; কখন কখন প্রচণ্ডতা, কখন কখন বিষণ্ণতা, অস্থির নিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণাপন্ন সূতিকোন্মাদ। গাত্রবস্ত্র উন্মোচন লক্ষণযুক্ত কামোন্মাদ। তরুণ, অল্প পুরাতন, ও পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল উন্মাদে এই ঔষধ ফলপ্রদ। শারীরিক অস্থিরতা ইহার একটী বিশেষ প্রযোজ্য লক্ষণ।

কাস।—স্নায়বীয় শুষ্ককাস, শয়ন করিলে কাসের উদ্রেক বা বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বসিলে উপশম প্রাপ্তি; বালক ও বৃদ্ধদিগের রাত্রিকালীন কাস, বালক, বৃদ্ধ ও উন্মাদবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীদিগের স্নায়বীয়, আক্ষেপিক শুষ্ককাস,—এই কাস বিবর্দ্ধিত উপজিহ্বার উপদাহ বশতঃ উৎপন্ন হইলে ও শয়নে বৃদ্ধি পাইলে এবং উঠিয়া বসিলে উপশমিত হইলে হাইয়োসায়েমাস দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

মদাত্যয়।—বৃহৎ মস্তিষ্কে ও গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুর মূলে যেমন বেনের যেরূপ ক্রিয়া দর্শে মদিরামত্ততার সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অপর, এই রোগে যে প্রকার আমাশয়ের শ্লেষ্মার বিকার জন্মে হাইয়োসায়েমাসের বিষক্রিয়া বশতঃও সেই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মদাত্যয়ে এই ঔষধ সুপ্রয়োজ্য। এতদ্দ্বারা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের শান্তনা জন্মিয়া ও নিদ্রা উৎপন্ন হইয়া বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—বেলেডোনা জ্ঞাপক রক্ত-সঞ্চয় ও ট্রাংমানিয়ম সূচক প্রচণ্ডতা বিহীন প্রলাপ; সম্পূর্ণ জ্ঞানাভাব, অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসৃত হয়; সময়ে সময়ে প্রলাপ প্রকাশ পায়, তখন রোগী শয্যাবস্ত্র আকর্ষণ করে, দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়, অথবা যেন আপনার কার্য্যে নিবিষ্ট আছে এরূপ ভাবভঙ্গী দেখায়; অনন্তর কিয়ৎকাল নিদ্রিত থাকিয়া উত্তেজিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে জাগরিত হয়; শিশুদিগের বেলেডোনা প্রয়োগের অনুপযোগী মস্তিষ্কের উপসর্গ, নিদ্রাকালে অবিরত বাহুসঞ্চালন; নিদ্রানিবারক উত্তেজনা, মোহজ্বর, সন্নিপাত জ্বর ও সূতিকাজ্বরে মৃদু প্রলাপ, ও তন্দ্রাদোষ (কোমা ভিজিল), সূতিকাজ্বরের সান্নিপাতাবস্থায় বেদনাবিহীন অনৈচ্ছিক অতিসার ও আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। হানিম্যান বলেন যে জলাতঙ্ক রোগের প্রলাপে ও হাইয়োসায়েমাসের লক্ষণে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। মস্তিষ্ক প্রদাহ; অপস্মার ও গুল্মবায় জনিত আক্ষেপ, এবং বিকম্প (একামসিয়া)। গুল্মবায়ুরোগে মূর্চ্ছাবেশ। মস্তকাদি।—হাইয়োসায়েমাসের ক্রিয়া বশতঃ পেশীর স্পন্দন জন্মে। সুতরাং তির্য্যক-দৃষ্টি, বদন স্পন্দন, অস্ফুটভাষণ (তোতলামি) ও বালকদিগের তাণ্ডবরোগ জনিত অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি; পারদ বা বার্দ্ধক্যজনিত অঙ্গকম্প; এবং বেপথু প্রভৃতি রোগে ইহা ফলপ্রদ। শিরোঘূর্ণন ও অচৈতন্য, বিমর্ষ ও কুৎসিত মুখভঙ্গি, অক্ষিতারার অতি প্রসারণ ও বাক্যরোধ; দৃষ্টিবিকার।—একজন সূচীজীবী হাইয়োসায়েমাস সেবন করাতে সূচীতে সূত্র সংযোগ করিতে পারিত না, সে সূচিকার তিন মস্তক দেখিতে পাইত।

পরিপাক ও অন্যান্য যন্ত্র।—মস্তিষ্কের উপদ্রব বশতঃ বমন; গুল্মবায়ু জনিত বমন; বেদনাহীন অতিসার, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের; রাত্রিতে শয্যায় প্রস্রাব ত্যাগ। মৃদু প্রলাপসহ শিরাপ্রদাহ; মস্তকে রক্তসঞ্চারসহ শীতল বাতাসে প্রাতে দন্তশূল; মৃদু বা প্রচণ্ড প্রলাপসহ মস্তিষ্ক-বিকম্পন, শোক জন্য রজঃস্তম্ভ প্রভৃতিতেও হাইয়োসায়েমাস ব্যবহৃত হয়। হানিমান বলেন যে হাইয়োসায়েমাস দ্বারা নাসিকাহইতে রক্তস্রাব ও ঘন ঘন রজঃস্রাব হয় অতএব তিনি পুরাতন রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহারের বিধি দেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* মৃদুপ্রলাপসহ মানসিক রোগ। * বিষাক্ত হইবার ভয়; অতিশয় বাচালতা, (অবিরত কথা বলা, সিক, ল্যাক, * ষ্ট্রাম) চৈতন্য ব্যতীত প্রলাপ; স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকেও চিনিতে পারা যায় না। * অস্থিরতাসহ প্রলাপ, শয্যায় থাকিতে অনিচ্ছা। * শয্যাবস্ত্র আকর্ষণ সহকারে মৃদু প্রলাপ, (নিদ্রাবস্থায়, ওপি) অঙ্গোৎক্ষেপ, একদৃষ্টি অথবা মুদিত চক্ষু সহকারে প্রলাপ, (নিমীলিত নয়নসহ নীরব প্রলাপ, ওপি ষ্ট্রাম) লজ্জাশূন্যতাসহ * কামোন্মাদ, অশ্লীল সঙ্গীত গান, (ক্যান্থ. ভিরেট) নির্ব্বোধের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি ও কম্পন সহকারে অনৈচ্ছিক উচ্চহাস্য, (ক্রোক —একবার ক্রন্দন একবার হাস্য, অর, বেল) আলোক ও লোকসংসর্গে অপ্রবৃত্তি, (আলোক ও লোকসংসর্গের ইচ্ছা, * ষ্ট্রাম) স্মৃতিশক্তির অভাব। * সম্পূর্ণ অচৈতন্য (ওপি) * কিছু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্বার প্রলাপ ও অচৈতন্য (আর্ণ, ব্যাপ্ট)।

মস্তক।—ইন্দ্রিয়চৈতন্য বিলোপসহ শিরোঘূর্ণন, (কোনা, ওপি গলস দ্রষ্টব্য) প্রলাপ ও অচৈতন্য সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়, কিন্তু রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়। প্রদীপ্ত আরক্ত চক্ষু ও বার্ত্তাকুবর্ণ মুখমণ্ডল সহকারে * মস্তকে রক্তসঞ্চয়। মস্তকে তরঙ্গের ন্যায় স্পন্দন লক্ষণাপন্ন মস্তিষ্কপ্রদাহ। মস্তিষ্কে শিথিলতা অনুভব (ব্রাই, ন্যাট সল, নক্স-ম) অচৈতন্য, মস্তকে আন্দোলন অনুভব, বদ্ধমুষ্টি ও বক্র অঙ্গুষ্ঠ বিশিষ্ট মস্তিষ্কোদক। (অচৈতন্য, বালিশে মস্তক ঘর্ষণ, মুখের চর্ব্বণবৎসঞ্চালন,

বাহু ও জঙ্ঘার অনৈচ্ছিক গতি, হরিদ্বর্ণ বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বমনসহ মস্তিষ্কোদ্দক রোগ, (হেল)।

চক্ষু।—রক্তবর্ণ, প্রদীপ্ত, একদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, (বেল দ্রষ্টব্য) চক্ষুর আক্ষেপিক নিমীলন; উন্মিলিত রাখিতে অসমর্থতা, (জেল দ্রষ্টব্য) * প্রসারিত কনীনিকা, (* বেল, ওপি।—সঙ্কুচিত কনীনিকা, সিকিউ, ফস) * দৃষ্ট পদার্থ রক্তবর্ণ, অতিশয় বৃহৎ অথবা দ্বিগুণ দেখা যায়। ঝাপসা দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি।

নাসিকা।—ঘ্রাণাভাব (লোব)। নাসামূলে আকস্মিক উৎক্ষেপ। নাসামূলে চিমটিকাটার ন্যায় অনুভব।

মুখমণ্ডল।—প্রদীপ্ত, মলিন শোণিত, স্ফীত (ব্যাপ্ট), পাণ্ডুর; আরক্ত ও উত্তপ্ত, বিকৃত মুখমণ্ডল (বেল)।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—মুখে ফেণা, (রক্তাক্ত ফেণা, ষ্ট্রাম) ওষ্ঠ, ঝলসান চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক, নীরস ও বিদারিত, ব্রাই, ষ্ট্রাম। জিহ্বার পক্ষাঘাত (ডলক, কষ্ট, জেলস)। শীতল বাতাসে বর্দ্ধনশীল প্রাতঃকালীন দন্ত বেদনা (সলফ)। পরিষ্কার, শুষ্ক, নীরস জিহ্বা (রক্তবর্ণ ও বিদারিত, বেল, রস; কপিশ, কৃষ্ণ, বিদারিত, আস, মার্ক) * তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে অসমর্থতাসহ * গলার আকুঞ্চন, (বেল, লরো ষ্ট্রাম)।

আমাশয়।—* তরল দ্রব্য পান করিতে ভয় (অধিকন্তু বেল, ক্যান্থ) অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু অত্যন্ত অল্প পরিমাণে জল পান। বারংবার অল্প অল্প জল পান, আর্স, চায়না) আহার করিলে বমন হয়, (পান বা আহারান্তে বমন, আর্স, ইপি, ভিরেট) + রক্ত ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন, (আর্ণ, নক্স) বমন করিলে উপশমিত হয় এপ্রকার শূল, (আহার করিলে উপশমিত হয়, হিপার)।

উদর।—নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে নাভীপ্রদেশে বেদনা। উদর প্রাচীরে অসুখানুভব। উদরের স্ফীততা ও স্পর্শে ব্যথা (একন, বেল)। * উদরের নিম্নাংশে কর্ত্তনবৎ যাতনা।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্রের ও গুহ্যদ্বারের আবরক পেশীর পক্ষা-

ঘাত। (হিপার) * নিদ্রাবস্থায় বা মূত্রত্যাগ কালে অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ (কার্ব্ব, আর্স, ফস, আর্ণ, রস, সিক) * সন্নিপাত জ্বরে ও সূতিকাবস্থায় অতিসার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গকম্প (কক, কোন, জেলস)। হস্ত পদের পেশীর বারবার স্পন্দন (বেল, ষ্ট্রাম)। বিচরণ সময়ে পদাঙ্গুলীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন।

দেহ।—পেশীর স্পন্দন। * আক্ষেপ। ধনুষ্টঙ্কের ন্যায় দেহের অনম্যতা (ইপি)। অতিশয় বলক্ষয়। শীবার স্ফীততা, নাড়ীর পূর্ণতা।

মূত্র।—অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, (আর্স, বেল, সিনা, * পলস)। মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত (আর্ণ, বেল, বষ্ট, কুপ)। বারবার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। মূত্রস্তম্ভ (একন, বেল, ক্যান্থ, নক্স, ষ্ট্রামো)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—অত্যন্ত সম্ভোগেচ্ছা, কামুকতা, অঙ্গবস্ত্র উন্মোচন। (স্ত্রী)।—কামুকতা স্ত্রী-অঙ্গের বস্ত্রোন্মোচন। জরায়ুতে প্রসববৎ বেদনা। ঋতুর পূর্ব্বে উন্মাদজনিত বেদনা বা আক্ষেপ। ঋতুকালে হস্ত পদের আক্ষেপিক কম্প শিরঃপীড়া, বিবমিষা, ও অতিশয় ঘর্ম; অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব। গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ, সূতিকাক্ষেপ (বেল)। প্রসবান্তিক স্রাব (একন, এক্টিয়া); ও দুগ্ধ (একন, এগাব, পলস, রস) লোপ।

শ্বাসযন্ত্র।—*শুষ্ক আক্ষেপিক কাস (বৃদ্ধদিগের) এই কাস রাত্রিতে, বিশ্রাম সময়ে, নিদ্রাবস্থায়, শীতল বায়ুতে, ও পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি পায়, (পানাহারান্তে উপশমিত হয়, স্পঞ্জ) * উঠিয়া বসিলে কাস উপশমিত হয়, (পলস।—উঠিয়া বসিলে কাস বৃদ্ধি পায়, কালীকা, * জিঙ্ক। জলপানে উপশম প্রাপ্ত হয়, কুপ, কষ্ট) প্রবল আক্ষেপিক কাস, দিবাভাগে লবণাক্ত শ্লেষ্মা, অথবা সংযত রক্তবিন্দু মিশ্রিত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত নিষ্ঠীবন। ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট মৃদু শ্বাস।

নিদ্রা।—আক্ষেপ সংযুক্ত গভীর নিদ্রা, (সশব্দ নিশ্বাস সহকারে গভীর নিদ্রা, * ওপি) নিদ্রা হইতে ভয়ে চকিত হইয়া উঠে, (চক্ষু মুদিত

করিবার সময় চকিত হওয়া, বেল) * অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ রাত্রিকালীন অনিদ্রা। (নিদ্রাবস্থায় শয্যাবস্ত্র আকর্ষণ, ওপি)।

জ্বর।—দ্রুত, পূর্ণ, কঠিন নাড়ী। উত্তপ্ত মুখমণ্ডল ও শীতলহস্ত সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন শীত। সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ। * মৃদু প্রলাপ; আক্ষেপিক অঙ্গ-স্পন্দন; শয্যাবস্ত্র আকর্ষণ; অজ্ঞাতসারে মলমূত্রস্রাব, এবং শয্যাপরিত্যাগের ইচ্ছা সহকারে সন্নিপাত জ্বর (বেল দ্রষ্টব্য) * জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত উত্তর দিবার পর পুনরায় প্রলাপ ও অচৈতন্য, (আর্ণ দ্রষ্টব্য) নিদ্রাবস্থায় দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম, (চায়না, মার্ক)।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে, পানাহারান্তে; উষ্ণ গৃহে, ও ঋতুকালে বৃদ্ধি।

উপশম।—অবনত হইলে, তাম্রকূট সেবনে, ও কফি পানে উপশম।

উপযোগিতা।—উন্মাদবায়ুগ্রস্ত ও সুরাপায়ীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—দৃষ্ট বস্তু অতিশয় বড় দেখায়, (অতিশয় ক্ষুদ্র দেখায় প্লাট, ষ্ট্রাম) * শরীরের পেশী, চক্ষু, অক্ষিপুট, এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন ও আক্ষেপ। * আক্ষেপিক শুষ্ককাস, শয়ন করিলে উহা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পায় এবং উঠিয়া বসিলে উপশমিত হয়, (পলস) * অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, (গাত্র বরফের ন্যায় শীতল, অথচ অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, *ক্যাম্ফ সিক)* অঙ্গ স্পন্দ। ঈর্ষা বা প্রণয়-ভঙ্গের মন্দফল।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় উত্তেজক, মাদক, কনীনিকা প্রসারক, স্নায়বীয় স্থৈর্য্য সম্পাদক, বেদনা নিবারক। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া সর্ব্বাংশে বেলেডোনার ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ক্ষীণ। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে সম্যক বা আংশিক অচৈতন্য, স্মৃতিশক্তির অভাব, শব্দের অপপ্রয়োগ, চিন্তা করিতে অশক্তি, মৃদু প্রলাপ, বিভীবিকা দর্শন, অতিশয় কনীনিকা প্রসারণ, উষ্ণ, (১০৩ তাপাংশ) ও শুষ্ক গাত্র, এবং নিম্ন অঙ্গের অসাড়তা ও অবশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বর বিকার, উন্মাদ,

স্থতিকোন্মাদ, বাত, শ্বাসকাস, গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, একষ্ট্রাক্ট ৫—১০ গ্রেণ ; অরিষ্ট ॥০—১ ড্রাম।

হিপার সলফিউরিস ক্যালকেরিয়ম—হিপার সলফার—লিভার অভ সলফার।

শুক্তির অভ্যন্তর ভাগের চূর্ণাংশ ও গন্ধক সংযোগে এই ঔষধি প্রস্তুত হয়। অনন্তর ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়াথাকে।

ক্রিয়া।—লসিকা গ্রন্থি মণ্ডল, চর্ম্ম, ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে হিপার সলফারের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গ্রন্থিতে ক্রিয়া বশতঃ গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত হয় ও উহাতে পূয জন্মে, চর্ম্মে ক্রিয়া নিবন্ধন ক্ষত, পামার ন্যায় পীড়কা, ও অন্যান্য চর্ম্মরোগাদি উৎপন্ন হয়, শ্বাসযন্ত্রে ক্রিয়া জন্য প্রধানতঃ স্বরয় প্রকৃতির প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ পায়। পূয সংবর্দ্ধন এই ঔষধের প্রধান গুণ।

অধিকার।—গ্রন্থি, শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের রোগ, পূযোৎপত্তি, গণ্ডমালা ও উপদংশজনিত ধাতু বিকৃতি; পারদ অপব্যবহারের অনিষ্টজনক ফল। গ্রন্থির পুরাতন স্ফীততা, (বিশেষতঃ ব্রণ জন্মিলে); গণ্ডমালা জনিত সন্ধি রোগ, উপদংশজনিত শারীরব্রণ ও পূয়যুক্ত পীড়কা। গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শরীরে পূযোৎপত্তি। (এতদ্দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে পূয বর্দ্ধিত ও নিগমিত হয়, পূয উৎপাদনে ইহা সিলিসিয়ার প্রায় সমকক্ষ; কিন্তু ব্রণাদির যে অবস্থায় সিলিসিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে হিপার তাহার পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত)। প্রতিশ্যায় জনিত রোগ; অভিষ্যন্দ, স্বরয়, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ; স্বরযন্ত্র প্রদাহ; অতিসার; অগ্নিমান্দ্যাদি রোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পারদদোষ।—হিপারের লক্ষণের সহিত পারদের লক্ষণের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। স্থতরাং অধিক পরিমাণে অথবা পুনঃ পুনঃ ব্লুপিল,

ক্যালোমেল প্রভৃতি পারদ ব্যবহার করিয়া যাহাদের লালাস্রাবাদি প্রকৃত পারদজনিত বিকার জন্মে নাই অথচ যকৃতে রক্তসঞ্চয়, গলগ্রন্থির রোগ, ও সর্ব্বাঙ্গীন অস্বাস্থ্য জন্মিয়াছে, কিছু দিন হিপার সেবনে তাহাদের উপকার হয়। ডাঃ রাইস এই সকল রোগে ষষ্ঠ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া অতিশয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যকৃদ্রোগে নিকৎসাহ ও কোপনতা; এবং সাধারণতঃ বর্ষাকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হিপারের প্রয়োগ-লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূয়োৎপত্তি (সপুরেশন)।—পারদের বিষক্রিয়ায় পূয়োৎপাদনশীল প্রদাহ জন্মে; এবং প্রদাহিত অবস্থায় পূয়োৎপত্তির সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে পারদ সেবনে তাহা নিবারিত হয়। হিপার সলফারেরও ঠিক এই প্রকার গুণ। ইহ ও পারদের ন্যায় সম্ভাবিত পূয়োৎপত্তি প্রতিরুদ্ধ ও অনিবার্য্য পূয়োৎপত্তি প্রবর্দ্ধিত করে। উচ্চক্রমে পূয়োৎপত্তি প্রতিরুদ্ধ ও নিম্নক্রমে পূয়োৎপত্তি প্রবর্দ্ধিত হয়।

অভিষন্দ্য।—উপদংশ জনিত অথবা পারদ সেবন বশতঃ চক্ষু প্রদাহে, আবশ্যক হইলে নাইট্রিক এসিডের পরে হিপার ব্যবহৃত হয়।

কর্ণস্রাব।—পূয ও রক্তস্রাব হইলে এবং রোগী পারদ সেবন করিয়া থাকিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়।

যক্ষ্মা।—কর্কশ বা ক্ষীণ স্বর কিম্বা স্বরভঙ্গ, কাস, শ্লেষ্মা ও সময়ে সময়ে রক্ত নিষ্ঠীবন, শয়ন করিলে বিশেষ শ্বাসকৃচ্ছ, রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, অল্পমাত্র আহার গ্রহণ করিলেও যন্ত্রণা; কর্দ্দমবর্ণ বা হরিতের আভাযুক্ত মল, -এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে গণ্ডমালাগ্রস্ত যুবতীদিগের যক্ষ্মা-রোগে হিপার উপযোগী। ফুসফুস প্রদাহের স্রাব পূয়াক্ত হইলেও ডাঃ বার এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা করেন।

কাস।—ডাঃ হির্শেল বলেন যে প্রতিশ্যায় কিম্বা বিধানবিকার জনিত শ্লেষ্মাস্রাবী কাসে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। পুরাতন অগ্নিমান্দ্য সহ কাস, এবং গলদেশে যন্ত্রণা ও স্বরভঙ্গ সহ সজোরে খণ্ড খণ্ড গোলাকার শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনেও ইহা উপযোগী। গিলিবার সময় গলাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার

ঘুটিকা অথবা আভ্যন্তরিক স্ফীততা অনুভব কাসরোগে হিপার প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ গরেন্সি বলেন হিপার ত্বাপক কাস শ্বাস রোধকর।

স্বরঘ্ন।—স্বরযন্ত্রে ব্রণ জন্মিলে হিপার ফলপ্রদ। প্রথমতঃ একোনাইট বা স্পঞ্জিয়া সেবনে রোগের উপশম আরম্ভ হইলে অর্থাৎ নিশ্বাসে করাত চালনার ন্যায় শব্দের পরিবর্ত্তে ঘড় ঘড় শব্দ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধি উপযোগী।

দন্তশূল।—পারদ সেবন জনিত দন্তক্ষয় ও দন্তমূলের শোণিতস্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। পারদ অপব্যবহার বশতঃ লালা-স্রাব, দন্ত-মূলের সান্দ্রতা ও মুখগহ্বরের অন্যান্য পীড়াতেও ইহা উপযোগী।

দন্তপুপ্পুট।—পূয উৎপত্তিসূচক বেদনা ও দপ দপ অনুভব হইলে হিপার, ও ব্রণ বিদীর্ণ হইলে সিলিশিয়া ব্যবহার্য্য।

তালুমূল প্রদাহ।—পূয উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত ও পারদ সেবন বশতঃ বিকৃত ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় হিপার ব্যবস্থা করিলে পূয উৎপন্ন হয় না।

অগ্নিমান্দ্য।—প্রাচীন অগ্নিমান্দ্যে যখন প্রায় সকল প্রকার আহার্য্য অসহ্য হয় এবং সুরাপানে অতিশয় অভিরুচি জন্মে তখন এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়।

যকৃদ্রোগ।—ডাঃ বেইস বলেন যে শ্বাস কষ্ট ও উদরে যন্ত্রণা সহ যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয় রোগে, এবং যকৃতের বক্রাবিনা জনিত অর্শ রোগে হিপার অতিশয় উপযোগী। সচরাচরই এই অর্শ হিপার সেবনে আরোগ্য হয়। এই প্রকার যকৃদ্রোগে কোন কোন রোগীর শ্বাসকষ্টাদি লক্ষণ উপস্থিত না হইয়া সরলান্ত্রের শিরায় রক্তসঞ্চয় বশতঃ দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। তিনি তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে ষষ্ঠশততমিক ক্রম ব্যবহার করেন। ডাঃ ব্রাইস বলেন পারদসেবনজনিত যকৃতের রক্ত-সঞ্চয়েই ইহা বিশেষ উপকারী।

চর্ম্মরোগ।—কচ্ছু।—গন্ধকারের ন্যায় হিপার সলফারও পাঁচড়ার

ন্যায় কণ্ডু উৎপন্ন করে। এই কণ্ডু জানু ও কনুইয়ের অভ্যন্তর দিকেই সমধিক উৎপন্ন হয় এবং রাত্রে চুলকায় সুতরাং এই প্রকার পাঁচড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কচ্ছু রোগে ইহার বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে। **আঙ্গুলহাড়া।**—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে স্পর্শে, বায়ুপ্রবাহে, অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য হিপারের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। অতএব আঙ্গুলহাড়া রোগেও অঙ্গুলী-স্পর্শের আশঙ্কা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। **পামা।**—ক্ষতস্রাবণ, আর্দ্র, স্পর্শদ্বেষবিশিষ্ট পীড়কা, বিশেষতঃ মস্তকে। ডাঃ হিউজ বলেন যে চিনিব্যবসায়ীদিগের ও খনিজ দ্রব্য ব্যবসায়ীদিগের স্থানিক পামারোগেই হিপার অধিক ফলপ্রদ।

ব্রণ।—উচ্চক্রমে হিপার সেবন করিলে স্ফোটকাদি বসিয়া যায় এবং নিম্নক্রমে সেবন করিলে পাকে। ডাঃ বাব বলেন যে ফুসফুস প্রদাহে পূযোৎপন্ন হইলেও এই ঔষধে উপকার দর্শে। স্পর্শে অতিশয় বেদনা লক্ষণাপন্ন গণ্ডমালা জনিত ক্ষতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তকাদি।—নাসামূলে বেদনা ও ছিদ্রকরণবৎ বেদনা বিশিষ্ট পুরাতন অর্দ্ধ শিরঃশূল, চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের ক্ষত, এই ক্ষত একবার শুষ্ক হইয়া পুনর্বার প্রকাশ পায়; গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের অক্ষিগোলক বিবর্দ্ধন, অক্ষিপুট প্রদাহ, পূযযুক্ত চক্ষু প্রদাহ, কনীনিকার পীড়া, এবং পুনঃ পুনঃ প্রদাহ ও অতিশয় পূযস্রাব বিশিষ্ট পুরাতন চক্ষুক্ষত, গণ্ডমালা জনিত পূতিনস্য ও কর্ণস্রাব। **শ্বাসযন্ত্র।**—সাঁই সাঁই নিশ্বাস বিশিষ্ট স্বরভঙ্গ; রোমান্তীর পরে স্বরভঙ্গ সহ কাস, স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রতিশ্যায়, ও তৎসহ স্বরভঙ্গ, স্বরের কর্কশতা এবং উগ্র গভীর শুষ্ককাস, এই কাস সন্ধ্যাকালে ও হিমাদি লাগিলে বৃদ্ধি পায়, পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, ডাঃ হেম্পেল কৈশিক বায়ুনলীভুজ প্রদাহেও হিপার ব্যবহার করিতে বলেন। ঝিল্লীক প্রদাহ। **ত্বক।**—অস্বচ্ছ, বিদারিত ও বিক্ষত চর্ম্ম, বিদারিত করতল; ব্রণশোথ, বিস্ফোটক, ও আশঙ্কিত দাহিকা (পচনশীল বিস্ফোটক), পুরাতন বিসর্প; পুরাতন দদ্রু। অহিপুতন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—সন্ধ্যাকালে অতিশয় মানসিক অসুখ, (প্রফুল্লতা, পবিত্রাস, ক্রোক) সামান্য কারণে ক্রোধের উদ্রেক, (বিবাদ করিবার নিমিত্ত কারণ অনুসন্ধান, * ক্যামো) ম্লানতা, বিমর্ষতা, ও অপ্রশ্রাবপ্রবণতা, (ভিজি, গ্রাফ)। অতিশয় স্মৃতিক্ষীণতা।

মস্তক।—শকটে বিচরণ সময়ে, অথবা মস্তক সঞ্চালনে শিরোঘূর্ণন, (কোন, বেল দ্রষ্টব্য) মস্তক সঞ্চালনে শিরঃপীড়া ও বমি। দক্ষিণ শঙ্খদেশে বিদ্ধবৎ বেদনা, বেল।—কপালে ও শঙ্খদেশে বেদনা, ডলক, মার্ক, পলস;—মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, ম্যাগ-মি) প্রত্যহ প্রাতঃকালে নাসামূলে বিদ্ধবৎ বেদনা। মস্তকে জলপ্রবাহ পতনের ন্যায় অনুভব, (হাইয়োস, নক্স ভ। বিচরণ কালে মস্তিষ্কের শিথিলতা অনুভব, সিকিউ, গ্রাফ, রস।—মস্তিষ্ক যেন বামদিকে পড়িতেছে এরূপ অনুভব, ন্যাট, সল) মস্তকে কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও স্রাব বিশিষ্ট পামা, (শুষ্ক চিপিটিকাযুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী, দুর্গন্ধময় পীড়কা, সল্ফ)।

চক্ষু।—চক্ষে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষু মস্তকের অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে। অক্ষিকোটরের উপরের অস্থিতে বিদ্ধবৎ বেদনা। চক্ষুতে বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ, প্রখর আলোকে চক্ষে বেদনা। দৃষ্ট পদার্থ রক্তবৎ দেখায়, (বেল।- নীলবর্ণ, ষ্ট্রামো।—কৃষ্ণবর্ণ, ক্যাপ।—পীতবর্ণ, ক্যাল্ক) * দৃষ্ট পদার্থ অত্যন্ত বৃহত্তর দেখায়, (* হাইয়োস, ক্ষুদ্রতর দেখায়, প্লাট, ষ্ট্রামো)।

কর্ণ।—কর্ণ ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে শব্দ। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পূযস্রাব, (কার্ব্বো, মার্ক, ট্যাক।—আরক্তজ্বরের পর পূযস্রাব, * বেল।—রক্তময় পূয, রস) শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা সহকারে কর্ণে ফর ফর ও দপ দপ, (ন্যাক দ্রষ্টব্য)।

মুখমণ্ডল।—জলপূর্ণ স্ফোটক বিশিষ্ট বিসর্প ও পীড়িত স্থলে কণ্টকবেধনবৎ যাতনা, (জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা এবং স্ফোটের অভ্যন্তরে পীতবর্ণ স্রাব, * রস) * মুখমণ্ডলের অস্থিতে, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে,

বেদনা, (চায়না, কলো) মুখের কোণে ক্ষত, (ক্যাল্ক, গ্রাফ, সিপি।—বিদারিত ওষ্ঠ ও স্বক্কণী, মার্ক, নাইট-এসি)। * উপরের ওষ্ঠের অতিশয় স্ফীততা (এপিস, বেল)।

মুখমধ্য ও গলমধ্য।—মুখমধ্য ও দন্তমূলে স্পর্শদ্বেষ ও উহা হইতে সহজে রক্তস্রাব, (স্ফীত, শুভ্রবর্ণ, ও রক্তস্রাবী দন্তমূল, নাইট-এসি, নক্স-ভ) দন্তে দন্তে চাপিলে ও উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি পায় এরূপ দন্তশূল, (পলস দ্রষ্টব্য) গিলিবার সময় গলার মধ্যে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, (বেল, * মার্ক, নক্স, ফাইটো) গিলিবার সময় গলার মধ্যে চোঁচ থাকার ন্যায় অনুভব, ফাইটো) * গলায় রুক্ষতা ও অবদরণ অনুভব, (এম কা, আর্স) *পুযোৎপাদনের আশঙ্কা বিশিষ্ট তালুমূল-প্রদাহ, (মিউর এসি, সিপি) গলার মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, গিলিবার সময় এই বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আমাশয় ও উদর।—*অম্ল দ্রব্য, সুরা ও তীব্রাস্বাদ দ্রব্যে অভিরুচি, (ব্রাই, চায, নক্স।—তিক্ত দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, ডিজি, ন্যাট-মি।—খটিকা, চুণ ইত্যাদি আহারের আকাঙ্ক্ষা, * নাইট এসি, নক্স।—বসাক্ত দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, নাইট-এসি।—দুগ্ধপানের আকাঙ্ক্ষা, * মার্ক, নক্স।—লবণাক্ত দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, ক্যাল্ক-কা, কার্ব্বো।—মিষ্ট দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, * ইপি, লাইকো।—শীতল সরস দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, * ফস-এসি, ভিরেট) ঘৃতাক্ত দ্রব্যে অরুচি, (* হিপা, পেট, * পলস।—রুটি ও কফিতে অরুচি, লাইকো, * নক্স।—মাংস ও দুগ্ধে অরুচি, ইগ্নে, সিপি, সলফ।—মিষ্ট দ্রব্যে অরুচি কষ্ট,, * গ্রাফ, নাইট-এসি) ঘন ঘন স্বাদগন্ধ হীন উদ্গার, (নষ্ট ডিম্বের ন্যায় আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, * আর্ণ, * মার্ক, সিপি, সলফ।—ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, চায়, কোন, * পলস।—রসুনের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার, মস্ক) উদরের স্ফীততা, তজ্জন্য পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে হয়, (চায়না, * লাইকো, * নক্স) পাকাশয়ে জ্বালা, (আর্স, * নক্স, পলস) অল্প পরিমাণ আহারের পরেও পাকাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ অনুভব,(প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব, আর্স, ক্যামো,

নকস) বিচরণ, নিশ্বাসত্যাগ ও কাসিবার সময় অথবা স্পর্শ করিলে যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, (ব্রাই, মার্ক, নকস) বঙ্ক্ষণ গ্রন্থির স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি, মার্ক, নাইট এসি)।

মল ও মলদ্বার।—বেদনাশূন্য অতিসার; অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ; অজীর্ণদ্রব্যসংযুক্ত; ঈষৎ শুভ্রবর্ণ, অম্ল গন্ধ মল (ক্যাল্ক।—ফির, ফস-এসিড দ্রষ্টব্য) * কর্দ্দম বর্ণ মল, (শ্বেতবর্ণ মল, ক্যাল্ক-কা।—কৃষ্ণবর্ণ মল, লেপ্ট, ভিরেট।—বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল মল, পল্স, সলফ) * মল কঠিন নহে কিন্তু তথাপি অতিশয় কষ্টে নির্গত হয় (কার্ব্বো, সিক্ষ)। বলী নির্গমন। সরলান্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ দুর্নিবার কোষ্ঠরোধ।

মূত্রযন্ত্র।—মেঢ্র ত্বক ক্ষতকর জ্বালাজনক তীব্র মূত্র মূত্রত্যাগ কালে মূত্রমার্গে জ্বালা, (ক্যান্থ দ্রষ্টব্য) * বৃক্কে ক্ষত, মিউর-এসি, ফস, সিপি। মলিন লোহিত বর্ণ, উত্তপ্ত, রক্তময় মূত্র, (কোনা দ্রষ্টব্য) শ্লেষ্মাস্রাব সহকারে মূত্রমার্গের মুখের প্রদাহ, (ক্যান দ্রষ্টব্য)। * মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা। * মূত্রত্যাগকালে মূত্র অবরুদ্ধ হয়, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় (থাকিয়া থাকিয়া মূত্র-ধারা নিঃসরণ, কোন, ক্লিম), মূত্রাশয় সম্পূর্ণ রূপে মূত্রশূন্য করিতে পারা যায়না; মূত্র জোরশূন্য ভাবে সোজা সোজি পতিত হয়।

জনন-যন্ত্র।—(পুং)।—মেঢ্র-ত্বকে উপদংশ সদৃশ ক্ষত, (মার্ক দ্রষ্টব্য) পুরুষাঙ্গে ও কুচকীতে অবদরণ ও রসস্রাবী ক্ষত (গ্রাফ) (স্ত্রী)।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব। ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব। জরায়ু বা স্তনের ক্ষত, ক্ষতের প্রান্তে জ্বালা ও হুলবেধ, পুরাতন পনিরের ন্যায় গন্ধ নিঃসরণ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরলোপ সহকারে স্বরভঙ্গ, (কস দ্রষ্টব্য) স্বরভঙ্গ সংযুক্ত শুষ্ককাস, (* বেল, মার্ক, নক্স, * ফস) শরীরের কোন স্থান শীতল হইবা মাত্র কাসের উদ্রেক, (রস্) অথবা শীতল দ্রব্য আহারে কাসের উদ্রেক, (আহার বা পানে কাসের নিবৃত্তি, স্পঞ্জ) তরল ও ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস সহকারে * স্বরস, (কণ্ঠ-কূজন সম্বলিত শুষ্ক কাস, ব্রোম, * স্পঞ্জ।—

কাকধ্বনি সংযুক্ত নিশ্বাস ; প্রশ্বাসত্যাগ প্রায় অসাধ্য, * ক্রোরিণ) * ঘড় ঘড় শব্দ বা ভেকস্বর বিশিষ্ট কাস ; কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ নিবন্ধন রোগীকে উঠিয়া বসিতে ও পশ্চাৎদিকে মস্তক অবনত করিতে হয়, (একন দ্রষ্টব্য) হাসফাস শব্দ বিশিষ্ট ব্যাকুলিত শ্বাস, (* স্পঞ্জ) হৃৎকম্প।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—* অঙ্গুলীবেষ্টকের প্রথম অবস্থায় প্রবল দপদপকর বেদনা, (মার্ক, সিলি) রুক্ষ ও খর স্পর্শ ত্বক সহ হস্তের বন্ধুরতা। কক্ষ গ্রন্থির স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি, (সিলি) দপদপকর বেদনা ও পূযোৎপাদন প্রবণতা সহকারে বঙ্কণ শূল, (পূযোৎপত্তির পর, ক্যাল্ক, ফস, মার্ক।—অস্থিক্ষত ও অস্থিতে পূযোৎপত্তি, এসা, সিলি) গুলফ ও পদের স্ফীততা।

জ্বর।—একবার শীত, একবার দাহ, ও তৎসহকারে আলোকাতঙ্ক। অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় শীতানুভব। বিষমজ্বর ; অপরাহ্ন আট ঘটিকার সময় শীত, অনন্তর পিপাসা, এক ঘন্টা পরে জ্বর ও ভগ্ন নিদ্রা! (এক সময়ে শীত ও দাহ, এবং পিপাসার অভাব, পলস) * শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও শীতাবস্থার সময়ে কণ্ডূয়ন ও হুলবেধ বিশিষ্ট শীতপিত্ত। (জ্বরকালীন শীতপিত্ত, ইগ্নে) শীতল আঠাল ও দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। * সহজে, এমন কি সামান্য সঞ্চলনে ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক, ফস, সিলি, সিপি)।

নিদ্রা।—সন্ধ্যার প্রাকালে অতিশয় নিদ্রালুতা। মধ্যরাত্রের পরে মনে নানা প্রকার চিন্তা উদয় হওয়াতে অনিদ্রা; অগ্নি প্রভৃতি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাপূর্ণস্বপ্ন।

চর্ম্ম।—* অসুস্থ ত্বক, সামান্য উপঘাতে পূয উৎপন্ন হয়, (ক্যাল্ক, গ্রাফ, সিলি।—সামান্য উপঘাত হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়, ফস) বিদারিত হস্তপদ। * পুরাতন পনিরের গন্ধেরন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট রক্তময় পূযস্রাবী ক্ষত। (দুরিত গন্ধ বিশিষ্ট পচা ক্ষত, আর্স, ল্যাক।—দুরিত তরল স্রাব বিশিষ্ট ও দগ্ধবৎ অনুভূত ক্ষত, সিকেল) স্পর্শদ্বেষ বিশিষ্ট, জ্বালাকর, হুলবেধবৎ যাতনাযুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত, (আর্স দ্রষ্টব্য) রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ মূত্র বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগ।

উপচয়।—রাত্রে, প্রাতে, শীতলবাতাসে ; রোগাক্রান্ত স্থান স্পর্শে,

নিদ্রাকালে ও গিলিবার সময় বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণতায়; ও উষ্ণ বস্ত্রবেষ্টনে উপশম (সিলি)।

উপযোগিতা।—পশ্চিম বা উত্তরপশ্চিমদিকের বাতাসের পর অসুখে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* পূযোৎপত্তির অপরিহার্য্যতা (মিউর এসি, * সিলি) রোগের উপশম ব্যতীত দিবারাত্রি ঘর্ম্ম, (অধিকন্তু মার্ক)* গাত্রাবরণ উন্মোচন সহ্য হয় না; উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত থাকিতে ইচ্ছা, (গাত্র ত্বক্ শীতল, তথাপি অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, * ক্যাম্ফ, সিকেল) ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, (বাম বা সুস্থ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, পলস) আহারান্তে, পাকাশয়িক লক্ষণের উপশম, (—বৃদ্ধি, আর্স, নক্স)। চিত্তের বিষণ্ণতা ও কোপনতা, ঘৃষ্ট ও ক্ষতবৎ বেদনা, রোগাক্রান্ত স্থলের অতিশয় স্পর্শাসহ্যতা, অম্ল ও তীব্র আস্বাদ দ্রব্য আহারে প্রবৃত্তি; মল মূত্রত্যাগে কষ্ট; অতিশয় শীতানু ভব; শীতল বতাসে অসহ্যতা।

হেমেমেলিস ভার্জ্জিনিকা—উইচ হেজেল।

হেমেমেলেসী জাতীয় এই বৃক্ষ উত্তর আমেরিকায় জন্মে গ্রীষ্মকালে ইহার পত্র ও শরৎকালে বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্তবহা শিরামণ্ডলে হেমেমেলিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ শিরার স্ফীততা, শৈরিক রক্ত সঞ্চয়, রক্তস্রাব এবং বিধান বিকার পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। সরলান্ত্রে ও জননযন্ত্রেই ইহার প্রধান স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন স্থান হইতে অপ্রবল (প্যাসিভ) শৈরিক রক্তস্রাব হেমেমেলিসের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—শিরা-প্রসারণ, শিরা-প্রদাহ, শৈরিক শোণিতস্রাব ও শিরা মণ্ডলের অন্যান্য রোগ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।—হেমেমেলিসের ক্রিয়া বশতঃ মস্তক ও বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চারিত হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, অতএব

কপালে চাপানুভব সহ শৈরিক রক্তস্রাব, নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরণ; বার্দ্ধক্যাদি কারণে রক্তের গুণের বৈলক্ষণ্য বশতঃ রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

শিরাপ্রদাহ (ফ্লিবাইটিস)।—সামান্য শিরাপ্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা পলসেটিলা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

শিরাপ্রসারণ রোগ (ভেরিকোসিস)।—এই রোগে হেমেমেলিস প্রায়ই অমোঘ। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত। এক ভাগ উগ্র অরিষ্ট ছয় ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পটি বাঁধিবে। শিরার গাত্রাবরণের সহিত এই ঔষধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। জঙ্ঘার শিরাপ্রসারণে প্রথম বা দ্বিতীয় ক্রম সেবনে বেদনা নিবারিত এবং জলমিশ্রিত অরিষ্ট বাহ্য প্রয়োগে প্রসারিত শিরা কুঞ্চিত হয়। জঙ্ঘার শিরা প্রসারণ বিশিষ্ট ক্ষত ও এই প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে। ভেরিকোসিল (শুক্রবাহী শিরার প্রসারণ), ও সারকোসিল (অণ্ডকোষের শিরার প্রসারণ) রোগে এতদ্দ্বারা অনেক সময়ই উপকার দর্শে। বাতরক্তগ্রস্ত রোগীদিগের গলার শিরাপ্রসারণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। এই রোগে গলার শিরা ঈষৎ নীলবর্ণ ও প্রসারিত দেখায়, গিলিতে কষ্ট হয়, এবং রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হইয়া থাকে। পরিপাক-প্রণালিকার অপর প্রান্তে এই প্রকার অবস্থা জন্মিলে অর্থাৎ অর্শরোগে হেমেমেলিস বিশেষ উপকার জনক।

অর্শ।—রক্তস্রাবী অর্শে অথবা অর্শশিরার প্রসারিত অবস্থায় এবং তৎসহকারে অধোশাখার শিরাপ্রসারিত থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়। অর্শরোগে অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে হেমেমেলিস সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ৩০ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট ৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ০।৩ স্তর বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া প্রতিদিন ৩।৪ বার প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্শরোগে হেমেমেলিস অত্যন্ত উপকারক ঔষধি। এতদ্দ্বারা রোগের মুখ্য কারণ দূরীকৃত হইয়া অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয় সুতরাং রক্তরোধে অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

অনুকল্প-রজঃ।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা, গুহ্যদ্বার বা অন্য কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে হেমেমেলিস বিশেষ ফলপ্রদ। অন্যান্য ঔষধ ব্যর্থ হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ডিম্বাশয়ের পীড়া বশতঃ রজঃকৃচ্ছ্র (হেমেমেলিস), রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর প্রভৃতিতেও ইহা উপযোগী। গর্ভাবস্থায় শিরাপ্রসারণ রোগে রক্তস্রাবের আশঙ্কা জন্মিলে ১০।১২ ঘণ্টা অন্তর ইহার এক এক মাত্রা ব্যবস্থেয়।

রক্তস্রাব।—সকল যন্ত্রের শৈরিক রক্তস্রাবেই ইহা বিশেষ উপযোগী। রক্তের স্বাভাবিক উপাদানের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ব্যতীত যখন কেবল রক্তবহা নাড়ীর অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশতঃ রক্তস্রাব হয় তখনই ইহা সুব্যবস্থেয়। হেমেমেলিস রক্তস্রাব জন্মায়, সুতরাং না সকা, মুখ, পাকাশয়, ফুসফুস, অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু, মলদ্বার ও দন্তোৎপাটনের পর দন্তগহ্বর হইতে শৈরিক রক্ত স্থিরবেগে ও কৃষ্ণবর্ণ প্রবাহে অর্থাৎ নিঃসরণ চেষ্টা ব্যতীত নির্গত হইলে এতদ্দ্বারা তাহা রুদ্ধ হয়। দুর্ব্বলতা (এসথিনিয়া) বা রক্তস্বল্পতা (এনিমিয়া) সহ রক্তস্রাবেও ইহা উপযোগী। ডাঃ বিশপ রক্তমূত্রে ও প্রসবের পর রক্তক্ষরণে (চোয়ান) হেমেমেলিসের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। সাধারণতঃ জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে ডাঃ ডাইস ব্রাউন ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। রক্তামাশয়েও এতদ্দ্বারা বিশেষ সহায়তা হয়।

উপঘাত।—অগ্নিদাহ, উষ্ণ পানীয় দ্রব্য সেবন করাতে জিহ্বা ও ওষ্ঠ দগ্ধ, ঘর্ষণ জনিত কালীমা; ত্বকের অবদরণ, রক্তস্রাবযুক্ত ছিন্নব্রণ, কীটাদির হুলবেধ প্রভৃতিতেও এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়।

অণ্ড-প্রদাহ (অর্কাইটীস)।—অণ্ড-প্রদাহ রোগে হেমেমেলিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহ জনিত অণ্ড প্রদাহে ইহা প্রায় অমোঘ। ইহার বিসক্রিয়ায় অণ্ডের দারুণ স্নায়ুশূল জন্মে অতএব এই রোগেও ইহা উপযোগী।

ডিম্বাশয়-প্রদাহ (ওভেরাইটীস)।—ডাঃ লডলাম বলেন যে গর্ভ ও ঋতুসংসৃষ্ট এবং প্রমেহ জনিত অপ্রবল ডিম্বাশয় প্রদাহে হেমেমেলিস ফলপ্রদ। যোনিমুখের আক্ষেপিক সংকোচনেও ইহার বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী।

বাহ্য প্রয়োগ।

বাহ্যবলী অর্শে ও ত্বকের শোণিত স্রাবে স্থানিক প্রয়োগে সম্ভবতঃ হেমেমেলিসের সমতুল্য ঔষধ আর নাই। সামান্য, অথবা বাত বা বাতরক্ত সহবর্তী শিরা-প্রসারণ রোগেও ইহা বিশেষ উপকারক।—ঘৃষ্টব্রণে হেমেমেলিস আর্ণিকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু বিসর্পের সম্ভাবনা থাকিলে আর্ণিকা অপ্রযোজ্য বিধায় ইহা তৎপরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অরিষ্ট বা সার অমিশ্রিত বা জলমিশ্রিত আকারে প্রয়োগ করা যায়। অনেকে এক্‌ষ্ট্রাক্ট অর্থাৎ সারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার এক গুণ উগ্র অরিষ্ট ৪।৫ গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্যপ্রয়োগ হয়। ফুসফুসের রক্তস্রাবে দশ ছটাক উষ্ণ জলে এক ড্রাম উগ্রঅরিষ্ট মিশাইয়া বাষ্প গ্রহণের বিধি আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তকাদি।—শৈরিক রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া এবং কপালে ও চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে চাপ, পূর্ণতা ও অনুগ্র বেদনা, (এই শিরঃপীড়া বশতঃ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে ইহা বিশেষ ব্যবস্থেয়), তৃপশঙ্খক ব্যাস জনিত রক্তবর্ণ চক্ষু, চক্ষু প্রদাহ, দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব, দন্ত উন্মূলনের পর রক্তস্রাব। * নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। * রক্তস্রাবান্তে শিরো-বেদনার উপশম।

রক্তসঞ্চলন যন্ত্র।—ক্ষত শূন্য শিরাপ্রসারণ রোগ; গ্রীবার শিরা প্রসারণ,—শিরা সকল নীলবর্ণ দেখায়, গলদেশে অসুখ ও বেদনা অনুভূত হয় এবং কাস সহকারে শ্লেষ্মা ও রক্ত উঠে, বিশেষতঃ উহার সহিত শিরার প্রসারিত অবস্থা বিদ্যমান থাকে। বাতরক্ত জনিত প্রসারিত শিরা (উগ্র অরিষ্টের অনুলেপ প্রযোজ্য)। কৃষ্ণবর্ণ সংযত রক্তস্রাবী রক্তাধিক্য সহ যোগে শিরাবিস্ফূর্তি (ফ্লোকস ১ ম ও ব্যবহার্য্য)। সূতিকাজ্বর।

পরিপাক যন্ত্র।—যন্ত্রণা, রক্তস্রাব ও পৃষ্ঠদেশে ভগ্নবৎ বেদনা লক্ষণাক্রান্ত অর্শ, অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তবমন, কোষ্ঠবদ্ধ সহ শিরাপ্রসারণ।

জনন ও মূত্রযন্ত্র।—মলদ্বার-মার্গে উপদাহ ও তৎপরে স্রাব নিঃসরণ এবং মূত্রত্যাগে জ্বালা; রক্তমেহ; মূত্রাশয়ের উগ্রতা; ও পরিবর্তিকা (ফোক-

ম্যোসিস) ; অণ্ডদ্বয় ও ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল ; কটিবেদনা ও মূত্রত্যাগে জ্বালাদি সহকারে ডিম্বাশয়ের রোগ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিথিলতা সহ যোনির শ্বেতপ্রদর; রজোলোপ বশতঃ গুহ্যদ্বার ও নাসিকাদি পথে রক্তস্রাব, দুর্দ্দম্য জরায়ুস্রাব ; রেতঃরজ্জু (শুক্রবহানাড়ী) ও মুষ্কের তরুণ শিরা-স্ফীততা রোগ। অণ্ডপ্রদাহ। বেদনা ব্যতীত রক্তনিঃসরণ সহ গর্ভস্রাবের উপক্রম।

শ্বাসযন্ত্র।—রক্তকাস (একন, সিঙ্ক, ফির, গ্রাব), বক্ত বা গন্ধকের স্বাদবিশিষ্ট গলকণ্ডুয়নকর কাস।

কাণ্ড ও শাখা।—কটিশূল, সঞ্চালনে বেদনা, খঞ্জতা ও কটিস্তম্ভ, বাতকণ্টক বা উপঘাত বশতঃ পৃষ্ঠবংশের বেদনা। হুলবেধ বা কণ্টকবেধ সহকারে শিরার স্ফীততা ও ক্ষত। শাখার শিরাপ্রদাহ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতিশয় শ্রান্তি ও আলস্য।

হেলিবোরস নাইজার—ব্ল্যাক হেলিবোর-ক্রিসমাস রোজ।

রেণনকিউলেসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—বৃক্কক ও মাস্তক ঝিল্লীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং এই ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্ক, বক্ষঃস্থল ও অন্তর্বেষ্টাদিতে শোথ জন্মে।

অধিকার।—বিবিধ প্রকার শোথ। মস্তিষ্কোদক রোগ। বক্ষঃ উদর ও মুষ্কের শোথ, এবং আরক্ত জ্বর ও বিষমজ্বর জনিত সর্ব্বাঙ্গীন শোথ। বৃক্ককপ্রদাহ। সূতিকোন্মাদ, এবং স্ত্রীলোকদিগের অন্যান্য মানসিক রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—মস্তিষ্কোদক।—মাস্তক ঝিল্লীর রুগ্নাবস্থা নিবন্ধন, আত্মপঘাতের পরবর্ত্তী, উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগের অবশেষ স্বরূপ, অথবা কর্ণমূলের স্ফীততা বিলীন হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্কের জলসঞ্চয় রোগে শিরোবেদনা, তন্দ্রা, অচৈতন্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ ও অল্প অল্প আক্ষেপাদি

লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহেয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রাচীন মস্তিষ্কোদক রোগে ক্যাল্কেরিয়া ও সলফার প্রভৃতি ধাতুপরিবর্ত্তক ঔষধ সহযোগে সহকারী স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হেলিবোরের বিষক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জন্মে এবং হেলিবোরিণ দ্বারা বিষাক্ত জন্তুদিগের মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কঝিল্লীর রক্তসঞ্চয় এবং রসক্ষরণ বশতঃ মস্তিষ্ক পদার্থের গাঢ়তার ন্যূনতা উৎপন্ন হয়; অতএব এনসিফেলাইটিস রোগের দ্বিতীয় অবস্থার সমমতানুসারে হেলিবোরস উপযোগী। সণ্ডটিক মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহেও পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আধুনিক গ্রন্থকারগণ ইহাতে তত নির্ভর করেন না। **শোথ।** —মস্তিষ্কের শোথ, বক্ষঃস্থলের শোথ, ত্বকের আকস্মিক শোথ, ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ইহা অতিশয় উপকারী। হেলিবোরসের মুখ্য ক্রিয়া বশতঃ বৃক্কে রক্তসঞ্চয় জন্মিয়া প্রথমে মূত্রনিঃসরণ হ্রাস হয়। অনন্তর ইহার ক্রিয়ার প্রভাব বিদূরিত হইতে আরম্ভ করিলে ঠিক বিপরীত অবস্থা উৎপন্ন হইয়া অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসারিত হয়। আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথেও ঠিক এই প্রকার অবস্থা জন্মে সুতরাং সেই শোথে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে স্বল্প, মলিনবর্ণ, ও কফিচূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র, শোথরোগে হেলিবোরসের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। **বিষাদবায়ু।**—নোর লিখিয়াছেন যে এক ব্যক্তির টাইফস জ্বরের পরবর্ত্তী বিষাদবায়ু এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছিল। তিনি প্রাপ্তযৌবনা বালিকাদিগের বিষাদরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অচৈতন্য, স্তব্ধতা। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও যাতনা। নীরব বিষাদ (ইগ্নে)। অনুষ্ঠিত কার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোনিবেশ না করিলে পেশী উপযুক্তরূপে কাজ করে না। **মস্তক।**—মস্তকের গুরুত্ব ও জড়ত্ব। মস্তকের অভ্যন্তরের গভীর প্রদেশে উত্তাপ। মস্তকে দুষ্টবৎ অনুভব, বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে। মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা। অচৈতন্য, উত্তপ্ত শুষ্ক মস্তক (ওপি); * বালিশে মস্তক প্রবিষ্ট করা (এপিস)। শরীরের শীতলতা;

হেলের এই সৌসাম্য বাস্তবিক ঔষধের বিষম ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাঁহার মতে সম ও বিষম উভয় প্রকারেই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে। অতএব কষ্ট,রক্তস্রাবী, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি জরায়ুর ক্ষীণতা জনিত রোগ হেলোনিয়াস দ্বারা বিষম মতেই আরোগ্য হয়। জরায়ুরোগে হেলোনিয়সের এই প্রকার কার্য্যকারিতানিবন্ধন ইহা "জরায়ু বল্য বা ইউটিরাইন টনিক" বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—কোন কায করিলে বা নিবিষ্ট রাখিলে মন ভাল থাকে। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, আলাপ করা ভাল লাগেনা; বিষণ্ণভাব। **মূত্র-যন্ত্র।**—আওলালিক মূত্র সহকারে বৃক্ককে বেদনা। বৃক্ককে জ্বালা। প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা। মূত্রাশয় শূন্য হইয়াছে এপ্রকার অনুভবান্তে পুনরায় অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব। অপ্রগাঢ় বর্ণের প্রভূত মূত্র। **স্ত্রী-জননে-ন্দ্রিয়।**—বন্ধ্যাত্ব সহকারে বা তদ্ব্যতীত সঙ্গমপ্রবৃত্তি ও সঙ্গমশক্তির বিলোপ। গভীর বিষাদ ও তৎসহ গর্ভাশয়ে গুরুত্ব ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব; জরায়ুর নিয়ত বিদ্যমানতা অনুভব। ক্ষত এবং মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধময়, রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ বিশিষ্ট কষ্ট। প্রসবদ্বারের উপদাহ সহ পৃষ্ঠে বেদনা। জরায়ু হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব (এক্ষণ, হেমে, স্রাব)। শীর্ণতা ও নীরক্ততা সহ শ্বেতপ্রদর। স্ত্রী-অঙ্গের আরক্ততা, উত্তাপ ও স্ফীততা সহ তীব্র কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নে রক্ত উঠিয়া যায়। ভগ ও যোনির উপক্ষত জনিত প্রদাহ এবং দধির ন্যায় স্রাব নিঃসরণ। ক্ষীণতাবশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা স্তনের স্ফীততা, স্তনাগ্রে বেদনা ও স্পর্শাধিক্য। **পৃষ্ঠ।**—পৃষ্ঠে জ্বালা ও উত্তাপ। কটিদেশে ও ত্রিকদেশে বেদনা ও জ্বালা। **দেহ।**—অত্যন্ত আলস্য ও অবসাদ।

স্বল্পপ্রয়োজনীয় ঔষধাবলী।

অরিগেনম।—সদ্য বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। জননেন্দ্রিয়েই অরিগেনমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার বিষক্রিয়ায় যুবতীদিগের কাম প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হয়। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদে এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ গালাভার্ডিন এতদ্দ্বারা আটজন স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ বেইস বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ জনিত অনির্দিষ্ট স্নায়বীয় রোগে এতদ্দ্বারা সুন্দর ফল দর্শে। কামজনিত স্বপ্ন ও জলত্রাস এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

আর্টিমিসিয়া।—প্রতিদিন বারংবার রোগ উপস্থিত হইলে অপস্মার রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। আর্টিমিসিয়া এবসিন্থিয়ম সেবনে অপস্মার জন্মে সুতরাং ইহা একটী অপস্মার রোগের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ সময়ের আক্ষেপেও ইহা উপযোগী। স্যান্টোনিনও আর্টিমিসিয়া জাতীয় উদ্ভিদ। সিনার উপক্ষার স্যান্টোনিনের অতিমাত্রা বশতঃও আক্ষেপ উৎপন্ন হয়।

আরেণিয়া ডায়েডিমা।—উদ্ভিদের দংশনে শীতলতা জন্মে সুতরাং শীতপ্রধান বিষমজ্বরে আরেণিয়া প্রযোজিত হয়। যাহাদের শরীরের উত্তাপ অল্প ও যাহারা জলীয়তা সহ্য করিতে পারে না তাহাদের নানা প্রকার রোগে ডাঃ ভন গ্রুভেন ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এতদ্দ্বারা ফল প্রাপ্ত হন।

আরেলিয়া রেসিমোসা।—ইহার নরম মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। আমেরিকায় সকল প্রকার কাসে আরেলিয়া গৃহৌষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। একদা ডাঃ জোন্স নিজ শরীরে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার

শ্বাসকাস রোগ ছিল : এই ঔষধ সেবনে তাঁহার সচরাচর যে প্রকার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত সেরূপ না হইয়া হে-ফিভারের ন্যায় আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি হে-ফিভার ও তদ্রূপ শ্বাসরোধক কাসে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন।

ইউফরবিয়ম।—ইহার শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়; ইউফরবিয়ম ক্রোটন, রিসিনস ও জেট্রোফা জাতীয় উদ্ভিদ এবং ইহাদের ন্যায় অতিবিরেচক। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া বিবমিষা বমন, জলবৎ অতিসার, উদর বেদনা, অবসন্নতা শীতল ঘর্ম্ম, খল্লী ইত্যাদি ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। এজন্য বিসূচিকা ও উপবিসূচিকায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম বিসূচিকায় ফলপ্রদ। শিশু-বিসূচিকায় আমেরিকায় ইহার বিস্তর ব্যবহার আছে। ইউফরবিয়মের বিষক্রিয়া বশতঃ জলবৎ অতিসারের পরে রক্তামাশয়ের লক্ষণ উপস্থিত হয় অতএব অতিসার বা বিসূচিকা রক্তামাশয়ে পরিণত হইলে এই ঔষধ উপযোগী। গাত্রের জ্বালাকর উত্তাপ বিশিষ্ট প্রাদাহিক স্ফীততায় কোন কোন চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিতে বিধিদেন। চর্ম্মে লাগাইলে ক্রোটনের ন্যায় ইউফরবিয়মও পামার অনুরূপ প্রদাহ উৎপন্ন করে। অতএব ডাঃ হেল বলেন যে কখন কখন বালক ও যুবকদিগের গাত্রে ত্বকের আরক্ততা সহকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় পীড়কা উপস্থিত হইয়া ও এই পীড়কা সহসা বসিয়া যাইয়া ওলাউঠার ন্যায় বমন বিরেচন হয়। এই প্রকার বহুব্যাপী গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ইউফরবিয়ম উপযোগী। পীড়কা শীতপিত্তের ন্যায় হইলে এপিস বা আর্সেনিক, নিরেট অপক্বমান অথবা হইলে পলসেটিলা বা ডলকেমেরা ব্যবস্থেয়।

ইণ্ডিগো—নীল।—বাণিজ্যের নীলের হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্ক যেন মধ্যস্থলে প্রসারিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব, আমবাত প্রকৃতির দন্তবেদনা, আমাশয়ের স্ফীততা; মূত্রাশয়ের উপদাহ, ও প্রস্রাবে শ্লেষ্মা নীলের প্রধান বিষলক্ষণ। ডাঃ টেষ্ট বলেন যে তিনি এই ঔষধ দ্বারা কয়েক জন বালকের কৃমি জ্বর আরোগ্য করিয়াছেন। মূত্রাশয়ের

পুরাতন শ্লেষ্মাস্রাবরোগে ও প্রমেহের পরবর্ত্তী আশঙ্কিত নিরুদ্ধপ্রকাশ রোগেও তিনি ইহার ফলবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাঃ গারেজি ঋতুকালে জন জ্বালায় টিঞ্চারে ব্যবহার করিতে বিধিদেন।

ইন্যান্থি ক্রোকেটা।—ইন্যান্থি ইথুসা ও সিকিউটার সমজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার মূল হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার বিষক্রিয়াবশতঃ মেডুলা অবলঙ্গেটার প্রদাহ ও কোমলতা জন্মিয়া অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত অপস্মারে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে না। তবে বালক ও গর্ভবতীদিগের অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপে এই ঔষধ (৩ ক্রম) উপকার করে।

ইরিজিয়ম।—ইরিজিয়ম দুই প্রকার, যথা ইরিজিয়ম একোয়াটিকম ও ইরিজিয়ম মেরিটিমম। উভয় প্রকার ইরিজিয়মের বিষক্রিয়াবশতঃই মৈথুন প্রবৃত্তি ও মৈথুনশক্তির অবসাদ জন্মে। সুতরাং ইরিজিয়ম মেরিটিমমের কামোদ্দীপক গুণ সদৃশ মতানুযায়ী। ইরিজিয়ম একোয়াটিকম দ্বারা শ্বাসযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ উৎপন্ন হয় অতএব হোমিওপ্যাথিমতে ঐ দুই যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে সন্দি লাগিলেই লালামেহের পুনরাক্রমণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহার মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ইলেটেরিয়ম।—ইলেটেরিয়মের বিষক্রিয়াবশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে অধিক পরিমাণে জলবৎ শোণিতাম্বু নিঃসৃত হয়। নাসারন্ধ্র অল্পক্ষণ ইহার বাষ্প গ্রহণ করিলে অত্যন্ত হাঁচি হয় ও নাকদিয়া জল পড়ে। অন্নবহা-নালীতে ইলেটেরিয়ম দ্রবীভূত হইলে আমাশয়ে প্রভূত পরিমাণে আমাশয়িক রস উৎপন্ন হইয়া বমন হয়। ইহা অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে বিসূচিকার ন্যায় বিরেচন জন্মে। তবে প্রভেদ এই যে দীর্ঘকাল ইলেটেরিয়ম সেবনে পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে, কিন্তু বিসূচিকার বিষে এপ্রকার প্রদাহ কখনও উপস্থিত হয় না, তথাপি বিসূচিকায় ভিরেট্রম জ্ঞাপক অতিশয় বিরেচন ও বমনে এবং উপবিসূচিকায় ঈদৃশ লক্ষণে ভিরেট্রমদ্বারা উপকার না দর্শিলে ইলেটেরিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইলেটেরিয়মের বিষক্রিয়ায় আমরা-

তিক স্নায়বীয় বেদনা জন্মে বলিয়া একজন রোগীর আমবাতিক গৃধ্রসী এত দ্বারা আরোগ্য হইয়াছিল। বিষমজ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে। ইহার দ্বিতীয় ক্রম ব্যবহৃত হয়।

ইল্যাপস।—এক প্রকার সর্পের বিষ। চক্ষু ও কর্ণে এই বিষের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এতদ্বারা আংশিক তিমির রোগ; বধিরতা, কর্ণনাদ, কর্ণ হইতে পূয ও রক্তস্রাব উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্ষীণ দৃষ্টি, বধিরতা, কর্ণনাদ, কর্ণস্রাব প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। মেঃ ক্লিফটন বলেন যে নাসিকা ও গলনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহে এই ঔষধ আরোগ্যকর। যক্ষ্মা রোগের কাসে মেঃ হিচম্যান ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইহার ষষ্ঠ ও দ্বাদশ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

একেলাইফা ইণ্ডিকা-মুক্তাঝুরী।—ডাঃ টুনিরার ইহার অরিষ্ট দশবিন্দু মাত্রায় পান করাতে প্রবল শুষ্ক কাসের আক্রমণ ও তৎপরে রক্ত নিষ্ঠীবন প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাঃহলকোম ও টমাস বলেন যে অন্যান্য ঔষধি বিফল হইলেও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া যায়। প্রাতে বিশুদ্ধ রক্ত ও সন্ধ্যাকালে মলিন সংযত রক্তস্রাব এত দ্বারা আরোগ্য হয়। কিন্তু যক্ষ্মাজনিত ফুসফুসের রক্তস্রাবে এই ঔষধ উপযোগী নহে। পক্ষান্তরে মেঃ ক্লিকটন বলেন যে ফুসফুসের গুটিকা রোগ (যক্ষ্মা) জনিত রক্তকাসে ইহার সমতুল্য ঔষধ আর নাই। ইহার মধ্যক্রম ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এপোমর্ফিয়া।—অহিফেনের একপ্রকার বীর্য্য। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার একগ্রেণের বিংশতি ভাগের এক ভাগ ত্বকের নিম্নে পিচকারী দিলে পাঁচ বা দশ মিনিটের মধ্যে অতিশয় বমন হয়। অতএব বমনে এই ঔষধ ফলপ্রদ। অগ্নিমান্দ্য—অম্ল বা পলদের ন্যায় লক্ষণ, বিবমিষা ও আহারে অপ্রবৃত্তি. বিবমিষার প্রারম্ভে ১৫ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা প্রয়োগ করিলে উহা বিলক্ষণ উপশমিত হয়। বমন—জিহ্বা পরিষ্কার, কোষ্ঠ নিয়মিত, শিরঃপীড়ার অভাব, আহারে রুচি, আহারান্তে কোন কষ্ট জন্মেনা, থাকিয়া থাকিয়া বিশেষতঃ আহারান্তে বিবমিষা,

শিরঃপীড়া, শিরশিরা, মস্তিষ্ক বা জরায়ু রোগের সমবেদনা জনিত বমন; সামুদ্রিক বিবমিষা ও শকটারোহণাদিজনিত বমনে এই ঔষধ উপকারী।

এবিস নাইগ্রা।—ডাঃ স্মিথ ইহার আঠা চর্ব্বণকরাতে তাহার বোধ হইয়াছিল যেন পাকাশয়ে একটা কঠিন সিদ্ধডিম্ব অজীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। ডাঃ এলেন এইরূপ লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্যে এবিস ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। একব্যক্তি শকট হইতে পতিত হইয়া রক্ত বমন করিয়াছিল, তাহার সর্ব্বদা বোধ হইত যেন তাহার গলনলীতে কিছু লাগিয়া রহিয়াছে। আর্ণিকা সেবনে তাহার রক্ত বমন নিবারিত হইয়াছিল এবং এবিস (১ম) দ্বারা ঐ প্রকার অনুভব দূরীকৃত হইয়াছিল।

এমিল নাইট্রোসম।—শোধিত সুরায় দ্রবীভূত করিয়া ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। এমিল নাইট্রাইট আঘ্রাণ করিলে স্নায়েনের ন্যায় রক্তের দ্রুত ও ক্ষীণগতি সহকারে মস্তক ও শরীরের অন্যান্য স্থানের ধমনী সকল সত্বর প্রসারিত হয়। সুতরাং শরীরের যে বিকৃত অবস্থায় রক্তবহা নাড়ী, আক্ষেপ বশতঃ সঙ্কুচিত হয় তাহাতে বিষমমতানুসারে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। অপস্মার রোগের আবেশ, বিষমজ্বরের শীতাবস্থা, কোন কোন প্রকার হৃৎশূল ও অৰ্দ্ধ শিরঃশূল এই প্রকার রোগ। এই সমস্ত রোগে এমিল বিশেষ উপযোগী। শিরঃশূল ও অন্যান্য স্নায়ুশূলে গাত্র শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা রোগের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। অপস্মার রোগে রোগাবেশের পূর্ব্বে 'কীটচারণা' অনুভূত হইলে এমিল প্রয়োগে রোগাবেশ নিবারিত হইয়া থাকে। কম্পজ্বরে এই ঔষধ সেবনে গাত্র উত্তপ্ত ও জ্বরের ভোগকাল সংক্ষিপ্ত হয়। শ্বাসকাস, বাধক বেদনা প্রভৃতি অন্যান্য আক্ষেপিক রোগে সময়ে সময়ে এই ঔষধে ফল দর্শে। এমিলের এই সকল বিষমমতানুযায়ী ব্যবহারে রোগ ক্ষণকালের নিমিত্ত উপশমিত বই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না। যাহা হউক, তথাপি রোগীর উপকারার্থে ইহা প্রয়োগ করা উচিত। বিষমমতে ক্রিয়া দর্শে বলিয়া সমমতাবলম্বীদিগের কোন ঔষধ একেবারে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে"। চরকের এই বাক্য চিকিৎসক মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত এই

ঔষধের সমমতানুযায়ী প্রয়োগও আছে। রজোনিবৃত্তি কালে স্ত্রীলোকদিগের যে রক্তাবেগ বশতঃ আবেশিক অসুখ জন্মে ধমনীর প্রসারণ হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে অতএব তাহাতে ল্যাকেসিস ও গ্লনয়েন বিফল হইলে এমিল এক বিন্দুর ত্রিশভাগের একভাগ মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ অথচ শব্দায়মান ক্রিয়ারও ইহা উপযোগী।

এলিয়ম সেটাইভম—রসুন।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ পলাণ্ডুর ন্যায় ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। লালাস্রাব সহ উদ্গার; অধিক পরিমাণ শুভ্রবর্ণ মূত্র; নির্য্যাসবৎ শ্লেষ্মা ও পঞ্জরাস্থির নিম্নে বেদনাসহ অতিশয় কাস, স্তনের স্ফীততা ও স্পর্শদ্বেষ এবং সঞ্চালনে কটি ও নিম্ন উদরের পেশীর উগ্রবেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট পুরাতন কাসে এই ঔষধ উপযোগী। ইহার ষষ্ঠক্রম ব্যবহার্য্য।

এলিয়ম সেপা—পলাণ্ডু।—ইহার সুপক্ক কন্দ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে পলাণ্ডুর বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ অতিশয় উপদাহ জন্মিয়া তরুণ প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। তরুণ প্রতিশ্যায় রোগে চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং হাঁচিলক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। স্বরযন্ত্রে বিদারণ অনুভব বিশিষ্ট প্রতিশ্যায় জনিত শুষ্ককাসেও ইহা উপযোগী।

এলুমেন।—ফটকিরি।—ইহার জলীয় দ্রব প্রশস্ত। বিচূর্ণও প্রস্তুত হয়। সীস-শূল ও বিলম্বিকা রোগে এই ঔষধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সামান্য কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্ত্রশূলে এপিয়ম দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে এলম প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এষ্টিরিয়াস রুবেনস।—শুষ্ক ষ্টারমৎস্য পেষণ করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। চর্ম্মের পুরাতন কর্কট প্রকৃতির ক্ষতে ইহা উপযোগী। শরীরের বাম পার্শ্বেই ইহার ক্রিয়া দর্শে। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়েও এই ঔষধ উপযোগী। অপস্মার রোগেও ইহা ফলপ্রদ। ইহার ১২—২৪ ক্রম ব্যবহার্য্য।

এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা।—ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত

হয়। ইহাকে প্লুরিসি রুট বলে। ডাঃ নিকলের পরীক্ষায় প্রথম দশমিক ক্রম সেবনে এতদ্দ্বারা ফুসফুসবেষ্টের প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, অতএব ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এসিডম অকজেলিকম।—অকজেলিক এসিড অতিশয় উগ্র বিষাক্ত পদার্থ। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থ ইহা বিচূর্ণিত বা শোধিত সুরায় দ্রবীভূত হয়। শরীরে শোষিত হইয়া ফুসফুস ও স্নায়ুমূলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠবংশের পীড়া বশতঃ বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক আকুঞ্চন; স্বরভঙ্গ, বামফুসফুসের নিম্নভাগের রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ; পৃষ্ঠবংশে ও মস্তকে অনিয়মিত বেদনা, মূর্দ্ধাদেশে ও সম্মুখ কপালে অতীব্র বেদনা; কষ্টে বায়ুনিঃসরণ বিশিষ্ট নাভীমূলে বেদনা এবং মূত্রযন্ত্রের উপদাহ সম্বলিত অস্থিমূত্র প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দ্বাদশ ক্রম সচরাচর ব্যবহার্য্য।

এসিডম পিক্রিকম।—ইহার ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুমূলের অবসাদ ও রক্তস্বল্পতা জন্মে। মূত্রে ইউরিক এসিড ও ফসফরিক এসিডের আধিক্য এবং ক্লোরাইডসের অল্পতা থাকিলে এতদ্দ্বারা তাহা নিবারিত ও তদানুষঙ্গিক ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি দূরীকৃত হয়। একজন পুরুষের তিন বৎসর স্থায়ী কামোন্মাদ ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছিল। উপর ও নীচের দিকে প্রসারণশীল, পশ্চাৎ-কপালে শিরঃপীড়া যৎসামান্য উত্তেজনা বা মস্তিষ্ক চালনায় উদ্রিক্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। কর্ণস্ফোটকে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। সচরাচর ইহার ত্রিংশ ক্রম ব্যবহার্য্য।

এসিডম স্যালিসাইলিকম।—ইহা উইলো বৃক্ষের বল্কলজাত উপক্ষার হইতে প্রস্তুত। বিচূর্ণ বা এলকোহল সহকারে দ্রবরূপে ব্যবহৃত হয়। তরুণ আমবাতে এলোপ্যাথেরা স্যালেসিন বিস্তর ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ বাত জ্বরে এই ঔষধ সম মতানুযায়ী। ডাঃ হেল ও লিলিয়ান্থাল ১ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্যালিসাইলিক এসিডের ক্রিয়ায় কুইনাইনের ন্যায় কর্ণনাদ ও বধিরতা জন্মে, এজন্য কর্ণনাদ সংযুক্ত সামান্য বধিরতায় এই ঔষধ বিশেষ উপকার জনক। ১—৩ ক্রম ব্যবহার্য্য।

এসেটিক এসিড।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এসেটিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া উহার উপদাহ, প্রদাহ ও অত্যন্ত স্রাব নিঃসরণ জন্মে। নাসিকা ফুসফুস, আমাশয়, অন্ত্র, ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; অগ্নিমান্দ্য, অতিসার শোথ; বিলেপীজ্বর, সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতিতে এই ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ওলিএণ্ডার।—ইহার সাধারণ নাম রোজ লরেল। সরস পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া দর্শিয়া এতদ্দ্বারা পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। কিন্তু চর্ম্মে, বিশেষতঃ মস্তকের চর্ম্মেই ওলিএণ্ডারের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। মস্তকের পামা, ও অন্যান্য চর্ম্মপীড়কায় এবং পক্ষাঘাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উৎকুণের ন্যায় মস্তকে অতিশয় কণ্ডূয়ন, কণ্ডূয়নকালে উপশমানুভব, পরে জ্বালা; মস্তক হইতে উপত্বক পতন, মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাৎদিকে কখন শল্কসংযুক্ত, কখনও রসস্রাবী, জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পীড়কা লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ। *পূর্ব্বদিনের ভুক্তদ্রব্য পরদিন প্রাতে অজীর্ণাবস্থায় নিঃসরণ* ওলিএণ্ডারের একটি পরীক্ষা-লক্ষণ, অতএব হার্টম্যান অজীর্ণদ্রব্যস্রাবী অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। যদি এই রোগে চায়না ও ফিরম দ্বারা কোন উপকার না দর্শে তবে ওলিএণ্ডার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ওলিয়ম জেকোরিস এসেলি।—কডলিভার অয়েল।—কডলিভার অয়েলে চল্লিশ সহস্রভাগে একভাগ আইওডিন আছে। সুতরাং কডলিভার স্থিত আইওডিন হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল রোগে আইওডিন, ফসফরাস প্রভৃতি ঔষধ ও তৈলাক্ত পদার্থ পথ্য আবশ্যক করে সেই শ্রেণীর রোগেই কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হয়। কেবল শীর্ণতা থাকিলেই এই ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে, আইওডিন ও ফসফরাস যেরূপ শীর্ণতা উৎপন্ন করে তদনুরূপ শীর্ণতায় সমমতে কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হয়। এনিমিয়া ও সেলুলার হাইপারপ্লেসিয়া কড অয়েলের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। কিন্তু এই এনিমিয়া বা রক্তের লোহিতকণার স্বল্পতা রক্তস্রাব, কর্কটিকা,

মূত্ররোগ, অথবা হরিৎপাণ্ডুজনিত না হইয়া যকৃৎ, পরিপাকযন্ত্র, আমাশয় বা অন্ত্র, বিশেষতঃ মধ্যান্ত্রের রোগ বশতঃ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ উপযোগী। অপর সেলুলার হাইপারপ্লেসিয়া বা শরীরের কোষময় বিধানের বিবর্দ্ধনে অর্থাৎ গণ্ডমালা ও গুটিকা ধাতুতে কডলিভার অয়েল সুপ্রয়োজ্য। নিম্ন-লিখিত রোগে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রধানতঃ কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) পুরাতন প্রতিশ্যায।—অতিমাত্রায় কড অয়েল সেবী-দিগের সামান্য কারণে সর্দ্দি লাগে, অতএব নাসিকা, স্বরযন্ত্র, বক্ষঃস্থল বা অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়ে হোমিওপ্যাথিমতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হিপার, হাইড্রাষ্টিস, কোপেভা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যদি শ্লেষ্মাস্রাব নিবারিত না হয়, অধিকন্তু রোগীর রক্তস্বল্পতা ও শীর্ণতা লক্ষণ থাকে এবং যৎসামান্য কারণে সর্দ্দি লাগে তবে কডলিভার অয়েল সেবনে অতিশয় উপকার দর্শে। (২) পুরাতন বাত।—সকল প্রকার বাতেই কডলিভার অয়েল উপকারী নহে। দরিদ্র, ক্ষীণধাতু, গণ্ডমালা দোষ বা কুলদোষগ্রস্তদিগের প্রদাহ লক্ষণ পরিশূন্য পেশী ও তন্তুর বাতে, এবং দীর্ঘ কাল আর্দ্র ও শীতল স্থানে বাসজনিত সন্ধিবাতেই কডলিভার অয়েল উপযোগী। (৩) গণ্ডমালা।—গণ্ডমালা রোগে গ্রন্থির স্ফীততায় এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অস্থিক্ষতে ও অস্থি প্রদাহে, এবং বিল্লেপী দদ্রাদি উহার আনুষঙ্গিক উপসর্গে এই ঔষধ আরোগ্য-কর। সন্ধির চতুর্দ্দিকস্থ নাড়ীব্রণ ও ব্রণশোথেও ইহা উপকারী। বালক-দিগের রেকাইটিস ও টেবিস মেসেণ্টেরিকা রোগে এই তৈল বিলক্ষণ ফলপ্রদ। লুপস ও ইকথিওসিস প্রভৃতি চর্ম্ম রোগেও উচ্চক্রমে এতদ্দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। শীর্ণ, ক্ষীণ, সুন্দর স্বচ্ছ গাত্রত্বক বিশিষ্ট বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের যক্ষ্মারোগে কড অয়েল ব্যবস্থেয়, স্থূলকায় শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তি দিগের রোগে ইহা উপযোগী নহে। উন্মাদ, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত, অপস্মার, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। অপ্রাদাহিক পুরাতন অতিসারে কড অয়েল ফলপ্রদ। ডাঃ হেল কণিশবর্ণ তৈলের বিচূর্ণ (এক

ড্রাম তৈলে নয় ড্রাম সুগার অব মিল্ক) করিতে বলেন। পাঁচ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদিগের ক্ষয় রোগে ২ য় বা ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ সেবন ও উদরে কড-অয়েল মর্দ্দন এবং নিতান্ত শিশুদিগের পক্ষে কেবল মর্দ্দনই ব্যবস্থা করেন। যুবকদিগের রোগে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১৫ বিন্দু মাত্রায় দিনে তিন বার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন যে হোমিওপ্যাথিক মতে যুবকদিগের পক্ষেও ইহার মাত্রা কখনও একড্রামের অধিক হওয়া উচিত নহে। তরুণ জ্বর-লক্ষণ, রক্ত-সঞ্চয়, রক্ত কাস ও রোগের প্রবল অবস্থায় কডলিভার অয়েল সেবন নিষিদ্ধ।

ওলিয়ম রিসিনি—ক্যাষ্টর অয়েল।—এড়ণ্ডবীজ ভক্ষণে বা অধিক পরিমাণে উহার তৈল সেবনে অন্ত্রের ঝিল্লীর উপদাহ জন্মিয়া বিব মিষা, পেটকামড়ানি ও পাতলা মলস্রাব হয়। তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় (বিশেষতঃ বালকদিগের) রক্তামাশয়ের ন্যায় কুন্থনসংযুক্ত আঠাবৎ ও রক্তাক্ত মল নিঃসৃত হয়। অতএব বালকদিগের রক্তাতিসারে, ও উদরাময়ে জ্বর, পিপাসা ও উদরবেদনা না থাকিয়া কেবল অল্প পেট কামড়ানি ও কুন্থন থাকিলে এই ঔষধের বিচূর্ণ দুই ঘন্টা অন্তর দশ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। এড়ণ্ডবীজে রিসিনাইন নামক এক প্রকার বিষাক্ত উপক্ষার আছে। ইহার বিষক্রিয়া বশতঃ আতিসারিক বিসূচিকার ন্যায় তণ্ডুলাম্বুবৎ ভেদ, বমন, ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় অতএব আতিসারিক বিসূচিকায় রিসিনস বীজ হইতে প্রস্তুত অরিষ্ট (রিসিনস কমিউনিস) দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। শিশুদিগের বিসূচিকায় তৈলের বিচূর্ণ উপযোগী।

ওসমিয়ম।—এই ধাতুর বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার বিষক্রিয়ায় ফুসফুসে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, স্নায়ুমণ্ডলে আক্ষেপ, ও বৃক্কে ব্রাইটাখ্য রোগের দ্বিতীয় অবস্থার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। কিন্তু চিকিৎসায় এই ঔষধের বিশেষ কোন ব্যবহার নাই।

ককস ক্যাক্টাই।—শুষ্ক কীট হইতে অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। কোচিনিলের ক্রিয়া বশতঃ বমন এবং গাঢ়, আঠা আঠা ও অগুলাবৎ শ্লেষ্মা

বিশিষ্ট কাস উৎপন্ন হয়, এজন্য হুপিংকফ কাসে ক্যাজে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয়। ডাঃ জোসেট বলেন যে বারংবার কুন্থনসহ পরিষ্কার মূত্রস্রাব হুপিংকফ কাসে কক্কস ব্যবহার করিবার লক্ষণ। ইহার মূত্রযন্ত্রের লক্ষণও অতিশয় তীব্র। বৃক্কক শূল ও মূত্রপিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ এবং মূত্রাশয়ের ও মূত্রমার্গের কুন্থনাদি এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয় বলিয়া ডাঃ হেম্পেল উল্লেখ করিয়াছেন। ৬—৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

কণ্ডুরাঙ্গো।—এই গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। ইহার কাণ্ডের বল্কল হইতে অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। কর্কট (ক্যানসার) রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কঠিন কর্কটে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শেনা, কিন্তু কর্কটের ক্ষতে ইহা বিশেষ উপকার করে। কর্কট রোগে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম বা মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ডাঃ বার্ণেট প্রভৃতি যাঁহারা ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা এতদ্দ্বারা অপচ্যমান, বা পচ্যমান পীড়কা ও ওষ্ঠ বিদারী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু কাহারও ক্যানসার উৎপন্ন হইয়াছিলনা। মুখ, ওষ্ঠ ও মলদ্বার বিদারণে কণ্ডুরাঙ্গো উপকারী। দুর্গন্ধময়, দুর্দ্দম্য প্রাচীন ক্ষতে এই ঔষধ ফলপ্রদ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ উভয়ই হইয়া থাকে।

কমোক্লেডিয়া ডেণ্টেটা।—চর্ম্মে ইহার ক্রিয়া এনাকার্ডিয়ম ও রসটক্সের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত তীব্রতর। ডাঃ নেভেরো বলেন যে ইহার রস গাত্রে লাগাইলে কঠিন-প্রান্ত গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রকার ক্ষতে তিনি এই ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি একজন রোগিণীর দক্ষিণ স্তনের ছয়বৎসর স্থায়ী পচাক্ষত ও দক্ষিণ জঙ্ঘার স্ফিনিত ক্ষত এই ঔষধের ষষ্ঠক্রম ব্যবহার করিয়া এক মাসে আরোগ্য করিয়াছিলেন। চক্ষুর ও উহার চারিদিগের বিধান-ত্বকের বিসর্পবৎ প্রদাহে ইহা অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এনাকার্ডিয়মের ন্যায় কুষ্ঠরোগেও ইহার কথঞ্চিৎ ব্যবহার আছে। ইহার পত্র ও বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

কর্ণস ফোরিডা।—বিষম জ্বরের একটী বিশেষ ঔষধ। অধিক মাত্রায় এতদ্দ্বারা মস্তকে পূর্ণতা ও বেদনা, দ্রুত নাড়ী, এবং আমাশয়ের উপ-

উপঘাত জনিত অর্দ্ধাংক; স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য; অবসন্নকর রোগ জনিত দৌর্ব্বল্য প্রভৃতিতে ফ্রীম্যান সাহেব কিউরেরার ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে অতিরিক্ত স্তন্যদান বা অবসন্নকর রোগজনিত স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী। কোন কোন প্রকার পক্ষাঘাত জনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্রে ও ইহার ব্যবহার আছে। ফ্রীম্যান ইহার ৩-১২ ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কোকা।—কোকা চা ও কফির ন্যায় উত্তেজক, কিন্তু মাদক নহে। আমরা যেমন চা ও তামাক খাই দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা ইহা সেইরূপ খাইয়া থাকে। অতিমাত্রায় এতদ্দ্বারা হৃৎকম্প, অনিদ্রা ও কর্ণনাদ প্রভৃতি জন্মে। এই ঔষধের বিশেষ কোন ব্যবহার নাই। ডাঃ হেরিং বলেন যে বায়ুমান যন্ত্রের নিম্নাবস্থায় যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপকারী। স্নায়বীয় উত্তেজনা জনিত অনিদ্রায়ও সময়ে সময়ে কফির পরিবর্ত্তে কোকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ হেল বলেন যে শ্বাসকৃচ্ছ্র সংযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারজনিত রোগে ইহার মূল অরিষ্ট সেবনে উপকার দর্শে।

কোপেবা।—এবসোলিউট এলকোহলে কোপেবা দ্রবীভূত করিয়া হোমিওপ্যাথিক অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। অতিমাত্রায় কোপেবা সেবন করিলে মূত্র যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে উপদাহ জন্মে। মূত্র-পিণ্ড ও মূত্রাশয়াদি অপেক্ষা মূত্রমার্গেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মেও কিয়ৎপরিমাণে কোপেবার ক্রিয়া দর্শে। এজন্য প্রমেহ রোগের প্রদাহিত অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ টয়েলডাম এই রোগে কোপেবা প্রথমক্রম, ১০-২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কোপেবার বিষক্রিয়াবশতঃ অণ্ডের স্ফীততা ও বাতাদি প্রমেহের গৌণ লক্ষণও প্রকাশ পায়। জ্বরশূন্য পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। কারণ কোপেবা দ্বারা স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর উপদাহ জন্মে। ডাঃ হিউজ বলেন যে বৃদ্ধা স্ত্রীদিগের মূত্রমার্গ ও মূত্রাশয় গ্রীবার উপদাহ ও তজ্জনিত স্রাব নিঃসরণে কোপেবা বিশেষ উপযোগী। মুখ দূষিকা, শীতপিত্ত প্রভৃতি চর্ম্ম পীড়কায়ও মধ্যে মধ্যে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। শুক্তি প্রভৃতি

কুদ্রব্য ভোজন জনিত শীতপিত্তেই ইহা উপকারী। ডাঃ ডেসো বলেন বালকদিগের পুরাতন শীতপিত্ত রোগে এক বিন্দু মাত্রায় কোপেবা ব্যবহার করিয়া তিনি বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোরাইডেলিস ফরমোসা।—ষ্টিলিঞ্জিয়ার ন্যায় গৌণ উপদংশে উপকারী।

গোয়াকো।—দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপন্ন হয়। তথায় ইহা সর্প-বিষ বিনাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশের উর্দ্ধাংশে জ্বালা ও বেদনা, স্বরযন্ত্রের আকুঞ্চন, গলাধঃকরণে কষ্ট, জিহ্বার গুরুত্ব; চিত্তের উত্তেজনা; শিরঃপীড়াদি লক্ষণ জন্মে সুতরাং ডাঃ এব সিদ্ধান্ত করেন যে ইহাতে পৃষ্ঠবংশের রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয়। হোমিওপ্যাথিমতে বলিষ্ঠ ও রক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উপদাহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই রোগে গোয়াকো নাজার সমকক্ষ। ডাঃ এব বলেন যে সন্ন্যাস রোগের মস্ত সঞ্চয় জনিত জিহ্বা ও শাখার পক্ষাঘাতেও ইহা উপকারী।

গোয়ারিয়া।—এন্টিলিজে জন্মে। ইহার চক্ষুলক্ষণানুসারে ছানি উত্তোলনের পর অর্জ্জুনরোগ বিশিষ্ট শুক্রমণ্ডলের প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়। অর্জ্জুন রোগ ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ইহার মধ্য ও নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয়।

গ্রাটিওলা।—ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে হোমিওপ্যাথিক অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। গ্রাটিওলার বিষক্রিয়া বশতঃ উত্তাপ ও নিদ্রালুতা সহ মস্তকে রক্ত সঞ্চার; মূদ্ধাদেশে উত্তাপে পরিবর্ত্তনীয় শীতলতানুভব; প্রত্যূষে জাগিবা মাত্র মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বেদনা ও উঠিলে উহার উপশম; মুখমণ্ডল যেন স্ফীত হইয়াছে এ প্রকার অনুভব; সমস্ত বস্তু, হরিদ্বর্ণগুলি পর্য্যন্ত, শুভ্র দেখায়, প্রতিদিন প্রাতে উপরের ওষ্ঠের স্ফীতভা; আহারান্তে আমাশয়ের অতিশয় স্ফীততা; শীতলতায় দন্তবেদনা; আহারান্তে অতিশয় নিদ্রালুতা ও আলস্য; আমাশয়ে একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে প্রস্তর গড়ানের ন্যায় চাপ ও গালধরার ন্যায় আকৃষ্টতা, এবং সেই সময় বারংবার উদ্গার ও বমন-বেগ, হরিতের আভাযুক্ত পীতবর্ণ ও জলীয় অতিসার; মলদ্বারের আকুঞ্চন

ও কণ্ডূয়ন; দুর্গন্ধময় আমনিঃসরণসহ সরলান্ত্র ও মলদ্বারের অতিশয় উপদাহ; মূত্রত্যাগের পর মূত্রমার্গে জ্বালা; প্রবল কামোন্মাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। টেষ্ট বলেন যে যে সকল রোগের লক্ষণ ক্যামোমিলা অপেক্ষা প্রায় তাহাতেই গ্রাটিওলা উপযোগী। যে সকল তরুণ রোগে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয় তাহারই পুরাতন অবস্থায় গ্রাটিওলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। উন্মাদ, কামোন্মাদ, পানাত্যয় প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগে এবং বহুকাল কফি সেবন জনিত স্নায়ুশূলে গ্রাটিওলা দ্বারা উপকার দর্শে। তিনি প্রায়ই কষ্টিকমের পরে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গ্রিণ্ডিলিয়া।—এই বৃক্ষ কালিফর্ণিয়ায় জন্মে। ইহা দুই প্রকার যথা, গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা ও গ্রিণ্ডিলিয়া স্কোয়ারোসা। গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা বায়ুনলীভুজের বিকার জনিত শ্বাসকাসে বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হ্যাচেল বলেন যে ইহার একভাগ মূল অরিষ্ট দশভাগ জলের সহিত মিশ্রিত দুষ্ট কণ্ডূয়নশীল পীড়কায় বাহ্য প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত উপকার দর্শে। পুরাতন হৃদ্রোগ বশতঃ যখন রোগীর এপ্রকার অনুভব হয় যে নিদ্রা হইলেই শ্বাসরুদ্ধ হইবে তখন গ্রিণ্ডিলিয়া স্কোয়ারোসা ব্যবহার্য্য।

জগলান্স।—চর্ম্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই নিমিত্ত ডাঃ বার্ণেট ইহাকে ভেজিটেবল আর্সেনিক বা উদ্ভিজ্জ শংখ-বীষ বলেন। পামা, চর্ম্মদল, অরুণিমা প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ফলপ্রদ। এতদ্দ্বারা পলাণ্ডুগন্ধি পাতলা মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা বিশিষ্ট অতিসার; কুন্থন ও মলত্যাগান্তে জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধ, বেদনাশূন্য পৈত্তিক অতিসার জন্মে, অতএব পৈত্তিক অতিসারে ও রক্তামাশয়ে তৃতীয় ক্রমে এই ঔষধে উপকার দর্শে। প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়ায় নক্স, আইরিস ব্রাইওনিয়া, ও চেলিডোনিয়মে কোন উপকার না দর্শিলে ডাঃ হেল জগলান্স ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

জিম্নোক্লেডস কেনেডেন্সিস।—কফির দানার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার বৃক্ষকে আমেরিকায় কফিবৃক্ষ বলে। ইহার বিষক্রিয়াবশতঃ গলাবেদনা জন্মে, এজন্য ঈষৎ নীলবর্ণ অথবা মলিন রক্তবর্ণ

আকৃতি বিশিষ্ট গলাবেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেরিং তালুমূল-প্রদাহের আনুষঙ্গিক বা অনুবর্ত্তী কাসে, এবং সন্নিপাতলক্ষণাপন্ন বিষম ও ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ব্যাপক আক্রমণে ও সন্নিপাতজ্বরে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

জেট্রোফা।—ইহার বীজ জয়পালের ন্যায় গুণযুক্ত। এবং জয়পালের ন্যায় ইহাতেও শোণিতাম্বুবৎ বমন ও বিরেচন হইয়া থাকে। সুতরাং হোমিওপ্যাথিমতে বিসূচিকা রোগে ইহা ব্যবহৃত হইযাছিল,কিন্তু বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। সময়ে সময়ে অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে আটোপ (পেটডাকা),' মধ্যে মধ্যে বোতল হইতে জল ঢালিবার ন্যায় শব্দ, এবং শীতল জলে হাত রাখিলে রোগ লক্ষণের উপশম অতিসারে জেট্রোফার প্রয়োগ লক্ষণ।

জেবোরাণ্ডী।—ইহার শুষ্ক পত্রের বিচূর্ণ, ও উপক্ষার পাইলোকার্পিনার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। লালাগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থিতে জেবোরাণ্ডীর প্রবল ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া নিবন্ধন ঐ সমস্ত গ্রন্থির উপদাহ জন্মিয়া অধিক পরিমাণে স্রাব নিঃসৃত হয়। জেবোরাণ্ডীর বিষক্রিয়ায় রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততা, কিন্তু ধমনীর প্রসারণের ও গাত্রতাপের ন্যূনতা জন্মে। স্নায়বীয় অবসাদ সংসৃষ্ট অতিঘর্ম্ম নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী। তরুণ রোগের পর আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ঘর্ম্মস্রাব এতদ্দ্বারা আরোগ্য ও যক্ষ্মার নৈশঘর্ম্ম উপশমিত হয়। ডাঃ মরেল ইহার মূল অরিষ্ট ১৫ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া কতকগুলি যক্ষ্মার ঘর্ম্মস্রাবের রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সকল গুলিতেই এই ঔষধে বিলক্ষণ ফল দর্শিয়াছিল। ইহার ক্রিয়া ধীরে ধীরে দর্শে। একবার এতদ্দ্বারা ঘর্ম্মস্রাব রুদ্ধ হইলে বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত আর ঘর্ম্ম স্রাব হয় না। লালাস্রাবেও ইহার ব্যবহার আছে।

জ্যান্থোজাইলম ফ্রেক্সিনিয়ম।—ইহার সমপরিমাণ বল্কল ও ফল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সহিতই এই ঔষধের বিশেষ সংস্রব দেখা যায়। ইহার ক্রিয়া বশতঃ এক জন স্ত্রীলোকের এক সপ্তাহ

পূর্ব্বে ঋতু প্রকাশ পাইয়াছিল ও তাহাতে অতিশয় বেদনা ছিল। আর এক জনের অস্বাভাবিক নিঃসরণবেগ সহকারে প্রভূত পরিমাণে রজঃস্রাব হইয়াছিল এবং তৎসহকারে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও বেদনা ছিল। সুতরাং বাধক বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। ডাঃ হেল বলেন যে ক্ষীণকায়, বায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ুশূল প্রকৃতির বাধক বেদনায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ মার্সী বলেন যে উরুর স্নায়ুর মধ্যদিয়া বেদনা প্রসারিত হইলে অর্থাৎ ডিম্বাশয়িক বাধক বেদনায় জ্যাস্থোজাইলম উপকারী। ডাঃ হিউজ বলেন যে রক্তমাত্রীরোগের সহিত বাধক বেদনা সংস্পৃষ্ট থাকিলে তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করেন। বাধক বেদনায় অন্যান্য ঔষধের ন্যায় এই ঔষধও প্রসবান্তিক বেদনায় অতিশয় উপকারী। বায়ুপ্রধানা রোগিণীদিগের বক্ষোনাশ বা বেদনা সংযুক্ত শ্বেতপ্রদরেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। রক্তপ্রধানাদিগের রোগে কখন কখন এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে না। ইহার ১ম—৩য় ক্রম সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য।

টিটেনিয়ম।—ডাঃ শার্প এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার শিরোঘূর্ণন; অর্দ্ধদৃষ্টি, এবং সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতা জন্মিয়াছিল। শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন রোগ বশতঃ শীর্ণতা ও শক্তিহীনতায় অল্পমাত্রায় এই ধাতুর ঔষধের প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ দ্বারা উপকার দর্শে; এতদ্দ্বারা রক্ত বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বোধ হয়।

টেরেণ্টিউলা।—এই ঊর্ণনাভের দংশনে বিষাক্ত হইলে যে স্নায়বিকার জন্মে তাহা গীত বাদ্য শ্রবণে উপশমিত থাকে। এতদ্দ্বারা গতিশক্তি সাধিনী স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া প্রবল কোরিয়া রোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত করে। তাণ্ডব, আক্ষেপিক উন্মাদবায়ু, অবসাদবায়ু, কামোন্মাদ প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার আছে। গীতবাদ্য শ্রবণে রোগ লক্ষণের উপশম এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগলক্ষণ।

টেলুরিয়ম।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ এই ধাতুর বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। টেলুরিয়মের পরীক্ষাকালে ডাঃ মেটকাফের দক্র ও ডাঃ ডনহামের নিম্ন লক্ষণাপন্ন কর্ণপ্রদাহ, ও পৃষ্ঠবংশের উপদ্রব জন্মিয়াছিল অতএব তাঁহারা

ইহার আময়িক প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ;—অঙ্গুরীয়াকার দদ্রু রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। গাঢ় ও অমুগ্র স্রাববিশিষ্ট কর্ণপ্রদাহে পলসেটিলা যেরূপ উপকারী, পাতলা ও তীব্র স্রাব বিশিষ্ট কর্ণপ্রদাহে টেলুরিয়ম সেইরূপ বিশেষ উপযোগী। গ্রীবার শেষ কশেরুকা হইতে পৃষ্ঠের পঞ্চম কশেরুকা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশের অনবগাঢ় কোমলতা, এবং তথা হইতে উপরের দিকে, বাহিরের দিকে ও সম্মুখের দিকে বিকীর্ণ উপদাহ লক্ষণে পৃষ্ঠবংশের উপদাহ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ডাং মেটকাফ দদ্রু রোগে টেলুরিয়মের তৃতীয় ক্রম ; এবং ডাঃ ডনহাম কর্ণরোগে ত্রিংশক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ডলিকস্‌।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া বশতঃ পেশীর স্পন্দন ও আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ দিকের নিম্ন হনুর কোণের নীচে খোঁচা ফুটার ন্যায় বেদনা, গিলিবার সময় সেই বেদনার বৃদ্ধি ; এবং রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল দন্তমূলে স্নায়বীয় বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। দন্তোদ্ভেদ কালীন শিশুদিগের স্নায়বীয় রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

থেরিডিয়ন।—এই মাকড়সার বিষের হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা বমন ও চক্ষুর সম্মুখে শিখাদর্শন বিশিষ্ট শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল। অতএব সবমন শিরপীড়ায় ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় ইহা ফলপ্রদ। গণ্ডমালারোগের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ডাঃ বারক ইহার প্রশংসা করেন। টেরবিন্টিউলার ন্যায় ইহাও উচ্চক্রমে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রি স্পিরিটস ডলসিস।—নাইট্রিক ইথারের হোমিওপ্যাথিতে বিশেষ ব্যবহার নাই। তবে ডাঃ হানিমান ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সময়ে সময়ে মনোবৃত্তি সকলের একপ্রকার অর্দ্ধস্তব্ধতা জন্মে। রোগী নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে, কথাও বলেনা, নিদ্রাও যায়না ; কোন কথার উত্তর দেয় না ; বোধ হয় যাহা বলা যায় তাহা শুনিতে পায়, কিন্তু বুঝিতে পারে না অথবা উহাতে তাহার মনে কোন সংস্কার জন্মেনা ; সে যে দুই চারিটী কথা বলে তাহা ফুসফুস করিয়া বলে, কিন্তু অসম্বদ্ধ কথা বলেনা। রোগীর অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে সে প্রায় কিছুই অনুভব করিতে ও

নড়িতে চড়িতে পারেনা কিন্তু তথাপি তাহার সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত দেখা যায় না। এই প্রকার অবস্থায় অতিশয় পুরাতন নাইট্রিক ইথারের (এত পুরাতন যে তদ্দারা বোতলের কাক লাল হয় না) একবিন্দু এক আউন্স জলে ঝাঁকিয়া একড্রাম মাত্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় সেবন করিতে দিলে কয়েক দিবসের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ লাইপ্‌ডবেক এই ঔষধে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারের দোষ নিবারিত হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নুফার লিউটিয়ম।—নুফারের সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার অতিক্রিয়া বশতঃ সঙ্গম প্রবৃত্তির ক্ষীণতা ও প্রাতঃকালীন অতিসার জন্মে। সুতরাং হোমিওপ্যাথিমতে প্রাতঃকালীন অতিসার; ও উপস্থের দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট শুক্রমেহ রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ। ডাঃ শিপম্যান বলেন যে বেদনা শূন্য প্রাতঃকালীন অতিসারে তিনি দশ বৎসর যাবৎ এই ঔষধ কৃতকার্য্যতার সহিত ব্যবহার করিতেছেন। ইহার ১—৬ ক্রম ব্যবহার্য্য।

নেফেলিয়ম।—এই ঔষধ প্রকৃত স্নায়ুশূল বিনাশক। কারণ এতদ্দ্বারা স্নায়ুশূল জন্মে। সায়েটিকা রোগে ইহা ব্যবহার্য্য। সায়েটিক নাভে ও উহার বৃহৎ বৃহৎ শাখায় তীব্রবেদনা, বেদনাকালীন জঙ্ঘা-পৃষ্ঠের ও পদের খল্লী, এবং সময়ে সময়ে বেদনার পরিবর্ত্তে অবশতা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া দর্শে। আধ্মানিক শূলে; ও শিশুদিগের মলিন, দুর্গন্ধময়, তরল মলবিশিষ্ট অতিসারে এই ঔষধ উপকারী।

ন্যাজা।—কোব্রা বা গোক্ষুর সর্পের বিষ। ইহার ক্রিয়ার সহিত ল্যাকেসিস ও ক্রোটেলসের ক্রিয়ার সাধারণতঃ সাদৃশ্য আছে। ডাঃ রসেল বলেন যে স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের স্নায়ুতে, ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুতে ও গলকোষের স্নায়ুতে ন্যাজার মুখ্যক্রিয়া দর্শে। হৃদ্রোগেই এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। গলকোষের মলিনরক্তবর্ণ বিশিষ্ট তরুণ স্বরযন্ত্র প্রদাহে ডাঃ রসেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সত্বর রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠবংশের উপদাহ জনিত কাস ও অন্ননালীর আক্ষেপিক সংবৃতিতে ন্যাজা ফলপ্রদ। পুরাতন স্নায়বীয় হৃৎস্পন্দ; আমবাতিক হৃৎপিণ্ড প্রদাহের তরুণ অবস্থা; তরুণ প্রদাহের পরবর্ত্তী হৃৎ-পীড়া; হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর

বিবর্দ্ধন জনিত যাতনা ; ও হৃৎশূল প্রভৃতিতেও এই ঔষধ উপকার জনক। শঙ্খদেশে তীব্র বেদনা ও নিরুৎসাহিতা বিশিষ্ট শিরঃপীড়ায় ন্যাজা উপকারী। বাম ডিম্বাশয়ের পুরাতন রোগে ; পৃষ্ঠবংশের উপদাহে, এবং কৌসফুসীয় ও স্নায়বাত্রিক যক্ষ্মার কাসে ডাঃ রসেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতে উপদাহকর সহানুভৌতিক কাস হৃদ্রোগে ন্যাজার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

ন্যাট্রমসলফিউরিকম।—আর্দ্রতা বা সিক্ততা বশতঃ কিম্বা বর্ষাকালে যাহাদের অসুখ করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। এতদ্দ্বারা (উচ্চ ক্রমে) মধু-মেহ, ক্ষয়কাস, প্রাচীন অতিসার, আধ্মান ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ু ও আতপসেবনের অভাব বশতঃ এনিমিয়া রোগে ইহা অমোঘ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বক্ষঃস্থলে বেদনাসহ রাত্রিকালে শুষ্ককাস, রোগীকে উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে বক্ষঃস্থল ধরিয়া থাকিতে হয়। ইহার ৩দ বা উচ্চক্রম ব্যবহার্য্য।

পাইপার মিথিষ্টিকম।—এই উদ্ভিদ টাহেটিয়ান দ্বীপে জন্মে। তথায় ইহাকে কাভাকাভা বলে। ইহা কামোত্তেজক ও মত্ততাজনক। হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় এতদ্দ্বারা কামজ স্বপ্ন ও শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়াছিল। ডাঃ হেল বলেন যে টেরেবিন্থিনার ন্যায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া দর্শে। এজন্য, প্রমেহ ও পাপামেহ রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ দ্বারা উপশম ও অবিরত অবস্থানপরিবর্ত্তনের ইচ্ছা লক্ষণাপন্ন স্নায়ুশূল ও শূলবেদনায় ইহা উপকারী। সাধারণতঃ ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয়।

পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া।—ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চিকিৎসায় প্রায় এই ঔষধের ব্যবহার দেখা যায় না। ডাঃ পরেক্কি বলেন যে দুর্গন্ধে অতিশয় অনুভবাধিক্য ; কল্পিত দুর্গন্ধ ; প্রাতে সরল ও সন্ধ্যাকালে শুষ্ককাস ; আপনার আয়তন বিবর্দ্ধিত অনুভব ; মুখে জল সঞ্চয় ; মূত্রে তৈলাক্ত সর, এই ঔষধের প্রকৃতিগত লক্ষণ। হানিমান বলেন যে অতি মাত্রায় এতদ্দ্বারা আমাশয়ে থলী জন্মে সুতরাং ইহাতে আ-

মাশয়ের থলী আরোগ্য হয়। এলেন বলেন যে "চক্ষুর মধ্যদিয়া মস্তকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যেন দৃঢ়রূপে একগাছি সূত্র টানা যাইতেছে" ও "গ্রীবা পৃষ্ঠে যেন কোন গুরু বস্তু রহিয়াছে, এই প্রকার অনুভব" এই লক্ষণদ্বয় এতদ্দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে।

পালাডিয়ম।—এই ধাতু প্লাটিনার সমগুণ। প্লাটিনা সূচক রোগে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের পীড়ায়, মানসিক লক্ষণের অনৈক্যতা বশতঃ প্লাটিনা দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে পালাডিয়ম ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে।

পিওনিয়া অফিসিনেলিস।—বসন্তকালে সংগৃহীত সরস মূল হইতে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। পিওনিয়ার ক্রিয়ায় মলদ্বারে দুর্গন্ধময় রস স্রাবী যাতনাসংযুক্ত ক্ষত জন্মে। ডাঃ ওজেনাম বলেন যে আপনা হইতে এই প্রকার ক্ষত জন্মিলে এই ঔষধে তাহা আরোগ্য হয়। অন্যান্য ক্ষত রোগে, বিশেষতঃ নাভীর নিম্নাঙ্গের ক্ষতেই ডাঃ ওজেনম এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুখচাপা (নাইট-মেয়ার) রোগেও কোন কোন চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কারণ ইহাতে মুখচাপা জন্মে। ইহার প্রথম তিন ক্রম কেবল বাহ্যিক অথবা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়।

পেট্রোসেলিনম।—সমগ্র সরস বৃক্ষ হইতে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মূত্রমার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং পুরাতন প্রমেহ ও লালামেহ রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে কুইনাইনের ন্যায় ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং বিষমজ্বরে ও স্নায়ুশূলে কুইনাইনের অনুকল্প স্বরূপ এতদ্দ্বারা কতকটা উপকার জন্মে।

প্রুনস স্পিনোসা।—কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া সেই বেদনার বিদ্যুতের ন্যায় গতি ও পশ্চাৎ কপালে উপস্থিতি, দক্ষিণ অক্ষিগোলকে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষুর অভ্যন্তর ভাগ উৎপাটিত হইবে; প্রুনসের ইহাই প্রধান লক্ষণ। চক্ষুর আভ্যন্তরিক বিধানের রোগ বশতঃ এই প্রকার বেদনা উপস্থিত হয় সুতরাং চক্ষুর গাঢ় মূল

প্রদাহে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা বেদনা উপশমিত, প্রদাহ স্থগিত ও দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

প্লান্টেগো — কদলি। — হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় এতদ্দ্বারা দন্তে ও হনুতে অতিশয় বেদনা জন্মিয়াছিল, অতএব চিকিৎসায় দন্তশূলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ রুটলিংগার বলেন যে এই ঔষধের ২দ ক্রম সেবন করাইয়া তিনি ১৫ মিনিটের মধ্যে অধিকাংশ দন্তশূলগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল ও হিউজ বলেন যে দন্তশূলের সকল ঔষধি অপেক্ষা প্লান্টেগো শ্রেষ্ঠ। দন্তবেদনায় স্থইজারলেণ্ডে আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণে কদলির পত্রের তন্তু প্রবিষ্ট করিয়া দিবার রীতি আছে। অতিমূত্র রোগজনিত শয্যামূত্রেও কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করেন।

ফাইসোষ্টিগমা ভেনিনোসম। — ক্যালেবার বিনের শিম্বি হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার বিষক্রিয়া বশতঃ সত্বর সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত উৎপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে। ডাঃ রিংগার উন্মাদদিগের সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতে ও প্রবর্দ্ধনশীল পেশীর শীর্ণতায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার করিয়াছেন। তিনি ইহার সারের এক গ্রেণের ত্রিশ ভাগের একভাগ মাত্রায় ব্যবস্থা করেন। অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপ জনিত ক্ষীণদৃষ্টি রোগে ডাঃ উডিয়েট এই ঔষধের (৩দ ক্রম) অতিশয় উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ এলেন বলেন যে অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপ সহ চক্ষুর পাতার স্পন্দন লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ফেলেণ্ড্রিয়ম একোয়াটিকম। — হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সুপক্ক ফল ব্যবহৃত হয়। ফেলেণ্ড্রিয়ম ইহার সমজাতীয় উদ্ভিদ সিকিউটা ও ইনান্থির ন্যায় ক্রিয়া করে। "মস্তকের শিখরদেশে প্রস্তর বা সীসের ন্যায় গুরু বস্তুর চাপ সদৃশ বেদনা, চক্ষুর উপরিভাগে ও শঙ্খদেশে ব্যথা ও জ্বালা; চক্ষুতে বেদনা ও গুরুমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়, চক্ষু হইতে জলনিঃসরণ; শব্দে ও আলোকে বিদ্বেষ" লক্ষণাপন্ন দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ উপকার করে। ইহার বিষক্রিয়ায় স্তনে সূচীবেধবৎ যাতনা জন্মে অতএব ডাঃ গ্রোস স্তন্যদায়িনীদিগের প্রত্যেক বার স্তনদানকালে এই প্রকার বেদনা জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়না। ইহার পরিবর্ত্তে ডোসিবাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মেন্থা পিপারিটা।—ডাঃ ডিমোর্স বলেন যে পেপারমিণ্ট দ্বারা দুর্নিবার শুষ্ককাস উৎপন্ন হয়; এই কাস স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট করাইলে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে, ধূমপান বা ধূমাঘ্রাণ করিলে উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং শুষ্ক কাসে এই ঔষধ ফলপ্রদ। তিনি বলেন যে উপঘাতে আর্ণিকাও প্রাদাহিক রোগে একোনাইট যেরূপ উপযোগী, শুষ্ককাসে মেন্থা পিপারিটা সেইরূপ উপকারী। ক্ষয়রোগের কাস পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা উপশমিত হয়। অনেক সময় ত্রিংশৎ ক্রমের একটী মাত্র বটিকা সেবনেই শুষ্ক কাস আরোগ্য হয়।

মেলিলোটস্।—এই ফুলের অরিষ্ট সেবনে কোন কোন ব্যক্তির মস্তকে রক্তসঞ্চার, অথচ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণাপন্ন তীব্র শিরঃপীড়া জন্মে। স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার মূল অরিষ্ট পাঁচ মিনিট আঘ্রাণ করাইলেই শিরোবেদনা উপশমিত হয়।

ম্যাক্রোটিন।—সিমিসিফুগার উপক্ষার। স্নায়ুশূল প্রকৃতির বাধক বেদনা, জরায়ুলক্ষণ সংযুক্ত পৃষ্ঠবংশ মজ্জার উপদাহ রোগ, চক্ষুর স্নায়ুকোষে রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট ক্ষীণ দৃষ্টি রোগ প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা।—ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ম্যাগ্নেসিয়া সাধারণতঃ অম্লঘ্ন ও মূত্রবিরেচক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ক্রমাগত সেবন করিলে এতদ্দ্বারা অন্ত্রের ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ ও অপ্রবল প্রদাহ জন্মে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে বালকদিগের অম্ল গন্ধ ও সিদ্ধি গোলা জলের ন্যায় হরিদ্বর্ণ অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার ন্যায় গাঢ় আঠাবৎ স্বল্পরজঃস্রাবে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। এবং রাত্রিতে শয়নাবস্থায় বর্দ্ধনশীল অতিরজঃরোগেও ইহা উপযোগী। গর্ভাবস্থায় দন্ত-শূলে ম্যাগ্নেসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে ম্যাগ্নেসিয়া ব্যাপক দন্তবেদনা বিশ্রামে অসহ্য হইয়া উঠে এবং তন্নিমিত্ত উঠিয়া বেড়াইতে হয়। দুগ্ধ পানে অম্ল উদ্গার ও যাতনা হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ইহা সেবনে দুগ্ধ সহ্য হয়। বিদগ্ধ দৃষ্টি (ছানি) রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ইহার ষষ্ঠ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা।—ইহার জলীয় দ্রব প্রস্তুত হয়। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ইহার সাধারণ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্থানিক ক্রিয়া দর্শে। গ্রন্থিল, শক্ত, কষ্টে নিঃসারিত মলবিশিষ্ট কোষ্ঠকাঠিন্য; যকৃতের পুরাতন বক্ত সঞ্চয ও কাঠিন্য; গুল্মবায়ু জনিত জরায়ু ও উদরের আক্ষেপ (এই আক্ষেপ উরুদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ও তৎপরে জরায়ু হইতে শ্বেতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়), শ্বেতপ্রদর, এবং নিদ্রানাশ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূর্চ্ছা লক্ষণাপন্ন গুল্মবায়ু রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার পঞ্চম ক্রম ব্যবহার্য্য।

ম্যাঙ্গেনম।—ইহার বিচূর্ণ ও এসেটেটের জলীয় দ্রব প্রস্তুত হয়। গতিশক্তি সাধিনী স্নায়ুতে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গেনমের পক্ষাঘাত প্রথমে নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হয় এবং ইহাতে পারদজনিত পক্ষাঘাতের ন্যায় কম্প এবং সীসজনিত পক্ষাঘাতের ন্যায় শূল ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে না। মস্তকে ফিরমের ন্যায় ম্যাঙ্গেনমের ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ যে স্বরভঙ্গ সংযুক্ত কাস উৎপন্ন হয় শয়নে তাহা উপশমিত হইয়া থাকে। অস্থিবেষ্ট ও সন্ধিপ্রদাহ, এবং স্বরযন্ত্রের পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ গবেন্সি বলেন যে অস্থির অতিশয় অনুভবাধিকা প্রথমোক্ত রোগে ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। বার বলেন যে স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রাচীন প্রদাহ, অতিরিক্ত স্বরযন্ত্র চালনা বশতঃ জন্মিয়া থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। এই রোগের স্বরভঙ্গ, মধ্যাহ্নে গলা হইতে আঠা আঠা শক্ত শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে অনেকটা কম পড়ে। কর্ণনলের বিকারজনিত বধিরতায় এবং পুরাতন চর্ম্ম রোগেও এই ঔষধে উপকার জন্মে। যকৃতেও ইহার ক্রিয়া দর্শে।

ম্যাটেকো।—দুর্দ্দম্য প্রাচীন লালামেহ রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রেটেনিয়া।—ইহার শুষ্কমূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চক্ষুর সম্মুখে চর্ম্মের ন্যায় অনুভব রেটেনিয়ার একটী প্রধান লক্ষণ। সুতরাং অর্শ (টিরিজিয়ম) রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। মলদ্বারে রুক্ষ উত্তাপ ও ছুরিকা আঘাতের ন্যায় সূচীবেধবৎ যাতনা এই ঔষধের অপর একটী বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং গুহ্যদারি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ এলেন

বলেন যে এই রোগে কর্ত্তন বা ভল্লাঘাতের ন্যায় বেদনায় বেটেনিয়া, ক্ষতবৎ যাতনায় গ্রাফাইটিস; এবং এইরূপ বেদনা মলত্যাগের পরে না হইয়া মল-ত্যাগকালে হইলে নাইট্রিক এসিড উপযোগী। কটিদেশের ব্রণ বসিয়া যাইয়া জরায়ুতে বেদনা জন্মিলে টেষ্ট এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। ইহার ২ ও ১দ ক্রম ফলপ্রদ।

রোবিণিয়া।—এই বৃক্ষের বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এত দ্বারা পাকাশয়ের অম্লত্ব জন্মে ও আরোগ্য হয়। পাকাশয়ের অম্লত্ব সংযুক্ত সবমন শিরঃপীড়া, ও অম্লপিত্ত সহকারে অগ্নিমান্দ্য, (বিশেষতঃ যখন উহা রাত্রিকালে প্রকাশিত হয়), দন্তহর্ষজনক, অত্যন্ত অম্ল, জলবৎ বমন, আধ্মান, শূল ও মলপ্রবৃত্তি সহকারে পাকাশয় ও উদরের স্ফীততা, কিন্তু মল-ত্যাগ কালে প্রথমতঃ কেবল বায়ুনিঃসরণ, তৎপরে কঠিন মল বহির্গমন, শিশুদিগের অম্লবমন ও অম্লমল প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

লাইকোপস।—ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। হৃৎপিণ্ডে লাইকোপসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে ইহা ডিজিটেলিসের ন্যায় ধামনিক অব সাদক। ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকার জনিত রোগে হৃৎ পিণ্ডের উপদাহিতা ও বেগের ক্ষীণতা লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার ১দ হইতে ৩দ ক্রম ব্যবহার্য্য।

লিথিয়ম কার্ব্বনিকম।—ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। চক্ষু, হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত অক্ষি পরিচালনা জনিত অর্দ্ধ দৃষ্টি রোগে কেবল দৃষ্টবস্তুর অৰ্দ্ধপার্শ্ব মাত্র দেখা গেলে এই ঔষধের ত্রিংশ ক্রম ব্যবহারে উপকার দর্শে। তরুণ বাতজনিত হৃদ্রোগেও ইহার তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ফলপ্রদ।

লেপিল এন্সস।—এই পদার্থ মিশ্রিত জল সেবনে গলগণ্ড জন্মে; এবং দূষিত ক্ষত ও অর্ব্বুদের অপকার দর্শে। ইহা দেখিয়া গণ্ডমূল ও জরায়ুর কর্কট রোগে ডাঃ গ্রবোল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য কোন চিকিৎসক ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না।

ল্যাকনান্থিস।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়াবশতঃ

বুদ্ধিবৃত্তি ও পেশীমণ্ডল আক্রান্ত হয়। ইহার মস্তকের ও গ্রীবার উপর প্রবণতা আছে। এতদ্দ্বারা শিরঃশিরুণি, শিশিরা ও বেলেডোনার ন্যায় শিরঃপীড়া জন্মে। এক পার্শ্বিক গ্রীবাস্তম্ভ সম্বলিত মস্তক ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের বেদনার পরবর্ত্তী গ্রীবাস্তম্ভ প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মারোগে কোন কোন চিকিৎসক ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। ডা রউইল বলেন যে ইহার মূল ভক্ষণে শ্বেত বরাহের ক্ষুর খসিয়া পড়ে।

ল্যাক্টিক এসিড।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও সন্ধিস্থলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। সন্ধিতে ইহার ক্রিয়া বশতঃ আমবাতের ন্যায় প্রদাহ জন্মে। অতএব আমবাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অগ্নিমান্দ্য ও গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষায়ও ইহার ব্যবহার আছে।

ল্যাক্টুকা ভিরোসা।—ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডল ও পরিপোষণযন্ত্রে ইহার ক্রিয়া দর্শে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধের প্রায় ব্যবহার হয়না। কিন্তু ডাঃ এলেন যে "অবিরত আক্ষেপিক কাস, বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে বুক ফাটিয়া যাইবে, গলার অভ্যন্তরে এক প্রকার বিশেষ কণ্ডূয়ন সহকারে কাসের উদ্রেক, এবং গলায় এক প্রকার শ্বাসরোধ অনুভব বশতঃ এই গলকণ্ডূয়নের উদ্রেক" লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ।

ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভেটিকা।—আমেরিকায় জন্মে এবং ধাতু পরিবর্ত্তক বলিয়া উপদংশ, ও গণ্ডমালাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বিবেচনা করেন যে মেজেরিয়ম ও কাইটোর ন্যায় ষ্টিলিঞ্জিয়া অস্থিতেই ক্রিয়া করে গৌণ উপদংশ জনিত চর্ম্মরোগে ও অস্থির অর্ব্বুদে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। গণ্ডমালা রোগেও এতদ্দ্বারা (প্রথম হইতে তৃতীয় ক্রমে) উপকার হইতে পারে। বিবর্দ্ধিত গ্রীবা গ্রন্থি, আর্দ্র, কপিশ, অবদরণকর পীড়কা, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মামিশ্রিত পূযস্রাব এবং উপরের ওষ্ঠ ও নাসাপার্শ্বের অবদরণ; অনুজ্জ্বল মুখাকৃতি, অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত ক্ষুধা, স্ফীত ও বৃহৎ উদর, অতিশয় দুর্গন্ধময় শুভ্রবর্ণ, মেহবৎ

সণ ; চর্ম্মে বেদনাহীন, লোহিতবর্ণ, কোমল, গুটিকার ন্যায় উদ্ভেদ এবং তাহাতে ক্ষত ও পূয ; বায়বাস্ত্রিক কামলা। ডাঃ হেল গণ্ডমালায় এই সমস্ত লক্ষণে হিলিক্সিয়া প্রয়োগ উপযোগী মনে করেন।

সলফিউরিক এসিড।—পরিমাণ করিয়া দশ গ্রেণ সলফিউরিক এসিড, আশী মিনিম হইতে পারে এই পরিমাণ পরিস্রুত জলের সহিত মিশাইলে হোমিওপ্যাথির ১ম ক্রম প্রস্তুত হয়। পরিপাক পথের ও শ্বাসপথের শ্লেষ্মাস্রাবী বিধানতন্তুতে এবং চর্ম্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ দুর্দ্দম্য হিক্কা, অতিসার ও চর্ম্মরোগাদি জন্মে। এই এসিডের শক্তিগত ক্রিয়া বিশেষ পরিজ্ঞাত নহে। প্রকৃত কম্প ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীন কম্পনানুভব ও রোগীর ব্যস্তসমস্ততা এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ। বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধাদিগের পক্ষেই সলফিউরিক এসিড সমধিক উপযোগী। হানিমান বলেন যে উচ্চক্রমে এই ঔষধের অল্পমাত্রা ব্যবহারে আমাশয়ের অম্লত্ব আরোগ্য হয়। ডাঃ বেইস আমাশয়-শূলে ইহা ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ হিলিডার প্রবল হিক্কায় এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ রিংগার বলেন যে পূর্ণমাত্রায় সলফিউরিক এসিড ব্যবহার করিলে পরিপাকপথের অম্লত্ব বৃদ্ধি হইয়া অতিসার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অল্পমাত্রায় অতিসারে উপকার দর্শে। টেষ্ট এই ঔষধে উপদংশজনিত চর্ম্মপীড়কা আরোগ্য করিয়াছেন। সলফিউরিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় পার্শ্বদেশের ও উদরের স্নায়ুশূল জন্মে অতএব স্নায়ুশূলেও ইহা ব্যবস্থেয়। সাধারণতঃ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহৃত হয়।

সাইক্লেমেন।—সাইক্লেমেন প্রিমুলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। সামান্যতঃ ইহাকে সো-ব্রেড বলে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। সাইক্লেমেন স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে বিশেষ ক্রিয়া দর্শাইয়া কৃষ্ণবর্ণ, সংযত, কখনও বা ঝিল্লীসংযুক্ত, ও প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট রজঃ নিঃসারণ করে, এবং এতদ্দ্বারা নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রজঃ স্রাবিত হইয়া থাকে অতএব রক্তস্রাবী ও রজোনাশে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অপর, মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে সাইক্লেমেনের ক্রিয়া বশতঃ এতদ্দ্বারা

গন্ধক ও চক্ষু আক্রান্ত হইয়া শিরোঘূর্ণন, এবং শিখাদৃষ্টি বা আগুনের ফুলকি দর্শন প্রবল শিরঃপীড়া; ধূম বা কুজ্ঝটিকাবৃতের ন্যায় ঘোর দৃষ্টি, অথবা বিবিধ বর্ণের শিখাদৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় অতএব রজোবৈকল্যের সংসৃষ্ট ঈদৃশ চক্ষু ও শিরোলক্ষণে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাঃ হিউজ বলেন যে কেবল ঋতুর সহিত সম্পর্কান্বিত চক্ষু ও শিরোরোগেই যে ইহা ব্যবহার্য্য এমন নহে, রোগাক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুতে শিখাদর্শন লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় অর্দ্ধশিরঃশূলেও এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ডাঃ এলেন ও [illegible] দীর্ঘ্যক্-দৃষ্টি রোগেও সাইক্লেমেন উপযোগী মনে করেন। পলসেটিলার সহিত এই ঔষধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং ইহার চক্ষু ও মস্তকের লক্ষণ প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ এই ঔষধের পঞ্চদশ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

সারাসিনিয়া পারপুরিয়া।—ইহার মূলের অরিষ্ট বা শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথি পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা বসন্তের আরম্ভের ন্যায় জ্বর, অস্থিবেদনা ও অঙ্গগ্রহ জন্মে সুতরাং বসন্ত রোগের পীড়কা উদ্ভবকালীন ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এই ঔষধ বসন্ত রোগ আরোগ্যকর ও প্রতিষেধক কিন্তু অদ্যাপিও ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত হয় নাই। পূর্ব্বে আমেরিকা ও ইউরোপের এলোপ্যাথেরা বসন্তরোগে সারাসিনিয়া বিস্তর ব্যবহার করিতেন। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ পীড়কা উৎপন্ন, অনন্তর পূযোৎপাদন প্রতিরুদ্ধ হইত এবং যাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদের বসন্ত হইলে এতৎসেবনে তাহা উপবসন্তে পরিণত হইত। লণ্ডনের বসন্তচিকিৎসালয়ে এতদ্দ্বারা কোন উপকার না দর্শাতে এক্ষণ আর এলোপ্যাথেরা ইহা ব্যবহার করেন না। ১ম ও ৩শ ক্রম ব্যবহার্য্য।

সিএনোথস এমেরিকেনাস।—প্লীহায় ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। প্লীহার প্রদাহ ও বিবর্দ্ধনে এই ঔষধি ফলপ্রদ। ডাঃ হেল তাঁহার নবৌষধি বর্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে পুরাতন প্লীহা রোগে প্লীহা কঠিন হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উহাতে বেদনা জন্মে এবং উহা কোমল হইয়া অন্তর

স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্লীহার কোমলতা ও বিবর্দ্ধনে হোমিওপ্যাথি মতে এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ বর্ণেট বলেন যে প্লীহার কোমলত্ব বা বিবর্দ্ধন নিশ্চিত করিতে না পারিলেও কুক্ষিদেশে গভীর শূল বেদনা লক্ষণে ইহা প্রয়োগ করা উচিত। প্লীহার আনুষঙ্গিক শ্বেতপ্রদরেও ইহা ফলপ্রদ। প্লীহারোগে ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ ইহার মূল অরিষ্ট বা ১ম দশমিক ক্রম এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োজিত হয়। প্লীহার উপরে ইহার অরিষ্টের বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে।

সিক্কাইটম।—এতদ্বারা ভগ্ন অস্থি মিলিত হয়। কশেরুকার রোগ বশতঃ কটি-ব্রণ, হনুর অস্থির প্রদাহ ও আভিঘাতিক অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহেও এতদ্বারা উপকার দর্শে। ২ ও ৩ ক্রম ব্যবহার্য্য।

সিলাম্যারিটিমা।—ইহার সরস কন্দ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। সিলা সাধারণতঃ কফ নিঃসারক ও মূত্রকর। সুতরাং হোমিওপ্যাথি মতে ইহা প্রধানতঃ অধিক নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস ও বহুমূত্র (মূত্রাতিসার) রোগে ব্যবহৃত হয়। এই দুই রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। স্বল্পমূত্র বিশিষ্ট শোথ রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। কাস রোগে প্রথম ক্রম, বহুমূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রম ব্যবহার্য্য।

সিষ্টস ক্যানেডেন্সিস।—ইহাকে সাধারণতঃ রকরোজ বলে। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া বশতঃ প্রতিশ্যায়; এবং চর্ম্মে ও গ্রন্থিসমূহে ক্রিয়াবশতঃ গণ্ডমালার ন্যায় অবস্থা জন্মে। গণ্ডমালাদোষ জনিত চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার রোগ, বিশেষতঃ গ্রন্থি বিবর্দ্ধনে এই ঔষধের প্রথম ক্রম ফলপ্রদ। ডাঃ ব্রাউন এতদ্বারা আঙ্গুলির শ্বেতবর্ণ স্ফীততা আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ হিউজ গলগ্রন্থির গণ্ডমালা জনিত স্ফীততার গলক্ষত লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী মনে করেন। কটি দদ্রু, ক্ষত, পামা; ও প্রতিশ্যায় জনিত রোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

সেনা।—এলোপ্যাথেরা সেনা বিরেচক স্বরূপ ব্যবহার করেন। ক্ষুদ্রান্ত্রে ইহার ক্রিয়া দর্শে ও তদ্বারা অতিশয় পেট বেদনা জন্মে অতএব কোন কোন প্রকার অতিসারে সমমতে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু

ডাঃ মার্টিন স্থির করিয়াছেন যে সেনার ক্রিয়ায় মূত্রে ইউরিয়া, ক্লোরাইড অব সোডিয়াম, পার্থিব কার্বনেটস ও ইউরেটস প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে অতএব ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে মূত্রে অক্জেলিক এসিড ও ইউরিয়ার আধিক্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উদরাময় থাকিলে ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয় ও সত্বর উপকার করে।

সেনেগা।—সেনেগার শুষ্ক মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ জন্মে সুতরাং কাস ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়। সুতরাং উপদাহকর কাস বিশিষ্ট পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহে এই ঔষধ উপকার করে। ডাঃ হিউজ বলেন যে বৃদ্ধদিগের উপদাহকর ও শরীর বিচালক কাস সংযুক্ত বায়ুনলীভুজপ্রদাহে সেনেগা দ্বারা অত্যন্ত উপকার দর্শে। ডাঃ মেহফার দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাবিশিষ্ট কাসে ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। সেনেগার বিষক্রিয়া বশতঃ অক্ষিপুটে প্রদাহ ও অক্ষিগোলকে বেদনা উপস্থিত হয় সুতরাং তারকা-মণ্ডল প্রদাহ, কনীনিকা-কলঙ্ক, চক্ষু হইতে পূযস্রাব প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফুসফুস প্রদাহ, বক্ষঃশোথ, ৩ তৃতীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত বশতঃ দৃষ্টি বিকারেও সময়ে সময়ে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার উচ্চক্রম ভাল কায করে।

সেলেনিয়ম।—বিচূর্ণাকারে এই ধাতু ঔষধার্থে প্রস্তুত হয়। স্বরযন্ত্র ও পুং জননেন্দ্রিয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার ক্রিয়া দর্শে। সঙ্কটিক স্বরযন্ত্র প্রদাহে এই ঔষধ ফলপ্রদ। সেলেনিয়েট অভ্‌সোডা বিশেষ উপযোগী। ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহার উচ্চক্রম দ্বারা উপকার দর্শে। সাধারণতঃ ইহার ৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

স্যাণ্ডেল অয়েল।—ডাঃ হেল্ বলেন যে চন্দনের তৈল প্রমেহ রোগে প্রায় অমোঘ। জেলসিমিনম ও ক্যানেবিস সেবনে প্রদাহের তরুণতার হ্রাস পড়িলে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে সাধরণতঃ এতদ্দ্বারা নয় দশ দিবসে রোগ আরোগ্য হয়। তিনি প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দশ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্যাবেডিলা।—ইহার তক্ কোষাবৃত বীজ হইতে অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া পরিপোষকযন্ত্র মণ্ডলে স্যাবেডিলার ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়। বিবমিষা ও বমন সহ শীতের আরম্ভ; মধ্যে মধ্যে উত্তাপের আবেশ; শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মুখমণ্ডল ও হস্তে উত্তাপের আধিক্য; শীত ও দাহাবস্থায় পিপাসার অভাব;—এই সকল লক্ষণাপন্ন বিষম জ্বরে স্যাবেডিলা ফলপ্রদ। হৃৎশূল; এবং প্রাদাহিক জ্বর, পিপাসার অভাব, শীত ও মধ্যে মধ্যে উত্তাপাবেশ লক্ষণ বিশিষ্ট এক প্রকার ফুসফুস-বেষ্ট প্রদাহ রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারজনক। ডাঃ বেইস বলেন যে ঔষধিগন্ধজ জ্বরে স্যাবেডিলার তৃতীয় দশমিক ক্রমের অরিষ্ট প্রতিদিন কয়েক বার আঘ্রাণ করিলে এবং এক বিন্দু মাত্রায় ২।৩ বার সেবন করিলে অত্যন্ত উপকার দর্শে। কপাল বেদনা ও অক্ষিপুটের আরক্ততা বিশিষ্ট মস্তকের প্রতিশ্যায়েও তিনি ইহার অতিশয় উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাঃ হিউজ নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায়গ্রস্ত দুইজন রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছেন।

হাইড্রোকোটাইল এশিয়েটিকা-মণ্ডূকপর্ণী।—ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। শরীরের চর্ম্ম-বিধানে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। হাইড্রোকোটাইলের ক্রিয়া বশতঃ চর্ম্মের আরক্ততা, অরুণিমা, কণ্ডূয়ন ও অতিশয় ঘর্ম্ম, এবং অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব; দর্শন ও শ্রবণ স্নায়ু এবং পঞ্চম স্নায়ু যুগের অনুভবাধিক্য, এবং জরায়ুর সুস্পষ্ট উপদাহ জন্মে। ডাঃ অডুইট জরায়ুগ্রীবার দানাময় ক্ষতে, ও যোনিকণ্ডূয়নে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ নানজার একজি রোজে-নিয়া নামক মুখদূষিকায় ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। জর-স্রু-রোগ সংসৃষ্ট মুখদূষিকায় ডাঃ হিউজ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাতন পামা, খুক, এবং উপদংশ ও গণ্ডমালার আনুষঙ্গিক কুষ্ঠে ইহা বিশেষ উপযোগী। শ্লীপদ রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ ইহার মূল ক্রম ব্যবহৃত হয়।

হাইপোফসফাইট অভ লাইম।—ইহার অতিরিক্ত ব্যবহারে অতিশয় স্নায়বীয় শক্তি, এবং স্বাস্থ্য ও বল বর্দ্ধিত হয়। এবং স্থির, গভীর নিদ্রা; রক্তস্রাবের প্রবণতা সহ রক্তাধিক্য; অর্শ, বা অর্শ হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, অতিরিক্ত রজঃস্রাব; ক্ষুধার অতিশয় বৃদ্ধি; এবং হস্ত পদের রক্তবহা নাড়ীর রক্তপূর্ণতা জন্মে। অধিক মাত্রায় এতদ্দ্বারা যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের সাংঘাতিক ফুসফুস প্রদাহও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাঃ হেল বলেন যে যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ অবস্থায় কাস, জ্বর, নৈশঘর্ম্ম, অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদাদি লক্ষণে তিনি এই ঔষধের ১, ২, বা ৩ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ও ফুসফুসের প্রদাহ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে তিনি ৬ ক্রমের বিচূর্ণের নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক গণ্ডমালা লক্ষণে, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে, তিনি এই ঔষধের সম্পূর্ণ উপকারিতা স্বীকার করেন। যৌবনের প্রারম্ভে শারীরিক অকাল-বিকাশ ও মানসিক অকাল পক্কতায় এই ঔষধের ত্রিংশ ক্রমের বিচূর্ণ বিলক্ষণ ফলপ্রদ। লোহিত গাত্র ত্বক্, স্থূল দেহ, স্থূল বুদ্ধি, ও মন্থর রক্তসঞ্চালন বিশিষ্টা যুবতীদিগের প্রথম রজোদর্শনে অতিবিলম্ব, এই ঔষধের দশ ভাগের একভাগ, এক গ্রেণ মাত্রায় আহারের সহিত সেবনে প্রায়ই আরোগ্য হয়। বালকদিগের মস্তিষ্ক ঝিল্লী-প্রদাহের প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ও পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সময়ে সময়ে আরোগ্যকর। অবসন্নকর রোগের পরবর্ত্তী কাসে ও বক্ষঃস্থলের বেদনায় এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। মধ্যান্ত্রের রোগ বশতঃ ক্ষয়ে, বালকের যদি রোগের পূর্ব্বে স্থূল দেহ ও লোহিত মাংস ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তবে ডাঃ হেল এই ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। রক্ত, শুক্র, শ্লেষ্মা, পূয ও অন্যান্য স্রাবাদির অতি নিঃসরণ জনিত অপকার নিবারণে কেবল এই ঔষধ অথবা ইহার সহিত চায়না পর্য্যায়ক্রমে, ডাঃ হেল ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন। অন্ত্রক্ষয়ের সন্দেহ সূচক পুরাতন অতিসার; শরীর শীর্ণকর জরায়ু বা যোনীর শ্বেত প্রদর; পূয়স্রাব বিশিষ্ট অস্থি রোগ, ও স্নায়বীয় শক্তির ক্ষীণতা জনিত শিশুদিগের দন্তোদ্গমের বিলম্বে

অস্থির বর্দ্ধনদোষজনিত বিষয়ে ক্যাল্কেরিয়া) হাইপোফস্ফরাইট অভ লাইমের ব্যবহার আছে।

হেক্লা লাভা।—হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরির ধাতুনিঃস্রব। বিচূর্ণাকারে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। এই পর্ব্বত হইতে পতিত সূক্ষ্ম ভস্মসংযুক্ত ঘাস যে সকল পশু ভক্ষণ করে তাহাদের হনুর অস্থিবিবর্দ্ধন প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্থিপীড়া জন্মে। অতএব দন্তশূল, হনু স্ফীততা, দন্তপুপ্পুট প্রভৃতিতে ইহা উপকারী। ডাঃ হলকোম দন্তোৎপাটনের পরবর্ত্তী স্নায়ুশূলে; এবং নিম্ন হনুর অস্থি-প্রদাহে এই ঔষধের ত্রিংশ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অস্থি বিবর্দ্ধন, অঙ্গুলীবেষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত জনিত দন্তমূলের ব্রণ প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী।

সমগুণ (য়্যানেলোগস) ও বিষমগুণ (এণ্টিডোটস) ঔষধ

ঔষধের নাম ও সাংকেতিক নাম।	সমগুণ।	বিষম গুণ।
অরম (অর)	মার্ক, প্লাটি, আর্স, সিলি, কস।	বেল, কুপ, মার্ক।
অষ্টিলেগো (অষ্ট)	কলোফাই, সিকেল।	* *
অরিগেনম (অরি)	ক্যান্থ, ক্যান, কোলিন, হেলোন।	* *
আইরিস (আইরিস)	এণ্টটা, কলচি, আইওড, ওপি, মার্ক, পডো।	নক্স ভম।
আইওডিয়ম (আইওড)	মার্ক, আর্স, ব্রোম, কালী-বাইক্রম।	চায়না, ওপি, ফস্ফ।
আর্জেন্টম নাইট্রিকম (আর্জ নাইট)	আর্স, মার্ক, কস, এসি-হাইড্রোসা।	মার্ক, ন্যাট্রম মি।
" " মেটেলিকম (আর্জ-মেট)	অরু, প্লাটি, সেলেন।	মার্ক, পলস।
আর্টিকা ইউরেন্স (আর্ট-ইউ)	এপিস, রস, ক্যান্থ।	* *
আর্টিমেসিয়া (আর্টিমি)	স্যাণ্ট।	* *
আর্ণিকা (আর্ণ)	রস, হাইপার (উপঘাত), রুট, এক্ট, (পেশী); রস, ক্রোট (চর্ম্ম)।	ক্যাম্ফ, ইগ্নে।
আরেনিয়া (আরে)	* *	* *
আরেলিয়া (আরেলি)	ক্যামো, সিমিসি, কলোফা।	* *
আর্সেনিকম (আর্স)	মার্ক, কষ্টি, কালী-বাইক্রম, আইওড।	আইওড, নক্স, ক্যাম্ফ, চায়না।
ইউপেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম (ইউপ পর্প)	ক্যান্থ, কোপ, কিউব।	কফি।
" পার্ফোলিয়েটম (ইউপ পার্ফো)	ব্রাই।	কফি।

ইউফর বিয়ম (ইউফর) ভিরেট, কলচি, এণ্ট-টার্ট। ক্যাম্ফ।

ইউফ্রেসিয়া (ইউফ্রে) পলস, সলফ। ক্যাম্ফ, পলস।

ইউভা আর্সাই (ইউভা) টেরেব, ক্যাম্থ। * *

ইউরেণিয়ম নাইট্রি-
কম (ইউরেন-নাইট) ফস এসি (শর্করা মূত্র), কালীবা,
আর্স (আমাশয় রো)। * *

ইকুই সিটম (ইকুই) ক্যান-স্যাট। * *

ইগ্নেশিয়া (ইগ্নে) ক্যামো, কফি, নক্স, ষ্ট্র্যামো। বক, নক্স, পলস।

ইণ্ডিগো (ইণ্ডি) * * * *

ইথুসা (ইথু) এণ্ট টা, ক্রিম, কুপ, সলফ। একন, ভিনিগার।

ইনান্থি (ইনা) সিকিউ, ইথু, ষ্ট্র্যামো, এসিড হাই। * *

ইপিকাকুয়ানহা (ইপি) এণ্ট টা, আর্স। চায়না, নক্স।

ইরিজারণ (ইরিজ) ব্যাম্থ, কোপ, টেরেব, স্যাব। * *

ইরিঞ্জিয়ম (ইরিঞ্জ) কোপ, হিপার, সেনে, স্পঞ্জ। * *

ইলেটেরিয়ম (ইলেট) কলচি, ক্রোট, ভিরাট। কলোসিন্থ।

ইলাপস (ইলাপ) এপিস, আর্স। * *

এইলান্থস (এইল) আস, ব্যাপ্ট, ল্যাক। এলো, রস, নক্স।

একেলাইফা (একেল) আর্ণ, হেমে, ইপি। * *

একোনাইটম (একন) সিকিউ, এসিড হাই। (পেশীর গতি
সাধিনী স্নায়ু), ব্রাই, সিমিসি (বাত),
ক্যাক্ট, ন্যাজা, স্পিজি (হৃৎপিণ্ড)। সলফ, ক্যাম্ফ।

এগানাস ক্যাক্টস (এগ্নস) ক্যাম্ফ, কোন, লুফ, ফস এসি। ক্যাম্ফ, ন্যাট মি।

এগেরিয়াস মাস্ক (এগের)
সিমি, ক্যান-ইণ্ড, হাইওস, ওপি। ক্যাম্ফ, কফ, পলস।

এট্রোপাইন (এট্রো) বেল। * *

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম (এণ্ট-ক্রুড)
এমন মি, কালী-বাই, পলস। হিপার, মার্ক, পলস।

এন্টিমোনিয়ম টার্ট (এন্ট-টার্ট)ইপি ; ফস (শ্বাসযন্ত্র) ; এন্ট-ক্রুড, ক্লিম (ত্বক); ডিজি, লোব, ভিরাট-ভি (মেডুলা)। চায়না, ইপি, পলস।

এনাকার্ডিয়ম্‌ (এনাক) ফস এসি, জিঙ্ক (মস্তিষ্ক), এপিস, ক্রোট, মেজ, রস, আর্ট (ত্বক)। ক্যাম্ফ, কফ।

এপিস মেলিফিকা (এপিস) আর্স; ক্যান্থ, টেরেব ; বেল, রস। ল্যাক।

এপোসাইনমক্যান (এপোসাই) এপিস, হেলি।

এবিস নাইগ্রা (এবিস) টেরেব, নক্স, এসিকিউ। * *

এমিল নাইট্রোসম (এমিল) গ্লন, ইগ্নাব। * *

এমোনিয়ম-কার্ব (এমন-কা) বেল, কার্বো-ভি, ফস, পলস, হিপার। আর্ণ, ক্যাম্ফ, হিপার।

এম্বা গ্রিসিয়া (এম্ব্রা) এসাফ, মস্ক। ক্যাম্ফ, নক্স।

এরম (এরম) আর্স, ফস, বষ্ট, ব্যাপ্ট। ঘোল।

এরেলিয়া (এরে) ক্যামো, সিমি, কলোফাই। * *

এলিয়ম (এলি) ইউফ্রে, ইপি। * *

এলুমিনা (এলু) ব্যারা, কোনা, প্লম্ব ; ভিরাট এল্ব (মবণাস্ত্র)। ব্রাই, ক্যামো, ইপি।

এলোসকোট্রিনা (এলো) এসকিউ, কোলিন, নক্স, সলফ। সলফ, ভিনিগার, উদ্ভিজ্জাম্ল।

এষ্টিরিয়াস (এষ্টি) সলফ, ইগ্ন, সিকিউ, বোবি। * *

এসকিউলিস (এসকি) এলো, ব্রাই, পডো, সলফ। *

এসক্লিপিয়াস (এসক্লি) আর্ণ, ব্রাই, সিমিসি, ইত্যাদি * *

এসাফিটিডা (এসাফ) এম্ব্রা, মস্ক, (স্নায়ু), অব, ফস, সিলি, মার্ক (অস্থি)। কষ্ট, চায়না।

এসিডম অক্‌জেলিকম (এসি-অকজ) আর্স। * *

এসিডম কার্ব্বলিকম (এসি-কার্ব্ব) জেলস (স্নায়ুশূল) কার্বো, ক্রিয়োজ (আমাশয়)। [ব্রন। স্যাকেরেট অব লাইম

এসিডম নাইট্রিকম (এসি-নাইট) এসিড-ফ্লিউর, মার্ক, থুজা। মার্ক, ক্যাম্ফ, হিপার।

এসিডম পিক্রিকম (এসি পিক্রি) ফস, আর্জ্জ-নাইট। * *

এসিডম ফস্ফরিকম (এসি-ফস) ফস, চায়না, সিলি, ইগ্নে। ক্যাম্ফ, কফ।

এসিডম ফ্লোরিকম (এসি-ফ্লোর) সিলিকা। * *

এসিডম বেঞ্জোইকম (এসি বেঞ্জ) নাইট-এসি। * *

এসিডম মিউরিএটিকম (এসি মিউর) নাইট-এসি, ব্যাপ্টি। ব্রাই, ক্যাম্ফ।

এসিডম স্যালিসাইলিকম (এসি-স্যালিসাই) কুইনাইন। * *

এসিডম সলফিউরোসম (এসি সলফ) সলফ, খনিজ অম্ল। পলস।

এসিডম হাইড্রোসায়েনিক (এসি-হাই) একন, সিকিউ (পৃষ্ঠবংশ); ইনাস্থি (অপস্মার)। ক্যাম্ফ, কফ, ওপি।

এসেরম (এসের) কুপ, নক্স, ফস, পলস। ক্যাম্ফ, ভিনিগার।

ওপিয়ম (ওপি) ক্যানইণ্ড। কফ, ক্যাম্ফ।

ওলিয়ম জেকোরিস (ওলি জেকো) ক্যাল্ক, আইওড, ফস, সলফ।

ওলিয়ম রিসিনি (ওলিরিসি) * *

ওসমিয়ম (ওস) ম্যাঙ্গ, সেলেন।

ককস ক্যাক্টাই (ককস) ড্রোস, ইপি, কোবাল, হায়োস।

ককিউলাস (ককিউ) ক্যামো (উদর লক্ষণ)। ক্যাম্ফ, নক্স, ইগ্নে।

কণ্ডুরাঙ্গো (কণ্ডু) হাইড্রাষ্টিস। * *

কফিয়া (কফ) ক্যামো, ইগ্নে। একন, ক্যামো, ইগ্নে।

কমোক্লেডিয়া (কমো) এনাক, রস। * *

কলচিকম (কলচ) সিমি, আর্ণ, ব্রাই, ভিরেট। পলস, নক্স, ক্যামো।

কলোফাইলম (কলোফ) লাইকো, ভিরাট, এসি-কার্বল। * *

কলোসিন্থিস (কলোস) ব্রাই, আর্স, ক্যামো, নক্স, কক, চেল। ক্যাম্ফ, কক, কষ্টি, ওপি।

কষ্টিকম (কষ্ট) জেলস (পক্ষাঘাত), ব্রোম, স্পঞ্জ (স্বরযন্ত্র)। কফ, নক্স, কলো।

কার্ডিউয়স (কার্ডু) ব্রাই, চেল, নক্স, পডো ইত্যাদি। * *
কার্ব্বো এনিমেলিস (কার্ব্বো-এন) কোন, হাইড্রাস (গ্রন্থি)। ক্যাম্ফ, আর্স।
কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস (কার্ব্বো-ভেজি) লাইকো, ভিরাট, এসি-কার্ব্বল। ক্যাম্ফ, কফ, আর্স।
কিউবেয়ার (কিউব) কষ্ট, কোন, ফাইসস। * *
কুপ্রম মেটেলিকম (কুপ-মে) আর্স, প্লম্বম। চায়না, হিপার।
কোনায়ম (কোন) জেলস, আইয়োড, ব্যারাই। কফ, নাইট-এসি।
কোপেবা (কোপ) ক্যান, ক্যান্থ, টেরেব। মার্ক।
কোরেলিয়ম (কোর) বেল, হাইয়স, ড্রোস, নাইট এসি। ক্যাম্ফ, কফ।
কোলিনসোনিয়া (কোলিন) এলো, এসকি, পডো, নক্স, সলফ। * *
ক্যাক্টস (ক্যাক্ট) একন, নাজা। ক্যাম্ফ, একন, চায়না।
ক্যানেবিস স্যাটাইভা (ক্যান-স্যাট) এপিস, ক্যান্থ, কোপ, টেরেব, ইউফ্রে (চক্ষু)। ক্যাম্ফ, অম্ল।
ক্যানেবিস ইণ্ডিকা (ক্যান ইণ্ড) বেল, হাইয়স, ওপি, ষ্ট্রামো এগার। * *
ক্যান্থরিস (ক্যান্থ) টেরেব, আর্স, মার্ক করো, ক্যাম্ফ, কোপ, ক্যানস্যাট ইত্যাদি। ক্যাম্ফর, এলকোহল।
ক্যাপসিকম (ক্যাপস) আর্জ্জ নাইট, ক্রোট, ইউফর। ক্যাম্ফর।
ক্যামোমিলা (ক্যামো) বেল, কফ, ইগ্নে, হাইও, ষ্ট্রামো। কফ, পলস, ইগ্নে
ক্যাম্ফোরা (ক্যাম্ফ) একন, আর্স, ভিরাট (রক্ত-সঞ্চলন); ক্যান্থ, টেরেব (মূত্রকৃচ্ছ্র)। ওপি।
ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা (ক্যালক-কার্ব্ব) ব্যারাই, আইয়োড, ফস, সিলি। ক্যাম্ফ, সলফ।
ক্যালকেরিয়া ফসফরেটা (ক্যালক-ফস) আইওড, ফস, সিলি, ব্যরাই। নক্স।
ক্যালমিয়া লেটিফোলিয়া (ক্যালমিয়া)

কালি কার্ব্বণিকা (কালী-কার্ব্ব) ন্যাট-মিউ, ষ্টাণ। ক্যাম্ফ, কফ।

ক্যালি ক্লোরাস (কালী ক্লোর) মার্ক, আইওড, এসিড-নাইট, এসিড-মিউ। * *

ক্যালি পার্ম্মেঙ্গেনম (কালী-পার্ম্ম)

ক্যালি বাইক্রমিকম (কালী-বাই) হিপার, কালী-আইয়োড, আর্স, এণ্ট-টার্ট ইত্যাদি। আর্স, ল্যাক, পলস।

কালি ব্রোমাইডম (কালী ব্রোম) জেলস, কোন, ক্রোবাল। * *

ক্যালি হাইড্রিয়োডিকম (কালী-হাইড) অরম, মার্ক, মেজ, হিপার, আইওড। হিপার।

ক্যালেণ্ডিয়ন (ক্যালাড)

ক্যালেণ্ডিইলা (ক্যালেণ্ড)

ক্রিয়োজোটম (ক্রিয়ো) কার্ব্বি, মার্ক, পেট্রোল। একন, নক্স, ফিব।

ক্রোকস স্যাটাইভস (ক্রোক) বেল, প্যাডি, স্ট্যাব। একন, বেল, ওপি।

ক্রোটন টিগ্লিয়ম (ক্রোট) ইলাট, ভিরাট, কলচ (বিবেচন), রস, এপিস, মেজ (ত্বক)। * *

ক্লিমেটিস (ক্লিম) ক্যাক্ল, কোন, গ্রাফ, পলস, মার্ক ইত্যাদি। ব্রাই, ক্যাম্ফ।

ক্লোরাল-হাইড্রেট (ক্লোর)

গ্র্যাফাইটিস (গ্রাফ) পলস, আর্স, এলু, গ্রম। আস, নকস।

গোয়াকো (গোয়াক) ভিরেট-এল ; আর্স, ফাইটো। * *

গোয়ারিয়া (গোয়াব)

গোয়েকম (গোয়ে) কষ্ট, গ্রাফ, মার্ক, নকস, সলফ। নকস।

গ্যাম্বোজিয়া (গ্যাম্ব) আর্স, ব্রাই, মার্ক, পডো, কলোস। * *

গ্রাটিওলা (গ্রাটি) ক্যামো। কষ্ট।

গ্লিণ্ডিলিয়া (গ্রিণ্ডি)

গ্লনয়েন (গ্লন) একন, বেল, এসিল, কফ, ষ্ট্রামো, ইত্যাদি। একন, ক্যাম্ফ, কফ, নকস।

চায়না (চায়) আর্স, সিড (জ্বরঘ্ন) ; ফির (বলকর)।	আর্স, ভিরাট্র, ফির।
চিনিনম (চিনি)	
চিমাফাইলা (চিমা) ক্যান, ক্যান্থ, কোপ,ইউ-আর্স।	* *
চেলিডোনিয়ম (চেলি) ব্রাই, ফস।	একন, ক্যাম্ফ।
জগলান্স (জগ) ব্রাই, কলোস, পডো, বস।	* *
জিঙ্কম (জিঙ্ক) কুপ, প্লম্ব।	হিপার, ইগ্নে।
জেট্রোফা (জেট্রো) ক্রোটন।	* *
জেলসেমিনাম (জেলস) কোনা, ব্যাপ্ট।	ক্যামো, রস।
জেবোরাণ্ডী (জেবো) এট্রো, ফাইসস, এমিল।	* *
জ্যান্থোজাইলম (জ্যান্থো) ক্যাম্ফ, এমন কার্ব্ব, ভিরাট।	* *
টিউক্রিয়ম (টিউক) সিনা, স্যাণ্ট, স্ট্যাপ।	ইগ্নে।
টিটেনিয়ম (টিটেন)	
টেরিবিন্থ (টেরিব) ক্যান্থ, কোপ।	ক্যাম্ফ ক্যান্থ।
ট্রিলিয়ম (ট্রিল) হেম, স্যাব, সিকেল।	* *
ট্যাবেকম (ট্যাবেক) এণ্ট টার্ট, নোর।	নকস।
ট্যারাকসিকম (ট্যারাকস) ব্রাই, নকস, পলস, স্পিজি।	ক্যাম্ফ।
টারেণ্টিউলা (টারেণ্ট)	
টেলুরিয়ম (টেলুর)	
ডলকেমেরা (ডলকে) সিপি।	মার্ক, ইপি, ক্যাম্ফ।
ডায়োস্কোরিয়া (ডাইয়োস) কলোস।	* *
ডিজিটেলিস (ডিজি) আর্স, ফস।	নক্স, ওপি।
ড্রোসেরা (ড্রোস) এসিনাইট, ইপি।	ক্যাম্ফ।
থুজা (থুজা) ক্যান্থ, ক্যান, কোপে, মার্ক. পলস ; নাইট এসি।	মার্ক, ক্যামো।
থেরেডিয়ন (থেরেড) একন, বেল, ক্যাল্ক, গ্রাফ, ইগ্নে ইত্যাদি।	* *
নক্স ভমিকা (নক্স ভ) ইগ্নে, পডো, ব্রাই।	কফ, কাম্ফ, ওপ।

নক্স-মস্কেটা (নক্স-ম) এম্ব্রা, এসাফ, পলস, রস। ক্যাম্ফ।
মুফার (মুফ) কস, পডো, এগ্নস। * *
নেফেলিয়ম (নেফ) ক্যামো, ইপি, মার্ক, পলস। * *
ন্যাজা (ন্যাজা) আর্স, ক্রোটে, ক্যাক্ট, ল্যাক। আর্স, বেল।
ন্যাট্রম কার্ব্বনিকম (ন্যাট কা) সলফ। আর্স, ক্যাম্ফ।
ন্যাট্রম মিউরিএটিকম (ন্যাট-মি) ক্যাঙ্ক, গ্রাফ, লাইকো,
পলস, স্পিপি, সলফ। ক্যাম্ফ।
ন্যাট্রম সলফিউরেটম (ন্যাট-সল)
পডফিলম (পডো) মার্ক, এলোজ। নক্স-ভ।
পলসেটিলা (পলস) এন্ট-ক্রুড, হেম, স্যাব। কফ, ক্যামো, নক্স।
পাইপার মিথিষ্টীকম (পাইপার)
প্যালাডিয়ম (প্যালাড)
পিওনিয়া (পিও)
পেট্রোলিয়ম (পেট্রোল) ক্রিয়োজ। একন, নক্স।
পেট্রোসেলিনম (পেট্রোস)
প্লম্বম (প্লম্ব) এলম, ওপি, প্লাট, জিং। সলফ-এসি, প্লাট, ওপি।
প্রুনস (প্রুন)
প্লাটিনা (প্লাট) অব, প্লম, ইগ্নে, পলস, লাইকো, রস। পলস।
প্ল্যান্টেগো (প্লাট) আর্ন, হিপ, মার্ক, ফাইটো। * *
ফসফরস (ফস) ফস-এসি। ক্যাম্ফ, নক্স।
ফাইটো (ফাইটো) কালী-আইওড, মার্ক, মেজ। ওপ, কফ।
ফিরম (ফির) মাক্স, গ্রন, ক্যাস্থ, সেবি। আর্স, হিপ, সিঙ্ক।
ফিরম-ফস (ফির-ফস)
বার্ব্বেরিস (বার্ব্ব) নক্স, ক্যাপ্স। ক্যাম্ফ।
বিসমথ (বিস) আর্স, আর্জ, জিং। ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স, নকস।
বেলেডোনা (বেল) সোলেন, হাইও, ষ্ট্রামো। কফ, ক্যাম্ফ, ওপ।
বোভিষ্টা (বোভ) সলফ, সিকিউ। ক্যাম্ফ।

বোরাকস (বোর) পলস, সলফ, মার্ক। ক্যামো, কফ।
ব্যাপ্‌টিসিয়া (ব্যাপ্ট) জেলস, ব্রাই, রস, এসিড মিউ। * *
ব্যারাইটা-আইওডেটা (ব্যারা-আইওড)
ব্যারাইটা কার্ব্ব (ব্যারা কা) ক্যালক, মার্ক, সিলি। এণ্ট টার্ট, বেল,ক্যাম্ফ।
ব্যারাইটা মিউর (ব্যারা মি)
ব্রাইয়োনিয়া (ব্রাই) একন, বস পলস, ফস, নক্স, মার্ক। একন, নক্স।
ভাইয়োলা ওডোরেটা (ভাইও-ওড) চেলি। ক্যাম্ফ।
ভাইয়োলা ট্রিকলার (ভাইও টিক) লাইকো। ক্যাম্ফ।
ভাইবরনম (ভাইবর) কোর, অষ্টি। * *
ভার্ব্বাস্কম (ভার্ব্বাস) নক্স, প্লাট, ষ্টাপ। ক্যাম্ফ।
ভিনকা (ভিন) উদ্ভিজ্জাম্ল।
ভিরেট্রম এলবম (ভিরাট এ) আর্স, ভিরাট ভি, একন, ক্যাম্ফ। একন,কফ।
ভিরেট্রম ভিরিডি (ভিরাট ভি) একন, বেল, হেপ, ভিরাট এব, এণ্ট টার্ট।
ভিস্কম (ভিস্ক)
ভেলেরিয়ান (ভেলে) ইগ্নে, ষ্ট্রামো। ক্যাম্ফ, কফ।
মস্কস (মস্ক) এম্ব্রা, এসাফ, ক্যাম্ফ, নক্স ম। ক্যাম্ফ, কফ।
মাইরিকা (মাইরি) ক্যামো ইত্যাদি। * *
মার্কিউরিয়স (মার্ক) আর্স, আইওড, ফাইটো, পডো। অর, নাইট্রি-এসি, সলফ।
মিলিফোলিয়ম (মিলিফ) হেম, ইপি। * *
মিউরেক্স (মিউর)
মিলিয়াস্থিস (মিলি) ড্রোস। ক্যাম্ফর।
মেফ্থাইপাবিটা (মেফ্থ) ক্রমেক্স। * *
মেলিলোটস (মেলি)
মেজেরিয়ম (মেজ) কালী-বাই, কালী-হাই, মার্ক। ক্যাম্ফ, মার্ক।
ম্যাক্রোটিন (ম্যাক্রো)
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব (ম্যাগ্নে কা) ফস। নকস, মার্ক।

" মিউর (ম্যাগ্নে-মি) গ্রাফ, কালী, লাইকো।	ক্যামো।
ম্যাটিকো (ম্যাট)	
ম্যাঙ্গেনম (ম্যাঙ্গ) লাইকো।	কফ, মার্ক।
রসটক্স (রস) ক্রোট, লেড, রাণন, রোড, ব্রাই।	ব্রাই, কফ।
রিউম (রিউ) বেল, সলফ।	ক্যামো, নক্স।
রুটা (রুট) ক্রোক, স্তাব (জবাব); মেক, কাইটো (গতিযন্ত্র)।	ক্যাম্ফ।
রুমেক্স (রুমে) ল্যাক, বেল, কষ্ট, ফস (স্বরযন্ত্র); ব্রুক, পডো, সলফ (অতিসার)।	
রেণানকিউলাস (রেণন) রস, ক্লিম, ক্রোট, মেজ, স্তাব'ড, ষ্টাফ।	
রেটেনিয়া (রেটে)	
রোডোডেণ্ড্রণ (রোডো) রস, ক্লিম।	রস, ক্লিম।
রোবিনিয়া (রোব) পলস।	* *
লরোসিরস (লরো) বেল, ফস।	ক্যাম্ফ ওপি।
লাইকোপস (লাইকোপ) ডিজি, ক্যাক্ট, স্পিজি।	* *
লাইকোপোডিয়ম (লাইকো) ব্রাই, নক্স (পরিপাকযন্ত্র)।	কফ,পলস,কষ্ট।
লিডম প্যালষ্টার (লিডম) আর্ণ, রস, ক্রোট, পলস, রুট।	ক্যাম্ফ, রস।
লিথিয়ম কার্ব্ব (লিথি) ক্যাক্ট, ডিজি, ল্যাক, গ্রাফ, লাইকো।	* *
লিলিয়ম (লিলি) প্লাট, হেলোন।	* *
লেপটাণ্ড্রা (লেপ্ট) ব্রাই, পডো, আইরিস।	* *
লেপিস (লেপিস) আর্স, কোন, সিলি।	* *
লোবেলিয়া (লোব) এন্ট-টার্ট, ডিজি, ইপি, টাব।	ক্যাম্ফ, ইপি।
ল্যাকনান্থিস (ল্যাকনান্থ) সিমি, বেল, হাইও, ষ্ট্রামো, ল্যাক।	* *
ল্যাকেসিস (ল্যাক) এপিস, আর্স।	বেল, মার্ক।
ষ্টিক্টা (ষ্টিক্ট) একন, ডলক, মার্ক, কালী-বা, রুম।	* *
ষ্টিলিঞ্জিয়া (ষ্টিলি) অর, কাইটো, মেজ।	* *
ষ্ট্যাণম (ষ্টান) আর্স, কুপ, সিপি, ডিক্স।	পলস।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (ষ্ট্যাফ) কষ্ট, কফ, কক, ক্রিয়ো, কলো।	ক্যাম্ফ।

ষ্ট্রিকনাইন (ষ্ট্রিক)	
ষ্ট্র্যামোনিয়ম (ষ্ট্র্যামো) হাইয়স, বেল ; এগার ক্যামো, ইগ্নে।	মস্ক, ওপি।
সলফার (সলফ) আর্স, সিপি।	মার্ক, নক্স, চায়না।
সিকিউটা (সিকিউ) একন, এসি-হাই, ষ্ট্রীক।	আর্ণ, টুব্যাক।
সাইক্লেমেন (সাইক্লে) পলস, রুট, ক্রোক।	পলস।
সার্জা (সার্জা) বেল, ক্যামো, মার্ক, সিপি, সলফ।	বেল, মার্ক।
সিকেলি (সিকেল) বেল, কলোফ।	ক্যাম্ফ, ওপি।
সিড্রন (সিড) আর্ণ, সিস্ক, জেলস, ল্যাক।	* *
সিনা (সিন) ক্যাল্ক, বেল, ইগ্নে, স্পিজি।	ব্রাই, চায়না।
সিনিসিয়ো (সিনি) হেলোন, পলস, স্যাঙ্গ।	* *
সিএনোথস (সিএনো)	* *
সিপিয়া (সিপি) পলস, লাইকো, সিলি, মিউর।	একন।
সিমিসিফুগা (সিমি) কলোফ, সিকেল, একন, ইগ্নে।	সিকেল।
সিফাইটম (সিফা) * *	* *
সিলামাবিটিনা (সিলা) ফিজি।	* *
সিলিসিয়া (সিলি) ক্যাল্ক, হিপ, মার্ক, ফস, ফ্লোর এসি, ফস-এসি।	হিপার, ক্যাম্ফ।
সিষ্টস ক্যানেডেন্সিস (সিষ্ট) বেল, ব্যাক্স, হিপ, গ্রাফ।	বেল।
সেনা (সেন) * *	* *
সেনেগা (সেনে) ব্রাই, হিপার।	বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ।
সেলেনিয়ম (সেলে) স্পঞ্জ।	পলস, ইগ্নে।
স্যাঙ্গুনেরিয়া (স্যাঙ্গ) ফস, লাইকো, সিলা।	* *
স্যাবিনা (স্যাবি) বেল, ক্রোক, পলস, রুট, টিল।	পলস, ক্যাম্ফ।
স্যাবেডিলা (স্যাবে) ষ্ট্যাফ, ভিরাট।	পলস, ক্যাম্ফ।
স্যাম্বুকস (স্যাম্বু) একন, ইপি।	আর্স, ক্যাম্ফ।
স্পঞ্জিয়া (স্পঞ্জ) আইওড, হিপার, কালী-বাইক্রম।	ক্যাম্ফ।
স্পাইজিলিয়া (স্পিজি) একন, সিনা।	অরম, ক্যাম্ফ।

হাইড্রাষ্টিস ক্যান (হাইড্রাষ্ট) পলস, কালী-বাইক্রম, এমন-মিউর, এন্টি-ক্রুড (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী); কোলিন, এলো, সিপি, সলফ (নিম্না-ন্ত্র), ফাইটো, কোন (স্তন)।	পলস।
হাইড্রোকোটাইল (হাইড্রোকোট) সিলি, লাইকো, ডলক। *	*
হাইপারিকম (হাইপার) আর্ণ, ক্যালেণ্ড, রুট। *	*
হাইয়োসায়েমাস (হাইও) বেল, ষ্ট্রামো।	ক্যাম্মো, বেল।
হিপার সলফার (হিপার) সলফ, ক্যালক, মার্ক, কা বাইক্রম।	বেল, ক্যামো।
হেমেমেলিস (হেমে) পলস।	পলস।
হেলিবোরস (হেলি) এপিস, এপোস, ক্যাম্ফ, কালী-ব্রোম।	ক্যাম্ফ, চায়না।
হেলোনিয়াস (হেলোন) ফির, ফস-এসি, ষ্ট্যানম। *	*
হেক্লা লাভা (হেক্লা) ক্যামো, মার্ক, পলস, ফস। *	*

☞ সুস্থ শরীরে পরীক্ষাকালে যে সকল ঔষধের লক্ষণ নিয়ত উপস্থিত হইয়াছে ও চিকিৎসাকালে বারংবার যাহা আরোগ্য হইয়াছে তাহাদিগকে প্রধান প্রকৃতগত লক্ষণ বা গ্রাণ্ড ক্যারেক্টারষ্টিক সিমটমস বলে। আর, যে সকল লক্ষণ পরীক্ষা কালে তত উপস্থিত হয় নাই কিন্তু চিকিৎসাকালে প্রায়ই আরোগ্য হইয়াছে তাহাদিগকে আরোগ্যগত লক্ষণ বা কিউরেটিভ সিমটমস বলে। কেবল এই দুই প্রকার নিশ্চিত লক্ষণই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত লক্ষণের পূর্ব্বে * চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত সমলক্ষণাপন্ন ঔষধের নাম (   ) প্যারান্থিসিস চিহ্নের অভ্যন্তরে দেওয়া গিয়াছে। (ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণ দ্রষ্টব্য)

চিকিৎসা প্রদর্শিকার সূচীপত্র ।

(২)

হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ রোগ।—(ক) রক্তের রোগ।

১। **মসূরিকা, বসন্ত, স্মলপক্স*।**—বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা, বিশ্লিষ্ট (ছাড়া), ও সংশ্লিষ্ট (জোড়া)। পীড়কাগুলি পৃথক পৃথক থাকিলে বিশ্লিষ্ট ও পরস্পর মিলিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট বলে। বসন্ত-বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার দ্বাদশ দিবসের পর জ্বর হয়। এইজ্বরে শীত, দাহ, শিরঃপীড়া, গাঢ় শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা বমন, সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা থাকে। এই সময় রোগীর কপালে অঙ্গুলী দিলে মসুর-সংলিপ্ত বোধ হয়। এই নিমিত্ত বসন্ত রোগকে আয়ুর্বেদে মসূরিকা বলে। পৃষ্ঠবেদনা ও বমনের উগ্রতানুসারে রোগের আক্রমণও উগ্র হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে পীড়কা উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কপালে ও মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণ গুটিকা প্রকাশ পায়, অনন্তর উহা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পঞ্চম দিবসে পীড়কায় জলবৎ স্রাব উৎপন্ন

---

* বাঙ্গলা অক্ষরে যে সকল ইংরেজী শব্দ লিখিত হইল সেই সকল শব্দের বা শব্দাংশের (শব্দের যতটুক একবারে উচ্চারিত হয়) অন্ত্য অকারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সাধারণতঃ হসন্ত উচ্চারিত হইবে।